MISS MARPLE
By Agatha Christie
সাগরবেলায় খুন

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন

www.banglabooks.in
বর্গার প্রয়োজনার চট্টোপাধ্যায়
বর্গার নিভারাণী চট্টোপাধ্যায়
বাবা ও মা’র প্রণয়মূর্তিতে
বাঙালী পাঠক পাঠকাদের কাছে আগাথা ক্রিস্ট এক এক একান্ত আদরের নাম। রহস্যের রাণী আগাথা ক্রিস্টের মানসপন্ডি এককুল পোয়ারাওর মতই সকলের হৃদয়ে পাকা স্থান করে নিয়েছেন তার স্নেহ অন্য এক চরিত্র, মিস জেন মার্পল। সেটি মেরী নীড়ের শান্ত গ্রামীণ পরিবেশে ও রহস্য খোজে ফেরেন মিস মার্পল, কখনও তার সামান্য ছাড়িয়ে যায় ওই গ্রামীণ এলাকা থেকে দের দূরে বাসে। এমনই দুটি কাহিনী ‘সাগরবেলায় খুন’ আর ‘অকথ নির্ভর’। ক্যারিবিয়ান সমুদ্রের তলে এক বলোকম হোটেল বন্ধ হনকুবের মি রাফারেলের সঙ্গে হাত ধরিয়ে নাশন এক হত্যাকারীকে চিনিয়ে দিলেছিলেন মিস মার্পল। এরপর তিনি সেই মি রাফারেলেরই কাননতায় বেরিয়ে পড়েন দেশ অভিযন্ত—আর অভিযাত্রীর অধ্যক্ষ পরদা সরিয়ে কিনারা করেন বিভ্রান্ত এক নিষ্ঠুর খুনের, যে খুনের মূল প্রতিবাদ ভালোবাস।

মিস মার্পলের অসংখ্য কাহিনীর মধ্যে এই দুটি কাহিনী নিয়েই আমাদের প্রথম প্রয়াস। অন্যান্য মিস মার্পল কাহিনী ও গল্পগুলির সমগ্র আমরা পরে পর আনুমানিক আরো চার খেতে অতি দুঃখ প্রকাশ করবো।
এক পল্লব বললেন মেজর প্যালগ্রেভ

‘এই কোনিয়ার ব্যাপারটাই ধরনে’, মেজর প্যালগ্রেভ বলে চলেছিলেন।
‘ভাবগাটা সম্পর্কে’ যাদের কোন ধারণা নেই তারাই নিজেদের জাহির করতে
চায়। আমি জীবনের সেরা চাষা ঠাঁচে বছর সেখানে কাটিয়েছি—’

বৃদ্ধা মিস মার্পল সামান্য মাথা নেয়ালেন। এটা তার নিজের ভুলা
দেখানো। মেজর প্যালগ্রেভ ইতিমধ্যে প্রসঙ্গ বললে ম্যাটিচারণ শুরু করে-
ছিলেন জীবনের নানা ঘটনার। মিস মার্পল অবশ্য নিজের চিন্তাতেই
বিড়ার ছিলেন অভ্যাস মত। এমন ক্ষেত্রে বলল হয় শিব্দু জায়গার। অতীতে
সাধারণত এ জায়গা হত ভারত। মেজর, কর্ণল, লেফ জেনারেল আর সেই
সঙ্গে সিগালা, বায়, ছোটা হাঙ্গার—প্রাগতরাশ, খিদমদার, এই সব।
মেজর প্যালগ্রেভের বেলায় বিষয়গুলো সামান্য আলাদা—সাফারি, বিকুল, হাতী,
নোয়াহালি। এর নকশা একই! একজন বর্ম্য মানুষ শ্রোতা খেজে গেয়ে
নিজের অতীতের আনন্দের দিনগুলোর গল্প শুনিয়ে মন হালকা করতে চান।
সেই সমস্ত দিনের কথা বলে, তার শরীর ছিল মজবুত। দৃষ্টি ও শ্রবণশিল্প
ছিল প্রকাশ। এ ধরনের গল্প বলিয়ে গেলে একজন সুদর্শন অবসর
নেয়া সামান্য চেহারার মানুষ, কেউ কেউ আরাম কৃত্ষিতবে। মেজর প্যাল-
গ্রেভের মত লালচ, একটা ডাক্তার কাঠের, সেদ্ধ করা ব্যাঙের মতই চেহারা,
তিনি পড়েন ওই পরের শ্রেণিতে।

মিস মার্পল তাদের সকলের প্রতিই সমান উদার। বেশ মনোযোগ দিয়ে
সকলের কথা শোনার কাজে মাঝে মাঝে মাথা দুলিয়ে চিন্তা করার আবশ্যক
সব কিছু, উপভোগ করে চলেন। এ ক্ষেত্রে তার উপভোগের বলতু হল
ক্যারাবিয়ান সাগরের সুনীল জল।

রেমস্টের কথা মনে এলো তার—সত্যই ওর সদাশয়তার ছুলনা হয়না
ভাবলেন মিস মার্পল...বৃদ্ধা পিসর জন্য এতে কামেলা করার কিছু বা
প্রয়োজন ছিল ওর? হয়তো বিবেক, না হয় পারিবারিক কর্ত্তব্যের? না কি
ও সত্যই তাকে ভালবাসে...।

মিস—১
শেষ পর্যন্ত মিস মার্পল ভাবলেন রেন্ড সাড়িয় তাকে পছন্দ করে—
হয়তো মাছে মাছে সেই পছন্দ মাজাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। সে চায় তাকে
জগোপনোপাদী করে তুলতে। সে মাছে নাকেই বই পাঠায়—আধুনিক সব
উপন্যাস। বিচিত্র সব অস্ত্রেদর মানুষের জীবন নিয়ে লেখা উপন্যাস, অক্ষুত
কাজ করেও যারা আনন্দ পাননা। মিস মার্পলের কেশাবের কেউ 'যৌন',
কথাটা উদ্ধার করত না, তবে এর অভিজ্ঞ অবশাই ছিল ভালোরক—উল্লেখ
না করেও সকলে এটা উপভোগ করত, অন্ত্র আজকের কলের চেয়ে চেয়ে
বেশি করে, তার এটাই মনে হয়। কথাটা 'পাপ' বলে ছাপ দেওয়া হলেও তার
মনে হয় অনেকের চেয়ে এটা চেয়ে তাল ছিল, এখন এটা যেন নিষ্ক্ষ এক
কর্ষণ।

তার নকুর পড়ল এবার গোলার উপর রাখা অতিশির তেমন পাঠায় যে
পর্যন্ত তিনি পড়েছিলেন। (এই পর্যন্তই তার পড়ার ইচ্ছে জেগেছিল) !)

"...তুমি গলতে চাও এখনও পর্যন্ত তোমার সহজের অভিজ্ঞতা হয়নি?
অমৃত্যুসের সবে আনন্দে চাইলো ছেলেটি। "তোমার এই ঊনিশ বছর
গয়নেও? কিভাবে এটা তোমার চাইল। খুবই দরকারী এটা।"

মৌরেটি অন্যথাই ভঙ্গীতে মাধ্যম নাড়ল, পরো তৈলক্ষ খাড়া মুল ছড়িয়ে
পড়েছিল মনের সামনে।

"আমি জানি, কি?" অসহায় ভঙ্গীতে বলতে চাইলো মৌরেটি।

ছেলেটি ওর দিকে তাকালো, অর চাখে পড়ল দাগে ভরা পড়েছে। জাসী,
খালি পা, ময়লা ভরা পায়ের নখ, আর নাকে ভেসে এলো পচা চর্চির
দুগ্ধম্য—ছেলেটি অবাক হয়ে করেন ভাবল মৌরেটির মধ্যে ও পাগল করা
কোন অকৃষ্ট অনভিপ্রেত করেছে।"

অবাক মিস মার্পলও হয়েছিলেন। সাড়িই এই ভাবে রেন্ড অভিজ্ঞতার
ব্যাপার করার উপর চাপিয়ে দেয়া যেন কোন তানিক থাওয়ানা। বেঁচার এই
তরুণ তর্কীরা...।

'প্রায় জেন পিসী, তুমি কেন যে খুশিতে ভরপুর উপাধিকর মত 'বালির
গতে' মাধ্যম চাকীয়ে থাকে? 'তোমার এই সরল গ্রামের জীবনযোগ্যতা তুমি বাধা
পড়ে আছে? বাষ্প জীবনযোগ্য আসল কথা।'

রেন্ড আর তার জেন পিসী এই ভাবাই আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে
জীবনকে সেখে আসছে। এটা সাড়ি, ভাবলেন মিস মার্পল, তিনি একটাকে
প্রাচীনপুরুষ।।

২
গ্রামের জীবনের সত্তাই যে সবল নয় বেচারি রেমন্ড তা জানেনা, ওর মত মানুষেরা সত্তাই অংশ। গ্রামের গিরায় কাজে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন আর অভিজ্ঞতাটাও অর্জন করেছেন গ্রামের জীবন সম্পর্কে।

এবং কথা তিনি কাউকে বলতে চান না, লিখতেও তিনি নেই তার, তবে তিনি সব জানেন। মানুষের ও অ্যান্ড্রুদি মনোবৃত্তি ব্যাপারের সেখানে ছড়িয়ে—

ধরণের আর বিকৃত মনোবৃত্তিও আছে (এমন বহু ঘটনাগুলো আছে যা অবশ্যই অতি বড় পণ্ডিতকেও কমনার আনতে পারতেন না)।

কমনার জগৎ ছেড়ে মিস মার্পল আবার ক্যারিবিয়ানে ফিরে এসে মেজর প্যালগ্রেড যা বলছিলেন সেটা শনুনের চাইলেন...

উসাহ দিলেন তিনি। 'দাঁতে—'

'আরও শনুনে চাইলে বলতে পারি। তবে এর কিছু কিছু, আবার কোন ভোম্বালাগীর শোনার মত নয়—'

দৌর অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে মিস মার্পল একটা চোখ নামাতে চাইলেন, আর সেখান প্যালগ্রেডের উপাধিদের রাজির রঙ চাড়ানা নানা কায়ন্ত বলে চললেন। মিস মার্পলের মন আবার ফিরে গেল তার শনুনের ভাইপোর দিকে।

রেমন্ড ওয়েলট খুবই সফল একজন উপন্যাসিক তার যথাযথ থেকে ওর অায়ে

নিকে তিনি মিস মার্পল কর্তিত মিনমোনিয়ার আকাশ হয়েছিলেন আর ভাইরের কথায় তার পরিকার ছিল সর্বের আলো। রাজাৈক হাপতেই রেমন্ড প্রস্তাব দেয় 'ওয়েলট ইন্ডিয়া আসার। মিস মার্পল মৃদু আরেখ করেছিলেন খুব, দুঃখ আর বীরাজাহাওর অসুবিধার কথা তুলে, তাছাড়া এতেন সেটে মেজর মিডের বাড়ি ছেড়ে থাকা।

সব কিছুই ঠিক করতে পেরেছে রেমন্ড। ওর এক বলছ লেখার জন্য নির্ভরিত একটা জ্যানাগা খুঁজছিল। 'সেই টেস্ট বাড়ি দেখেছ, ভোবারা।' রেমন্ড জানিয়ে দেয়।

এরপর অন্য মত ব্যাপারের বিষয়। প্রথম ব্যাপারটা আজকাল কোন সমস্যাই নয়। তিনি থাকেন আকাশগুলো—ওই এক বাধ্যবোধ জায়না হরকস্

দিনিদার যাচ্ছে, সেই দেখে বেন পিলিন দিনিদার পরস্পর যাতে ঠিক হতো।

যেতে পারেন। সেই অনুরূপতে তিনি থাকবেন গোকন্দা পাগ হাটতেলে, সেটা চালায় স্যাপ্তারসনরা। তারি চমৎকার এক দম্পতি। তারাই তাকে

সেখানে করবে। রেমন্ড তাদের চিঠি লিখে নিজেই।
আসলে তা ঘটেছিল যে হল স্যান্ডারসনরা ইংল্যান্ডে চলে এসেছিল। তবে তাদের জায়গার হোটেল চালাচ্ছিল কেন্দ্রারা, তারাও লোক চমৎকার। পিসিল সম্পর্কে কিছু ভাবতে হবে না বলেই তারা জানিয়েছিল। হিংসা দরকার হলে বাপীর ভাল একজন ভাষারও আছেন, তাছাড়া তারা নিজেরাও সরসময় নাহি রাখতে।

ওরা কথা রেখেছে। মালি কেন্দ্রাল বিশ বছরের মত বয়সের খুব উদামই এক দূরবী, সব সময় হাসিমুখী। সে বুদ্ধি মিস মার্পিলকে মূর্তই আন্তর্জন্য করতে নিয়ে অভাবনা জানিয়ে সব রকম আরামের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। ওর স্মার্তিম টি কেন্দ্রাল, একটি বুদ্ধি, গাড়ি রেনের বছর জিনের যতক্ষণ। সেও যেন সেদিন নাতালের প্রতিমূর্তি।

এরপরে তাই মিস মার্পিল ভাবলেন, তিনি ইংল্যান্ডের আবহাওয়ার তাঁর-তাঁর বাইরে এখানে উপনীত করেছেন। চমৎকার একটি বাঙ্গালী একেবারে যেন নিজের, পাখ্যি ভারতীয় মেয়েরা হাসিমুখী সবসময় আদেশ পালনে তেরী। টি কেন্দ্রাল তাইইং রেনে হাসিমুখে দুই একটি হাওকা কথায় রোজেই অভাবনা জানিয়ে দিয়ে মনুষ্য সম্পর্কে তাঁরকে ঝাঁকিয়ে দেয়। তিনি বাঙ্গালীর সামনে রাণ্ডা ধরে সমুদ্রের তাঁরে সাদারের এলাকায় গিয়ে একটি বাঁটা-চয়ারে বেলে সনারের দৃশ্য উপভোগ করে চলেন। সাদা দুই একটা বয়স্ক অভিজ্ঞতায় দেখে। মেলে সঙ্গী হিসেবে। বুদ্ধি মিং রায়াকেল, ডঃ প্রাক্তার, ক্যানেল প্রেসকট আর তার বোন, আর তার আপাতত সঙ্গী মেয়ের পালগেল।

একজন বুদ্ধি আর কি চাই?

মিস মার্পিল ভেবে বেশ দুখে বোধ করলেন আর নিজেকে অপরাধী না মনে করলে পারলেন না মেয়েরআন্নাদিত হবেন ভেবেছিলেন যা হয়নি।

বেশ চমৎকার গরম আবহাওয়া—হ্যাঁ, এটা তার গোটে বাড়ি তাঁর পকে ভাল——দৃশ্যও তাঁর উপভোগ, তবে একটু গোষ্ঠ হয় একবারে। সেই অস্থায় পাম গাছ, রোপকার জীবনিকাণ্ডের একটি নতুন কিছু, ঘটার সম্ভাবনাও নেই। ডাঙাগাহ তার সেট মেয়ে মাইডের মত নয়, সেখানে সবসময় নতুন নতুন ব্যাপার জন্ম নেয়। তার ভাইপো একবার সেট মেয়ে মাইডের জীবনকে প্রকৃতির জীবনের সঙ্গে তুলনা করেছিল। তিনি ভিত্তিতর সঙ্গে বলেছিলেন অস্বীকারের তলায় রাখলে এক ফোটা জলেও অনেক গ্রামের চিন্তা দেখা যায়। বাংলায়, সেট মেয়ে মাইডে ঘটনা যেন ভিড় করেই আসতে চায়। ঘটনার পরে ঘটনা, সব সময় কিছু ঘটে চলেছে একের পরে একেই দুশ্যের ছবি মিস
মার্পেলের মনের পদার্থ জেগে উঠল। মিছেন লিনেটের কার্যর গল্পে জুল,—
তবে পাল্পেটের বিচিত্র বাবুভার—তাপমাত্র যখন গোরগুলি উঠে দেখাল তার।
(কিছু সত্যমৃ কি সে ওর মা—?), এক আড়াল আড়াল তার প্রাসাদের মধ্যে কগড়ের আলাপ করল। মানুষের জীবনের এমন হারায় রো সমসাময়িক বিচিত্রগুলো সম্পাদন করা সত্যমৃ দারুণ আনন্দের কাজ। শুধু এখানেও যদি একক কিছু একটা ভাবাবার মত থেকেলুক মিলে যে,

আশঙ্গা বেঁ কাঁহুনি থেকে মিছ মার্পেল টের পেলেন মেজর প্যাল্পেটের কেনিয়া ছেড়ে এবং উন্নত পথের সমাপ্ত নিয়ে পড়তে হয়েছে আর একজন লেনাস্বরূপ হিসেবে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলছেন। দুঃশাসনের তিনি মিছ মার্পেলকে সাহায্য প্রস্তুক্ত করে বলেছিলেন ‘আপনার কি মন হয়, তাই না?’

এ ধরনের অবস্থা কি ভাবে সামলে নিতে হয় মিছ মার্পেল তা ভালী আয়তি করেছেন, তাই সরলেন, ‘এটা বিচার করার মত লোধ হয় আমার অভিজ্ঞতা তেমন নেই। আনার মন হয় আমি বড় বেশি ঘোরাতে পেয়েছি একই’

‘এ রকমই তো করা উচিত,’ মেজর প্যাল্পেটের উত্তরে বললেন গদগড ভাবে।

‘আপনার এমন বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা,’ মিছ মার্পেলের বলতে দুল সংশোধন করার চেষ্টা করলেন।

‘খেন খারাপ যে নয় এটা ভিড়কি,’ মেজর প্যাল্পেটের ঘুরিয়ে ন্যায়ে উত্তর দিলেন চারিদিকে একটা তাকিয়ে। ‘এ জায়গাটা খুবই চমৎকার!’

‘বাঁশিবাঁশিতে তাই’ মিছ মার্পেল বোধ হয় নির্দেশে থামাতে পারলেন না।

‘ভাবি এমন হয় তারামাতে কিছু ঘটে কিনা?’

মেজর প্যাল্পেটের সত্তান দুইটি মেলে তাকালেন।

‘হাঁ, তাই ঘটে ভুলেই। না রকম কলঙ্ক—। নবল, সুনিবন্ধ নাকি—?’

কিছু মিছ মার্পেলের কলঙ্কের কোন ঘটনার বেশ নামিতে চানান। আজকাল আর এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে লাগ হয় না। কোন পদক্ষেপে না প্রাণী বলল করে মানুষের নজরের পড়তে চায় আছে ব্যাপারটা চাপা রাখাই হত সুন্দরচিতে কাজ, তাদের লজ্জা হওয়াই উচিত।

‘এখানে কথার আগে একটু খুলেও হয়েছিল। লোকটার নাম ছিল হায়রী উরেটন। কাজগুলো দারুণ লেখালিখি হয়। আপনার মন পড়তে কিনা জানি না।’

উৎসাহ দেখালেন না মিছ মার্পেল, এটা তার পাল্পেটের খুনের মধ্যে পড়ে না। ঘটনাটা সেরগোল তুলেছিল বেশতে এদের সঙ্গে জড়িত হলেই না।
এটাই ভাবা চলত হায়ী ওরেস্টার্ন তার শালি প্রোথিস কাউন্ট ফেয়ারাকিজেক দুর্লি করেছিল আর এতাং সম্ভব তার সাহায্যু অজ্ঞাততার বায়োটাইও টাকার জেরে কেনা। সকলেই যেন মর ছিল আর করেকজন মাসাকাস্ত মানুষেও দেখানে ছিল। খুব আগ্রহ জাগানোর মত মানুষে নয় তারা, ভাবলেন মিস মার্পল—তবে সকলেই বেশ সদ্ব্যতন। কিন্তু বায়োটাই তার মনের মত আসে না।

'দিন প্রথ করেন তাহলে বলবো ওই সময়ের এটাই একমাত্র খুন নয়,' মেজর প্যাল্গ্রেৰ চোখ টিপেলেন। 'আমার সম্ভে ছিল—ওহ—!' মিস মার্পলের পশ্চাদে ওলি গাৰ্ডেন পড়ে গেলে মেজর সেটা নিচু হয়ে তুলে দিলেন।

'হাঁ, সেই জুনের নির্বাচন যা বলেছিলাম,' নিন বলে চললেন। আমি একবার অন্ধৃত একটা ঘটনায় গাৰ্ডেন পড়েছিলাম—তবে ঠিক নিজে নয়।

মিস মার্পল তাকে উৎসাহ দিতেই হাসলেন।

'একটি গৃহে অনেক আলোচনা করার সময় একজন একটা গম্প শোনায়। প্লোকটা চিকটোয়। তার মুখবিদেহ ঘটনা। এক তরুণ মায়ায়ের এসে তাকে বলে তোলে। তার বাড়ি পলায় দাঁড়ী লাগিয়ে মিলেছ। তাদের টেলিফন ছিল না তাই কোনও তাকে দাঁড়ি কেটে নামিয়ে যা করণীয় করার পর একজন দাঙ্গারের থেকেই সে ছুটে এসেছিল। যাই হোক মাইলাইট মারা না গেলেও অবশ্য বেশ খারাপ ছিল। স্বার বেশ অন্ধৃতই ছিল তরুণ। সে বিশ্বাসে মতই কাদিছিল। সে লক্ষ্য করেছিল তার স্ত্রীর অচরণ কেমন যেন অন্ধৃত ধরনের মনে হচ্ছিল কিছুদিন থাকে। কেমন যেন হতাশার ভাব। যাই হোক সব মিটে গিয়েছিল শেষ অবধি। কিছু আসলে একমাত্র পরে ভাব। মহিলা নীলে মাতার ঘুরে বড় থেকে আস্থায়া করেন। তারি দুঃখের ভাঁটা।'

মেজর প্লাগ্রেড কিছুক্ষণ থেমে মাথা দোলালেন। এরপরের যে কিছু আছে জেনেই মিস মার্পল চুপ করে রইলেন।

'হয়তো বলতে পারেন ওই সব। সম্ভে করার কিছুই নেই। প্রায়রবিক মাহিলা। কিন্তু এক বছর পর ওই ভাষ্যে তার কথুে সঙ্গে গল্প করেছিলেন। বস্তু তাকে এক অপর ঘটনার কথা বলেন এক মহিলা নাকি ভুবে মরতে গেলে তার মায়া তাকে তুলে ভাষ্যে ভাবেন আর তাকে বাচিয়েও তেলেন। অন্ধ ওই মহিলা করেক সত্যিই পরেই গ্যাসের সাহায্যু আস্থায়া করেন।
"কি মনে হয়—সমাপতন? একই ধরনের গল্প। আমার ভাবার বন্ধু বলেছিলেন—"আমার হাতেও এই রকম এক কিছু এসেছিল। জোস্স না কি যেন নাম লোকটার।" আমারও ঠিক মনে পড়ছেন। মনে হয় রবীনন্দ, জোস্স নয়।

'বাই হোক দুজঞ্জন কথা বলার ফাঁকে আমার বন্ধু তার বন্ধুকে একটা ফোন পেয়ে কথা দেখান। 'হায় এটাই সেই লোকটার ছিল,' তার বন্ধু বলেন---'সব ব্যাপারটা যাচাই করার জন্য আমি পরের দিন হয়। তখন আমার চারে পাড় দারুণ একটা হিবিসকাস গাছ, ঠিক সদর দরজার সামনে। এই ধরনের গাছের প্রজাতি আগে দেখি নি এসে। আমার ক্যামেরাটা পাড়েতেই ছিল এই একটা ছবিও তুমি নিই। ঠিক যে মহেন্দ্রে শাহার টিপলাম মহিলার ঘরামী তখনই সামনের দরজা দিয়ে বেরি আসছিল, তাই ছবিতে তাকে ঠিক ভাবেই ধরেছিলাম। সে বুঝতে পেরেছিল বলে মনে হয় না। আমি তাকে গাছের এই প্রজাতির সম্পর্কে প্রশ্ন করলে সে নাম জানে না বলে। দ্বিতীয় ভাবার ছিবিতে দেখেছিলাম।

তিনি বলেছিলেন 'ছবিটা একটা ফোকাসের বাইরে চলে গেছে—তবে শপথ করেই বলতে পারি আমি নিজের ছবিটা সেই একই লোকের।

মেয়র প্যালগ্রে একটা ঘোরলো পর আবার বললেন, 'জোস্স ওঠা এ ব্যাপারে বাজেকথা করেছিল কিনা। তবে করে থাকলেও বেশী এগোতে পারে নি। মনে হয় ওই জোস্স যা রবীনন্দ নিজেকে ভাল করেই আবার করেছিল। কিন্তু অনুভূত হটিনা, তাই না? এমন ঘটনা ঘটতে পারে ভাবার হয় না।'

'আমি বিশ্বাস করি,' মিস মার্পল দাচ্ছিলে বললেন। 'প্রায় প্রত্যক দিনই একরম ঘটেছে।'

'কি যে বলেন! একবারে অবিশ্বাস যা?'

'কোন মাস্য যদি দেখে কোন কৌশল কাজে লেগেছে—সে তাহলে থামতে চাইবে না কখনও।'

'নামের টবে কথা—এই ধরনের ব্যাপার যা?

'প্রায় সেই রকমই, হায়!'

'ভাবার আমার এই ছবি দিয়ে দেন নিছক কোনোরুখ মেনের কোনোর জন্যই।'

মেয়র প্যালগ্রে তার পুরুষ ব্যাগের নেত্রে ঝুঁকে দেখে বিবর্ধিত করে চললেন, 'হাজার রকমের সব জিনিসে ভাঙ্গা, কেন যে এসব রাখে জানি না…।'
নিম্ন মার্কিন মন শুধু তিনি আনেন। এর সাদা হল মেজরের বস্তার 
মলন। এর সাহায্যে তিনি তার ঘরে রঙ লাগান। তিনি যে কাহানী 
একক্ষণ শোনালেন নিম মার্কিন মন গোড়াবে এটা এমন ছিলনা, লেডি 
অনেকটাই লেখারা পড়েছে বারবার শোনার অর্থকালে। 

মেজর তখন ছবিটা খোঁজে চাহে আপন মনে রকে চলেছিলেন—'ব্যাপার-
টার সবই প্রায় খুলে গেছি। মহিলা বেশ মুঠিকি ছিলেন, সেদিনই করতে 
পারে যায় না—কিভাবে কোথা যেন—আহ, আর একটা ব্যাপার মনে পড়ছে—
কি দুর্দশা হতির দাত! আপনাকে দেখাতেই হবে—'

তিনি একটা খামলেন—তারপর একটা ছোট ফটো ঠেনে নের করে খুব 
পড়েছেন।

'একজন হিংসার ছবি দেখতে ইচ্ছে আছে আপনার?'

মেজর ফটোটা নিভুল মন এডাল করতে কোথায় যেন তার গতি 
নিঃশ্চয় হয়ে গেল। তার সত্তাতে সেই অনুজ্জ্বল মল লাগাছিল তিনি মন মস্তক 
মার্কিনের দান কথার উপর দিয়ে পর্যায় ফুটিতে তাকালেন—যেদিক থেকে 
ভেসে অস্ত্রের এসেছিল এগায়ে আসা পদার্পণ আর কদমক্ষ।

'গোলায় যাক—মানে—,' তিনি সব কিছুই আমার মনিবাগ মধ্যে 
পরে পোকেত ডাকালেন। তার মতঃ এখান আগের চেয়েও যেন লাল হয়ে উঠলো 
তার কদমক্ষরও যেন বড় বেশি কৃত্রিম বলেই মনে হল।

'হাঁ, যা বলছিলাম—আপনাকে সেই হাতির দাতগুলো দেখাতে ইচ্ছে ছিল
—আমার শিকার করা সবচেয়ে বড় আকারের হাতি—আহ, হ্যালো।' তার 
গলায় কৃত্রিম খুঁশির ভাব জেগে উঠল।

'দেখুন, করা এসেছেন! বিখ্যাত চারজন—পূর্ব ও প্রাণী সংগঠক—
আজকের ভাগ্য কেমন?'

এগায়ে আসা পদার্পণ থেকে আবির্ভাত ঘটল হোটেলের চার অভিধার, নিমস 
মার্কিন যাদের আগেই দেখেছিলেন। তিনি প্রথম ঝগড়কে স্মার্ত স্থান 
জানতেন, অবশ্য তাদের পদার্পণ জানতেন না। বিগত চেহারার একবার খাড়া 
খুরে ঘুরের মানবার্টিকে যে 'গ্রেগ' নামে সম্প্রতি করা হয় তিনি সেটা জানেন 
আর স্মরণে স্থানের স্থানে তারই স্থান লাগিয়ে অন্য দোকানের একজন কুশ্চ 
চেহারার মানুষে আর অন্যজন রোদে তামাকে হয়ে নাও তারই স্থা—তারা 
হলেন এলআর্ড আর ইতিহাস। ওয়া ঝগড় প্রকৃতির আর পাখি 
সম্পর্কে খুব আগ্রহ।
‘না, আজ ভাবা খারাপ,’ গ্রেগ জবাব দিল—‘অন্ততঃ যা চাইছিলাম পাইন।’

‘আপনাদের সঙ্গে মিস মার্পলের পরিচয় হয়েছে কিনা জানিনা। আর এরা হলেন কর্মী আর মিসেস হিলিডেন আর গ্রেগ ও লারি ভাইসন এর।

প্রতোকেই মিস মার্পলকে শুভেচ্ছা জানালেন আর লারি বেশ কৌে চিংকার করে জানালে কিছু পান না করলে তার চালছে না।

গ্রেগ টিম কে্স্টেলকে ডাকল, সে একটু তফাত স্বার সঙ্গে কিছু হিসাব মেলাওনিল।

‘এই, টিম, কিছু গলায় চালবার মত আনতে বলো,’ গ্রেগ বলে উঠল।

‘তোমাদের কি চাই, প্রাইমের পাথ?’

লারি দুর্লভ সায় দিল।

‘আপনার জন্যেও তাই বলি, মিস মার্পল?’

মিস মার্পল ধন্যবাদ জানিয়ে লারি সরবর্ধের কথা বললেন।

সেই মতই হলুম দিল টিম কে্স্টেল।

‘আমাদের সঙ্গে যেগুলি বিচ্ছি টিম?’

ইচ্ছে ছিল, কিন্তু এই বিচ্ছি হিসাবটা না মেলাওনিল নয়, সব তো মলির বাড়ি চাপাতে পারি না। আজ রানস্টির কিন্তু স্টোল ব্যান্ডের ব্যক্তা আছে।’

‘দারুণ,’ লারি বলে উঠল। ‘কিন্তু একটি! আমার সায়া পোশাকে কাট।

উঃ! একওয়াস ইচ্ছে করে আমার কাটা খোঁজে টেলে নিয়ে গিয়েছিলে।

‘কি সদ্যের গোলাপী ফুল,’ হিলিডেন বলল।

‘আমার মত নয়,’ গ্রেগ হেসে বলল। ‘আমি মানবিক দয়ার প্রার্থী ভরা।’

ইনভিলিন হিলিডেন মিস মার্পলের পাশে বসে তার সঙ্গে গল্প করতে পছন্দ করেছিল ইতিমধ্যে।

মিস মার্পল তার পশমের কাটা কোলের উপর নামিরে আকুল আকুলে বেশ কষ্ট করে বাড়ি ফিরিয়ে তাকালেন। বাড়ি বাতার জন্যই একবার কষ্ট পাচ্ছেন তিনি। বেশ একটু দূরে তার চোখে গড়ল অন্ধপান মিস রায়ফারেলের বিরাট বাজালো, কিন্তু সেখানে প্রাণের কোন চিক ছিল না।

মিস মার্পল ইনভিলিনের প্রাণের ধর্মাত্মক উত্তর দিয়ে চলেছিল (পাত্তাই লোকে তার প্রতি এত সদয় ব্যবহার করে)। তবে তার চোখ পরের দুর্বল—কেই যেন স্মুইর দেখে চলেছিল।
এএওয়াড হিললিংলেক বেশ ভাল মানুষ বলেই মনে হয়। শান্ত অচ্ছে বেশ সম্পর্ক...আর গ্রাহ—বিনাট চেহারা, প্রাণপ্রায়ে ভরা। বেশ হাসি-খুশি। ও আর লাফি সম্ভবতঃ কানাডীয় বা আমেরিকান, ভাবলেন মিস মার্পল।

তিনি আরার মেজর প্যালগ্রেডের দিকে তাকালেন।
লক্ষ্যিয় ব্যাপার...।

চুই। মিস মার্পল তুলনা করলেন

গোল্ডেন পাম হোটেলে সার্মেদের সম্মান ছিল বেশ আনন্দের।
কোন দিকে নিজের চেহারা বলে মিস মার্পল বেশ আগ্রহ নিয়ে চর্চ-পাশে তাকালেন। ডাইনিংরুমটি প্রকাশে আর তিনি দিক খোলা, ভিতরে ভেসে বেড়াচ্ছিল বেশ উঁকি মিষ্টি গন্ধ, ওয়ার্থ ইন্ডিজিয়ে যেমন পাওয়া যায়। টেবিলে টেবিলে ছড়িয়ে পড়ছিল হালকা অচ্ছে রঙান আলো। বেশির ভাগ মহিলার সেহে ছিল সাধ্য পোশাক, রঙান পোশাকের বাইরে প্রকট হয়ে উঠে ছিল তাদের বাদামী কাঁধ আর পেলব হাত। মিস মার্পল তার ভাইপার মায়ো চোরানের কাজ থেকে তার মিষ্টি অনুরোধ এড়াতে না পেরে 'ছোট একটা চেক নিতে বাধা হয়েছিলেন।

জোরান বলেছিল, 'না, না, জোন পিসী, এটা আপনাকে নিতেই হবে, গুহানে বেশ গরম, আপনার জন্য পাতলা পোশাকও নেই।'

জোন মার্পল তাকে ধন্যবাদ দিয়ে চেকটা নিয়েছিলেন। বয়সকারের পক্ষে বর্ধন আলোক্স্কের অর্থ দিয়ে সহায়তা করাই ম্যাজারবার্স ছিল, আর ময়-বলক্সের কাজ বস্ত্রের, সে বলে বোধ হয় তিনি কারিয়ে এলেন। তিনি অন্য পাতলা কোন কিছু কিনিতে পারেননি। খুব উঁকি আবহাওয়াতেও এই বয়সে তিনি জন্ম গরম বোধ করেন না, আর সেটি অনেকেই উৎসাহের সেই গরম সত্ত্বেও নেই। আঁজ সম্পূর্ণ ইংল্যান্ডের মহিলাদের যোগ্য আর ঐতিহ্য-ময় হর লেম বলানো পোশাকই তিনি পরেছিলেন।

আঁজ এখানে অবশ্য তিনি একমাত্র বয়সকা মানুষ নন। ঘরে না
বরং মানুষই ছিল। চোখ পড়েছিল প্রাণ ধনীদের, সম্ভ তাদের তৃপ্তিয়া বা চতুর্দশ ধরণ। উদ্ধ ইল্যাণ্ড থেকে বেড়াতে আসা মধ্যযুগ দেশেরও অভিযান ছিল না। কারাকা থেকে আসা স্থান সহ হাসিরূপ এক পরিবারও চাহে পড়েছিল। দক্ষিণ আম্বিকার নানা রাজ্যের মানুষের ও ভাব ছিল না, কেন্দ্রে আসেছিল তাই পেশাদার বা পর্যায়ক্রমের ভাবে ব্যর্থী। দুই ইংরেজ যাত্রী, একজন ভারতীয় আর এক অবস্থান বিচারকও ছিলেন। এক চাঁদা পরিবারের হাজির ছিল। সব মিলিতে মেন এক আন্তর্জাতিক চক্র। খাদ্য পরিবেশের দায়িত্ব ছিল দীর্ঘকালীন কালে স্থানীয় যুবতীরা, দেহ তাদের শহুর পোশাক, আর তাদের কাচের তদারকী করেছিল এক ইতালীয় প্রধান ওয়াটার আর ফরাসী স্ত্রী পরিবেশকারী। তবে সকলের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখেছিল ঠিক কেয়াডাল। টেবিলে টেবিলে ঘুরে দে সকলকে আপ্যায়িত করতে চাইছিল, তাকে যথাযথ সহায়তা করেছিল তার দুটি।

মলিকের দাত্ত সুদর্শন বলা যায়, মাথায় একরাশ সোনালী চুল, মখে সব-সময়ই হাসি। মলি কেয়াডালকে সহজে রাগ করতেও দেখা যায় না। পরিচালককের মুখ বাঁধেই তার আদেশ পালন করতে চায়, আর তার ব্যবহারেও অধিকন্তু তৃপ্ত হতে দেয়ার আগ্রহ নয়। বন্ধ পরিবেশের সঙ্গে হাসি মন্দরা করায় জোড়া নয়। মলি কেয়াডাল আবার অল্পহাসের মেয়েদের পোশাকের তৈরি করে তাদের প্রিয় পাথর হতেও ওর দেরিতে হয় না। তাদের কাজ কোথাও গিয়ে ও বলে ওঠে, ওহ, আপনাকে এই পোশাকের কি দালান লাগছে, মিলেস ভাঙ্গেন, ইংহে ইচ্ছে হচ্ছে টেনে নিয়ে আমাই পড়ি।' মলি মার্পিয় ভাবেন মলিকে কিন্তু ওর পোশাকে আরও ঈষ্টিমায় মনে হচ্ছে।

মলি কেয়াডাল মিস মার্পিয়ের কাছে অবশ্য এলো না, এ কাজটা যে টিমের উপরই ছেড়ে দিয়েছে মেহেন্দু ওর ধরণে বয়স্ক মহিলারা পরিবেশেরই বেশি পছন্দ করেন।

টিম কেয়াডাল একটা এসে মিস মার্পিয়ের দিকে কপালটি পড়েছে।

'বিশেষ কিছু চাই নাকি আপনার?' ও প্রশ্ন করল। 'আপনি বললেই রাখার বাক্য হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যের হোটেলের রামা বোধ হয় তেমন পছন্দ নয় আপনার?'

মিস মার্পিয়ে হচ্ছে বললেন বিদেশ এই রকমই ভাল লাগে।

'ভালো অন্য কিছু পরিবারের নয়?'

'বেশন?'

১১
'রেটি আর মাথার পুড়িং?' কিম কেণ্ডলা একটু ইতেমত্য করে বলল।
মিস মার্শাল হাসিলেন। তিনি জানিলেন এসব তার না হলেও চলবে।
তিনি চামচ তুলল নিচিলেন ফলের পায়েস।
এই সময়ই শেষে হল স্টাইল নাইড। মুখী এই স্টাইল নাইড খুব জন্মে।
তবে মিস মার্শালের মনে হল এটা তার না হলেও বেশ চলত। তার
মনে হল এই রাখা নেয়া অন্যভাবে কোনো আর অপরাজেনাইল। অক্ষ
সকলে যে তাতে খুবই আনন্দ আহরণ করে চলছে তিনিও সেটা অন্যান্তের
করতে পারলেন না। যাই হোক মিস মার্শাল ঠিক করলেন ব্যাপারটা মনে
নিতে হবে।
গানের তালে তালে নাচও শেষ হয়েছিল। আজকল মানুষ কি
অন্তত ভাবে নাচ ব্যাবহারের ধাঁচ সারা শরীর বেঁকে যায় ও নাচে।
তবে তরল তরলদের জীবন উপভোগ করতে দিতে হবেঃ’ আমি বাবা চিন্তায় যাত্রা
পড়ল মিস মার্শালের। হঠাৎ তার মনে হল অতিথিদের বেশির ভাগই আর
তরল নেই। এই উদ্যান বাভার তালে তালে নাচ শেষ, তাদেরই যোগ। কিন্তু
সেই তরল কোথায়? 'তারা হয়তো কলেজ বা কিভাবেই পড়াশোনায়
ব্যক্তি, তাতেঁতা এ বরে এমন কোন জায়গায় আসাও খুরাচালক। ওয়া
হয়তো সেটি পার সম্প্রদায়ের শেষে দু' একটা দিন।
আজকের এই ভবনের আসরে চোখে খোদাই করে হেল তিনি বা চার্লেস বাবারের মানসিক যারা তাদের
তরল ভার্সের মনোভাবের উদ্যান প্রেতে গো ভাসাতে উৎসুক। সস্টাই
বেস কেমন কৃষক।
মিস মার্শাল তারুণ্যের জন্য দীর্ঘশাবক ফেললেন। এখানে অবশ্য মিসস
কেণ্ডলা আছে। ওর বয়স বাইশ কি ভেইলঝ হবে হয়তো—সে নিজেকে যে শেষ
উপভোগেই করছে—আবার এরই মধ্যে সে দরকারী কোনো জড়িয়ে রাখছে
নিজেকে।
কাছের এক টেবিলে উপবিষ্ট ছিলেন ক্যান্ন প্রেসকট আর তার বোন।
তারা মিস মার্শালকে কফি খেতে আমন্ত্রণ জানালে তিনি তা গ্রহণ করলেন।
মিস প্রেসকট একটু কুশ্বার ভায় ভাগানো মথহারের মহিষাল। ক্যান্নের
চেহারার একটা গোলায়, কথাবাতায় সদানয়া প্রকট।
কফিএন মিস প্রেসকট ব্যাগ খুলে ভাজাক দর্শন কিছু টেবিল-মাদক
বের করলেন। ওপরে তারই বোনা। তিনি সারাধিনের নানা ঘটনার কথা
শোনালেন মিস মার্শালকে। তারা মেয়েদের স্কুল দেখতে পিছেছিলেন, তাদের
বিকেলে দেখতে পিছেছিলেন আছের কেট, সেখানেই চা পান করেছিলেন।
প্রেক্ষকেরা যেহেতু মিস মার্পেলের চেয়ে বেশি দিন গোল্ডেন পামে আছেন তাই তারা কঠিন অভিযোগের সম্পর্কে অনেক কথাই জানতে পারলেন তাকে।

প্রথমে সেই বৃহৎ মিঃ র্যাফারেল। তিনি প্রতি বছরেই আসেন। অবিশ্বাস্য রকমের ধনী মানুষ। উত্তর ইংল্যান্ডে তার বেশ কিছু সুপরিবারার আছে।

তার সঙ্গে অংশবদ্ধ মেয়েটির তার সেক্রেটারি, এস্থার ওয়াল্টার। মহিলা বিবাহ (ন্যাপারটাইর স্মিলহ্যনের কিংডেই নেই। ভল্লোকের বয়স প্রায় আশি।)

মিস মার্পেল ওদের সম্পর্কের বাস্তবতা সম্পর্কে বুঝে নিয়েই মাথা দোলাতে ক্যানন বললেন, ‘খুব চমৎকার মেয়ে, ওর মা তপদ্র জানি বিধবা আর চিচটোর থাকেন।’

‘মিঃ র্যাফারেলের সঙ্গে তার ভালোবাসাটি আছে। সে কিছুটা নাসের মতই দক্ষ আসন্নরূপক বলে শুনেছি। লোকটার নাম ক্যানন। বেচারা মিঃ র্যাফারেল প্রায় পদক্ষেপ করে। ভার দুঃখের বিষয়—এত ঢাকা থেকেও।’

‘বেশ উদার হাতে দান করেও থাকেন’, ক্যানন প্রেক্ষক বললেন।

হলঘরের সবাই ছড়িয়ে পড়তে শুরু, করেছিল আলাদা দল করে, কেউ কেউ শুরু হয়েছিল স্টীল ব্যান্ডের আওয়ার বাইরে, কেউ এর কাছে খাওয়া হয়েছিল। মেজর প্যালেগ্রেফ হিলিংকন-হাইসনের দলের চারজনের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

‘ওই লোকগুলো—’, স্টীলব্যান্ডের শেষে গলা ভুলে গেল মিস প্রেক্ষকের।

‘হাঁ, ওদের কথাই আপনার কাছে শুনতে চাইছিলাম।’

‘ওরা গতবছরেও এসেছিলেন। ওয়ার্স ইন্দিয়া প্রতিবারই তিনমাস কাটিয়েছে যান নানা জোরে ঘরে। লন্ডন লোকটার নাম কেন্দু হিলিংকন, আর গাড়ি রেঙের স্টীলরোটেল ওর স্ত্রী—ওরা উদ্বেগবদ্ধ। অন্য দুজন হলো মিঃ ও মিসেস প্রেক্ষক ডাইসন, আমেরিকান। উনি খুব সমৃদ্ধ প্রজাপতির উপর নিয়ে থাকেন। ওরা প্রতোকেই পাখির বিষয়ে উৎসাহী।’

‘এই ধরনের বাইরের শব্দ চমৎকার’, ক্যানন প্রেক্ষক মন্তব্য করলেন।

‘শখ কহাটায় ওদের বেথ হয আপাতত হবে, সেখানে’, ওর বাণী বললেন।

‘ন্যাশনাল প্রিক্সপ্লিফ আর রয়াল ইন্টারক্যাটরাল প্রাণাশ’ ওদের লেখা ছাপা হয। ওরা নিজেদের খুব গর্বমুখ দিয়ে বিচার করে।’

বাদের নিজে আলোচনা চলছিল তাদের দিক থেকে উঁচু গলায় হাসির শব্দ
জেলে এল, স্টীলব্যাল্টের শব্দকেও না হালকে উঠিয়ে। প্রেগলী ডাইসন চলে এলে তোললে শিশ করছিলেন আর তার পায় আপনি জানিয়েছিলেন। নেশার প্যালেগ্রেড আক চন্দ্রকে গাস শন্য করে নেটা টেবিলে রাখলেন। তিনিও ব্যাপারটা উপভোগ করে চেলিয়েছিলেন।

তাদের দেখে গর্বের পৃষ্ঠে কিছুতে ছড়িত বলে মনে হচ্ছিল না।

'নেশার প্যালেগ্রেড এত পান করা উচিত নয়', মিস প্রেগলেট তিনিয়ে নলে উঠিয়েন।' ওর রাজপ্রসার রহিয়ে।'

টেবিলে আসে প্যাট্রীস্জ পাখ পরিবেশন করা হল ইতিমধ্যে।

'মানেরের পিত্রের জনার কাজ বেশ আমদের', মিস মার্পল বললেন।

'আজ বিভেলে ওঠের বন্ধ কর কার সঙ্গে কার বিয়ে হয়েছে বুঝে পারিনি।'

একটু ইচ্ছেতে ভাব আগে মিস প্রেগলেটের। গলা খাঁটি দিয়ে তিনি বলতে চালিয়েন, 'মানে—সেকথা বললে।'

'কোয়ান', ক্যানন প্রায় তত্ত্ব করার অপূর্ব বলে উঠিয়েন, 'আর কিছু বলা যেখানে থিক হবে না।'

'সত্যই জেরেছি, আমি কিছুই বলছি না, শুধু গতবছরের ব্যাপারটা বলছি, যেকন কারণেই হোক আমাদের কোন ধরণ জন্মায় মিনেস। ডাইসন হলেন মিনেস। হিলিংটন। কে যেন শেষকালে আমার ভুল ভাঙ্গা দেয়।'

'এমন ধরণ কমিন্স ব্যাপারটাই অস্বীকার, তাইনা?' মিস মার্পল নির্দিষ্টভাবে বললেন। ক্ষণিকের জন্য তার চাঁখ পড়ল মিস প্রেগলেটের চাঁখ।

'নারায়ণে জন্য তার বোঝাপড়া হয়ে গেল দুর্ঘটনার মধ্যে।

ক্যানন প্রেগলেটের চেয়ে কোন অনুভূতিপূর্ণ প্রচেষ্টা অবশ্যই মন ভাবতেন তাকে—আবহলাই করা হয়েছে।

দুই মহিলার মধ্যে আরও এক সমষ্টির আদানপ্রদান ঘটল। ভাষায় প্রকাশ করলে যার অর্থ হত 'না কোন সময়ে…!'।

'মিস ডাইসন প্রাঙ্ককে ডাকেন 'লাক্কি' বলে। টাইকি ওর আসল নাম না ডাকনাম ?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'এ নাম ওর আসল নাম হতে পারে না বলেই মনে হয়।'

'আমি প্রশ্ন করেছিলাম', ক্যানন বললেন। 'তিনি বলেন তিনি লাক্কি বলে স্ট্র্যাকে ডাকেন করার উনি তার ভাগ্য খুলে দিয়েছেন। সে না থাকলে তার ভাগ্য অস্ত থাকে। কথাটা বলে বাসরেই বলেই মনে হয়েছিল।'
'উনি তামাসা করতে অল্পবাসন', মিস প্রেসকিট বললেন।
অ্যানন চিন্তাভিত্তি ভাবে বোনের সিকে ভালবালেন।
স্টোলব্যান্ডের আওয়াজের সঙ্গে তখন উদ্ধাম নাচ নতুন করে শুরু, ছব্রুয় হওয়ায় মিস মার্পল আর অন্যান্য সবাই চেয়ারের দৃশ্যমান থেকেতে লাগলেন। মিস মার্পলের বাজনার চেয়ে নাচটাই ভাল লাগছিল। বাজনার তত্ত্বে তাঁকে শরীর আর পায়ের ছদ্ম তার মন লাগছিলো। সব কিছু তাঁর কাছে সত্যই বাঁশবার স্পর্ধা নিয়ে আনিয়েছিল।
আজই প্রথম তিনি এই নতুন পরিষে নিজস্বে মানিয়ে নিতে পারেন...এরূপ পরিষে যাদের সঙ্গে মেলামারা করেছেন তাদের মধ্যে সেই সহজ একাধিক যেন খুলে পানতিনি তিনি। খুব নমভ ক্রিয়া আর দামী পোশাক তাঁর চোখ ধার্যের দিতে চরেছিল...তার মনে হল খুব ভাটা ভাটাতাড়ি এর তিনি তুলনা করতে পারলেন।
যেমন, মার্পল কেন্দ্রকে তাঁর মনে হিচিল মার্কেট দোসিং-এর বাসের সেই সময়ের কমিটির মত। সে যাত্রীকে সবজে বাসে উঠতে সহায়তা করতে চাইত। অ্যানন কেন্দ্রকে তাঁর মনে হয় মেডিশারের রয়াল জেলের সদর খানসামর মত। আরবিমানে অংশ তাঁর সঙ্গে দুর্ঘটিতাগ্রস্থ (তার মন পড়েছে ওর আলাস হয় হল)। অন্যান্যকে মেজর প্যালিসের সঙ্গে গেনারেল লিরন, ক্যাপ্টেন ফ্রেমিং, অ্যাডমিয়ার উইকলে আর কমান্ডার রিচার্ডসের কোন তফসি নেই। আরও এক আপ্রভাগানো মানুষের কথা ভালবান মিস মার্পল। যেমন প্রেজ? প্রেজ একটাই, অস্থির, কারণ সে আমারিকান। স্যার জর্জ টেলেরের সম্যকের? হয়েছে, কারণ সে সব সময়ই চলল কখনও নাতার কর না। নাকি তাঁকে কসাই মিঃ মার্কেটের সঙ্গে একগুলো তেলা বায়? মিঃ মার্কেটের খুবই বদনাম ছিল আর তিনি আবার সেই গজের ছড়ানোর মজা উপভোগ করতেন। এবার লাকি? ওর ভাবারটা সহজ—থেকে কাউনের মার্লিন। ইন্ডিলিন হিলিংডন? নামের সঙ্গে লে কোন মিল পাওয়া শুক্ত। বায়ুক্ত আকরে ওর সঙ্গে অনেকের মিল। দীর্ঘকাঁপি, রোদে পোড়া ইন্ডিলিন মেয়েদের মত। লেট ক্যানেলিন উলফ, পিটার উলফের থ্রিনি, যে আধ্যাত্ম করে? নাকি লোসলি জেমসের মত শান্তিচিত্ত, ধর-বাঁড়ি বিড়ি করে একটিকে না বলে চলে গিয়েছিল। কর্ণেল হিলিংডন? চাট করে কিছু, বলা শর্তেই ওর বিষয়ে আরও জানা চাই। আপাত ভুলোক, তবে মনের কথা ঠেকে পাওয়া কঠিন। মিস মার্পলের মেজর হার্পারের কথা মনে এলো—
ছুপাচ্ছ তিনি নিজের পলায়ন ক্ষুর চালিয়েছিলেন, কেন জানত না কেন।
মিস মার্পেলের মনে হয় তিনি জানতেন, তবে ঠিক নিশ্চিত ভাবে নয়…

তার চোখ থেকে গোল মিস রায়াফায়েলের চোখ। তার সম্পর্কে প্রধানত যা শোনা যায়, তিনি অবিশ্বাস্যরকম ধনী। তিনি প্রতি বছর ওয়েল্স ইংল্যান্ডে আসেন, প্রত্যেক পর্যায়ের মনে পাইবে আসার কথা। তাকে সম্পর্কে শিকারির পার্থি বলে মনে হয়। তার পোশাক কৃষ শরীরে ঢালা মনে হয়। বয়স হতে পারে সত্যি, আঁশ বা তথ্য, যা কিছু। চোখের দৃষ্টি তুষ্পুর আর ব্যবহার প্রায়শই বিখ্যাত ধরনের, তবে লোকে তাতে কিছু মনে করে না, সম্ভবত তিনি প্রচন্ড ধনী বলে, সংহিতীয়তাঃ তার যস্তিয়ে অসাধারণ। কেউ তার সম্পর্কে এসে সম্প্রীতি না হয়ে পারে না তাই মনে হয় মিস রায়াফায়েলের
কর্মশ ব্যবহারের অধিকার রয়েছে।

তার সঙ্গে ছিল তার সেক্টারটির মিসেস ওয়াটারস। তার ঘরের রঙ
ঘরের মত, মেহরাবী সম্পর্ক। মিস রায়াফায়েল প্রায়ই তার প্রতি কর্মশ, তবে সে আমল দেয় না ব্যাপারটি। সে এটা ভুলে যেতে অভ্যস্ত নেলেই অন্যমান করা চলে। ওর ব্যবহার কিছুতো শিক্ষা হাসপাতালের নারীর মতই।
হয়তো ও আগে তাই ছিল, ভাবতেলেন মিস মার্পেল।

সুদর্শনের, দীর্ঘকালের, সাদা চ্যাটেট পরিহিত এক স্বর্ণ মিস রায়াফায়েলের
চেয়ারের পাশে এসে দাঁড়াল। পুলিলে তাকে লক্ষ করে মাথা না হয়, তার
সাধারণের চেয়ার ইঙ্কিত করলেন। হয়তো মন মুড়ক চেয়ারে বসল এবার। 'মনে
হয় ও মিস জ্যাকসন' প্রাগৈতিহাসিক করলেন মিস মার্পেল। 'ওর ভালে সঙ্গ এর'
তিনি খুঁটিয়ে যাচাই করতে চাইলেন মিস জ্যাকসনকে।

২

মলি কেন্দ্রল বার-এ এসে পিট টাইন করে ওর উঁচু হিল জম্বো খোলে
মিল। বারান্দা পেরিয়ে তিনি এসে পেঁছিল সেখানে। কয়েক মিনেতের সময়
ওরা নিজের মতই পেয়ে গেলে।

'তুমি কোনো বেষ্ট করছ, সেনা?' তিনি প্রশ্ন করল।

'সামায়া! আমার স পা বড় জমলাধে।'

'তুমি বেশ পরিব্যাপ্ত লাগছে না লিঙ্কডেই। হোটেল চালানো বেশ কঠিন
কাজ', তিনি উষ্ণ হয়ে তাকালা।

হাসলে মলি। 'ওহ, তিম, বেশী ভেবোনা। আমার এখানে অসম্ভব

১৭
ছাল লাগছে। নারুণ। সারা জীবন এই রকম কিছুই স্বপ্ন দেখেছিল। আজ সব সত্য।'

'হাঁ, এখানে অতিথি হয়ে এলে ভালই, তবে ব্যাপারটা নিজের ঘাড়ে যখন পড়ে—'

'কিছু না করে কিছু পাওয়া যায় না, তাই না?' মলি ধরতি দেখালো।
লুটে কুঁচকে তাকালো টিম। 'তোমার ধারণা সব ঠিক মত চলছে?
আমরা চালিয়ে যেতে পারবো?'

'নিশ্চয়ই পারবো।'

'লোকে কি বলছে না সায়াভারসনদের মত এরা না।'

'এমন দু' একজন বলেই থাকে সব সময়। প্রাচীনপদ্ধতিরা এমনই। তবে আমি বললাম আগের চেয়ে আমরা চেয়ে ভাল চালালাভ ছিল। আমরা অনেক বেশি সমর্পণ। তুমি ওই বুদ্ধি মেনি বেড়ালদের খুশি করে যাও, চাকরি কি পথাশ করে বয়সী ছুঁড়িতের বাড়ি না মানা প্রেম উঠিয়ে দিতে থাকো, আর আমি বুঝতে কুটুরের মত লোকের দিকে চেষ্টা চালাতে থাকি, কারও কছে আদরে মেয়ের অভিনব চলতে পারে। সব কিছুই চমৎকার ভাবে এগেছি।'

টিমের লুকুটে তার রুইল না।

'যা বলছ তাই হবে। মাঝে মাঝে ভর লাগে। সব কিছু কাজে ঠেলে
লাগল নিয়েছি। চাকরির ছেড়ে দিলাম—'

'ঠিক কাজ হয়েছে', মলি উঠে দিল। 'এটা জার্নলকে শেষকরে দিচ্ছি।'
টিম হেসে মলির নাকের উপর চুপ্পন করল।

'তোমার তো বলছে আমি সব ঠিক করে রেখোছ', মলি বলল। 'কেন হব সব সময় ভাবো?

'আমার চেয়ারের ওই রকম মনে হয়। খালি ভাবি কোন ভুল হলে কি হবে?
'কি রকম ভুল?'

'ওহ, তা জানি না। কেউ যদি ভুল বলে যায়—'

'কেউ ভুলে না। এ জার্নালে সব চেয়ে নিরাপদ উপকূল। তাছাড়া ওই প্রকাশ স্ট্যাটিভ লেকটি সব সময় পালিয়ে দেয়।'

'আমি মুখ', টিমের উঠে দিল। একটা ইতিহাস করল ও তারপর বললে,

'তুমি—তুমি সেই স্পষ্ট আর দেখোনি তো?'

'ও সব চিন্তা মাত্রে গল্প ছিল,' মলি বলে হেসে উঠল।

মিস—২
মিস মার্পলের প্রাতরাশ বধারীতি তার শ্যামেই পেছে গিয়েছিল।
চা, সেম্প্রক্ত অর এক টুকরো পেছে।
এই ব্যাপারের ফল তেমন সুবিধের নয় বলেই ভাবলেন মিস মার্পল। ফল
বলতে শুধু পেছে। সুখাদু, কয়েকটিকরা আলপন ধাকলে ভাল হত, কিন্তু
এদেশে আপেল একবারই আছেন।
এখানে এক সমস্ত কাতিয়েছেন মিস মার্পল। তাই আবাহওয়া কেমন
থাকবে প্রতি করার ইচ্ছাটা তিনি দামন করতেও শিখে নিয়েছেন। আবাহওয়া
অবশ্য সব সময়ই একবার--চামকাঃ। কোন পরিবর্তনই ঘটেনা।
"পরিবর্তনশীল ইংল্যান্ডের আবাহওয়া, নিজের মনেই ভাবলেন কথাটা
মিসে, মার্পল। কথাটা কোন উদ্দিত না তাই বানালে মনে পড়লো না
তার।
মাঝে মাঝে এখানে স্বর্গে ঠিক ঠিক দুলেও সঙ্গে আবাহওয়ার অঙ্ক
কলে রাজি না মিস মার্পল। এটা বেন ভাববানের লাল। মাঝে মাঝে আচরণ
প্রচুর বৃষ্টিও নামে, আবার পাঁচ মিনিটপরেই আবাহওয়া শুরুকে কঠিনতে।
বৃষ্টি ভেজা সব কিছু নিষেবিয়ে দুর্লভি আগের মত হয়ে যায়।
ওয়ার্চ ইন্ডিয়ানের যে কাবো হারেটি রোজ পরবর্তী ছল ছিল সে হোগে
মিস মার্পলকে সম্প্রতি জানালে। কি করকে সাদা দাঁত আর মিষ্টি
হাসি। কর্ডিওর সুদর সুরনি এই হারেটি, তবে কেন যে এরা বিয়ে করতে
চায় না, আশ্চর্য। ভাষার কাজনা প্রেসকর্টেও চিঠিতে ছিল।
অন্তর্ভুক্ত প্রভায় এখানে ভালো ওবার বিয়ে ভাষার নেই।
প্রাতরাশ শেষ করে নিন্তা কিছুতে কাটানে ভাবালেন মিস মার্পল।
আবার ভাববানে নেমে কিছু ছিল। আঁকে আঁকে বিচ্ছিন্ন হেঁচে উঠে
টুকিটাকি কাও সেরে নেয়া, কারণ আবাহওয়া বেশ গরম। তারপর মিনিট
দশক বিশ্বাস নিয়ে সোরাহারের সূচনা তুলে হোটেলের দিকে এগিয়ে।
এরপর পছন্দ মত বসার জয়গা বেছে নেরোয়া। সমুদ্রের সামনে বারবার
যা কি ফাড়ে মানের জয়গার মানান্থি আর শিশুদের কাছে? সংবাদজ্ঞাতঃ

১৮
বইতৈরীটাই তার পছন্দ। বিকেলে বিশালের পর একটু গাড়িতে বেড়ানো, এর বেশি কিছু না।

আজকের দিনও অন্য সব দিনেরই মত, ভাবলেন মির মার্পল।

কিন্তু বাচ্চায় তা ছিলনা।

মির মার্পল অভাব মত পরিকল্পনা মাফিক হোটেলের পথ ধরে এগৃহেই তার দেখা হল মলি কেন্দ্রের সমক্ষ। এই পথের যেন মুখে হাসি ছিলনা আরেকার। তার চেয়ে নোং বিষম্পং ভাব লক্ষ্য করতে দেয় হলনা মির মার্পলের।

'কি হল, কিছু ঘটেছে?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

মালা নসিরের সাথে দিল মলি। একটু ইতোতং করে সে বলল, 'আপনার যানা দরকার আসলে সবই জানে। মেজার প্যাল্সেগেরের কথা বলতি।

তিনি মারা গেছেন।'

'মারা গেছেন?'

'হৃদা। গত রাত্তিনি।'

'ওহে, খুব দুঃখিত হলাম।'

'হৃদা, এখানে কোন মুখ্য বিচ্ছিন্নতার ব্যাপার। সকলেই একটি বিক্ষিত হবে। অবশ্য ওঁর বয়সও হয়েছিল।'

'গতকাল ওঁকে শেষ হাসিরুশীষীর দেখেছি। মির মার্পল উঁকর দিলেন বসন

হলেই যে যখন তখন মুখ্য হতে পারে একথার মনে আপনি জানি। 'ওঁর

ক্ষমা দেও ভালোই ছিল।'

'ওঁর রক্তচাপ খুব বেশি ছিল,' মলি ডাকলেন।

'ঘটনা আলকাল এ রোগের অনেক ওথুই আছে। বিজ্ঞান খুব এগিয়ে গেছে।'

'হানি, সেটা ঠিকই। তবে উনি হয়তো ওথুরের বাড়ি থেকে জুলে গিয়েছিলেন

বা হয়তো বেশি থেকে ফেলেন। ইনসুলিনের মত।

মির মার্পল মন্ত্রণ পালনে না উঁচু রক্তচাপ আর ভাঙারিতা একই

ধরনের রোগ। তিনি প্রশ্ন করলেন, 'ভাঙার কি বলছেন?'

'ওঁর হানি গ্রামে এখন প্রায় অবস্থায় নিয়ে হোটেলেই থাকেন। তিনি

সেখানে, স্থানীয়, ভাঙারও এসেছিলেন। ভাঙার জেখন নার্সফিকেট

দিয়েছেন, তবে সবই ঠিক আছে। উঁচু রক্তচাপ থাকলে এককম হতে পারে,

বিশেষ করে বেশিমাটার মদ থেকে। মেজার প্যাল্ডাগে এ ব্যাপারে একটু।

১৯
রাখা ছাড়া গেল। যেমন গত রাতের সুলার।'

'হঁয়া, সেটা দেখেছিলাম', মিস মার্পল বললেন।

'উভয় হয়তো পুলিস খারান। ভেবারা বুঝে মানুষের জন্য
নামক দেখে, তবে মানুষেরা চিত্রকলা বেঁধে থাকে না। কিন্তু ঘটনাটা আমার
আর টিমের কাছে মন্ত্র শুরু তার লোকে হয়তো বলতে পারে খাবারে কিছু
ছিল।'

'কিন্তু থাকো বিষয়কৃত আর রক্ষাপর লক্ষ্য তো আলাদা?

'হঁয়া, তবে লোকে বললে খেকারো কি করে? লোকে বলি হোটেল ছেড়ে
চলে যায় আর কথাটা বলে বেঁড়ার।'

'আমার মনে হয় না এ নিয়ে ভাবার কিছু আছে', দীর্ঘনিশ্চিন্ত বললেন
মিস মার্পল। 'যেমন বলছিলেন মেজর প্যালগ্রেডের মত বুঝে যে কোন সেই
প্রার্থনা বেঁধে পারেন। অনেকের কাছে সেটা দুঃখের হলেও তার। ম্যাভারিকই
ভাববে।'

'হঁয়া,' মাল উপর দিল। 'শুধু এমন হতাহত যাদে না হত।

হঁয়া, ধরা হতাহত ঘটেছে ভাবলেন মিস মার্পল এগোয় চলার মুখে। গত-
কালে তিনি খুব হাসিমশাদ ছিলেন, কথাবার্তা বলছিলেন হিলিংটন আর
ভাইসনের সঙ্গে।

হিলিংটনের আর ভাইসনেরা...মিস মার্পলের গতি 'শুধু হয়ে এলো... 
আমরা তিনি একে নড়ালেন। সম্প্রতি তাঁর না গিয়ে তিনি যারামদার
কাছে ছাড়ার বন্দ পড়লেন তার হাতে উঠে এর সেলাইয়ের কাঠ। সেলাইয়ের
কাঠ যেন তার চিঠির গতির সঙ্গে প্লাপ দিতে চাইছিল। ব্যাপারটা তার
কাছ লাগেন—না, সত্যই তাই। সবটাই কিরকম ছন্দহারা।

গর্জনের কথা তিনি আবার ভাবতে চাইলেন।
মেজর প্যালগ্রেডের সেই গল্পে...

রোজাকর মতই ঘটেনা, কেউ তার কথায় তেমন কান দেখান।...তিনি তা-
দিলে হয়তো ভাল হত।

কেন্দ্রীয় কথায় তিনি বলছিলেন আর তারপর ভাবতের কথা...উক্তর
পশ্চিম সামান্ত—আর তারপর কোন কারণে সেচ্ছে বান খুনের ক্ষেত্রে—
আর তখনও মিস মার্পলের তেমন আগ্রহ নিয়ে শনতে চাননি...।

কোন বিষয়ের ঘটনা এখানেই ঘটেছিল—সংবাদপত্রও শিওনাম- 
ছহ্লালছিল—

২০
এরপরেই মিস মার্পালের পশমের গুঁড়ি মাটিতে পড়ে যেতে মেজর প্যাল্পেডে ডা তুলে দিয়ে একটা ফটা কখন বললেন—কোন খুনীর ফটা।

মিস মার্পাল চোখ বুঝতে মনে করতে চেষ্টা চালালেন প্ল্যাটা কিকারে শরু হয়।

কোন গৌমোলে গল্প—এর ক্লাবে মেজরকে কেউ শর্ভনীয়ই—বা অন্য কারও ক্লাবে—একজন ভাইকের বলেছিলেন—যিনি সেটা আবার শোনেন আর একজন ভাইকের কাছে—একজন ভাইকের তার ছাঁব তুলেছিলেন সে স্বেচ্ছা নয় সুর দরজা দিয়ে বেরীয়ে আসার ছিল—সে একজন খুনী।

হ্যা, ব্যাপারটা এই রকম—জিন্নুনির্দেশ কথাগুলো মিস মার্পালের মন পড়ে গেল এবার।

আর তিনি সেই ফটা তাকে দেখাতে চেয়েছিলেন—সেটা তিনি তার পকেটের হাত থেকে বের করার জন্য খুঁজে ফেলে দেয়।

আর কথা বলতে বলতে একবার মুখ তুলে তাকে ছিলেন মেজর প্যাল্পেডে না, তার দিকে না—তার পিছনে কোন কিছু—ঠিক বলতে গেলে তার দাঁতাকের কাছের উপর দিয়ে। তিনি তখন কথা বলতে করেছিলেন, মুখখানায় লাল হয়ে উঠেছিল—ব্যাপারের সব কিছু আবার হতরাজে শর্বতে শরু করেছিলেন সাধারণ কাজে হাতে আর আচমকা বেশ জেরে অব্যাহতিক ভাবে হাতির দাঁতের কথা বলতে আরম্ভ করেছিলেন।

হ্যা—এক মুহুর্তে পরে হিলিংডন আর ডাইসনরা তাদের সঙ্গে যেয়ে দেন। এই সময়েই মিস মার্পালের মাথা ঘিরে তার কুঁড়ির পাশ দিয়ে তাকে মেজে দেখায়ছিলেন—কিন্তু সেখানে কেউ বা কোন কিছুই ছিল না। তার বাঁ দিকে একটা একটা হোটেলের দিকে ছিল তিন কেন্দ্রে আর তার স্বার। আর তাদের পিছনে এক ভেন্ডারের পরিবার। কিন্তু মেজর প্যাল্পেডে সেদিকে তাকান নি।

মিস মার্পালের মধ্যে কেদরের প্রথম চিন্তায় ডাবে রইলেন। এর পরেও তিনি বেড়াতে গেলেন না। তবু তিনি ডাব গ্রেহেনের একটা চিরকালীন পাঠিয়ে জানালেন শরীরটা তার লাগছেন তাই তিনি যদি দয়া করে একবার তাকে দেখে নান।

21
চার II  ডাক্তার ডাকলেন মিস মার্পল

ঋণ গ্রাহী পরিষ্ঠা বছর বাসি বেশ সদাস্য মানুষ। বহুদিন যাবৎ তিনি ওয়েলট ইন্দিকে ভালবার করার পর ইসলাম প্রায় অরসর জীবন কাটাচ্ছেন, কারণ প্রায় চেড়ে দিয়েছেন এর ওয়েলট ইন্দিকের সহকারীদের হাতে। তিনি মিস মার্পলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার অসুখবাদ কথা জানতে চাইলেন। সোভাগালার মিস মার্পলের যা বয়স তাতে নানাধরনের রোগ নিয়েই আলোচনা সৃষ্টি করেছিল রোগিদের পক্ষে। মিস মার্পল একটি ইতিহাস কার কাদে আর 'হাউট' কথা ভেবে নিয়ে শেষ পর্যন্ত হাউটের কথাটাই বললেন। মিস মার্পলের হাউটের আলোচনা অবশ্য তার নিতান্ততা।

ঋণ গ্রাহী বেশ সদাস্যতার সাথেই তাকে পরীক্ষা করেও একথা এর আর্থ বললেন না মিস মার্পলের মত বয়স এ ধরনের উৎসাহ থাকতেই পারে। সাধারণভাবে ভাবতেন যে ধরনের ওয়েলট দিয়ে থাকেন তিনি তাই লিখে দিলেন। তিনি জানতেন বরং মানুষরা সেই আর্থের আসার পর কিছুটা এককীভে ভুগতে থাকতেন। সেই কারণেই তিনি আরও কিছুটা থেকে কথা বলে চললেন।

'ভারি চমৎকার মানুষ,' ভাবলেন মিস মার্পল। 'ওঃকে মিথ্যা কথা বলে তোকে আনার জন্য লজ্জিত যোধ করছি। কিন্তু আর কিই বা করতে পারতেই।'

মিস মার্পল সত্যকি কথা কার পরিবেশেই বড় হয়েছেন আর তিনি নিজেও একজন সত্যবাদী মানুষ। কিন্তু নরকার নির্দিষ্ট চমৎকার সঞ্চারণ করতেই তিনি মিথ্যার আত্মা নিতে পারেন।

মিস মার্পলের গলা সাফ করে একটি কমপ্লেক্সকি ভঙ্গুতে বৃদ্ধার মত কাঁপা কাঁপা ঘরে বললেন, 'আপনাকে আরও একটি কথা বলতে চাইছিলাম, ঋণ গ্রাহী। কথাটা বলতে চাইছিলাম না অথচ আর কিই বা করি, আর খুব একটি গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয়। হবে আমার কাছে বস্ত নরকারী। আপনা করুন কথাটা শুনে নিশ্চয়ই ভাববেন না খুব বিরক্তিকর বা ক্ষমা অর্জনের কিছু করছে।'
এই মুখবন্ধের পর জন গ্রাহাম দয়ালস্বরে বললেন, 'কোন দুর্দান্তায় পড়েছেন? বলুন, আমি সাহায্য করতে পারি।'

'ব্যাপারটা মিঃ পালগ্রেডেকে নিয়ে। ভাইর দেওন্দের কথা তিনি মারা গেছেন। সকলে কথাটা শুনে খুবই আঘাত পাই।'

'হাঁ', ডাঃ গ্রাহাম বললেন। 'ব্যাপারটা হইতো ঘটে গেল। এই হাসিকথাটি ছিল গতকাল।' ডাঃ গ্রাহামের কথায় বোধ হয় যাছিল মেজর পালগ্রেডের মুখ্য কোন বিষয়ের প্রভাব কোথাও ফেলেনি। মিঃ মার্পোন তাই ভাবলেন তিনি কি রুক্ষতের সম্পন্ন করেছেন। তার এই সম্ভাবনা মন কি তাকে গ্রাস করতে চাইছে? তিনি আর হয়তো নিজের উপর আহ্বান রাখতে পারেছেন না। এক্ষেত্রে অবশ্য কোন বিচার নয় শুধু সম্ভাবনা। যাই হোক মন যখন হয়েছে তিনি এগিয়েই যাবেন।

'আমরা গণ্যারীকৃত কথায় বললেন', মিঃ মার্পোন বললেন, 'তিনি তার বিচিত্র কাহিনী শোনালেন। সারা দুনিয়ার নানা অঙ্গলের কাহিনী।'

'হাঁ, স্থিরকরিতে ডাঃ গ্রাহাম বললেন। তিনি নিজেও মেজরের কথায় বিটিক বোধ না করে পারেন নি।

'তিনি তারপর তার ছেলের কথায় প্রশ্ন করলেন, আমি আমার ভাইপালের কথা বল। তিনি বেশ মন্যথাকা দিয়েই শুনলেনি। আমার এক ভাইকের ছবি আমি তাকে দেখাই। ভাইর সন্দেহ ছেলে—তবে ঠিক ছেলে বলবা না, তবে আমার কাছে চিঠিকালী তাই। ও বড় আদের, নিঃশর্তই বললেন।'

'স্থিরকরিতে', ডাঃ গ্রাহাম বলে ভাবতে চাইলেন বেধে আসল কথাটা কখন বললেন।

'আমি তাকে ছবিটা দিতে তিনি সেটা দেখেছিলেন, আর ঠিক ওখনই ওরা এসে পড়লেন, মানে, ওই চমৎকার দুর্দান্ত মানুষ, যারা ফুল আর প্রজাপতি সংগ্রহ করেন, কেন্দ্রে আর মিসেস হিলিংডন বোধ হয় নাম—'

'ও, হাঁ, হিলিংডন আর ডাইসন।'

'হাঁ, ঠিক বললেন। ওরা হইতো হাসতে হাসতে এসে পাঠিয়া আনতে বললেন। মেজর পালগ্রেডের ছবের সমান্তরাল হয়ে ছবিটা তার পকেট ব্যাগে রাখে পকেটটিও দুঃখিনী ফেলেন। আমারও তখন খেয়াল ছিলনা, পরে ভাবতেই সেটা মনে পড়ল। তবেছিলাম মেজরের কাছে পরে ছবিটা চেয়ে ২৩
সেইখলে, আমার পিতার ডেন্টিস্টের ছবি। তখন ব্যাপ্ত হাঁসিয়ে বলে মেজরকে আমার বিষয়ে কথা হচ্ছিল। তাকে নির্দেশ করে চাইতীনি, ভাবলে সকালে বললেই হবে। তারপর এই ঘটনা——' মিস মার্পল নাস্তা খালেন।

'ঠিক বলেছেন', ডঃ গ্রাহাম সচ্ছন্দভাবে মনে করে বললেন। 'মানে——ওই হাঁসিয়া আপনি ক্ষেত্রে চান, তাই তো?'

মিস মার্পল ডাক্তারা ডাক্তার সাথে দিলেন--'হা। ওই একছালে চাকুই আমার কাছে আছে, তেলগুটি তো নেই। ছবিটা আমি হারাতে চাইছিলেন। কেন আলোন, বেচারি ডেন্টিস্ট পাচ বছর আগে প্রথম ছেড়ে চলে গেছে, ওই ছবিটা দেখেই তার মহত্ত্ব করি আমি। বলতে লজ্জা পাচ্ছি, আপনি কি পারবেন ওটা আনে? বুঝতে পারঃ না আর কাকেই বা বলা যায়? আমার ওর জিনিসপত্র কে দেখানো করছেন। খুব বিস্মৃত বোধ করছি আপনাকে বলে কেউ তো বুঝে না ফটোটা আমার কাছে কও।'

'অবশ্যই, আমি বুঝতে পারি', ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'এ ডাক্তার মনোভাব থাকা অতীত ম্যাজিস্টরকে আসলে আমি আজই স্থানীয় কর্তৃক পক্ষের সঙ্গে দেখা করছি——অনেকটা কাল হবে। কৃপণ পক্ষের লোকজন আগামীকাল এসে ওর জিনিসপত্র ব্যাপারটা দেখবেন——নিকট আত্মীয়ের খেঁজে দেবেন। এবার ফটোটা যদি একটু বলেনা করেন।'

'একটা বাড়ির সামনের ছবি', মিস মার্পল বললেন। 'একজন——মানে, ডেন্টিস্টের ডরা দিয়ে বোরিয়ে আসছিল। ছবিটা তুলেছিল আমার আর এক ডাক্তার, সে আমার ফলের প্রদর্শনী সম্পর্কে খুবই আগাছি। ও ফটোটা তুলেছিল এক মহিলাকাস্বরূপ ডেন্টিস্টকে কোন লিলিফুল জাতীয় কিছু। ডেন্টিস্ট তখন ডরা দিয়ে বোরিয়েছিল। ছবিটা অপস্ত্র খুব ভাল লেখেন, একটা বাপসা। তবে আমার কাছে অম্লা সেটা।'

'বুঝেছি', ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'আমার মনে হচ্ছে আপনাকে আপনার ছবিটা ফিরিয়ে দিতে অসুখী হবে না, মিস মার্পল।'

ডঃ গ্রাহাম উঠে বাড়িতে মিস মার্পলের সঙ্গে হাসিয়ে বললেন।

'আপনি খুব সদাস্য? ডঃ গ্রাহাম। আপনি অকস্মা বুঝেছেন!'

'নিশ্চয়ই', ট্রি অতীত ম্যাজিস্টরকে, ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'হাঁটের ব্যাপারের জন্যে বে যথেষ্ট দিয়েছি খেতে ভুলবেন না। একটা ব্যাপারও করা চাই। ওতেটা দিনে তুমিকে খাবেন। সুমিতা গুহিয়ে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

২৪
পঁচত। মন্দির করলেন মিস মার্পল

পরলোকগত মেজর প্যালগ্রেভের অন্তেষ্টিক্ষা পরিন সম্পন্ন হল।
মিস মার্পল হাঁকার ছিলেন মিস প্রেসকটের সঙ্গে। কানন প্রেসকট ব্যাপারটি
পরিচালনা করলেন—তারপর জীবনপ্রের ধর্মানিজমেই বরে চলে শুরু
করল।

মেজর প্যালগ্রেভের মৃত্যু একটা স্বভাবিক ঘটনা, কিন্তু তা নিরামদ-
কর, তবে সরাই সেটা ওড়াতাড়ি তুলে গেল। এখানকার জীবন মানে, সূব-
করণ, সমস্ত আর সামাজিক আন্দরে জীবন। এক বিচার অজ্ঞানকের
আবিষ্কার এই উচ্চতার বাঙ্গা পড়েছিল, পড়েছিল ছায়ার আস্ত্রণ, সে ছায়া
এখন কেটে পেয়ে। তাছাড়া মাতৃবাষ্ককে কেউই প্রায় চিনত না। বাকাবাগাছ
এক বৃক্ষ সব সময়ই নিচের বাঙ্গাগত স্বত্ত্বাচার করে চলতে যা অনেক
শেষে চাইত না। পাথরের কোথাও পাকাগাছ থাকতে পারেন নি তিনি।
পাথর হল মহুয়ের আগে। এক নিঃশ্রেষ্ঠ জীবনের পরিভাষিত লাভ
করেছেন নিঃশ্রেষ্ঠ মুখার্জু। এই নিঃশ্রেষ্ঠ বড় অনুভূত, মানুষের মধ্যেই
কাটে এই নিঃশ্রেষ্ঠ। মেজর প্যালগ্রেভ নিঃশ্রেষ্ঠ হলেও হাসিবুর্শি ছিলেন।
তার নিঃসৃষ্ট পথেই জীবন উপভোগ করে গেছেন তিনি। আজ তিনি
না, সমাধিস্থল লোকের কাছে তিনি আর এক সম্পাদক অবকাশে বিশ্বাস
হয়ে যাবেন। কেউ হয়তো ক্ষমিকর জন্যও তাকে মনে করবে না।

একমাত্র যৌন তার অভাব লোগ করে পারেন তিনি মিস মার্পল। এটা
কোন বাঙ্গাগত শরীর থেকে নয়; মেজর যে ধরনের জীবনে অন্তর্ভুক্ত সেটা তার
জীবন ছিল বলে। মানুষের বয়স হলে শোনার অভ্যাস ক্রমশঃ বেড়ে যায়, সেটা
অবশ্য খুব আঘাত নিয়ে শোনা নয়—মেজর আর মিস মার্পলের মধ্যে যা গড়ে
উঠেছিল তা ছিল দুর্দান্ত বস্ত্র মানুষের মধ্যে আদর্শপ্রদান মাত্র এর মধ্যে
জড়িয়ে ছিল মানবিক আবেদন। মিস মার্পল মেজর প্যালগ্রেভের জন্য
শেষসংশ্লষ্ট না হলেও তার অভাববোধ করছেন এটা ঠিক।

অন্ত্যেষ্টিক্ষির দিন বিকেলে মিস মার্পল তার সেলাইয়ের সরজাম নিয়ে
নিজের পছন্দের জায়গায় বসে থাকার মহত্ত্বের ভূমায় এলেন। তিনি

25
ভাবে সাদর অভ্যর্তনাও জানালেন।

জঃ গাহাম একটু মাঝে চাইবার ভঙ্গীতে বললেন, ‘আশাবাজক কোন খবর অন্তে পারিনি, মিস মাপল।’

‘অথাং, আমার সেই—।’

‘হাঁ, আমরা আপনার সেই মলালান ফটো খুঁজে পাইনি। আমার ভয় হচ্ছে আপনি খুব হতাশ হবেন।’

‘হাঁ, তবে কি আর করা যাবে। এটা আমার কিছুটা আরেকের ব্যাপার নিচুই খুঁজে আপনি। ছদ্মার মেজর প্যালগ্রেডের ব্যাপে বিচিত্র ছিল না?’

‘না। এর জিনিসপত্তের মধ্যে নেই। কিছু চিঠি আর খবরের কাগজের কাটা দেখতে, এই রকম টিকিটার্ক জিনিসই ওতে ছিল। করেকটা ফটোও ছিল তবে আপনি কোথায় বলেছন তোমাদের কোন জিনিসই ছিল না।’

‘দুরদৃষ্টি কথা’, মিস মাপল বললেন, ‘কিছু কিছুই করা যাবে— আপনাকে অস্বীকার করার চর্চায়, জঃ প্রাহাম, আপনি কথা করলে আমালা নিয়েছেন।’

‘না, না, একবার কিছু নয়। আমিও সাংসারিক এই আরেকের ব্যাপারটা দৃঢ়ি, বিশেষতঃ স্থানে নয় হয়।’

জঃ প্রাহাম ভাবলেন বাধা ব্যাপারটা স্থিতিস্থাপন নিয়েছেন। সম্ভবত মেজর প্যালগ্রেড ছবিটা কিভাবে ব্যাপে এল না তোলে হয়তো ছিলো ফেলেন।

তিনি গোটাটাই গুরুত্ব দেননি, ভাব নিদ্রায় কাছে এটা কতখানি। তাই তিনি দাশনিকের মোট ব্যাপারে গুরুত্ব দেন হয়।

মিস মাপল অবশ্য দাশনিকের হারে কাছে ছিলেন না। তিনি আমার একটু সময় চাইছিলেন যাতে সবকিছু খাটিয়ে দেখা যায়। তিনি বেল মান সুখোগাটো কাছে লাগাতে চাইছিলেন পুরোপুরি।

তিনি জঃ প্রাহামের সঙ্গে নিজের আগের সেখানে না করারই আলোচনা করতে চাইলেন। সদাচার ভাবার বুধ্যার ফটোর হারানোর বাধা ভুলিয়ে দেওয়াকে উদ্দেশ্য নিয়ে সেক্ষেত্রের ভাবনায় আর তারা শুনতে দেখতে থাকেন, যা মিস মাপল সেখানে পারেন সেই কিন্তু বলতে শেষ করলেন। তিনি চেষ্টা করেন না কথাপথকের কিভাবে মেজর প্যালগ্রেডের মস্তুর কথাতেই পুলিস না গেছে।

‘এত দুরদৃষ্টি ঘটনা, এমনভাবে বাড়ির বাইরে কারও মস্তুর।’ মিস মাপল বলে উঠলেন। ‘ওয়ার কাছে মনে নিকট অন্যায় করে ওর নেই।’ বর্তমান
'তিনি প্রচুর বেড়াতেন, শুনেছি,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'বিশেষ করে শাব্দের সন্ধ্য।' তিনি আমাদের ইস্লামের দাবিবাদে গ্রাহাম করতেন না। তাকে দেখে নিয়ে পারিনা এলেন।'

'বাংলার তাই,' মিঃ মার্পল উঝর দিলেন। 'তার হয়তা ফুসফুসের বা অন্যা কথাও কোন দেখি থাই বিদেশের খোলা পাখন্দ করতেন?'

'না, না, তা আমার মনে হয় না।'

'ওঃ কাউন্সিলার খুব বেশি ছিল মনে হয়। আর্কল এ জিনিস বড় বেশি মানতায় হয়।'

'তিনি আপনাকে কখনও বলেছিলেন?'

'ওহ, না, তা বলেননি কখনও। অন্য কথা মনে বলেছিলেন।'

'হাঁ বলেন।'

'এবার কোথায় রয়েন মার্পল গাঁথা ব্যাবসারিক কথা?' মিঃ মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'সব সময় নয়,' ডঃ গ্রাহাম বললেন। 'আর্কল রক্ষার চাপ কমাবার নানা উপায় রয়েছে।'

'ওর মার্পল বড় হাড়ত ঘটে—আপনি বোধ হয় অবাক হন নি?'

'না, মানে—এ কয়ের সাদৃশ্যের ক্ষেত্রে এটা অবানভাবানি নয়। রং সাদা বদলে অশ্ব করিন এমন ঘটন। তাহাড়া তিনি বেশ হাসিয়ে মেশিলেন। আমি তার চিকিত্সা করেনও করি। কাউন্সিলারও নিজ নিজ।'

'কোন ডাক্তার কাউকে দেখে রক্ষাপাশ আছে কিনা করতে পারেন?' মিঃ মার্পল নির্ভীয মনে পশ্চাৎ করলেন।

'না, শুধু দেখে বলা যায় না,' ডাক্তার হেসে বললেন। 'কিছু পরীক্ষা দরকার।'

'বুঝেছি। হাতে সেই ভয়ানক রঙঘাটের ব্যাংক ঘাড়ে পাপ্পা করা—আমার একম ভাল লাগেনা। তবে আমার ডাক্তার বলেছেন আমার রক্ষাপাশ ভালই আছে।'

'শুনে ভাল লাগল,' ডঃ গ্রাহাম বললেন।

'মজার অবশ্য প্রাস্টার্স পান বেশ পাখন্দ করতেন,' চিন্তিতভাবে বললেন মিঃ মার্পল।

'হাঁ। কাউন্সিলার থাকলে আলকেহল ক্ষতিকর।'

'এখন ট্যাবলেট খেতে হয় বলে শুনেছি, তাইনা?'

27
‘হয়৷। বাজারে অনেক ওখোঁ আছে। ওর ঘরে সেরেনাইটের একটা রোলা ছিল।’

‘আঁকাল বিখ্যাত বত সেন্দ্র,’ মিস মার্পল বললেন। ‘ডায়েরারা অনেক কিছু করতে পারেন তাই না?’

‘আমাদের এক প্রধান প্রতিস্থাপনকারীও আছে,’ ডঃ গ্রাহাম বললেন। ‘সেটা হল প্রকাশী। কিছু প্রাচীন টোটারও মাঝে মাঝে কাঁপে দেয়।’

‘কেটে ছড়ে গেলে মাকড়সার ভাল লাগানোর মত না?’ মিস মার্পল বললেন।

‘ছোটেলর করতে করতেন।’

‘বেশ দুঃখিত কাছঃ’ ডঃ গ্রাহাম বললেন।

‘খুব কার্সে হুলে দিতে দেখেছি ডিলিয়ার তেলের পল্টিন আর কপার’ ডেকা তেলে মালিশ।’

‘আপনি ঠোকরই জানেন দেখেছি,’ হাসতে হাসতে বললেন ডঃ গ্রাহাম। তিনি উঠে পড়লেন। ‘হটি কোন আছে? বাথা নেই আশা করি।’

‘ডেরোই আছে আগের চেয়ে।’

‘বেলা বাদামী প্রক্ষিপ্তির কাজ না আমার পিল।’ ডঃ গ্রাহাম বললেন।

‘আপনার কাজে লাগতে পারলাম না বলে খারাপ লাগছে।’

‘না না। আপনি খুবই সদাশয়—বরং আপনার সময় নষ্ট করেছি বলে আমারই খারাপ লাগছে—আপনি বলছেন মেজরের পকেটব্যাগে কোন ফটো ছিল না?’

‘ওহ, ছিল—পোলো খেলার পোশাকে বোনাডার পিঠে মেজরেরই ফটো—আর একটা ফটোতে মত বাবের গায়ে পা দিয়ে দাঁড়ানো অবস্থায় তাই ছিব। আরও কিছু তাই সৌন্দর্য বর্ণের ছিব। আমি সবই খাটিয়ে দেখেছি। আপনার বর্ণনা তাই আপনার ভাইপার ছিব নিশ্চিতভাবেই ছিল না—’

‘আপনি নিশ্চয়ই ভাল ভাবেই দেখেছেন—আমি সেথা বলছি না—আমরা সকলই এরনের অভ্যুত্থ সব ভিন্নু কমিয়ে রাখি—’

‘অভীতের সম্পদ,’ ডঃ হেসে বললেন। তিনি এরপর বিদায় নিলেন।

মিস মার্পল এবার চিন্তিতভাবে পামগাছ আর সুনীল সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। বেশ কিছুক্ষণ সেলাইয়ের সরাসরি হাতে উঠে এলা তার। এরপরে একটা ঘটনার কথা তিনি জেনেছেন। এবার তাকে ভাবতে হবে এর অর্থ কি। বে ফটোটা মেজর তার পকেটব্যাগ থেকে বের করে পরে দুর্দৃষ্ট আবার ছড়িয়ে রেখেছিলেন তার মুখোর পর সেটা ব্যাগে ছিল না। ওই ছবি
মিস মাপর্লের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। তাকে মনস্থির করতেই হবে।

তিনি মেজর প্যালগ্রেভকে শান্তিরত তার সমাধিতে থাকতে দেবেন কি দেবেন না? দেওয়াই হয়ে টানা। মিস মাপর্ল ব্যগ্রতায় করে উঠলেন, 'দানকান গৃহ।'

তাঁবুর জরুরগুলি দিনের অবসানে তিনি স্বখনিদ্রাজন। কোন কিছুই আজ মেজর প্যালগ্রেভকে পরা করতে পারবে না। তিনি এন্ন এক কার্গার সেখানে এসে কোন বিপদ তাকে হাতে পারবে না। এটা কি কাফতালায় তা তিনি অরা রাতে মারা যান? হয়তো এটা আদে কাফতালায় নয়।

অল্প বারাত্রায় এই সহজভাবই বারাক মানুষদের মতোকে মেনে নেন।

বিশেষ করে বেছে তার ঘরে উচ্চ রঞ্জিনের ট্যাবেলের বেলন রাখা ছিল যে টেবিলের তার। রোচ ফুটায় কথা। কিছু কেউ মানে মেজর প্যালগ্রেভের মানবিয়ে থেকে ফটাটা সরিয়ে ফেলে থাকে, সেই একই বার্তার পক্ষে তার ঘরে ব্যবহার ওই বেলন রাখায় সক্ষম করত।

তিনি নিজে কখনও মেজরকে বুঝে টেলে দেখেন নি। তিনি নিজে কখনও তার উচ্চ রঞ্জিনের কথাও বলেন নি।

নিজের ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি বেঠে বলেছেন তা হল সেকালে তরুণ তিনি আর ছিলেন না।

মাঝে মাঝে তাকে মুক্ত স্বাস্থ্য ফেলতে দেখা গেছে, হয়তো একটু, হাপারির হাত ছিল তার, এর বেশি নয়।

কিছু কেউ একজন বলেছিল মেজরের উচ্চ রঞ্জিন ছিল।

কিছু কে খাটা বলে? মালি? মিস প্রেসকট মানো পড়েছে না মিস মাপরলের।

ফুললেন মিস মাপরল। তারপর নিজেকে নিজেই যেন কিছু কথা বলতে চাইলেন।

'হাঁ, জেন, কি বলতে চোর ভুমি? ভাবছিল বা কি? সব ব্যাপারটা কি তোমার মনে আসছে? পা রাখার এ কিছু গেছে কি?'

তিনি একবারে গোল্ড থেকে আবার তার আর সেকেলের মধ্যে খন্ড খন্ড নিয়ে যে আলোচনা হয়েছিল সেটাই আবার পর্যালোচনা করতে শুরু করলেন।

'হা কিছু', একবার বলে উঠলেন মিস মাপরল, 'ব্যাপারটা কিছু পাললেও—মুখেতে পারতো না এতে আমি কি করতে পারি—'।

তবে তিনি জানতেন তাকে চোখ করতেই হবে।
ছয়। দিন শুক্রবার গোড়ায়র

ভোরবেলায় এই স্থানে উঠিয়াছিলেন মিস মার্গল। বরফে মানুষের মুখ হৃদয় খৃষ্ট পাঠালা, তাই বুধ চেয়ে গেলে সময়টা তিনি কাঁধে লাগান আগামী দিনগুলো কি হয়ে কাটাবেন তার পরীক্ষণ ছুঁক ফেলার কাজে।

এ সবই তার পারিবারিক আর বাস্তিগত। এর সঙ্গে অনেকের কোন সংহোগ থাকেনা। কিছু আছে প্রকল্প মিস মার্গলের চিন্তাধারা বলে চলতে শুরু করেছিল অনেক সম্পর্কে—তার সন্দেহ সত্য হলে তিনি কি করবেন। প্রাপ্তিক নর্ত্র হবে। তার অন্য মাত্র একটাই—আর সেই অন্য হল কথাবার্তা।

বুধবারে সে একটা বিষয় কথা বলেন এটা সকালেই পড়া মনে নেয়। লোক বিক্ষুব হয় বটে তবে এই কথাবার্তার মধ্যে কোন গোপন উদ্দেশ্য আছে तারা সন্দেহ করে না। সেজন্য প্রশ্ন করা এর উদ্দেশ্য থাকে না। (মিস মার্গলে অবশ্য জানেন না কি প্রশ্ন করা উচিত! ) কথাবার্তার মূল উদ্দেশ্য হল, কিছু মানুষ সম্পর্কেই জেনে নেওয়া। মিস মার্গলের মনে এখন কেবল মানুষের ঘোঁরাফেরা কার চলেছিলেন।

মেজর প্যালগ্রেড সম্পর্কেও আরও কিছু, তথা পাওয়া যেতে পারে, তবে তাতে কতটা সাহায্য হবে তার? মিস মার্গলের নাঙ্গুল সন্দেহ রয়ে গেছে এ ব্যাপারে। মেজর প্যালগ্রেড খুন হয়ে থাকলে তিনি তার জীবনের কোন গোপন বহুলের জন্য বা আর লাভের জন্য বা প্রতিষেধের জন্যও তিনি খুন হননি। তিনি খুন হয়ে থাকলেও তার ব্যাপারটা একটা অস্বাভাবিক কারণ মূলবিষয়ের সম্পর্কে অনেক কিছু জেনে নিলেও তা খুনীর কাছে পৌছনুর পক্ষে কার্যকর হবে না। আসল যে বিষয়টা মথা হয়ে উঠিয়ে তা হল মেজর বড় বেশি কথা বলতেন।

মিস মার্গল ডা গ্রাহামের কাছ থেকে বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় জানতে পেরেছিলেন আর তা হল মেজরের ওয়ালাটে নানা ধরনের কিছু ফটো রাখা ছিল। এর একটা তারই পোলো খেলার পোশাকের ছবি। একটা বাস শিকারের বেশ শোলা ছবি, আর ড্যাক খানা একই ধরনের ছবি। এখন কথা হল...
মাইকল এই সব ফটো রেখে দিয়েছিলেন কেন? মিস মার্পল তার অভিজ্ঞতার সেখানে বুদ্ধি সামাজিক অ্যাডমিয়াল, বিগোডিরার, জেনারেল আর মেজরকরা তাদের দেখিয়ে দাদার সংক্রান্ত ধারণা করে আলাপের মায়ে করেন।

ক্ষে এই রকম ‘...দুঃখিত, আমি যখন ভারতে ছিলাম, শিকার করতে গিয়ে নর্ত্রাষ্ট্রা ব্যাপার ঘটিয়েছিল...’ প্যালো বেলা নিয়েও থাকতে পারে এই ধরণের বিপদ। সমুদ্রভূমি সেই খুনীর প্রভাবের কারণ ডুবিয়ে তার ফটো দেখিয়ে কি কাহিনী তথা নিতে পারে।

মিস মার্পল মনে মনে সমস্তকার কথাপথগের গতিমুখ নিয়ে প্যারালোচনা করে চাইলেন। খুনীর বিষয়ে আলোর মাধ্যমে মুফত প্রভাবিত হয়েছে তার পরিকল্পনা থেকে এই ফটো মেটে করে সমস্ত ব্যাপক বলেছিলেন, "োকাচুকে দেখি কি খুনী বলে দিতে পারেন?"

কথাটা হল মেজরের এইভাবে প্রকল্প বলে বেড়ানো সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এই খুনীর কাহিনী বলতে তার নিয়মমাফিক একটা কাজই মনে হয়ে উঠেছিল। কোথাও কোথাও খুনীর কথা উঠলেই মেজর পদ্ধতি কমদে এগুরে থেকেন।

এর যদি হবে তাহলে মেজরের নিচষরই আগেও এখানে এ গল্প আর কাউকে রেখেছেন, যতো পাশ করতে। এরকম হারে পালিয়ে তার কাছ থেকে এই খুনীর মৌটামুটি বর্ণনা হয়তো জানাতে মনা হবে, বিশেষ করে ছুরিকের ভাবাকান্না সেই খুনীর বােরের রূপ কি রকম।

মিস মার্পল কিছুটা সন্তুষ্ট হয়ে মাথা নাড়লেন—এইভাবেই শব্দ করা রেখে পারে।

এই সময়ে এর মনে এর চারজন সদস্য ভাবিয়ে যায় অবেক। যাদিও মেজর প্যালাগের সমভাবে তার গল্প বলেছিলেন তাতে বোধ খুনীর এক- লেন প্রবন্ধ—আর এখানে সেকেন্দ্রিত রেখেছেন দুঃখের প্রবন্ধ—কোন হিসাব আর মি. ডাইন। দুঃখের কাউকেই আপাতস্থিতিতে খুনীর ভাবা যায় না, যাদিও খুনীর বােরের আকৃতি দেখে চেনাও যায় না। এতো শক্ত আর কেউ ধাকা সম্ভব? মাথা চূড়িয়ে মিস মার্পল আর কাউকে দেখেন নি। যাদিও রজস্থলে দেখেছিলেন—মিঃ রায়ারাকের বাঙ্গা। তবে কি কেউ বাঙ্গার দিকে চারের এ আবার চুক্ত যায়? তাহি তাকে দেখার সম্ভাবনা নানানি? তা ঘটি হবে তাকে, তবে সেকেন্দ্রে লোকটা নিয়ে মিঃ রায়ারাকের সাথে সন্ধী। কি যেন নাম লোকটার হার্স, স্মৃতিক। তাহলে কি জাকসনেই দিয়া
ধোঁ বাইরে এসেছিল? তাহলে ছাব্বে যেমন ছিল সেইরূপ হওয়া সম্ভব। দরজা দিয়ে একজন লোক বাইরে আসছে। আচরণই হয়তো। তাকে চিনতে গেছিলেন মেজর। এর আগে অস্পষ্ট মেজর আরার জ্যাকসনকে নিয়ে মাথা ধমান নি। তার কুহ,হলাই নজর অনেকটাই বেন মরাদাসম্পর্ক কাউকে খঁজতে চাইত—আরার জ্যাকসন সেদিক থেকে তার কাছে কোন 'পাকাসাহেব' ছিল না।—মেজর প্যালগ্রেড তার দিকে দাঁড়ান তাকাতেন না এটা মাত্রদিনে ব্যাপারটা বলে গিয়েছিল মেজর প্যালগ্রেড হথা ফটাটা হাতে নিয়ে মিস মার্শলের ভান দিকের কাঁধের উপর দিয়ে ভাকান আর দরজা দিয়ে কোন একজন লোককে বাইরে আসতে দেখেন।

মিস মার্শল বালিশে মাথা রাখার চেতা চালালেন—আগামীকাল তার কাজ হবে—আগামীকাল কেন, বরং আজই—তাকে বিশেষ ভাবে খোঁজ করব নিতে হবে ছিলেননেবরে, ভাইনসনের আর আরার জ্যাকসন সম্পকে।

২

ভং গ্রহামেরও বেশ আগেই ঘুম খেয়ে গিয়েছিল। বরাবরই ঘুম ভাঙ্গার পর আবার তিনি ঘুমের পড়েন। কিসু আজ কি রকম অসাধ্যি বাড়ি করে-খেলেন তিনি তাই ঘুমুে এল না। কেননা একটা উদ্বেগ যেন তাকে নিয়মিতে ঘুমীরে পড়তে দিচ্ছিল না। এরকম অবস্থা তার ব্যবহার হয়নি। এই উদ্বেগের কারণ কি হতে পারে? কিচ্ছুতেই তিনি ভেবে পেলেন না। মেশ কিছু-করণ চূলাপশ দেখে ভাবতে চেতা চালালেন তিনি। এটা কি মেজর প্যালগ্রেডের মুস্তার সঙ্গে কোনভাবে সংস্পর্শ? হাঁ, মেজর প্যালগ্রেড। মেজর প্যালগ্রেডের মুস্তার সঙ্গে এটা জড়িত। তিনি বুঝতে পারলেন না যদিও এই ঘটনার কি এমন থাকা সম্ভ্ব হয়তে তার মনে উদ্বেগের জন্ম হতে পারে। তবে কি এই বুঝতে রক্ষা করলেন এর মুল কারণ? তিনি কিছু বলেছিলেন? ছবিকে ব্যাপার ব্যাপার আরাম। তবে উনি ভালভাবেই ব্যাপারটা মনে নিয়েছেন। কিসু এখন কথা হল, তিনি কি এমন কথা বলেছেন যে তার প্রতিক্রিয়া এই উদ্বেগ জন্ম নিতে পারে? মোহাকাবরা হল মেজরের মুস্তার মধ্যে কোন রহস্য জড়িতে থাকতে পারে না। কিচ্ছুই না। অন্ততঃ এটা মনে করা ম্যাজারবিক।

তবুও মেজরের মুস্তার বিষয় চিন্তা করতে গিয়ে তার মন্ত্র সম্বন্ধে কিছু ভাবনার জন্ম নিতে চাইলো ভং গ্রহামের মন। তিনি কি সাফটাই
মেজরের স্বাভাবিক কিছু জানেন? প্রথমেই বলছি তার খুব বেশি রাজন্যের ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে মেজরের এটা নিয়ে কোন কথাই কখনও হয়নি। আসলে মেজরের সঙ্গে তার কথার অভাবই জেনে হয়নি। প্যাল্মস্টেড বড় বেশি কথা বলতেন, তিনি এ ধরনের বিপর্যয়ের মানুষের এড়িয়ে চলাচল পক্ষপাতী।
কিন্তু প্রায় হল হঠাৎ তার কেন মনে হচ্ছে সব ঠিকান না হতেও পারে? এর কারণ তবে কি ওই বস্তা? কিন্তু তিনি তা সেরকম কিছু বলনি নি। যাক, এটাই তার কোন মাথা না খামালেও চলে। মানীর কর্মকর্ম সৃষ্টি, বাস মিটে গেল। মেজরের ঘরে সেরেনাইটের ট্যাবলেট পাওয়া গেছে আর মেজর নিজে তার রাজন্যের কথা সবাইকে বলেছিলেন।
জা প্রাগায় পাশ ফিরে শুধু এবার ঘুরিয়ে পড়েন।

হোটেলের চোখদীর বাইরে খড়ির পাশে গড়ে ওঠা এলাকামোরা কুটির-গলার কোন একটিতে ভিটোরিয়া ঝুসন আচমকাই বিহানার উঠে বসল।
এই অন্যায়ের সত্যি করে এক উদ্ধত ভিটোরিয়া। যেন কালো মার্গের পাথরে খোদাই করা কোন ভাস্করের অপরের সুখ্ষি সে। ভিটোরিয়া ওর ঘন কাল্পা কোকড়ানো চুলে হাজ বোলাতে বোলাতে পা দিয়ে খেগা মাঝে ওর নিভিত সদৃশ। পাহাড়ে।

'আয়, ওঠোঁ।'
গোলাম করে পাশ ফিরল লোকটি।
'কি হল? এখনও তো ভোর হয়নি।'
'উঠে গোলাম। কোনো কথা আছে।'
লোকটি উঠে বসে হাই তুলতে ওর কক্ষে সাদা দাঁত বেরিয়ে পড়ল।
'কি হয়েছে, আয়?'
'যে মেজর লোকটা মারা গেছেন তার কথা বলছি। একটা ব্যাপার, আমার ভাল লাগছ না। কোথাও একটা গোলাম আছে।'
'আহ, এ নিয়ে তোমার মাথা ধামানোর দরকার কি? বড়ো হয়েছিল, মারা গেছে, বাস।'
'শোন। পিলগুলোর কথা বলছি। এভাবে আমাকে পিলের কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।'
'তাতে হুঁস্টা কি? উনি হয়তো বেশি করে খেয়ে ফেলেন।'
মিস——৩ । ৩৫


'না! এটা তা নয়,' ভিক্টোরিয়া কাজে মুখ টেনে আনলে। সে হাঁটাতে হাফাতে বলল, শোন।'

লোকটি হাঁই তুলে আবার শুরু পড়ল। 'এটা কোন ব্যাপারই না। কিসম কলাত কলাত?'

'বাই হোক, সকাল বলুকই আমি মিসেস কেন্দ্রানকে ব্যাপারটা বলব। আমার মনে হচ্ছে কোথায় একটা গোলামল রয়েছে।'

'এ নিয়ে মাথা ঘর্মো না,' ওর সঙ্গু উঠে দিল, থাকে ভিক্টোরিয়া কোন অনুরোধ ছাড়াই বর্তমানে স্বামী হিসেবেই রাগ করেছে। 'কামালা তেকে এনোনা,' বলেই সে বিছানায় গাড়ুয়ে পড়ল হাঁই তুলে।

সাথ। সাগরভূমির সকাল

হোটেলের সামনে বেলাকুমিতে সকালের পর খানিকটা সময়ই কেটে গেছে। জল জেতে ওতে উঠে ইডিলি হিলিংটন স্নানের টুপি খোলে সোনালী বালরু উপর বসে বালরু মাথা বাঁকলো। বেলাকুমিটা তেমন বড় আকারের নয় এ আয়তায়। সকাল বেলা সরাই জায়গাটা জমা হওয়ার পর বেলা সাড়ে এগারতা নাগাদ মর সামাজিক মেলামশু গড়ে ওঠে। ইডিলিনের জন্মে চাকার একখানা খোলা-চেঁদের বসেছিলো সদর্শন ছেনোরা দা ক্যাস-পিয়ারা। তিনি এসেছেন ভেনেজুয়ালা থেকে। তার একটা ভাস্কে দুঃখে পড়েছিল মিঃ রায়ারেলকে, যিনি গোড়েন পাম হোটেলের আপাতত প্রধান ব্যক্তি।

বিরাট অর্থনন্দ কোন পঙ্কজ মন্দ থেকে তার ব্যক্তির প্রশ্নে সত্বরিতা পরিনিবেশ করতে সক্ষম এখানে এটা তারই প্রকাশ ফুটে উঠতে চাই-ছিল। তাকে দেখার জন্য উপস্থিত ছিল এস্টক ওয়ার্টস। সাধারণত তার হাতে সত্বরিতা প্রতিদিনের খাতা আর পেশ্চিল থাকে, মিঃ রায়ারেল কোন জুরিটি ব্যবসায়িক বার্তা পাঠাতে চাইতে পারেন বলে। মিঃ রায়ারেলকে সম্প্রতি সেনাদের পোশাকে অনুভাবিক রকম কুশ আর শুধু দেবালিয়া পরান জিয়ির্সারের দেহ। একজন মৃত্যুপথবিধী বলে তাকে মনে হওয়া অনুভাবিক হলেও গত অতি বছর ধরেই তার একটা হোয়ারের সেগুলো—অন্ততঃ এই কথারের সকলেরই তাই ধরণ। কোটেগত গভীর নৈল তার চোখ মুক্ত থেকে বেন কৃত্রিমতান্ত্রি বিজ্ঞাত হতে চায়। তার প্রধান আনন্দের কাজই –

34
হল কেউ কিছু বলার চেষ্টা করলে প্রচন্ডভাবে তার বিরোধিতা করা।

মিঃ মাপন্দলও উপস্থিত ছিলেন। বরাবরের মতই তিনি পশমের পোশাক বনে চলেছিলেন আর কানে পেছে শুনছিলেন নানা কথাবাতায় আর মাঝে মাঝে প্রায়কালে দেখিক <কাহি করছিলেন।> একক মন্তব্য করার সময় সকলে বেশ আশ্চর্য হচ্ছিল, তারা অতঃসরে তেরেই যে এমন হচ্ছিল তা বলাই-বাহাদুল। ইতিভদ্র হিলিংজন বেশ একটু প্রশ্নের দূষ্টিতে দেখিলে মিঃ মাপন্দলকে যেন আদরে কোন পদ্ধি বেড়াল।

সেনারা দা ক্যাবরিয়ারো তার দৌঁড় দশকান্তর পা দূষিতে আরও কিছু তেল মাথাতে দাঁড়িয়েছিলেন আর আপনামনে গুজুর করছিলেন। কথাবাতায় তেমন তিনি বড় একটা স্বল্প নিতে চাননা। তার দূষিত ছিল তেলের শিয়র দিকে। এখানে যে ভাল তেল মিলেনা এটাই ছিল তার একমাত্র বন্ধুত্ব।

'এয়ার কি মন্ত করে নেবেন, মিঃ রাফারেল?' এসঢার ওয়ার্টাস্টার্স জানতে চাইলে।

'যখন ইচ্ছে হবে মন্ত তখনই করব,' খিচিয়ে উস্তেলেন মিঃ রাফারেল।

'সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে,' মিসেস ওয়ার্টাস্টার্স বলল।

'তাতে কি?' মিঃ রাফারেল অবাক দিলেন। 'আমাকে কি থাক্কা কাটায় বার্ধ পড়া মানুষ বলে মনে হয়? এখন এটা করুন বিশ মিনিট পরে এটা করুন, সেটা করুন যথাস্থব হব।'

মিসেস ওয়ার্টাস্টার্স দীর্ঘদিন ধরে মিঃ রাফারেলের দেখাশোনা করার মধ্য দিয়ে তার বিতর্ক চরিত্র সমধ্যে মুখে ওরাকিবহাল হয়ে ওঠায় তাকে সামলে চলার একটা পথও আবিষ্কার করেছিল। সে জানে মিঃ রাফারেল মন্তের পারিশ্রমিক থেকে নিজেকে সামলে নিতে একটা অবকাশ খচিতে ইচ্ছে, এটা কেনই মিসেস ওয়ার্টাস্টার্স তাকে সময়টা মনে করিয়ে দিয়েছে। মিঃ রাফারেল এর ফলে অত্যন্ত দুঃখ মিনিট আপাত জানিয়ে কাটানোর পর প্রায় সব চুলে গিয়েই কাটা সম্পন্ন করে নেবেন।

'আমি এই ক্যাবরিয়ার জীবা একদম পছন্দ কাঁর না,' মিঃ রাফারেল তার একটা পা তুলে বললেন। 'এই হারদা঩ার জ্যাকনকে বলেওছিলাম। 'লোকটা আমার কোন কথায় কানেই তোলেন।'

'আপনার জন্য অন্যা জুটো নিয়ে আসবে, মিঃ রাফারেল?'

'না, যাবে না, তুমি এখানেই মর্য বস্ত করে বসে থাকবেন।' ধরণীর মত কোনকে কোন করতে করতে এই ছুটে বেড়ানো। আমি একবার বরদান করতে
পারি না।
ইমিলিন বালির উপর হাত পা টান টান করে বসতে চাইছিল।
মিস মার্পল সেলাইতে মশগুল থাকা অবস্থায় একটা পা টান করে মাপ
চেয়ে বলে উঠলেন, “ওহে, আর দুরখিত, মিসেস হিলিংডন—আপনার গায়ে পা
লেগে গেল।”

“না, না, তাতে কিছু হয়নি,” ইমিলিন উত্তর দিল। “আজ তাঁরে বদ্ধ
বেশি ভিড়।”

“তাহলে, দাঁড়ান, চেরারটা একটা, সরিয়ে নিই,” মিস মার্পল চেরারটা
সরিয়ে নিয়ে বললেন। আরাম করে বসার পর শিশুর মতই কথা বলে
চললেন এবার মিস মার্পল। “এখানে সব কি চমৎকার লাগছে। আগে তো
কোনদিন ওয়েইল ইম্বিডে আসিনী। কোনদিনই ডাবিন এ সরায়ের আসিনী,
অপর আজ এখানেই কথা বলছি। সবই আমার আদরের ভাইপোর দয়ার
হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে আপনাঁই এই এলাকা বেশ ভালই চেনেন, তাই না,
মিসেস হিলিংডন?”

“হাঁ, এখানে নারদরুপে আগেও এসেছিলাম।”

“প্রদাপতি আর ফুলের দেশায় নিষ্ক্রিয়ই? আপনার সঙ্গে আপনার
ধরের তো ছিলেন—ওরা আপনার অন্যিনী? ”

“ঈশ্বর। এর বাইরে কিছু না।”

“আপনারা বেশ হয় একই রকম শব্দ থাকায় একসঙ্গে বেড়াতে যান?”

“হাঁ। আমার কয়েক বছর একসঙ্গে ঘোরাঘোরি করেছি।”

“মাঝে মাঝে কোন উৎকেশ্বর ব্যাপারও নিষ্ক্রিয়ই টের পেয়েছেন?” মিস
মার্পল নিরুদং ভঙ্গীতে জানতে চাইলেন।

“তখন কিছু মনে পড়ে না,” ইমিলিন উত্তর দিল। ওর কঠোর কিছুটা
রেস। “এ ধরনের উৎকেশ্বর ব্যাপার অন্যদের জীবনেই ঘটে, হাঁই তুলো ও।
“সাপের সামনে পড়ার সাংবাদিক ঘটনা বা বলে জন্মের মধ্যেমধ্যে
আর, কোনাদের দেখে ওয়া। এই রকম?” প্রশ্ন করেই মিস মার্পল ভাবলেন
যে বোকার মত লাগছে আমাকে।

“পোকার কামড়ের চেয়ে বেশি কিছু না,” ইমিলিন উত্তর দিল।

“বেচার মেয়ের পালগ্রেফকে একবার নাকি সাপে কামড়ায়,” মিস মার্পল
নিয়ে বসতে চাইলেন।

“তাই মুগ্ধ?” -
‘আপনাকে কখনও তিনি বলেন নি?’

‘বলতে পারেন, তবে আমার মনে পড়ছে না।’

‘আপনি তাকে ভালই চিনতেন তা?’

‘মেজর প্যালগ্রেভকে? না, মোটেও চিনতাম না।’

‘টাইন কত যে পশ্চাৎ বলতে পারতেন।’

‘বঞ্চিতাই ধরনের বিরক্তিজাগোনা মানুষ,’ মিঃ রাফারেল মন্তব্য
করলেন। ‘গন্ধ মূখ্যত। শরীরের দিকে নজর দিলে মরতেন না।’

‘কি বলছেন, মিঃ রাফারেল?’ মিসেস ওয়াক্টাস বলে উঠল।

‘ঠিক কথাই বলছি। নিজের ক্ষমতায় দিকে নজর রাখলে সব ঠিক
থাকে। আমাকে দেখে শেখো। ভাবার আমাকে খুজের খাতায় রেখেছিল
বহুদিন আগে। আমি জবাবে বললেছিলাম ‘কবর নিয়ে আমার নিজের
ধারণা এবারই দেখিয়ে ছাড়ব। দেখে নাও, কেমন বহাল তবুতে আছি।’

তিনি গাঢ়ত দৃষ্টিমাত্র চারপাশে তাকাতে চাইলেন। তার বহাল-
বিয়েতে থাকাটা যেন উপস্থিত সকলের কাছে বিরাট ভূল বলেই মনে হচ্ছিল।

বেচার মেজর প্যালগ্রেভের ব্রাউন্সর খুব বেশি ছিল,’ মিসেস ওয়াক্টাস
বলল।

‘একবারে বাজে কথা,’ মিঃ রাফারেল বললেন।

‘সত্যই তুর ব্র্যাউন্সর ছিল,’ ইভিলেন হিলিংডন হঠাৎ যেন দুঃ আশা-
প্রতায়ের সঙ্গে বলে উঠল।

‘কে বলেছি?’ মিঃ রাফারেল প্রশ্ন করলেন। ‘তিনি আপনাকে বলে-
ছিলেন না? ’

‘কে যেন বলেছিল।’

‘এ মুখ দাঁড়ান লাল হয়ে উঠেছিল,’ মিস মার্পল মন্তব্য করলেন।

‘একবার বিশ্বাস করিনা,’ মিঃ রাফারেল বললেন। ‘তাছাড়া তার ব্রাউ-
ন্সর ছিলনা, কারণ তিনি নিজে আমাকে বলেছিলেন।’

‘তিনি নিজে আপনাকে বলেছিলেন মানে? ’ মিসেস ওয়াক্টাস জানতে
চাইল। ‘মানে, আমি বলতে চাইছি আপনার ব্রাউন্সর না থাকলেও নিশ্চিত
ভাবে বলতে পারবেন না।’

‘হা, পারা যায়। আমি তাকে একবার বলেছিলাম ওই প্যাক্টাস পাঞ্জ
শেলা তার পক্ষে কতকক্ষ। আমি তাকে বল, পানাইয়া আর খাদের বিষয়ে
আপনার লক্ষ্য রাখা উচিত। এই বয়সে আপনার ব্রাউন্সর সম্পর্কের ধরর
রাখাও দরকার।' তিনি তাতে উভয় দেন যে ও নিয়ে তিনি মাথা ধারাবান না। কারণ যেসব অন্ত্রপাতে তার রকম খুবই ভাল।'

কিন্তু এর জন্য তিনি ওষুধ খেতেন বলে শনেনি,' মিস মার্পল বলে উঠলেন এবার আলোচনায় আবার অংশ নিয়ে। 'কি যেন ওষুধটার নাম—সেরেনাইল কি?'

'আমার মত যদি জানতে চান, ইভিলিন হিলিংডন বলল, 'মেজর পালগ্রেভ কারও কাছে স্বীকার করতেন না তার কোন রকম অসুস্থতা ছিল। আমার মনে হয় তিনি সেই জাতের মানুষ ছিলেন যারা তাদের শরীরে কোন রকম রোগ আছে মানতে চাননা কারণ রোগকে তারা ভয় পায়।'

ইভিলিন বেশ সময় নিয়ে তার বক্সা জানালা। মিস মার্পলের দুটি বছরে গেল তার হন কালে হুলের দিকে।

'গোলমেশ বিয়া হল,' মিস র্যাফায়েল কতৃত্বভাবক ম্যান বললেন, 'প্রতোক মানুষই অনেক রোগভাবের বিয়া আনতে আগ্রহী। তাদের ধরণ পঞ্জাব বছর যায় পার হলেন যে কোন মানুষই রাইডিশার বা করেনারাই থেকে - সিনের আটকানে মারা যায় - একবারে গালগল্প। কেউ যদি বলে তার কোন রোগ নেই, আমার বিশ্বাস সত্যিই তা থাকেন। যে কোন মানুষেরই নিজের জ্যাম্ব্য সম্পর্কে আর থাকা দরকার। এখন কত বেঁচেছে? পোলেন বারোটা? ফের আপনেই আমার মন করা উচিত ছিল। আমাকে এই সব ব্যাপার মনে করিয়ে দাও না কেন, এসবার?'

মিসেস এসথার ওয়াক্সার্স কোন প্রতিবাদ করলা না। সে উঠে দাঁড়ালো তারপর দক্ষিণ সরে নিয়ে র্যাফায়েলকে দাড়াতে সাহায্য করলো। এবার দুজনে এগিয়ে গেলো সময়ের দিকে, মিসেস ওয়াক্সার্স সতর্কভাবে ধরে রেখেছিলো মিস র্যাফায়েলকে।

'বড়োল। কি কুঠাসচই!' চাই যুধি বিড়াল করে বললেন, 'সেনারা দ্য ক্যাসপিয়েন্টরাই। অসহ্য কুঠাস! এদের চতুষ্পাটে পেনালটে মেরে ফেলা উচিত। নাকি পরিহিতকে ভাল হতে পারে।' কি বললে?

ইভিলিন হিলিংডন আর গ্রেগরি ডাইসন বেশ উঁচু, প্রভৃতিতে তাঁরের দিকে এগিয়ে আসিছিল।

'জলটা আজ কি রকম, ইভিলিন!'

'বেমন থাকে রোজ।'

'কোন বসল ঘটেনা! লাকি কেবার গেলা?'

৬৮
‘আমি জানি,’ ইভিলিন উজ্জ্বল দিল।

মিস মার্পল আবার ওর ঘর, গাড়ি চুলের দিকে চিন্তিতভাবে তাকালেন।

‘এবার তিনি মাঝের সাইতার নকল করছি, দেখে নাও,’ কখনো বলে প্রেগরী ওর রঙ্গর বারমুড়া সাইট খুলে তাদের উপর প্রায় ছুঁটে গিয়ে জলে কাপিলে পড়ল। সে সাইতারে যে বেশ পটু সেটা স্পষ্ট হয়ে উঠল। এডওয়ার্ড হিলিঙ্গন তাদের উপর স্টাইল্প্যানে বসে পড়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘আর একবার আসবে নাকি?’

হাসল ইভিলিন— তারপর সে মাঝায় টুপিটা এটে নিতে দুঃখে কোন অতিশয় ছাড়াই এগিয়ে চলতে লাগল।

সেনোরা দায় ক্যাস্পিয়রো আবার চাই মেললেন।

‘আমি প্রথমে ভেঁজেছিলাম ওর দুঃখে বিস্মলের পর হিন্ননে করতে এসেছে, লোকটি স্বাভাবিক সঙ্গে এত সন্নদ্ধ ব্যবহার করে। অন্তত শুনলাম প্রায় আট না বছর আগে বিলে হয়েছে।’

অবিশ্বাস, তাই না?

‘আমি ভাবি মিসেস সাইনন কোথায়?’ মিস মার্পল বললেন।

‘নয় যার নাম লাফি সে অন্য কোন প্রেসের সঙ্গে ঘুরছে।’

‘আপনার কি তাই ধারণা?’

‘নিষ্ক্রিয়,’ সেনোরা দায় ক্যাস্পিয়রো জবাব দিলেন। ‘ওর ম্যাবাই ওই বাতাসে। তবে ও হয়েই নেই আর—ওর স্বাধীনতা নজর বাধ হয় অন্য দিকে—মেয়ে দেখলেই ছুঁড়া করে সব ঘাসায়। আমি সব জানি।’

‘হাঁ,’ মিস মার্পল জবাব দিলেন। ‘আমারও ধারণা আপনি জানবেন।’

সেনোরা দায় ক্যাস্পিয়রো একটু অবাক হয়ে তাকালেন। এরকম উত্তর মিস মার্পলের কাছ থেকে পারেন তালেব নি তিনি।

মিস মার্পল অবশ্য নির্ভর দৃষ্টিতে সুন্দর সাগরের তেউ পৃথিবী ইত্যাদি।

২

‘আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারব, মাদাম, মিসেস কেন্দ্রাল?’

‘হাঁ, নিষ্ক্রিয়,’ মলি উঠে দিল। সে অফিসে ডেসের সামনে বসেছিল।

দীর্ঘক্ষণের আর জানোনা তাঁকে ভরপুর ভিষেরবিভাজন। জনসেনচর চমকার খেয়ে পোশাকে ঘরে চুঁড়েছিল। সে একটু রহস্যময় ভাবেই ঘরের দরজা বন্ধ করে।

মলির সামনে এসে দাঁড়াল।

৩৯
‘আমি আপনাকে খুব দরকার একটা কথা বলতে চাইছিলাম। মিলেন কেন জানি।’

‘হাঁ, ঠিক আছে, বলো না। কোন গোলাম হয়েছে?’

‘এ জ্ঞানিনা, ঠিক বলতে পারব না। বে বুঝো ভালোক মায়া গেলেন তার কথা। মেঝের তরলোক। তিনি ঘুমের মধ্যে মায়া গেছেন।’

‘হাঁ, হাঁ, জ্ঞানি। তাতে কি হয়েছে?’

‘তার ঘরে এক শিশি পিল ছিল। ভাইর কথাটা আমাকে জিজ্ঞাসা করছি- লেন।’

‘তারপর?’

‘ভাইর বললেন ‘বাথরুমের তাকে কি আছে দেখা যাক।’ তিনি সব দেখে নিলেন এরপর। তিনি দেখেছিলেন তাকের উপর দাঁতের মাজন, হস্তের ও মুখে আর আস্পিনিন ছিল, এ ছাড়াও ছিল সেই পিলের শিশি—সেরেনাইট না কি নাম।’

‘হাঁ, তারপর?’ মলি আদার বলল।

‘ভাইর সব ভাল করে দেখে নিশ্চিত হয়ে মায়া নাড়লেন। কিন্তু আমি পরে একটা থেক ভাবছিলাম। ওই পিলগুলো আগে তাকে ছিল না। বাথরুমে আগে পালালে দেখি নি, অন্যগুলো অর্থাৎ ছিল। দাঁতের মাজন, আস্পিনিন এই সব, দাঁত কামানোর লেখন। কিন্তু ওই সেরেনাইট পিলের শিশি ছিল না আগে।’

‘ভাইর তুমি ভাবলে—’ মলি একটু হতভাব।

‘কি ভাবলে বুঝতে পারছ না,’ ভিনোর্ডিয়া বলল। ‘আমার মনে হল ব্যাপারটা ঠিক নয় ভাই আপনাকে বলা দরকার ভাবছি। আপনি কি ভাইরকে বললেন? মনে হয় এটা গোলমেল। কেউ হয়তো পিলগুলো থেকে রেখেছিল অর তিনি খেয়ে মায়া গেলেন।’

‘ওহ, এরকম হতে পারে আমার মনে হয় না,’ মলি বলল।

ভিনোর্ডিয়া মাথা ঝাঁকলো। ‘কেউ বলতে পারে না। লোকার্যা কভ খারাপ কাজ করে।’

মলি শানালার বাইরে ভাঙলো। ভায়গাটাকে সর্গের মতই লাগছে। এই চাঁদকর রোপন্ডুর; সূনীল সাপর, প্রবাল প্রাচীর, নাচ, গান, বাবনা—যেন সর্গের উদ্ভাস। তবু এই সবার উদ্ভাসেও থেমে এসেছে ছায়া—সাপের ছায়া—খারাপ স্নিংহের ছায়া—এই পথাগুলো শোনাও যেন ঘুণার ব্যাপার।
আমি তোমাকে নেব, ভিক্টোরিয়া। তুমি গবেষণায় বলল মনি। তোমাকে ভাবতে হবেনা। তবু এই থামার বাছে গড়ে গড়ে বেড়েছে না।

এই সময়েই তুমি কেন্দ্র এসে পড়লো, ভিক্টোরিয়া বেন কিছুটা অসম্পূর্ণ হয়েছে চলে যেতে চায়েছে।

কিছু হয়েছে, মনি? তুমি জানতে চাইলো?

একটু ইতিবাদে রাজনীতি মনি—কিছুর চাইতে। তোমার কাছেও বাণে ভেবে ও সবকথা তোমাকে বলল ভিক্টোরিয়া যা বলেছে।

এই সব চাক তাক গড়ে গড়ে ব্যাপারটাই বুঝতে পারাছি না—গিলের ব্যাপারই বা কি?

মনে—আমি কিছুই জানি, তুমি। তুমি রহস্য ধরলে এসেছিলেন তার কাছেই মনি টায়েলরগুলো রাজপ্রেসারে যেতে হয়।

তাহলে তো মিটে গেল, তাই না? মেয়েরের রাজপ্রেসার ছিল তাই তিনি ওটা থেতেন, এতে ভাবনার কি আছে? বহু লোককেই থেতে দেখেছি।

হয়, মনি তবু ইতিবাদের করল, 'তবে ভিক্টোরিয়া ভাববে তিনি ওই টায়েলরে থেতে মারা যেতে পারেন।'

কিছু ভালোই, এটা ভাঙ্গে নাঠবারে মনে হচ্ছে। তুমি বললে চাইছ কেউ পিলগুলো বদেলে রেখেছিল—অর্থাৎ কেউ তাকে ইচ্ছে করে বিষ খাইয়েছে?

'বাবার মনে হতে পারে ঠিকই,' মনি মাপ চাইবার ম্বরে বলল। 'তবে ভিক্টোরিয়া ওই রকমই ভাববে না।'

'লোকা মেরে। আমার তথা গাহামের কাছে গিয়ে জানতে পারি। আমার মনে হয় উনি জানেন। তবে ব্যাপারটা এমনই যাচ্ছেই রকমের যে তাকে বিস্তর করতেও ইচ্ছে করছে না।'

'আমিও তাই ভাবছিলাম।'

'মেয়েটা কেন এমন ধরনের কথা ভাবল যে কেউ পিলগুলো বদলে দিতে পারে। একই সেরাই অন্য পিল বলে ভাবে।'

'ঠিক জানতে পারিনি,' মনি জবাব দিল অসহায় ভাবে। 'ভিক্টোরিয়ার বোধ হয় মনে হয়েছে যেই সেরোনাইটের মোটা ওই ঘরে প্রথম দেখেছে।'

'ওহ, কিছু এতো যাচ্ছেই কথাবাতাই,' তুমি কেন্দ্র বলল। 'মেয়েরের রাজপ্রেসার কম্যানার জন্য গুলো তো খেতেই হত। 'তুমি কথা শেষ করে
ছোটলের সদ্যকারের পরামর্শ করার জন্য খুশিমনেই চলে গেল।

কিছু মলন ব্যাপারটা হালকা ভাবে মন থেকে সারাইনি দিতে পারল না।

ম্যানকাচের খাটিনির পর মলন ভাবাকৃতি বলল, 'টিম, আমি ব্যাপারটা
নিয়ে ভেঙে দেখলাম — ভিক্টরীয়া বলি বিভক্ত নিয়ে নানাজনককে বলে বেড়ায়
এঁকো আমাদের কাছে সঙ্গে কথা বলে উচিত।'

'জানি', বলল নাসিরুন্নামার বাক্স। এখানে এসে যা কিছু আলোকের দেখেছে
আর দরকারী সব প্রধান করেছে তারা।'

'হাঁ, তা করেছেন তারা। কিছু ওই মেয়েটা গেছে পৃথিবীর ছাড়লে—'

'ওইগুলি আছে। তুমি যা বলছ তাই হবে— আমরা জন্য ভাবার কাছে
সমস্ত বলতে পারি—তিনি সবই জান।'

জন গ্রাহাম একথানা নাতি হাতে থোলা ভাঙ্গাওয়া নিয়ে বাসেছিলেন। টিম
দ্যাডিং তার কাছে আসতে মলনই সব ঘটনার বর্ণনা দিয়ে চলল। মায়েরের
টিনি সমস্ত দুর্বলে।

'সব ব্যাপারটাই বেশির মতই করেছে মেয়েটা,' টিম বলল। 'তবে যা
দেখতে পাচ্ছ এটা ও মায়েরে একথানা দেখে গেছে যে কেউ নিষ্ট্রীয়ই বাটনের
bিখার বড়ো হয়ে দিয়েছিল। কি জেন নাম ওয়ার্টায় সেরা—না কি
কেন।'

'কিন্তু একবার খাদ্য ওর মাথায় চুলবে কেন?' জন গ্রাহাম প্রশ্ন করলেন।

'সেই কি দেখেছে বা কাউকে বলতে শেষেন—না হলে এমন কথা মেয়েটা
ভেকে যাবে কি করারে?'

'তা জানিনা,' হ্রাসভাবে বলল টিম। 'বাতিলটা কি আলাদা ছিল,
লিট?'

'না, মলন উত্তর দিল। 'আমার মনে হয় ও বলেছে যে বাতিলটা বাতাশ্রমে
ছিল তার গায়ে লেখা ছিল—সরেন—না সরেন—'

'সরেনাইটেই,' জন গ্রাহাম বললেন। 'হাঁ এটাই। এটাতে নামী ওয়ার্তে
জন এটা অনেকটা যথার্থ খাড়িছিল।'

'ভিক্টরীয়া বলছে তার ঘরে ও বাতিলটা আগে কোনদিন সেখেন নি।'

'তার ঘরে আগে কথনও দেখেনি?' জন গ্রাহাম তাঁকে বললেন। 'একথা
কেন বলছে সে?'

'হাঁ, সে এটাই বলছে। সে বলেছে বাতাশ্রমে নানা রকম জিনিস ছিল
সেইয়েরের উপর, যেমন দাঁত মাঝন, আসাপারিন, দাঁড়ি কামানের জিনিস।'

42
আমার মনে হয় ও রোজ ধর সাকাই করত বলে সব জিনিসই ওর মনে গাঢ়া ছিল। এই মেনেনাইটের শিশি ও আগে ক্যনও দেখবি মারা যাওয়ার পর- দিনের অপে।

‘অক্ষুত ব্যাপার,’ তীক্ষ্ণবর বলে উঠলেন ডাব্র। ‘ওকিন নিচিত?’

‘পানে তো তাই মনে হয়,’ মঞ্চ আঙ্গে আঙ্গে বলল।

‘ও হয়তো একটু ছুটে পছন্দ করেছে বলে এসব বাধিরেছে,’ টিম মথব্য করল।

‘হতে পারে,’ ডঃ গ্রাহাম বললেন। ‘মেয়েটার সঙ্গে আমি নিজে একাকী বলে বললে তার হয়।’

ডঃ গ্রাহাম ভিট্টরিয়ার সঙ্গে কথা বলতে চাইলে ও মন খাবি চেয়ে দাখতে পারত না।

‘আমি কিছু কোন বামেলায় নেই,’ ও বলল। ‘বাটলটা কে তাকে রেখেছিল আমি জানি — আমি রাখি।’

‘কিছু তোমার ধারণা কেউ রেখেছিল?’ ডঃ গ্রাহাম বললেন।

‘হাঁ, ওখানে যখন আগে ছিলা শিশিটা, ভাঙ্কারা, তাহলে নিচ্ছই কেউ রেখেছিল।’

‘মেয়ের প্যালেগ্রেট ওটা ক্লায়ের রেখে দিতে পারতেন—বা অন্য কোথাও।’

ভিট্টরিয়া বুদ্ধিমতীর মতই মাথা ঝুকালো।

‘সব সময় খেতে হলে এটা কখনই তিনি করতেন না।’

‘না, তা করতেন না,’ অনিচ্ছুকভাবেই বললেন ডঃ গ্রাহাম। ‘সারাদিনে কয়েকবার খেতে হলে এ রকম না করার কথা। তুমি তাকে এ ধরনের ওয়োঁ কখনও খেতে দেখা নি।’

‘এটা তার কাছে আগে ছিলনা। আমি যখন শনী তার মতো সঙ্গে গুল্লাতা কোনভাবে জড়ানো থাকতে পারে, তখনই মন্দলাম তার কোন শনী হয়তো তাকে মারার জন্য ওটা রেখে দিতেও পারে।’

‘একবার বাজে কথা, মেয়ে,’ ভাঙ্কার জোর দিয়ে বলে উঠলেন। ‘সম্পর্ণ রাখো কথা।’

ভিট্টরিয়া একটি, ভেঙে পড়ল কথাটিত।

‘আপনি বলছেন ওটা এককম ওয়ুড '? ভাঙ্কার ওয়ুড ?’ ও প্রশ্ন করল।

‘খবেই ভাঙ্কার ওয়ুড, তাছাড়া দরকারী ওয়ুড।’ ডঃ গ্রাহাম বললেন। ‘তাই ভোমাকে অত চিন্তায় থাকতে হবে না। ভিট্টরিয়া, আমি ভোমাকে বলছি।

৪৩
আট ॥ এসখার ওয়ার্টার্সের সঙ্গে কিছু কথা

‘এ ওয়ার্টার্স আপনার মত নেই,’ মিঃ রায়ফায়েল বিরতির সঙ্গে বলে উঠলেন মিঃ মাপ্লাকে এমন আসতে দেখে, নিজের সেক্রেটারিকে তিনি যে জানানন ছিলেন। ‘এক পা কোথাও রাখা যায় না, ঠিক পায়ে পায়ে মূল্যরাজ্য মত কেউ হাজির। এই বড়োদড়িয়া ওরেফ্ট ইন্ডিয়ে কি জন্য আসে বাংলায়া।’

‘তারা তাহলে কোথায় থাকবেন বলতেন?’ এসখার ওয়ার্টার্স বলল।

‘বলতে না সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন মিঃ রায়ফায়েল, বা রৌপ্যমাটুনে, ঠাকুর লিটনহাইম—একসমস্ত দুঃখ ওয়ার্টার্স পরে গেলেই হয়। বড়োদডিয়া সাইব বাসায় গিয়ে আনন্দ থেকে দেখালেছে।’

‘তারা বোধ হয় ওরেফ্ট ইন্ডিয়ে আসার খরচ মোটামুটি পারে না,’ এসখার ওয়ার্টার্স উক্ত দিলেন। ‘কলে তো আপনার মত এমন ভাগ্যবান না।’

‘কথাটা ঠিক,’ মিঃ রায়ফায়েল উড় দিলেন। ‘আমার অবস্থাটা কি? শুধু সবার পরীক্ষার অসহ্য যথা যথা বাংলায়। আর তুমি এসব উপস্থিত ব্যাপারে কোন কোম মাথা ঘামাতে চাও না।’

‘ছাড়া কাজ করতে চাওনা তুমি শেষ চিঠিগুলো এখনও টাইপ করানি কেন?’

‘সময় পাইনি।’

‘টাইপ করার বাল্য করবে কি? আমি তোমাকে এখানে নিজে এসেছি কিছু কাজ করার জন্যে, রোগীনাম আর তোমার পাশাপাশি দেখানোর জন্য নয়।’

অনেকেই মিঃ রায়ফায়েলের এই মন্তব্য করলে বরদান করায় বলে ভাষ্য ছিল না।’
চাইল না কিন্তু এখানে ওয়ার্ল্ডসের বেলগওয়ের বছর মিঃ রায়ালসের কাছে কাজ করার জন্য তাঁর বাবার তাঁকে হলেও কিছুই নয়। তিনি এনন্ড একজন মানুষ যিনি অন্য করার জন্য রায়ালসের কাছে কাজ করার প্রয়োগ দিয়েছেন তাঁর বাবার তাঁকে হলেও কিছুই নয়। তিনি একই বলে ওয়ার্ল্ডসের মিঃ রায়ালস অবিরত রয়ে গেলেন।

"কি চয়নকার সম্ভ্যা আজ, তাই না?" কাছে পৌঁছে বললেন মিঃ মার্প্লেল।

"হবে না কেন?" মিঃ রায়ালসের উভয় দিয়েছেন। "আমারা এখানে এসেছি এনন্ড, নয় কি?"

মিঃ মার্প্লেল মিত্র করে হাসলেন।

"আমার এই রুটি—অবশ্য আমার হওয়ার আলোচনাটা বড় দেশী ইন্ডিয়া— সুস্থতাকে জুড়ে যায়—আমার, ঠিক চুল রসুর পথে এসেছি।" সেলাইয়ের বাগ নামিয়ে গেলে মিঃ মার্প্লেল আবার বাঙলার দিকে এগলেন।

"জ্যাকসন!" চিঠার করে উঠলেন মিঃ রায়ালসেল।

জ্যাকসনের আবির্ভাব হল কিন্তু সেই।

"অ্যামাকে ভিতরে নিয়ে চল,মিঃ রায়ালসেল বলে উঠলেন। 'এই বাক্যাবগুচ্ছ মূলধনী আমার ফিরে আসার আগেই অমর মালিকের কাছ শেখ করতে হবে। যদি মালিকে আমার কোন উপকারই হয় না তাহলে কথা।' কথা শেখ করতে তাকে জ্যাকসন উঠে দাড়াতে সাহায্য করলে মিঃ রায়ালসেল বাঙলার ভিতর চুক্তি দেওয়ান থাকের ঠিকতে।

রিঠার ওয়ার্ল্ডসের সেদিকে তাকিয়ে থাকার দরকার ফিরে তাকার পর হলেও তাকার ভিতর মিঃ মার্প্লেল নতুন পথ দিয়ে এসে ওর পাশেই বসে পড়লেন।

"আশা করি অ্যামাকে বিচার করলাম না? তিনি বললেন।

"না, না, বিচার করবেন কেন," রিঠার ওয়ার্ল্ডসেল। 'অ্যামাকে এখনই উঠে গিয়ে হরের কিছু টাইপ করতে হবে, তবে আরও দশ মিনিট পড়তে এই সময়ের আলো উপভোগ করতে চাই আমি।

মিঃ মার্প্লেল গুছিয়ে বসে নরম গলার কথা বলে আরম্ভ করলেন এবার।

কথা বলার অবসরে তিনি রিঠার ওয়ার্ল্ডসকে বরং করারও চেষ্টা চালালেন।

নব সুবধার না হলেও অন্যতম আকর্ষণীয় হতে পারেন এখান। একটা আন্দোলন না হলে পালন না মিঃ মার্প্লেল এখানে ওয়ার্ল্ডস এ রকম চেষ্টা।
করেন না দেখে। অবশ্য এটা হওয়া স্বাভাবিক মিঃ রায়ারেল হয়তো ব্যাপারটা পছন্দ করেন না। মিঃ মার্পল এটাও না জেনে পারলেন না এসথার ওয়াল্টার্সের সাক্ষাৎ করলে মিঃ রায়ারেল আদে সোমিকে কোন নং দিয়ে দিয়েছেন কিনা। মিঃ রায়ারেল সাক্ষাৎ নিজের বিনাে একবল সত্যেন বে শুধু তাকে কেউ অবহেলা করছে এই চিন্তার তিনি বিভোর। সেক্ষেত্রে তাঁর সেক্টরের স্বর্গের হরো হতে চাইলেও তার আপনি থাকার কথা নয়। তাছাড়া তিনি শুরুতে চলে যান সাধারণত বেশ কয়েকবার সাধ্য আসে এলাকায় আর নাচ শেষ হতে। মিঃ মার্পলের মনে হল একটা এসথার ওয়াল্টার্সের সারা সাধ্যাই নিজের করে পেতে পারেন। একটা লাগসই কথা ভাবলেন মিঃ মার্পল—ফাল্লাপরীচ একটা ঠিক হতে পারে। মিসেস ওয়াল্টার্সের ফুলপরমী সেজে সাধ্য কাটিয়ে পারেন।

মিঃ মার্পল কথাবার্তার কারণ জ্যাকসনের প্রসঙ্গ ছিল এসথার।

জ্যাকসনের ক্ষেত্রে এসথার ওয়াল্টার্সের নিজের অস্ত প্রথা ছিল মনে হল।

'ও খুবই দক্ষ আর কাজের লোক,' এসথার ওয়াল্টার্সের বলল। 'ও রিশ্কিত একজন অস্তাবািক।'

'ও মিঃ রায়ারেলের কাছে বেশ দীর্ঘদিন ধরেই আছে মেয়ে হয়?

'ওহ না—না' মাসবর মতই হলে, আমার ধারণা—'।

'ও কি বিবাহিত?' মিঃ মার্পল প্রশ্ন করেছিলেন।

'বিবাহিত? আমার তা মনে হয় না,' এসথার সামান্য অবকাশ না হয়ে পারলেন না প্রথা ছিল। 'ও আমাকে কখনও বলি এ—' একটা থামতে চাইতেন এসথারের নিজের ওয়াল্টার্সের তারপর বললেন। 'নিষ্ঠুরই বিবাহিত নয়।' ওর পালা একটা মস্ত উপভোগের ভাব ফুটু উঠতে চাইছিল।

মিঃ মার্পল নিজের মনে বিষয়টার সাথে দাঁড়ান্তে বললেন যে জ্যাকসন অবশ্যই বিবাহিত হলে মনে মনে রয়ে ব্যবহার করে না।

একেবারে মিঃ মার্পলের মনে হল এমন বছর, পরের বছর আছে যারা বিবাহিত হয়ে এমন ব্যবহার করে বেন তারা বিবাহিত নয়। তিনি একবার জেনে উঠার রাত্রি পারেন।

'জ্যাকসন বেশ সর্দারন' চিন্তাতে বললেন মিঃ মার্পল।

'হ্যাঁ—আমারও তাই ধারণা,' এসথার উঠে গিয়ে তাকে কোন আপত্তি ছিল না।

মিঃ মার্পলের চিন্তাধারায় নতুন কিছু সমীক্ষণ ব্যবস্থা। এসথার ভালোল
ঐ পুরোপুরি সম্পর্কে নির্ভর করা এ ধরনের মেশেরা বোধ হয় একজন পূর্বেই অনুভূত থাকতে চায়—ম্যানিনারি বলেই কি?

মিস মাপুল এবার প্রশ্ন করলেন, 'মিঃ রয়ফায়েলের কাজে অনেকদিন কাজ করেছেন আপনি?

'চার ফি পাঁচ বছরের মত। ম্যানিনারি মারা যাওয়ার পর একটা কাজের দরকার হয়ে পড়ে আমার। আমার এক মেয়ে আছে, সে স্কুলে পড়ে। আমার ম্যানিনারি মারা যাওয়ার সময় আমাকে বড় খারাপ অবস্থায় রেখে গিয়েছিলেন।'

'মিঃ রয়ফায়েলের কাজ করা খুব কঠিন তাই না?' মিস মাপুল প্রশ্ন করলেন।

'ঠিক তা নয়, বিদ্যা তাকে ঠিকমত বুঝে চলতে পারেন। তিনি মাঝে মাঝে রেগে যান আর খুবই পরস্পরসংক্রান্ত কথা বলেন। অন্য সমস্যা যা, আমার মনে হয় তিনি অতি অল্পেই কোন মানুষ সম্পর্কে বোঝাপ্ত্র হয়ে পড়েন। গত দু'হাজার তিনি পাঁচজন আলাদা ভালে-ছাগী পালতেছেন। তিনি সব সময় নতুন কাউকে বকাবিক করতে যাচাই করেন। তবে তাকে আমি ভালই মানিয়ে নিয়ে চলতে পারি।'

'মিঃ জ্যাকসনকে দেখে রেবে র্যাগসরেভ বলেই মনে হয়?

'ও রেবে কোনো আর উল্লেখযোগ্য শিক্ষারও অভাব নেই,' এস্থায় ওয়াল্টাস বলল। 'অবশ্য ও মাঝে মাঝে একটু—', কথাটা শেষ করল না এস্থায়।

মিস মাপুল ভেতর বললেন, 'অস্বাভাবিক সামনে পড়ে সম্ভবত যা?'

'হাঁ, কিছুটা সেই রকম যা। ঠিক কি তা বলা যায় না। তবে বেঁধেই যে ক ও করে সবে রেবে ভালই কাটে বলতে পারি।'

এটা নিরীহ ভালেন মিস মাপুল তবে বেঁধে দেওয়া নিয়ে পারলেন না। তিনি নামা কথার স্বায় বিভিন্ন প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন আর শেষ পর্যন্ত পেয়েছিলেন প্রকৃতি-প্রেমিক চারজন—ডাইসন আর হিলিঙ্ডেনের দৌড়েন।

'হিলিঙ্ডেনেরা এখানে আসছেন গত তিনি কি চার বছর ধরে,' এস্থায় মানলেন, 'ভবে প্রেগরী ডাইসন মনে হয় এর চেয়ে বেশি হেতে এসেছেন। ওয়েইল ইটিজ সম্বন্ধে তার জ্ঞান অনেক। তিনি সম্ভবত প্রথম এখানে এসেছিলেন তার প্রথম স্টার সম্পন্ন। তার শরীরের ভাল ছিল তাই শ্রদ্ধার সময় বাইরে বেড়াতে থেকে হত, খুব সম্ভব একটু উফ অঙ্গেল।'

৪৭
'তিনি মারা যান? না বিবাহ বিচেত হয়?'
'না। তিনি মারা যান, আর খুব সম্ভব এনেছেই। ঠিক এখানেই তাঁর বলছিল না, তবে ওয়েলস ইন্ডিয়ারস কোন স্বাধীন। মানে হয়ে কোন কখন গোলায় মালও দেখা দিয়েছিল, এক ধরনের কল্পনাকর্তা কিছু। তুমি তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে চাও না। অন্য কার কাছে যেন শুনেছি। ফ্র্যামি-ল্যার এর মধ্যে জেনে বন্ধন ছিল না বলে শুনেছি।'
'তারপর তিনি ৩-৫দিন দিকে বিয়ে করে আসেন, তার নাম 'লাকি,' মিস মার্প'ল কিছু অখুনি স্বরে বললেন নামটা, তিনি যেন বলতে চাইছিলেন 'অন্ধকর নাম।'
'সত্যিই তাঁর আগের স্ত্রী বরমান স্ত্রীর আদরা ছিলেন।'
'ওদের সঙ্গে হিলিংডনদের পরিচয় বোধ হয় অনেক দিনের?'
'খুব সম্ভব এখানে আসার পরেই আলাপ হয়। তিনি কিচু বছর ছিলেন।
এর বেশি নয়।'
'হিলিংডনদের বেশ হাসিরা মানুষ মনে হয়,' মিস মার্প'ল বলে উঠলেন। 'খুব শান্ত প্রকৃতির দুর্বলনেই।'
'হাঁ, দুর্বলনেই তাই।'
'সবাই বলল ওদের পরম্পরের প্রতি খুবই টান,' মিস মার্প'ল বললেন।
তার কথায় এসে কিছু ছিল যাতে এসার ওরাইলস তা দেখে মেলে তাকালেন।
'আপনার কি সেরকম মনে হয় না?' তিনি প্রশ্ন করলেন।
'আর আপনারও কি তাই মনে হয়?'
'মানে, মাঝে মাঝে একটু আশ্চর্য হয়ে তাঁর বেই বেই।'
'কর্ণেল হিলিংডনের মত শান্ত প্রকৃতির মানুষ তাঁর প্রাণক্রমে ছুটা করার প্রতি আকুঞ্জিত হয়ে পড়েছে,' তিনি একটু উদ্ভিজ্জিত ভালতে তথেম তথেম বললেন। 'লাকি-নামটা কেমন বিচিত্র। আপনার কি ধারণা যা ব্যাপার চলছে মিঃ হাইনস সে বিয়েতে ওয়ার্কিব্যাল হয়।'
'অনেকে কুঁস্তা-রটানে বড়ুড়ি,' এসার ওরাইলস ভাবল। 'এই বড়ুড়িরা বে কিছু অন্তরীক্ষ হয়।' মিস মার্প'লের কথার উত্তরে অবশ্য ও বলল, 'আমার কোন ধারণা নেই।'
'প্রথম বললেন এবার মিস মার্প'ল। 'মেজবার প্যালেন্টের ব্যাপারটা খুবই দুর্কাওক, তাই না?'
এসুদার ওয়াল্টার্স কিছুটা দায়িত্বার জ্ঞান দিয়ে চাইলো।
তিনি বললেন, "আমার সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে কেন্দ্রদের জন্য।"
"হা। সেকথা ঠিক, বিশেষ করে কোনো হোটেলে একনিষ্ঠের ঘটনা ঘটলে।
মানুষ এখানে আমার নিঃসন্ধি আনন্দ আর স্বল্পতি' করার জন্য, 'এসুদার বললেন। "আরকন, অন্ধ বিস্তু, সাংসারিক এমন সম্মত কমিলে ভুলতে।
তারা অবশাই চায় না,' "আচ্ছা পালার ফ্রে মেন বদলে গেল এসুদার ওয়াল্টার্সের-'মৃত্যুর বিষয় নিয়ে ভাবতে।"
মিস ম্যার্পল তার সেলাইয়ের সরলাম নামিয়ে রাখলেন। 'ভারি চমৎকার
করে কথাটা বললেন। সত্তাই দস্তর। হা, আপনি যা বললেন সেটা একব ভাঙ্গা ঠিক।'
'তাছাড়া তবে দেখেন, ওদের বয়স কম,' এসুদার ওয়াল্টার্স বললেন।
সব মাঝে ছিল আর ওরা স্যান্ডারসনের হাত থেকে হোটেলের দায়িত্ব
নিয়েছে। ওরা সফল হবে কিনা তা নিয়ে খুবই চিন্তায় রয়ে গেছে—বিশেষ
kরে ওদের অতিক্রমও তেমন নেই।'
'আপনি ভাবছেন এই ঘটনা ওদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হতে পারে?
মিস ম্যার্পল বললেন।
'না, মানে, ঠিক সেটা ভাবছিনো,' এসুদার ওয়াল্টার্স বললেন। 'আমার যা
মনে হয় তা হল, মানুষ একদিনের বেশি কোন কিছু মনে রাখবেন, বিশেষ করে
এই 'নাটো-গাও-আনন্দ করো' গোছের আবহাওয়ার মধ্যে এসে।' আমার ধারণা
কোন মতো সেখানে তাদের যে নাড়া দিয়ে যায় তা কোনভাবেই চিন্তায় ঘটার
বেশি থাকেনা। তারা এই ঘটনা অন্ত্যেষ্টির পর বেশ হয় আর মনে করতেও
পারে না, অন্ততঃ তাদের মনে করিয়ে না দিবে। আমি মনে করি কথাটা
বলেও, সে আবার বড় দুঃখিত করে।' 
'মিসেস কেন্দ্রাল দুঃখিতা করার মত মেয়ে? তাকে তো খুবই ভালো
চিন্তাহীন বললেই মনে হয়?' মিস ম্যার্পল বললেন।
'আমার মনে হয় এটা প্রচার,' এসুদার ওয়াল্টার্স বললে আমন্ত্রণ দেন।
'আমার যা ধারণা যা হল মুল এমন জাতের মেয়ে তাদের অনবরতই দুঃখিতা
থাকে সব ঝুঁকি গড়ে গোলে হয়ে মাঝে। এমন ভাবনার হাত থেকে এই মেয়েরা
রেহাই পারে না।'
'আমার তো ধারণা ছিল ওর স্থানায় দুঃখিতাই বেশি বেশি।'
'না, আমার তা মনে হয় না। আমার ধারণা মনোক্ত দুঃখিতার বেশি
বিন-৪ ৪৯
করে, আর লো করে বলেই তাকেও এটা করে বেদে হয়।'

'আগ্রহ আগামের মত ব্যাপার, তাই না?' মিস মার্পল বললেন।

'আমার মনে হয় মলী জোর করেই হাসিমুখী থাকতে চেষ্টা করে আর সেটা প্রকাশ করে চলে। ও পরিসম্পর করে প্রচুর আর এর ফলে ক্লাস্ত হয়ে পড়ে। তার উপর ওর মধ্যে আবার মাঝে মাঝে কেমন হতাশার ভাবও প্রকাশ পায়। ও-মানে, ওর ঠিক যেন তেমন তারাসাহা নেই নে।'

'বেচারি,' মিস মার্পল বললেন। 'এই ধরনের কেউ কেউ থাকে, অন্থ বাইরের কাছে পদে চাঁদ করে সেটা বুঝতে পারা শক্ত।'

'না, ওরা এমন ভাব দেখায় যেন সবই ঠিক চলেছে, তাই না? তবে আমার মনে হয় না এই ঘোড়া নিয়ে মলির তেমন দৃশ্যিত্ব করার কোন কারণ আছে। আমি বলতে চাইছি বে আঙ্গুকুল কত লোকই তা করেনারী দৃশ্যিত্ব বা মিষ্টিরক রক্ষফরের জন্য মাঝে যাচ্ছে। আগেকার কাছের কেরে অনেক রেশিদ এসে গিয়েছে। একমাত্র কথা, বিশ্বিক্যা টাইফোয়ড বা এই ধরনের কোন ব্যাপারেই মানুষের সদেহ বাচে।'

'মেজর প্লাজা আমাকে কখনও বলেন নি তার নেশি রকম রোগপ্রভাব ছিল,' মিস মার্পল বললেন। 'আপনাকে বলেছিলেন কোনদিন?'

'কাউকে যেন বলেছিলেন—কে বলতে পারব না—মিঃ রাফারেলকে হয়তো বলে থাকতে পারেন। আমি জানি মিঃ রাফারেল এর ঠিক উচ্চা কথাই বলেন—তিনি এই ধরনের মানুষ! 'আকস্মন আমাকে একবার বলেছিল আমি নিশ্চিত। সে বলেছিল মদ খাওয়া! মেজরের কমিয়ে দেয়া উচিত, ওর আরও সাক্ষাত হওয়া দরকার।'

'বেচারি,' মিস মার্পল চিঠিপত্রে বললেন। 'আমি ভাবছি আপনি খুব সম্ভব মেজর প্লাজারেকে বিরক্তকর এক বুদ্ধ বলেই ভেবে নিয়েছিলেন? তিনি নানা গল্প কেদে বসতে ভালবাসতেন আর মনে হয় বারবার একই কাহিনী শোনাতেন।'

'সবচেয়ে ধারাপ ওটই,' এসমার জবাব দিলেন। 'বারবার আপনাকে একই গল্প শুনে পড়ে হবে অবশ্য কোন কৌশলে সেটা বদ্ধ করতে না জানলে।'

'আমি অবশ্য তেমন কিছু মনে করিনি,' মিস মার্পল বললেন, 'কারণ এদিন বিষয় আমার অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমাকে একটি ধরনের গল্প শোনাতে চাইলে আমি বাখা দিই না, বারবার শুনেও আমার বিরক্তি হয় না।' কারণ
শোনার পর তা আমার আর মনে থাকে না।

'ভাই কলন,' এসখানে জবাব দিয়ে হেসে ফেলল।

'একটা কাহিনী শোনাতে তুমি কুর্ম ফালাবাসতেন,' মিস মার্পল এবার বললেন, 'একটা খুনের কাহিনী। আমার মনে হচ্ছে, তুমি আপনাকেও সেটা বলেছিলেন।'

এসখানে ওয়ার্কস্টাস' ও হাতঘায় খুনে কিছু খুঁজতে চাইছিলেন। বাগ থেকে লিপ্তটিকে বের করে সে বলে উঠলো, 'হাসিরে ফেলেছি ভর্সিলাম।' তারপর সে বলল, 'মাপ করবেন, কিছু বললেন?'

'বলছিলাম মেজর প্যালগ্রেভ তার প্রিয় সেই খুনের গুল্ম আপনাকে শুনিয়েছিলেন কিনা?'

'মনে হচ্ছে শুনিয়েছিলেন। কে সেন কাকে গ্যাসের সাহায্যে খুন করেছিল, তাই তো? ম্যান কোন হয় ভাবোকে মেরেছিল। ভাবোকে খুনের ওজনে খাইরে গ্যাসের ওপরে তার মাথা চেপে ধরেছিল। এই গুল্মই তো?'

'না ঠিক এরকম নয়,' মিস মার্পল বললেন চিন্তিতভাবে তাকিয়ে।

'তিনি তাতে কাহিনী শোনাতেন, লোকে বোধ হয় কান দিয়ে শুনত না।' মাপ চাইবার আগে এসখানে ওয়ার্কস্টাস' বলল।

'ওর কাছে একটা ছবি ছিল,' মিস মার্পল বললেন, 'ছবিটা তিনি সবাইকে দেখাতেন।'-

'বোধ হয় এটাই করতেন...ঠিক ভাল মনে পড়ছে না। আপনাকে দেখিয়েছিলেন?'

'না,' মিস মার্পল বললেন। 'তিনি দেখাতে পারেন নি, তার আগে একটা বাধা পড়ে যায়।'-

নয়। মিস প্রেসকট ও অন্যান্যরা

'আমি বে কাহিনী শুনেছি সেটা এই রকম,' মিস প্রেসকট চাপা গলায় দে
একবার চুলায়ে তাকিয়ে বললেন।

মিস মার্পল তার চেয়ারটা আরও একটা, কাঁধে চেয়ে আছেন। মিস প্রেসকটের সঙ্গে এককালে কথা বলার জন্য অনেক চেষ্টার পর আজই সম্পর্ক হাতে এসেছে। এর কারণও বেশ সহজ। প্রেসকটেরা খুবই কেতাতুকল্প

৫১
পরিদর্শ বলা যায় বলেই মিস প্রেসকটেক একলা পাওয়া বেশ কটিন ক্ষমতায়, কিশোরদের হাসিস্বরূপী কানন প্রেসকটের উপস্থিতিতে বেখানে কোন পারিবারিক কুলো নিয়ে আলোচনা নেয়াটেই অসম্ভব।

'হ্যাঁ! যে কথা বললেনঃ' মিস প্রেসকট বললেন, 'তবে কোন কুলোর রাজতে চাই না আমি, এসব আমি আবার কান দিই না——'

'ঠিকই তো, ঠিকই তো,' মিস মার্প্ল বললেন।

'মনে হয় ওর প্রথম স্তর বুথের থাকার সময়ই কিছু কুলো রয়েছিল! আপনারা মনে হয়, এই ফ্লাইলোকনটি, অথবা 'লাইক,' (অন্যতম নাম বটে) সে হল আপনার স্তরের মাঝে ফুল। সে এখানে এস ওহের সঙ্গে বোঝা দেয়ে আর খুব সম্ভব ফুলের আর প্রাতপদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করে। তখনই লোকে ওদের নিয়ে নানা কথা বলতে শুরু করে—ওদের নানা বাণ্ড মিল।

ব্যাপারটাদের নিঃশেষই বুঝলেন কি বলতে চাইছি।'

'লোকে সব খটিনাটিতে বড় বেশি নজর দেয়,' মিস মার্প্ল বললেন।

'আর অবশেষেও প্রথম স্তর এখানে হটান মারা যায়——'

'তিনি এখানে, এই জ্যোতি মারা যান ?'

'না। খুব সম্ভব মানিনির বা দোলাওয়া।'

'বুঝলাম।'

'তবে আমি পরে ওখানে যায়া তখন ছিল তাদেরই কারা কারা কাছে একুশীলিম ভাবার নাকি খুব সম্ভব হিসামী ঘটনাটাদে। লোকের ও নানা কথা বললিম তখন।'

'এই নাকি ?' মিস মার্প্লের কথার আগাছ কুটুর উঠল।

'বদিও সমস্ত কিছুর মূল হল গভব। তবে—মানে, মিন ভাইসন কিছু বেশ ঠাড়াঠাড়িই আবার বিয়ে করলে।' গলাগুলে সর্ব আরও নামিয়ে আনলেন মিস প্রেসকট। 'সুনেচ্ছে মারা এক মাসের মধ্যে।'

'বাহ এক্সিমাস,' মিস মার্প্ল বললেন।

দুই মহিলা পরস্পর দৃঢ়ত বিনিময় করলেন। 'ব্যাপারটা বড় বেশি রকম সহানুভূতিতেই বলেই মনে হওয়া ব্যজ্ঞানিক,' মিস প্রেসকট বললেন।

'হ্যাঁ, সেকথা ঠিক,' মিস মার্প্ল বললেন। 'এর সঙ্গে কোন টোকা পরসার ব্যাপার ছিল বলে জানেন ?'

'সেকথা ঠিক আনন্দ। উনি আবার মারে মারে মজা করে বললেন ওর স্ত্রী ছিলেন ওর ভাগ্যের চাবিকাঠি—আপনিও হয়তো শুনে থাকবেন।'
'হাঁ, আমিও একে কথাটা বলতে শুরু করেছি', মিঃ মার্পোল বললেন।

'কেউ কেউ আবার বলে বড়োলের মেয়ে বিশেষ করে ভাবা ফেরে ওর,'
মিঃ প্রেসকট বললেন। 'ভাজাড়া এটাও অন্যতম ভিক্তির জন্য খুবই সম্ভব।'
বাকিগত ভাবে আমি মনে করি প্রথমে পরদৈরী টাকাকড়ি ছিল।'

'হিমলোনের অবস্থাও বদল হয় ভালো?'

'হ্যা, আমার তা সেই রকমই মনে হয়। খুব বড়োলে না হলেও অবশ্য
বেশ ভালোই।' ওদের দুই ছেলে পাবলিক স্কুলে পড়ে, ইংল্যান্ডে চার্কার এক-
খানা বাড়িও আছে ওদের। 'সারা শৈশবকাল ওরা বেড়িয়ে কাটাতে অভ্যস্ত।'

ক্যানন এসে পাঁচিয়ে মিঃ প্রেসকট তার সঙ্গে একচেতা হাতের চলে বেড়ে
মিঃ মার্পোল একই বসে রইলেন।

কয়েক মুহুর্ত পরে প্রেসগী ডাইসন হাতের হাতের হোটেলের দিকে চলে
গেলে মিঃ মার্পোলকে পাশ কাটিয়ে। যেতে গিয়ে হাত নাড়ল সে বাসি-
ধনুকে।

'কি ভাবছেন বাসিন্দা রাখতে পারি?' প্রেগরী ডাইসন বলে উঠল।

মিঃ হাসলেন মিঃ মার্পোল। তিনি যা ভাবছিলেন জানতে পারলে প্রেগরী
ডাইসনের প্রতিক্রিয়া কেমন হত বলে মশকিল।

মিঃ মার্পোল যা ভাবছিলেন তা এই রকম, 'আপনি একজন বড়োই কিনা
চিন্তা করছিলাম।'

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেটা হওয়া খুবই সম্ভব ছিল। সব কিছুই চার্কে-
কার মিঃগাঁ বাচ্চল—প্রথম মিঃসেস ডাইসনের সেই মাত্রার কাহিনী—একর পালগুরোড় নিয়মে একজন শীঘ্র হয়তোকারীর কাহিনী বলিয়াছিলেন—বিশেষ
করে 'নামের চেয়ে কন্ন গোলার কাহিনী।'

'হ্যা—প্রেপোর্ট ব্যাপারটা বেশ সম্ভব মিঃ মিঃগাঁ বাচ্চল মাত্র কন্ন মাত্র সম্ভব ছিল যে দুই বেশি রকম মিঃ মার্পোল বাচ্চল পাওয়া গেছে। তবে মিঃ মার্পোল এর নিজেকে ভাবনা না করে পাঠালেন না এই চিন্তার জন্য—মজিমাফিক জন্যের
ঘটনা ঘটবে এ ধরনের দাবী করার তিনি কে?

'হিমলোন কিছুই কর্ম কাঠামো শুনতে পেয়ে চমকে উঠলেন মিঃ মার্পোল।

'প্রেসকে কাহারকাছে দেখেছেন, মিঃ, ইংরেজ।'
লাফকের সেজাত আজ ভাল নেই টেবিল পালেন মিঃ মার্পোল।

'তিনি এইমাত্র পালেন, খুব সম্ভব হোটেলের দিকে।'

'আশ্চর্য।' কথাটা উচ্চারণ করে বিরক্ত ভাবে দেখত এগিয়ে গেল লাফকে।
বসন্ত বোধ হয় ওর চাঁদারের এদিকে নয়, আজ সকালে সেটা খুবে গ্রাম হলেও উঠেছে; ডাবলেন মিস মার্পল।

লাফের মত মেয়েদের জন্য অন্য কোন জাগল মিস মার্পলের মন। এরা সম্ভবের হাতের পড়ল—ি।

ঠাঁচ একটি শব্দ শুনে তিনি চেয়ারের বোঝায়ে পিছন ফিরে তাকালেন।

মিঃ র্যাফারেল জ্যাকসনের সাহায্য নিয়ে তার সকালের আবির্ভাবের তোড়-জোর করে বাঙ্গালো ছেড়ে বেরিয়ে আসিয়েছিলেন।

জ্যাকসন তার নিয়োগকারীকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে কাছাকাছি ঘরের গুলো করতে মিঃ র্যাফারেল তাকে অথবা ভিন্নতাতে চলে যেতে ইচ্ছিত করলেন। জ্যাকসন নিম্নেই হোটেলের দিকে চলে গেলেন।

মিঃ মার্পল আর সময় নষ্ট করলেন না—মিঃ র্যাফারেল বেশিরভাগ একা থাকেন না—খুন সম্ভূল এগারো ওয়াইটসের কিছুক্ষনের মধ্যে এসে পড়েছিলেন।

মিঃ মার্পল মিঃ র্যাফারেলের সঙ্গে একা কিছু কথা বলতে চাইছিলেন আর এই সেট সূচো একটি মধ্যে শেষ করতেই হলে।

কিভাবে শুরু করা যায় প্রথম হল সেটিটি, যেহেতু মিঃ র্যাফারেল এমনই এক-জন মানুষ যিনি কোন বুদ্ধার কথা কান দিতে প্রস্তুত নন। বিরক্ত রোধ করে তিনি আবার বাঙ্গালোর দিকে যেতেও পারেন। মিঃ মার্পল তাই সরাসরি কথাটা শুনতে করতেন বলে ঠিক করলেন।

তিনি তাই সোজা এগিয়ে মিঃ র্যাফারেলের পাশে একটি চেয়ার টেনে বসে পড়লেন।

‘আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাইছিলাম মিঃ র্যাফারেল।’

‘ঠিক আছে, ঠিক আছে, মিঃ র্যাফারেল বললেন। ‘বলুন কি ধরকার। কোন চেয়ার রাখতে হবে না? আবিষ্কার কোন মিশনের জন্য না কোন গিজা সরানোর কথার?'

‘হয়, মিঃ মার্পল বললেন। ‘এখনের কিছু ইচ্ছে অবশ্য আছে, কিছু চাইতে দলে দুপ্তি হব। কিছু একথা বলার জন্য আপনার কাছে আসিন। আপনার কাছ যা জানতে চাইছিলাম তা হল মেয়র প্যালের্ড আপনাকে কোন খুনের গ্রাম বললেছিলেন কি না।’

‘হা, মিঃ র্যাফারেল বলে উঠলেন। ‘তাহলে গ্রামটা তিনি আপনাকেও শুনিয়েছিলেন? আর আমার মনে হচ্ছে আপনি টোপাটা চাল করে গেলেও ফেলেন?’
'কিছু ভাবে উচিত আমি সত্যই ধারণা করতে পারিনঃ' মিস মার্পল বললেন। 'তিনি আপনাকে ঠিক কি বলেছিলেন?'

'তিনি এক সময়ের সমস্ত বক্তা ছাড়িয়ে, নুভুন রূপে এক লক্ষ্যভিত্তিক ব্যক্তিত্ব। সমস্তই, তরণী, অগ্রকণ্ঠ, সব কিছু।'

'ওহা!' মিস মার্পল বেন কিছুটা খিড়িয়ে গগনে। 'সে কাকে খুন করে?'

'অবশ্যই দ্যামীকে,' মিঃ র্যাফারেল উঠবার দিলান, আর কাকে ভাবেন?'

'বিষ কারায়ে?'

'না, মনে হয় ঘুমের ওপর খাইয়ে অচেতন করে গায়সের উন্নয়ন চেষ্টা করেছিলেন। যখন ছিল মহিলার। তারপর রাতায় পিছিয়েছিলেন আমাহত্যা বলে। অক্ষরের উপর দিয়েই পার পেয়ে যান মহিলা। দাঁড় পালনে অবদাল এই ধরনের কিছু। সমস্তই হবে আর আদের আদের বয়ে যাওয়া ছেলে হবে আজকের আমনই ঘটে, হয়!'

'মেজর আপনাকে কেন ফটো দেখিয়ে ছিলেন?'

'ফটো? কার ফটো? সেই দ্যামীলোকটির? না। আর দেখানোই বা কেন?'

'ওহা—,' মিস মার্পল আবার বললেন।

প্রায় হতভাবে হয়েছিল মিস মার্পল বলে রইলেন। এটা পরিক্ষা যে মেজর প্যালগ্রেঁভ সারা জীবন ধরেই মানসিক তার বাথ শিকারের আর হাতি শিকারের গল্পই কবল শোনাননি বরং এর সঙ্গে যে সব খুনের তিনি দেখেছিলেন তাদের গল্প পূর্বীকৃত যেতেন। খুব সম্ভব খুনের গল্পের বক্তা জুদীল তার ছিল। আমাকে মিস মার্পলের চিন্তার রেশ একটা ধরনে চাইলো মিঃ র্যাফারেল 'জাকসন' বলে চোখে উঠতে। কোন সাড়া অবশ্য পাওয়া গেল না।

'ওকে খুজে আনবো?' মিস মার্পল উঠে দাঁড়িয়ে বললেন।

'আপনি তাকে খুজে পাবেন না। কেবাও হলো নেতার মত ঘুরে বেড়াচ্ছে সে, ওহা ওর কাজ। কোন কাজের নয় লোকটা। একনাথ বায়ে মৃত্যুতের। তবে মরনের নিয়েছিলাম তালাঈ।'

'আমি একবার দেখিয়ে,' মিস মার্পল বললেন।

মিস মার্পল জাকসনের চোখের চিত্রের কাপে তিনি কোনো সময়ে কিছু পান করতে দেখতে পেরেন।

'মিঃ র্যাফারেল আপনাকে খুঁজেছেন,' তিনি বললেন।
স্যাকিনস অক্ষুণ্ণ কিছু মূলতঃ করল, তারপর গ্রাসের বাকি গানল গলায় চলে উঠে পড়ল।

'এই আবার নন্দ, হল,' ও বলে উঠল। 'বব লুকার তালুনি শান্তি তাঁই — দুটো টেলিফোন, আর বিশেষ ধারারের তুষুম — কিন্তু পনেরোর মত ফাঁক পাওয়া যাতে ভেবেছিলাম — তা আর হলো না! ফ্যাবল, মিস। মার্কস। গানল জন্য ধন্যবাদ, মিং কেস্টাল।'

স্যাকিনস বিদায় নিল।

'বেচারার জন্য দিঃখ হয়,' টিম বলল। মাকে মাকে দু' এক গ্রাস ওং বলে রাখার মাত্র একটি চাপা করার জন্য। আপনাকে কিছু এখন দেবো, মিস। মার্কস—একটি টাটকা লেখার সরবরাহ। আপনার তো এটা খুব পছন্দ।'

'না, না, এখন নয়, ধন্যবাদ——আমার কিছু কেন জানিনা মনে হয় মিং রায়ফারেলের মত মানবিকে দেখাঘোরি করাতে খুব উত্তেজনা বোধ করার বিষয়। পদ্মরা বেশ মেজাজী হন, মাকে মাকে।'

'আমি কিছু শুনে এটাই বলতে চাইনি—উনি ভাল ঠাকুর দেন ফলে আপনাকে কিছুটা সত্ত্ব থাকতে হবে, একটি খেলালী ধরনের হলেও মিং রায়ফারেল কিছু খারাপ মাননী। আমি বলতে চাই মাননে—, একটি ইতস্তত করল টিম।

মিস মার্কস সম্প্রতি দুইটিতে তাকালেন।

'মানে, ঠিক কি ভাবে যে বোঝায়ো— সামাজিক দিক থেকে ব্যাপারটা ওর দিকে একটি অস্বীকারজনক। মানুষ আবার উদাসিক হয়—বিশেষ করে ওর সমকক্ষ কেউ এখানে নেই ও পরিচারকের চেয়ে উঁচু ভরতের আবার সাধারণ ভাবে যে অনন্তরে এখানে আসে তাদের চেয়ে নিচু দরের—অন্ততঃ তারা সেই রকমই মনে করে। অনেকটা ভিত্তিগীত্বের গভর্নরের মত। এমন কি ওই সেকেটা মহিলা, মিসেস ওরাংটাং ও বলেন তিনি ওর চেয়ে এক ধাপ উঁচুতে। এই ব্যাপারটাই ওর পক্ষে অস্বীকার হয়ে উঠেছে,' একটি ঘনত্বে চাইল টিম। 'তারপর আবেগের সঙ্গে ও বলল,' এই ধরনের কোন জ্যারান এই ধরনের ব্যাপার বড় বেশি সামাজিক সমস্যা তৈরি করে। এটা সত্যই মারাত্মক।'

জু গ্রাহাম ওই সময়ই গাস দিয়ে চলে গেলেন, তার হাতে একখানা বই।
একটু তফাতে একখানা টেলিফনের সামনে সম্প্রের দিকে ফিরে বলে পড়লেন তিনি।

56
'গ্রাহামকে বেশ চিন্তিত লাগছে,' মিস মার্সল বললেন।

'ওহ, আমার সকলেই চিন্তার রয়েছে,' তিনি বললেন।

'আপনিও? মেজর প্যালগ্রেনের মতো ব্যাপারে ভাবছেন?'

'এ নিজে মাথা ধানানে ছেড়ে দিয়েছি। লোকে বোধ হয় ব্যাপারটা ভুলে গেছে—হঠাৎ একটি দুর্ঘটনা বলেই তারা বোধ হয় ধরে নিয়েছে। না—আমার আমার ভাবনা আমার ভাবী মলিকে নিয়ে—আচ্ছা, আপনি মার্সলের ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'মলিক?' মিস মার্সল বলে আশ্চর্য হয়ে গেলেন।

'হুঁ—থাব ধারণ ধরনের ব্যাপার—নিষ্ণাবন্ধ। মাথে মাথে আমারা সবাই বোধহয় এই ধরনের ব্যাপারে থাকি। মলি থেকে ভয় পেয়ে গেছে এখন। এ নিয়ে কেউ কিছু করতে পারে? মলি দুমের ওপর বাঁচে কিছু ও বলে তাতে যেন সমক্ষ কমন্ড ওলাট পালট হয়ে যায়—ও ধুম ভেঙে কেলে উঠতে চাইলেও পারে না।'

'কি ধরনের ব্যাপার দেখে ও?'

'ওহ, কিছু যেন ওকে তাড়া করে চলে—কে বা কারা যেন ওর উপর নজর রাখে—ফেলে ওঠার পরও এর রেশ থেকে যায় কিছুতেই ও ভাবাটা কাউটের উঠতে পারে না।'

'কোন ভাবার নিষ্ণাবন্ধই কিছু—' তিনি।

'ও ভাবারের পছন্দ করে না। এত বলছি তবে ও ভাবারের কাছে যেতে রাজি হচ্ছেন। আমি জানি ভাবাটা হয়েছে আমি আমি কেটে যায়ে। তবে মন মানতে চায় না। আমার এত দুঃখে ছিলাম—কি সমস্তের চলছিল সব কিছু। অথবা ইদানিং—কেন জানি মেজর প্যালগ্রেনের মতো বোধ হয় ওকে আশ্চর্য করে তুলেছে। মলিকে দেখে মনে হয় ও যেন আপনের মত নেই, একক বলে গেছে একক।'

বলার উঠে পড়ল তিনি কেওলাল।

'এবার রোজার্কার কাজ করতে হবে—সেবার সরবর তাহলে পান করবেন না একটে?'

মিস মার্সল মাথা নাড়লেন।

তিনি বলে চিন্তা করতে আরস্থ করলেন। ধারণ উঁচিয়ে হয়ে উঠলেন তিনি।

এক কাজে মিস মার্সল ও গ্রাহামের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

৫৭
প্রায় এই মহৎতরী মনস্থির করে ফেললেন মিস মার্পল। তারপর আলেক
আচ্ছাদু দড়িয়ে জ্ঞা গ্রহণের চেষ্টাতে দেখিয়ে এগিয়ে গেলেন।

‘আপনার কাজ মাপ চাইতে এলাম, জ্ঞা গ্রহণ।’ মিস মার্পল বললেন।

‘সত্যি? ভাট্টার ঘরাঙ্গুলীতে একটি আচরণ হয়েছে তাকালেন মিস
মার্পলের।’ দিকে। তিনি একটি চেয়ের এগিয়ে দিলে মিস মার্পল বলে
পড়লেন।

‘আমার মনে হয় ভাট্ট অন্য একটি কাজ করে ফেলেছি,’ মিস মার্পল
বলে উঠলেন। ‘আপনাকে সেদিন তাঁহে করেই মিশায়ে কথা বলেছিলাম।’

জু গ্রাহম যে মুখ্য হয়েছে বা কোন ভাবে অসম্ভব তা মোটেই দেখা
গেল না। বলতে গেলে একটি অবাক হয়েছে এটাই ঠিক।

‘সত্যি বলছেন? যাই হোক এটা নিয়ে দৃশ্যাত্মা করতে যাবেন না।’

ফ্র্যাক যে মিশায়ে মোটেই আবার কে ভাবে। নিজের বয়স লক্ষিয়ে
ছিলেন? তবে বাসের কথা উচ্চ বলেছেন বলে তা মনে পড়ে না। কথা-
গলার ভাবার পরেই জা গ্রাহম বলেছেন আবার। ‘বলেন, কি হয়েছে শোনা
যাবে।’

‘আপনার নিচুরই মনে আছে আমার এক ভাঙ্গার ফটোর বিষয়ে বলে-
ছিলাম, যে ফটোটা মেজর প্যালগ্রেডকে দেখিয়েছিলাম আর তিনি সেটা
আমার কে তে দেবলন?’

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে সুচিক। ফটোটা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে
পারিনি এর জন্য দৃশ্যাত্মা।’

‘একবার কোন ফটো আসলে ছিল না,’ মিস মার্পল ভাবে, গলায়
বললেন।

‘মাপ করলেন, ঠিক কি বলছেন?’

‘একবার ফটো ছিল না। বললে লম্বা কারে সবটাই আমার বানানো।’

‘আপনার বানানো?’ জা গ্রাহম সামান্য বিরক্ত হয়েছে মনে হল।

কিন্তু কেন একবার বলেছিলেন?’

মিস মার্পল পর কথায় খুলে বললেন। একটুও না থেমে সবকিছু কথায়
গুহিয়ে বললেন তিনি জা গ্রাহমকে। তিনি স্পষ্টভাবে জানালেন কি
তার মেজর প্যালগ্রেড তার খুনের কাহিনী শোনাতে শোনাতে তাকে একজন
খুনীর সেই বিষের ফটোটা দেখাতে বাণিজ্য। তারপর কিছু তিনি
আচারকে বাণে যান, ফটোটাও দেখাতে বাণিজ্য হল। একবার কি ভাবে মিস
মার্পলের উদ্দেশ্য জম্ম নেয় আর তিনি খোলন করেই হোক ফটোটা একবারের মতো দেখতে হবে ঠিক করেন।

'আমি বুঝতে পারিনি কিভাবে ফটোটা দিয়ে কিছু না বলে দেখা সম্ভব হতে পারে', তিনি বললেন। 'আশা করি আপনি আমার কথা করবেন।'

'আপনি বলেন মেজর প্যালগ্রেভ আপনাকে যে ফটো দেখতে চাইছিলেন তা কেন একজন খুনীর?' ডাঃ গ্রাহাম জানতে চাইলেন।

'একটা কথা তিনি বলেছিলেন', মিস মার্পল বললেন। 'অতঃ তার কথা এই রকম ছিল যে তারই এক বন্ধু তাকে ফটোটা দিয়ে বলেছিলেন ওটা কেন এক খুনীর।'

'হাঁ, হাঁ ঠিক আছে। কিছু কথা হল আপনি ওর কথা বিশ্বাস করেছিলেন?'

'কথাটা সে সময় বিশ্বাস করেছিলাম কি না জানি না', মিস মার্পল বললেন। 'কিছু, দেখতে পরিদিনই তিনি মার্কা গেলেন।'

'হাঁ', ডাঃ গ্রাহাম ছোট ওই কথাটা অসীমা তাৎপর্য বুঝেই বললেন।

পরিদিন তিনি মার্কা গেলেন ...'

'আর ফটোটাও আদর্শ হয়ে যায়।'

ডাঃ গ্রাহাম মিস মার্পলের দিকে তাকালেন। কি বলবেন যেন মনফ্রম করতে পারলেন না তিনি।

'মার্পল করবেন, মিস মার্পল', শেষ পর্যন্ত ডাঃ গ্রাহাম বললেন। 'এখন যে কথা বললেন সেটা বানানো নয় তো? সম্পূর্ণ সত্য?'

'আপনার সমস্ত হওয়া স্বাভাবিক', মিস মার্পল বললেন। 'আপনার আর্গার ধাক্কা আমারও তাই হত। হয়, এখন আপনাকে যা বলছি এর সত্যই সত্যি, তবে শুধু আমার কথাটাই আপনাকে একেবারে অবশ্য মনে নিতে হবে। আপনি আমাকে বিশ্বাস না করলেও ভেবে দেখলে সব আপনাকে খুলে বলা দরকার।'

'কেন?'

'আমি বুঝতে পেরেছিলাম আপনাকে সমস্ত ফটো জানায়ে উচিত, যাঁর আপনি।'

'যদি—বি?'

'যদি এ ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা প্রাপ্ত করতে চান।'

৫৯
লন || জেমসটাউনে নিদান্ত

এখন এক গ্রাহকে দেখা গেল জেমসটাউনে আড়িমিনেস্ট্রের অফিসে। তিনি তার বন্ধু বহর পার্শ্বিন্ধ বর্জনের রাশাবির এক তৃপ্ত, ডেভেনটির টেবিলের সামনে বসেছিলেন।

'তোমাকে ফোনে কি রকম রহস্যময় মনে হচ্ছে, গ্রাহক', ডেভেনটি বলে উঠলেন। 'কেন বিশেষ তাৎপর্য আছে না কি ব্যাপারটাই কি?

'সেটা জানিনা', ড: গ্রাহক বললেন। 'তবে আমার উদ্বেগ কমছে না।' ডেভেনটি বললে দিকে তাকালেন। ইতিমধ্যে পানীয় এসে পেলেন তিনি হালকা স্বাদের মাছার বিশ আলোচনা শুরু করলেন। পরিচারিক বিদায় নিলে তিনি আবার মুখ খুললেন।

'এবার বলো, তোমার বক্ত্বা শোনা যাক', ডেভেনটি বললেন।

জ: গ্রাহক গোড়া থেকে তার কাহিনী আর নিজের উদ্বেগের কথা বলে শেষ হতে ডেভেনটি শিশি দিয়ে উঠলেন।

'রুকলাম। তোমার ধারণা মেজর প্যালেগ্রেডের মৃত্যুর ব্যাপারে রহস্যময় কোন কিছু থাকা সম্ভব ? তুমি তাতেলে আর নিশ্চিন্ত নও যে মৃত্যুরা ম্যাজিস্ট্রেট ছিল। মৃত্যুরা নাটজিফিকেট কে দিয়েছিল ? খুব সম্ভব রবার্টসন। তার কোন সন্দেহ আয়োজন, কি বল?'

'না, তবে আমার মনে হয় বাখরুম ওই সেরেনাইট ট্যাবলিটের শিশি দেখে তিনি হয়তো কিছুটা প্রভাবিত হয়ে থাকতে পারেন। তিনি আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন প্যালেগ্রেড আমাকে তার র্যাডেন্সারের কথা বলেছিলেন কিনা। আমি বলেছিলাম 'না প্যালেগ্রেড আমাকে একথা জানানি আর আমি তার চিকিত্সার করিনি কখনও।' তবে গতদিন শুনেছি তিনি র্যাডেন্সারের বিশেষ ছোটটিকে অন্য সবাইকে বলেছিলেন। ওষুধের বোটেল, র্যাডেন্সারের কথা ইত্যাদি দেখে অন্য কোন রকম সন্দেহ করার কারণ স্বাভাবিক জাগরণ—অন্য কোন কথা মনে হওয়া কোন কারণ দেখা দেয়ানি—সব ঠিকঠাক মিলে বাছিল। স্বাভাবিক এই ধরনের ক্ষেত্রে যেন হয সরলভাবেই আপাতত্ত্বায় ব্যাপারই মনে নেওয়া হয়েছিল—তবে আমার এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা।'}
হয়তো কিছু হয়তো কিছু। সাতটিকেট বলে আমাকে জিতে হত তাহলে বিনা বিভাটেই তা দেখেও দিতাম। বাইরে থেকে আমার তাহলে এটা দেখে তাতে মন বেশ ভাবাকিছু হয়েছে। আমি অনেকে কিছু ভাবতাম না একমাত্র এই ফটাটা বল না অদৃশ্য হয়ে গেইতে।

'কিছু শোন, গ্রাহাম', ডেভেন্টিটি বললেন। 'যুগো কি বড়ো বেশি রকম ওই কম্পাসের বস্থার গল্পে আছ রেখে চলতে চাইছে না? এই বস্থায় মহিলারা কি ধরনের হত? তাঁহার নিশ্চয়ই জানা না থাকার কথা নয়। তারা যে কোন বিষয় নিয়ে তিন থেকে তাঁর বানিয়ে ফেলতে পারাকিছু।'

'হয়, সেকথা জানি', ডে গ্রাহাম অস্বীকার করাতে বললেন। 'নিজের মনকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি হয়তো এটাই ঠিক। তবে আমার মন মানুষে চারিন। মিন মার্পল অত্যন্ত সপ্তপ্ত আর পরিকার করেই কথা দেয়া হচ্ছে।'

'সব ব্যাপারটাই আমার কাছে একেবারে অসম্ভব পাগলামি বলে মন হচ্ছে,'বলে উঠলেন ডেভেন্টিটি। 'এক ব্যাপার মহিলা কোন একটা উপাদান নিয়ে বলেছিলেন যে ফটাটা থাকার কথা ছিল না—না, সব গোলমাল করে ফেলাম বোধ হয়—এর উল্টটাটাই সম্ভব। হবে, তাই না? তবে যে ব্যাপার নিয়ে এগেতে পারে তা হল হোটেলের পরিচারিকা যা বলে তাই নিয়ে অর্থাৎ কোন ওথোরে বোঝার মেজের ঘর তার মতো আলাদা দিন ছিল না, যার উপরে নির্ভর করে কোথায় পথে এগিয়েছেন। তবে এর একল রকম ব্যাখ্যা দেয়া চলে। মেজের হয়তো পাকেটে রেখে দিতেন শিশুটা, কি বলে?'

'হওয়া সম্ভব মনে হয়।'

'অথবা পরিচারিকা হয়তো ভুলও করে থাকতে পারে, সে হয়তো আগে লক্ষ করেন।'

'সেটাও সম্ভব।'

'তাইলে?

গ্রাহাম অনেকে অনেকে বললেন, 'মায়েটা কিছু দুঢ়নিশ্চেষ্টেই বলেছিল।'

'এর উপরে বলতে পারি সেটাই অনেকের লোকজন ঘর উৎকণ্ঠিত হয়। একটা আবেকারিকা। ঘর সহজেই তারা কিছু চেষ্টা করে। তোমার কি বাচান ও যা বলেছে তার চেয়ে আরও বেশি কিছু জানে?

'হয়, এটা হওয়া সম্ভব', ডে গ্রাহাম উঠে দিলেন।'

'তাহলে মেরোটির কাছ থেকে সেটা জানার চেষ্টা চালাও। আমরা
অপ্রয়োজনীয় চৈতন্য তুলতে চাইনা—কম্প্রিজ একটি যাওয়ার মত হাতে কিছু না পেলে। মেজর রাজপ্রেসারে মায়া না গিয়ে থাকলে আর কিভাবে মায়া বেয়ে পারেন?

'আঙ্গুলকারি জুনে এমন নানা গিনিসই আছে,' জাগ্রাহ্ম বললেন।

'বলতে চাইছে। কোন চিহ্ন রাখতে এমন কিছু পদার্থ?'

'সবাই তো আলোন্নিক ন্যায়ী করার মত বিচে মায়া হয় না,' জাগ্রাহ্ম শল্য করলেন।

'ব্যাপারটি পরিকার করে নেওয়া হয়—তোমার মত কি? আসল ওষুধের সব অন্য কোন ওষুধে কেউ রেখে দিয়েছিল? মেজর প্যালগ্রেডেকে একটি কোন বিশ রাখতে হয়?'

'না। সালারাট ওকোম নয়। ওই বিডিওরিয়া অবশ্য এই কথায় ভাবেছে। তবে ওর মায়া সব তুলু। মেজরকে কেউ চতুর করে সরিয়ে দিতে চেয়ে থাকলে কথার মায়া বা অন্য হয় মধ্য দিয়ে কিছু খাইয়ে থাকতে পারে। এরপর মায়াটাকে সর্বাধিক বলে সেখান রয়ে দেওয়ার জন্য রাজপ্রেসারের কাছে বের হয় ভাবতার দিয়ে থাকতে তার একটি বোতল তার ঘরে রেখে দিলেই হল। এদের গুলো ছাড়িয়ে দেওয়া হবে মেজরের কখনো বোঝি রাজপ্রেসার ছিল।'

'কে গুলো ছাড়তে পারে?'

'সেটা জানার চেষ্টা করেছি—কিন্তু সফল হতে পারিনি—ব্যাপারটা। অন্যান্ত ব্যাপার সে করা হয়েছিলো। 'এ' বলতে 'সি' তাকে কথাটা বলেছিলেন—'বিকে প্রণয় করার সে বলছে না, সে বলতেন, তবে 'সি' কথাটা একবার বলেছিল মনে হচ্ছে। 'সি' বলতে 'বহু, লোকের কথাটা বলেছে, একবার 'এ' বা বহু বলেছিল। অর্থাৎ আবার ঘরে ফিরে একই জায়গায় পৌঁছাচ্ছি।'

'একজন অভ্যস্ত চালাকি করেছে?'

'অবশ্যই। মেজর প্যালগ্রেডের মতো কথা জানানো হওয়ার পরেই সবাই আলোচনায় মেতে ওঠে তার রাজপ্রেসার নিয়ে।'

'এর বলতে তাকে কোন বিশ প্রয়োগ করাতাই কিছু হতে না?'

'না, তা হত না। এর অথবা দাঁড়াত অন্তর—স্বল্পতা মানা ভাবতো হব। এইভাবে করা হলে যে কোন ভাবাতেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সাঁটি-ফিকেট দিতেন—এক্ষেত্রে যা ঘটেছে।'

'আমার কি করা উচিত তোমার মনে হয়? গোলাপের দরের কাছে'
আর মেয়ে আর কে তাঁর মত কাজ করানো দরকার? এটা করলে কিছু সম্পর্কের কড় উঠবে—।

'গোপনে করা যেতে পারে।'

'গোপনে? এই সেট অনেকতে? আরও একবার ভেবে দেখ। একবারে গোড়ার করলেই হত। যা হওয়ার হোক—,' ডেডেনগি হাই জুললেন।

'আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা করা দরকার। তবে আমার মত মুখ জানতে চাও তাহলে বলব, সব ব্যাপারটাই একটা করণার প্রাসাদ মার—।'

'আমারও আশা তাই যেন হয়,' ডেগ্রাহাম বললেন।

এগারো || গোল্ডেন পামে সঞ্চয়া

ভাইনিরস্তে টুকিটাকি কাজ সেরে নিন্মল মল। খাওয়ার চেয়ে দূরে একটা কাটিচামচ, বাড়িত ছুরি, দুঃসহান বাস ঠিক মত সাজিয়ে রাখা এমনই সব কাজ। সব কিছু ঠিকান আছে দেখে বারান্দার দিকে পা চালাবে। একাকে চেখে পড়ল না মলির, ও তাই কেনের দিকে গম-গােলের কাছে চলে গেল। আরও একটা সম্ভ্যা গড়িয়ে আসতে চলেছে। নানারকম কথাবাস, পান্থোজন, হৈচে, পান্থোজনার মধ্য দিয়ে জীবন কাটানো। ঠিক এমনই এক আধমষয় উচ্চ জীবনের স্বপ্ন কমিন আগেও দেখেছিল ও। আর এখন তোমাকে কেমন যেন দুর্দশিল্পাংক্ষ বলে মনে হয়। হয়তো ওর এই দুর্দশিল্পাংক্ষ করাতা স্বভাবিক। ওদের দুজনের এই মিলিত প্রাসা সফল হয়ে তোলার চিন্তা। ওর যা কিছুই ছিল সবই না এর মধ্যে চলে দিয়েছে।

কিরু তব সহ্য ওই ব্যাপারই ওর চিন্তার ফেলে দেয়ানি সে কথা ঠিক।

ওর চিন্তার কারণ আমি, ভাবল মল। কিরু বুঝতে পারছি না আমার জন্য যাতে চিন্তা করতে চাইছ। কেন? বিংশের 'চিন্তা করতে' চাইছ কেন? বিংশের যে ওর জন্য দুর্দশিল্পাংক্ষ করতে তাতে কলামধুরা সমাহে নই মলির। ও যে সব প্রশ্ন করে আর মাসে মাসে চাঁকত নজর ফেলে ওর দিকে তারকাতে তাতে সব কিছু সক্ষুপ হয়ে উঠেছে মলির

কিছু কেন? ভাবল মল। 'আমি তো অতুষাবনাই চলি,' নিজের মনে ব্যাপারটা সম্পর্কে গুলিতে নিয়ে ভাবল ও। ব্যাপারটা ও আদেশই হবে

৬০
উচ্চে পারে না। কখন থেকে এই ব্যাপার অস্বীকার হল ও জানে না। আসলে এটা যে কি তাই ও আশাজ করতে পারছে না। মানুষকে কেননা বেশ জুল পেতে আরম্ভ করেছে ও, আপন কেন ও বুঝে উচ্চতে পারে না। ওয়া বুঝ কি করতে পারে? তারা ওকে নিয়ে কিছু বা করতে চায়?

মাথা নিয়ং করে তোর চলার মহুয়ে কারও আঘাতের প্রশ্নের দায়ীত্বে চমকে উঠল মলি। ও মাথা দুললী দেখতে পেল প্রেগরাই ডাইনসেনি। প্রেগরাই একটা জলিয়ে হয়ে মাপ চাইতে মানুষের সম্মুখে কথা বলল।

'খুব দুঃখিত। চমকে মিলাম রোধ হয়। ছোট খুনি?'

ওর 'ছোট খুনি' বলে কোন সম্ভাবনা করলে সেটা ঘন্যা করে মলি। ও তারই রূপের আর বেশ জোরালো গলায় বলল, 'আপনি এসেছেন একদম টের পাইনি, মিয়া ডাইনসন, তাই এমনকি গিয়েছি।'

'মিয়া ডাইনসন? আর রাখিরে ওই সব নিয়মজীবন বাদ দাও। আমার এখানে এক বিয়ার পরিবার, কি বল? এদের আর আমি আর লাখি, ইতিপূর্বে আর কুমি আর টিম আর এধার ওয়াল্টার্স' আর বুড়া রায়ার্সেল বলল। বাস এই সকলে মিলে বিয়ার পরিবার বলল।

'প্রচুর মদ খেয়েছেন?' ভাবল মলি। তারপর মিলতে করে হাসলো।

'ওহ। আমি কিছু মোকে মাথা পাকা করল হয়ে উঠল, ও হালকা মুখে বলে উঠল ও 'টিম আর আমার পারা নাম ধরে ডাকা সব সময় তেমন কাজের হয় না।'

'অ। আমারা এবং ব্যাপার নিয়ে মাথা থামাই না। তাহলে, মালি সোনা, এসেনা একবার থাওয়া যাক দেখানে।'

'দরে,' এখন না,' মলি উক্ত দিল। 'আমার করেকটা কাজ রয়েছে।'

'পালির বে ও না,' প্রেগরাই হাতে মলির একটা হাতে জড়িয়ে গেল। 'ছুঁচার মাংসার মেয়ে, মালি। আমার মনে হয় টিম বোধ হয় নিজের ভাবের খবর সুশীল।'

'ওকে স্বাগত আমিই করে দিব,' মলি খুশির মুখে বলল।

'তেমন সেদিন অনেক দেখে মোকে পারি দুঃখ করে,' প্রেগরাই মলি কথাকে বিশ্বাস করতে চাইল, 'আমি আমার মায়া না আসকেই ডাল হয় করাটা।'

'আজ বিবেলে নিচ্ছেই খুব ডাল দেওয়া হয়েছেন?'

'তাই তো মনে হয়। তেমনকে মালি মুখে মাথ কেনার হাঁটিয়ে উঠল। এই।'
জন পার্থি আর প্রভাতিত পিছে ছুটে যায়নি। একদিন চুম্ব আর আমি চাই ভাবতি করতে গেলে কেমন হয়?

'তবে দেখব না হয়,' মালি খুশির মুখে উঁকি দিল। 'একদিন ভাই করা যাবে।'

মিলিত হেসে প্রেরণারীকে এড়িয়ে ও বার-এ গিয়ে দক্ষিণ।

'হ্যায়, মালি,' তিন বলে উঠল, বাস্ত মনে হচ্ছ তোমার। কার সঙ্গে কথা কলামে ওখানে?

'প্রেরণী ভাইয়ে।'

'ও কি চাইছিলো?'

'একটি রহমান করতে চাইছিলো,' মালি বলল।

'একটি কড়কে দেওয়া দরকার ওকে, তিন বলে উঠল।

'তোরান, কড়কে দিতে হলে আমি পারবো,' মালি জানালে।

তিন উঁকি দিতে গিয়ে ফালনাতোকে দেখে এঁগিয়ে গেল চিতকার করে তাকে কিছু বলতে। মালি রামায়বর চুকে অন্য দরকা দিয়ে তাঁরের দিকে এঁগিয়ে চলল।

প্রেরণী ভাইয়ের মনে কিছু বলে উঠল, তারপর আঁধার আঁধার
নিজের রঙ্গলা লক্ষ করে হাঁটিয়ে শুরু করল। পায় বাঙ্গালী কাছাকাছি
আসতেই স্পেসের আড়াল থেকে কারও কটমর শুনে দাঁড়িয়ে পড়ল প্রেরণী।
একটি চমকে ও ফিরে তাঁকে বা দেখল তাদে মনে হল ভূতের মত ছায়াময়
একটি শরীর যেন প্রাণ প্রাণ দাঁড়িয়ে।
এবার হেসে উঠল ও। মৃত্যুটীকে বেন
আসলে তিনি বলে মনে হওয়ার কারণ আর কিছুই না, পোশাক সাদ। হলেও
মুখখানায় বিহায়ালো।

ভিক্ষুরিয়া কেঁপে মধ্য থেকে একার সামনে এসে দাঁড়ালে।

'মিং ভাইয়ে, নরা করে একটা কথা শুনবেন?'

'হ্যা। কি দেখেছে?'

চমকে যাওয়ার জন্য দৃষ্ট হয়ে প্রেরণী এবার একটি বেন অ্যানে।

'আপনার জন্য এটা নিয়ে এলেছিলাম, সংলাপ,' হাত বাঙ্গালী ভিক্ষুরিয়া ঘুরে যাতে হইল কিছু হাতারে মঞ্চে রেলতে 'এটা আপনারই তো, তাই না?

'হ্যা! আমার সেনেনাইটের নোটিল। হ্যাঁ, আমারই। কোথায় খুঁজে
গেলে?'

'ষেখানে রাখে ছিল সেখানেই পেরেছি। সেই ভ্রমরকের যেরূপ।'

সিস-৫ ৭৫
"বসে হায় ? কেন আলোকের ঘরে ?
বে ভালোক মারা গেলেন, গদ্যুর হয়ে কল ভিক্টোরিয়া। 'আমার মনে হয় না তিনি কবে শান্তি পাচ্ছেন ?'
'কেন, শান্তি পাচ্ছেন না কেন ?' বাইসন প্রহর করল।
ভিক্টোরিয়া উভয় না দিয়ে লোকে তাকালো।
'কি সব বলছে বুঝতে পারিছ না। তুমি বলছ এই বোতলটা মেজের পাল-প্রেরের বাঙলেতে পেরেছ ?'
'হঃ। কলমসটাউনের সীলার সাহেব চলে গেল আমাকে ওরা ঘরের সব কিছু মুখে নিয়ে রেখেছিল। উপেশচার, মালিশ মার এই ওয়ার্টাইন।'
'তুমি মুখে দিলা না কেন ?
'কারণ এটা আমার। আপনি বুঝে পাচ্ছিলেন না, আপনি আমাকে বুঝে দেখতে রেখেছিলেন, মনে আছে ?'
'হঃ। মনে পড়ছে গেলেছিলাম, আমি ভেবেছিলাম তাঁরা কোথাও রেখেছিলেন।'
'না, আপনি এখানে কোথাও রাখেন নি, এটা আপনার বাঙলে থেকে নিয়ে সেনার পালগ্রেডের অর্থ রেখে দেওয়া হয়েছিল।'
'তুমি জানলে কেন করে ?' প্রেসিডেন্ট কর্তৃপক্ষের বলল।
'আমি জানি আমি শেখেছি, সাদা দাত বের করে হয়ে উঠল ভিক্টোরিয়া। 'একজন বোতলটা মেজের ঘরে রেখেছিল। এবার বোতলটা আমন্ত্রণে ফুটিয়ে বিলাস।'
'ঈশ্বর-মন্ত্র। কি বলছ তুমি ? কি-কাকে দেখেছিলেন তুমি ?'
ভিক্টোরিয়া উড়ন না দিচ্ছে এ-দিনের কাছে খুবই ঘোর। গেলে তাকে অন্ন দিয়ে করা গিয়েছিল করন না। ও দাহিয়ার চিকেটে হাত বোলাতে চাইলো।
'কি বলপার, গেঁস ! এত দেখলে নাকি ?' মিসেস ভাইসন বাঙলের রাজা হয়ে এপিলে এসে প্রথম করল।
'ভুত দেখেছি বললেই মনে হচ্ছে ল।
'আমার সংখ্যা কথা বললে অনেকের মনে হয় ভিক্টোরিয়া নানার।'
'ঊ কি চাইছি ? তোমার সংখ্যার চলানি করছিল কি ?'
'বাকার মন কথা বললোনা, লাকি। মেয়েটার মাথায় বিদ্যুদ্ধের এক ধারণা ফুকেছে।'

৬৬
'বিবর্ধে ধারণা ?'

'তোমার মনে আছে নিচয়ই সেদিন কলেরছিলা আমার সেরেনাইটের বোতলটা ছেড়ে পাচ্ছ না ?'

'তুমি বলেছিলে ছেড়ে পাওনি।'

'আমি ছেড়ে পাচ্ছ না বলেছি ?'

'ওঃ, আমার কথা বাড়িও না, যা বলল তাতেই তোমার রাগ !'

'সর্বোত্তম,' গ্রেগ বলল। 'এখানে সকলই কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে.'

হাতের প্রিচিটা ত্বম ধরল সে। 'মেরোটা বোতলটা আমাকে দিয়ে গেল।'

'ও সর্বোত্তম ছিল।'

'না — ও কোথায় যেন পেয়েছে।'

'তাতে হল কি ? এর মধ্যে রহস্যই বা কোথায় ?'

'না, কিছুই না,' গ্রেগ উত্তর দিল। 'ওর কথায় একটা চমকে উঠেছিলা, এই যা।'

'শোন, গ্রেগ, এটা নিয়ে এত আলোচনা কিনেছে ? চল, রাতের খাওয়ার আগে কিছু পান কার।'

২

তাঁরে পেয়েছে মাল ওর একটা খোয়া-ছয়ার জের এগল। চেরটারা পালকা
বলে তেমন ধাবহত করা হয় না। চেরটারা বাস সমূহের দিকে নৃত্য বেলে
কিছুক্ষণ বেল রাইল ৬। এরপর দুহাতে মূল চেরে অর্ধে পড়ল।
বেশ কিছুক্ষণ কেনে তেম হালকা বেধ করল মাল। পরে কথম কিন শুমে
ও প্র্যাঁ বাড় ত্বম দাঁকে মিসেস হিলিংটনকে ওর দিকে চেরে থাকতে
দেখে।

'লাগলো, ইভিলিন। কখন এসেছ টেরেই পড়লো। ক্ষুব দুর্লভত।'

'কি হল, মাল ?' ইভিলিন বলল। 'কেন গোলমাল হয়েছে ?' একটা
চমার চেরে নিয়ে বসল ইভিলিন। 'বলো তো, কি হয়েছে।'

'কিছুই হয়নি,' মাল উক্ত দিল। 'কিছু না।'

'নিচুরই কিছু হয়েছে। না হলে এখানে একা একা বেল কাঁপে। না।
আমাকে বলতে বাধা আছে ? তোমার আর চিনের মধ্যে কিছু হয়েছে ?'

'ওঃ, না।'

'শোন তালো লাগলো। তোমাদের দেখে সবসময় কত সংখ্যা মনে হয়।'
'তোমাদের ছেয়ে না,' মলল বলল। 'চিত্র পাইল বলে এই বছর বিজয়ের পরে কেটে পেলেও তোমার কত সুখী।'

'এত, এই কথা,' ইদিলিন উক্ত দিল। ইদিলিনের গলার তাক্তা ধেয়াল করল না মলল।

'মানুষ এত কাজপারকি করে,' মলল বলল। 'দুজনে দুজনকে ভাল-ভাল গালেও এত খুঁটিনাটি নিয়ে মলামলিনা হটে যায় যে অনেক সময় সকলের সামনেও চারি করে।'

'কেই কেউ এ রূপে করে,' ইদিলিন বলল। 'এটা অবশ্য মনে রাখার মত কিছু না।'

'আমার মনে হয় ব্যাপারটা হল ধারাল,' মলল বলল।

'আমিও অবশ্য এই ভাবি।'

'কিশু এডওয়ার্ড আর তোমাকে দেখেই।'

'ভেবে কোন লাভ নেই, মলল। এ ধরনের কিছু ভাবাই ভুল। এডওয়ার্ড আর আমি,' একটি খামে ইদিলিন। 'সাধ্য কথাটা হবে জানতে চাও তাহলে কিছুই, আমার আর এডওয়ার্ডের মধ্যে গতিহীন মাঝে কোন কথাবাতি নেই।'

'লেখি!' মলল তখন মুখে একলো। 'আমি কিন্তু সুকিরতে পারছিলাম।'

'না পরার কারণ, আমরা রাইরে বেশ চমৎকার একটা নতুন আবরণ গড়ে রাখেতে পেরেছি,' ইদিলিন উক্ত দিল। 'আমারা সকলের সামনে আঁগা করে দেখাই না, তাছাড়া বড়া করার আছেই বাকি?'

'কিশু গড়গোল কোথায়?' মলল পছন্দ করল।

'নেই চিন্তাচিত্র ব্যাপার।'

'চিন্তাচিত্র ব্যাপার মনে? আর একজন।'

'হ্যাঁ, আর একজন স্ত্রীলোক, আর আমার মনে হয় যে যে তা বোধ হয় একটি ভাবাবদের কোথায় পারবে।'

'তুমি বলছ, মিসেস ডাইসন, মনে লাগি।'

মাধা তাইয়ে সার দিল ইদিলিন।

'ওরা দুজনে খোলামুল ঘরে বেড়ায় দাঁতি; মলল বলল, 'তবে ভেবে-ছিলাম ব্যাপারটা আরও খুব।'

'উই' দয়ার মনোভাব?' ইদিলিন উত্তর দিল। 'এর ভিতর আর কিছু ছিল না?'

৬৮
‘কিছু কেন—’, মলি ইতিস্তোত্তর করল। ‘মানে—তুমি কি কোনদিন কোন ভাবে জানতে চাওনি?’

‘যা খুশি প্রশ্ন করতে পারো,’ ইতিস্তোত্তর করল। ‘কোন কথা না বলতে পারার ক্ষমতা কতখানি আমি জানি। তাছাড়া ভবিষ্যর সন্তুষ্টি উচ্চার প্রশ্নিক মালিক পালন করে আমি ক্ষমতা। লাকিকের বাণিজ্যে একাকারে একাকারে পাগল। এটা করে ও যেন খুশি থাকে। সত্ত্বাবাদী মানী বাঙ্কি, এই ধরনের ব্যাপার ও শুধু একাকারের জন্যও ভাবে না আমার এতে ভাল লাগে না।’

‘ও আপনাকে ছেড়ে যেতে চায়?’

নাথা ঝাঁকালে ইতিস্তোত্তর। ‘আমাদের দুটো বাঢ়া আছে আগোলা নিচওরাই। তারা ইংল্যাণ্ডে পড়াশোনা করে। আমাদের পরিবার ভেঙে যাক তা চাই না আমরা। আর তােঁটা লাকিক বিবাহবিচ্ছেদ করে না। প্রেম প্রচুর অর্থের মালিক। ওর প্রথম স্ত্রী প্রচুর তাকা রেখে গেছে। তাই আমরা বে নীতি মনে চলছে তা হল ‘বাঁচা আর বাঁচাতে দাও’ নীতি—একদিকে আর লাকিক সম্বন্ধে হয়ে অমরণ পাবে, প্রেম যেন দেখেও না দেখার ভান করে যাবে আর একদিকে আর আমি কাটাতে থাকলে বন্ধর জীবন,’ কথন্ত্রে তিনটা করে গভুল ইতিস্তোত্তরে।

‘কি ভাবে এটা সহ্য করছ তুমি?’

‘অভাস হয়ে গেছে বোধ হয়। তবে মাঝে মাঝে—’

‘কি?’ মলি প্রশ্ন করল।

‘মাঝে মাঝে ওই মোজম্বাই থেকে খুন করে ফেলার ইচ্ছে হয়—’ ইতিস্তোত্তরের কথন্ত্রের মধ্যে লক্ষ্যে থাকা আবেগ বেন চমকে দিল মলিকে।

‘না, ও নিরে আর কোনরকম আলোচনা না’, ইতিস্তোত্তর বলল। ‘এবার তোমার কথা বল। আমি আনতে চাই কি হয়েছে।’

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর মালিক মুখ খুলল।

ও বলল, ‘আমার কেন যেন মনে হয়, আমার কোথাও কেন গোলমাল করেছে।’

‘গোলমালঃ কি বলতে চাও থিক করে বলো তো।’

মলি দৃশ্যমানভাবে মাথা ঝাঁকালে। ‘এটা কেবল বেড়েই চলেছে। খোঁচের মধ্যে ফসফাস, পারের শব্দ—বা লোকরা যা সব বলে। মনে হয় কেউ যেন গোপনে আমার উপর লক্ষ্য রাখছে, আমার উপর গোয়েন্দাগিরি চালাতে চাইছে। কেউ যেন আমার পৃথ্বিকরে। আমার এই রকমই মনে হয়—।’
'আবুঝাই পাই।'

'কিছু চলে না, মার্ক?'

'কে জানিনা।'

'পেন, পেন, আমার,' ইন্ডিলিনের গলায় চমকে ওঠার ভাবে উঠে চাইলো। 'একবার কতদিন ঘরে ঘটেছি?'

'কে জানিনা। আমি আছি এসেছি ভাবার। একছাড়াও অন্য আর একটা জিনিসও আছে।

'কি জিনিস?'

'এমন কখনও শুনো যায় যায় কেন জুর পাচ্ছে না আমার,' গল্ল বলল। 'কিছুতেই কিছু তেমনি করে রাখা নাই।'

'তুমি বলছ সব সেখানে থেকে যায়?'

'অনেকটা তাই। যেমন, পালটার সময় কিছুতেই মনে করে রাখি না। সেখানে বা দেখার সময় কি করেছি।'

'ওহে, তুমি তে তখন ঘুমিয়ে থাকতে আসি না?'

'না,' মল্ল বলল। 'এটা সেরা কিছু নয়। ঘুমিয়ে থাকলে তার আগে বা পরের কথা মনে থাকতো। আমি আছি কলে কোথাও চলে যাই মনে হতে থাকে। মাঝে মাঝে আছি অন্য গোপন পরে থাকি বা অন্য কোথাও কাজ

' মাঝে মাঝে আছি অন্য করা সঙ্গে কথা বলি আর পরে তা

ইন্ডিলিন যে আছি শেখল। 'প্রিয়, মল্ল, একবার হলে তো ভাস্কর দেখানো সর্বকার।'

'না, আমি ভাস্কর দেখাবো না। আমি ভাস্কর দেখাতে চাই না। কোন ভাস্করের কাছে কিছুতেই থাকব না।'

ইন্ডিলিন তীক্ষ দৃষ্টিতে মল্লের দিকে তাকিয়ে ওর একটা হাত নিজের

'তুমি হয়তো শুধু শুধু জয় পাল্লা মল্ল। তুমি নিশ্চয়ই জানি

'আনক কখনও নারায়ণ বাপার আছে বা সহজেই ঠিক করতে পারা যায়। এটাকে কখনই মারাত্মক কিছু নয়। ভাস্কর নিশ্চয়ই তোমার ভাল করে দিতে পারবেন।'

'নাও তো পারবেন। হয়তো তিনি বলবেন আমার সত্যিই কিছু হয়েছে।'

'তোমার কি জন্য কিছু হতে পারে?'
'কারণ—,' বলতে গিয়ে একটি খেলা কেল মলি, তারপর বলল, 'কোন কারণ নেই।'

'তামার খাড়ির লোকজন—তোমার কেউ নেই? মানে, ঘোষ, মা বা তার কেউ, যারা এখানে আসতে পারেন?'

মায়ের সঙ্গে আমার বিচ্ছিন্ন হয় না। কোন কাঁচেই হয়নি। লোকেরা অক্ষুন্ন আছে। তাদের বিষে হয়ে গেছে—তবে আমি বললে তারা হয়েও আসতেও পারে। কিন্তু আমি তাদের চাইনা। আমি কাঁচেই চাই না, শহু সমকে ছাড়া।'

'টিম এ ব্যাপারটা জানেন? ওকে সব বলেছ?'

'টিম বললি,' মলি উঝর দিল। 'তবে ও আমাকে নিয়ে ভাবে, মাঝে মাঝে আমাকে লক্ষ করতে চায়। যেন ও আমাকে সাহায্য করতে হয় করে না আমাকে আত্মাল করতে চায়। এটার থেকে যেন মনে হয় আমাকে আত্মাল করা হোক তাই চাইছি, তাই না?'

'আমার মনে হয় এ সবই তোমার কম্পন। তাই সকলের আগে ডাকার দেখানো দরকার।'

'বড়া গ্রহাম? তাকে দিয়ে কোন বাজার হয়ে না।'

'নিপুণ অন্য ডাকারও পো আচ্ছন,' ইভিলিন বলল।

'সব ঠিক আছে,' মলি বলল। 'এ নিয়ে আর ভাববো না। তোমার কথাই বোঝায় ঠিক, সবই আমার কম্পন। উন, ভয়েস দেবী হয়ে গেল, এখানে আমার ভাইনিস্কুম কাজের জন্য যেতে হবে। আমি—আমাকে এখানে যেতে হবে।'

মলি তার অচেন্দ্র ব্যাখ্যা বিস্মিত করতে চাইলো। ইভিলিনকে তারই ব্যতিরেকে গেল। ইভিলিন শুধু আচার হয়ে ওর গমনপথের সিকে ডাকিয়ে রইল।

বারে।। পূর্ণে পাপের দীর্ঘায়িত ছায়া।

'আমার মনে হচ্ছে কিছু একটা করতে যাচ্ছি, বলচ্ছে?'

'ব্যাপারটা কি, ঘটিয়েছিল?'

৭১
'একটা কিছু করিছ। এতে ঠাকা রয়েছে—অনেক, অনেক ঠাকা।'
'সেব, মেজে, সবাধানে থেকা, কোন কামালের জন্য হওয়া। এবার 'আমাকেই বাপারটা দেখতে হবে।'
'হেসে উঠল হিহোরিয়া, হাসির মমকে ফেলে উঠল ও।
'বনে শাড়ি পেলে যাও।' ও বলল। 'কি করে খেলতে হব আমি তালে মানি। হয়েছে, এতে শেষে ঠাকা আছে, প্রচুর ঠাকা। কিছু দেখেছি আমি, নাকিতা ঠিক আমাকে করতে পেরেছিল। 'আমার মনে হচ্ছে ঠিকই পেরেছি।'
'আবার আগাইয়ে ফেটে পড়ল হিহোরিয়া।

'ইডিলিন...

'কিছু বলছ?'
ইডিলিন হিলিঙ্ডন বাক্যক্রমেই উঠল দিল, এতে প্রাণের সাদা ছিলিন।
সে আমার মনে ঠিকে ঠাকাও চাইল না।
'ইডিলিন, পন কিছু ফেলে যদি ইংল্যান্ড ফিরে যাই তোমার আপনি আছে?'
ইডিলিন ওর ছোট করে ছাটা চুল আঘাত ছিল চিরনির্দেশ। আমার কথায় ও দুরত ধরে দাড়ালো।
'আমরা তো সবমাত্র এসেছি। এ প্রাচী আসার পর তো তিন সন্তান কাটেন।'

'আজে। এবং—তবে তুমি কিছু মনে করবে?'
ইডিলিনের চুবু দৃষ্টি অবশ্বাসভরে স্বীকার করিয়ে চাইল।
'তুমি সত্যই ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে চাইছ যা বাড়ি ফিরে যেতে চাও?'
'হাঁ!'
'লাকিকে ছেড়ে?'
একটি, তুইকে গেল হিলিঙ্ডন।
'তুমি—তুমি নিশ্চয়ই গোড়া থেকেই সব জানো—আমরা এভাবে যে চলেছি?'

'ভালই আজে।'
'কোনদিন কিছু বলা নিতেও?
'কেন বলব? করেক বছর আগেই সব মিটে গেছে। আমারা দুজন
সব কিছু ভেঙে দিয়ে মাঝে চাইন। আর তাই নাটকের অভিনয় চালিয়ে গেছি—বাইরের ভয়ে বহার রেখেও চলেছি। একটা ধামল ইভিলিন, তারপর চারার বলল, ’কিছু ঠাকুর ইল্যাস্টে ফেরার জন্য বাধ্য হয়ে উঠলে কেন?‘

’কারণ আমি পারে ভেঙে পড়তা মুখে এসে দাঁড়িয়েছি। আর এই মেনে নিতে পারছি না, ইভিলিন। কিছুতেই পারছি না।‘ শান্ত এডওয়ার্ড হলি লাজে যন্ত্র মনে নন্দ বাণী, তার হাত কাঁপছিল। দোক গিলতে তার অরেখাদি অন্ধকারে যন্ত্র প্রচন্ড সংগীত করছে গেল।

’ভগবানের দোহাই, এডওয়ার্ড,‘ কি হয়েছে?‘

’বিছুই প্রাপ্ত নয়, আমি শুধু এ জড়তা ছেড়ে চলে যেতে চাই—!‘

’তুমি পাগলের মত লাকির প্রেম ভেসে চলেছিলে। আর এখন তা কাটিয়ে উঠছে। এই কথাটাই আমাকে ক্ষোন্তাতে চাইছে।‘

’হাঁ। আমি অবশ্য আশা করি না তুমি আপনের মতই আমাকে নিতে পারবে।‘

’একথা এই মহা থাক। আমি আপন কেবল জানতে চাই তোমার এ কথা কথার কারণ কি, এডওয়ার্ড। তুমি অনিশ্চিতভাবে ভুঁফ।‘

’এটা অনিশ্চিত নয়।‘

’অবশ্যই তাই। কিছু কেন?‘

’এটা সম্পত্তি নয় যখনও?‘

’না, ইভিলিন বলল। ’পরিস্কার ভাষায় বলা থাক—তোমার সঙ্গে কোন এক মেয়েটারের ভালবাসার ব্যাপার চলেছিল। এটা পরিস্কার। সে ব্যাপারটা ধরে নিছ মিষ্টে গেছে, নাকি মেটিন? বেধে যে তার দিক থেকে মেটিন, তাই কি। প্রেম ব্যাপারটা কানে? মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে বাই।‘

’এ জানিনা,‘ এডওয়ার্ড উত্তর দিল। ’সে কোনোদিন কিছু বলেছিল। সব সময়েই তাকে বন্ধনে বন্ধনী বলে ভেবেছি।‘

’পরেরস্তো বাংলা রকম বন্ধন হয়,‘ চিন্তিতভাবে বলে ইভিলিন।

’তাছাড়া—হয়তো প্রেমেরও বাইরে কোন টান রয়েছে।‘

’সে তো তোমাকেও ইচ্ছিত করেছে, তাই না?‘ এডওয়ার্ড বলল উন্মত্ত দাও—আমি জানি ও করেছে—!

’ওহ, হাঁ,‘ ইভিলিন তাছাড়ার মুখে বলল। ’ও এরকম সবাইকেই করে। প্রেমের মুখেই এইরকম। এতে তাই মনে করার কিছু নেই। এটাকে চাইন। আল্লাহ আমরা কবরে স্মৃতিতে ভেঙে থাক|
এর জন্য তোমারও টান আছে, ইভিলিন? সত্য কথাটা আমার চাই আমি।'

'প্রেমে, ওকে আমার ভাল লাগে—বেশ মজার মানে। ভাল লভ্য হতে পারে ও।'

'ব্যাপস, শুধু এইটিকে তোমাকে কিছু করতে ইচ্ছে হয়।'

'ব্যাপারটায় তোমার কোন এক্স করায় সে কথাটি ভাবছি,' শঙ্কে সম্রে বলল ইভিলিন।

'হ্যা, এটাই আমার পাত্ন্য তা ঠিক।'

ইভিলিন জানালার কাছে গিয়ে নাইরে তাকালো, তারপর আবার ফিরে এলো।

'আমার ইচ্ছে তোমার অস্ত্রক্ষর ব্যাপারটা যদি বলতে ভালো হত, এডওয়ার্ড।'

'সবই ঠা। বললাম।'

'সেটাই ঠিক কিনা ভাবছি।'

'সামান্যক এক পাগলামি মানুষকে কোথায় পৌঁছো দিতে পারে। তোমার বোধ হয় নাই, বিশেষ করে সেই ভাব যে বখন কাঁটাই ওঠে।'

'বোধ হয় এটা করতে পারি। আমার অশ্রু লাগছে এটা ভেবে যে লাফির নিচতেই তোমাকে মুঠাতো রাখার মত কিছু একটা আছে। সে শুধু কোন বাজি হওয়া রাখতা নয়। আমার সত্যি কথাটা বলতেই হবে, এডওয়ার্ড। আর এটা করলে তোমার পাশে দাঁড়োতে পারি।'

চাপা গলায় এডওয়ার্ড বলে উঠল, 'এর কাছ থেকে এখনই যদি সব না বেতে পারি—এক ঘনে করে ফেলতে পারি।'

'লাফিকে খুন করেব? কেন?

'কারণ ও আমাকে যা করতে বাধ্য করেছে আমি।'

'তোমাকে দিয়ে ও কি করিয়েছে?

'আমি একটা খুন করতে ওকে সাহায্য করেছিলাম—'

কথাগলা প্রকাশ হওয়ার পর এক আগ্রহ নেমে এনেইভিলিন হ্রাস করিয়ে তাকালো এডওয়ার্ডের নিকে।

'কি বলছ তোমার জানা আছে?'

'হ্যা, জানি। আমি কি করিছে তখন জানতাম না। ও আমাকে একটা—'
কাজ করে দিতে বলে—কেমনের দোকান থেকে কিছু আনতে হলে ও। আমার
কলামের জানা ছিল না ও সেটা কোন কাজে লাগাতে—ও আমাকে দিয়ে
ভাসাতের একটা ব্যবস্থাপনা করি করিয়ে নেয়……।'

'এটা কথে হয়েছিল কি?'

'চায় বছর আগে। আমরা যখন মাটিনিকে ছিলাম—সখন—খন প্রেরের
গ্রাম—।'

'মানু, প্রেরের প্রথম স্তো—গলে রা তুমি বলছ লাকি তাকে নিয়ে খাই-
যাচ্ছিল কি?'

'হাঁ—আর আমি ওকে সাহায্য করি। যখন বুঝতে পারলাম—।'

লা দিল ইনিন।

'কি ঘটেছে যখন বুঝতে পারলে তখন লাকি তোমাকে বলে তুমি কথা
করেছে, হঠাৎও তুমি এনেছিলে, আর তুমি আর ও দুজনই ওর মধ্যে ছিলে।
এই তো কি…'

'হাঁ। ও বলেছিল অনুক্র প্রের বেশ ও এটা করে গলে—কার
স লাকি তোমাকে অনুস্থান করেছিল ওটা করে ওকে যশো থেকে মনুষ
দিতে।'

'অনুক্র প্রের বেশ খন। বিকেল। আর তুমি ও তাই বিখ্যাত করে
নাও।'

ফিছুকিগ নীরবতার পর এডওয়ার্ড বলল, 'না—ঠিক যাই নয়—এত
চালে তো বার্স প্রের বিখ্যাত করে কারণ বিখ্যাত করেকে চোপেছিল' বলে
—তা ছাড়াও ওর প্রেরাম আমি মনুষ ছিলাম।'

'তালিকা ও যখন প্রেরে করেস্তল—তখনও বিখ্যাত করেছ?'

'মনে হত সেইভাবে তৈরি করেছিলাম।'

'আর প্রের কি? যে স্থানে যাচ্ছিল না বাস?

'কিছু আনত না সে।'

'বিখ্যাত করতে পারিত না।'

এডওয়ার্ড ইনিল্লোন বেন আত্মনাদ করে উঠল।

'ইনিল্লোন, আমি এটা থেকে মনুষ চাই। ওই মেয়েমানসোষটা এখনও
আমাকে যা করেছিল তার জন্য বাজ করতে চায়। ও জন্মে আমি ওকে আর চাই
না। চাও—? ওকে আমি মনে প্রণেতার ঝুঃ করেঃফিছু আমাকে বেন ও
ভাবতে বায়ে করতে চায় আমি এখনও ওর কাছে বাঁধা পড়ে আছে—বে কাজ

৭৫
দুজনে করেছি তার জন্মাই—

ইলিজিন ঘরে পারচারির করতে দুর্বল করল—তারপর সামনে এসে বাড়াল এডওয়ার্ডের।

‘তোমার গাছল গোলমাল তোমায় আনে? এডওয়ার্ড?’ তুমি একজন অতিরিক্ত আংশপ্রবন—আর সরল। এই শর্তনামী মেহনানক্রী টিক বেঁধাবে চেয়েছে সেই ভাবেই তোমাকে জমা পরেছে। আর কার কিছু লাগিয়েছে তোমার অপরাধের কথা। আমি নিজের ভাষায় পরিকার বলে দিয়েছি যে আপরাধের ভাষায় হেঁটে পরেছে তাহলে তোমার ব্যাবহারের পাপের নিকট তুমি ঝাঁকি সন্ধ্যা ব্যাবহারে চালিয়ে পাপের পাপের সাহায্য ছিলো আর সে তাই ‘আর কখনের মতো তোমাকে সহজেই কাজে লাগিয়েছে আর সেই অপরাধে অক্ষুন্ন করে তোমাকে আজ্জ্ব করে রেখেছে, যেন তোমার দুজনেই অভিজ্ঞ।

‘কিন্তু তুমি তা নও।’

‘ইলিজিনের’—এডওয়ার্ড একথা এলে এতে সেই সৌন্দর্য দিকে—

ইলিজিনের সূক্ষ্ম পিছনে ব্যাপারের দিকে গাড়ালো। তাঁর দৃষ্টি মালে।

‘যা বললে সব সত্যি, এডওয়ার্ড—ইংরেজ বলছ? নাকি সব তোমার বানানো।’

‘ইলিজিন, সত্যি না হলে একথা বলতে থাকে কেন?’

‘জাননা,’ আমি আসে বলল ইলিজিন—‘এর কারণ বোধ হয় আমি আর কাউকেই বিস্মার করতে পারছি না। আর কে জানে এই অবমানের কারণে বোধ হয় কোন কিছুই আমার আর আম্পা নেই।’

‘চলো, সব ফেলে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাই।’

‘হাঁ—এই যাবে আমারা—তবে এখনই না।’

‘কেন?’

‘আমারা যেমন চলচ্চ তেমনই চলব—আপাতত এই থাকবে। এটা খেয়ে দরকার। ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, এডওয়ার্ড? আমাদের ভুলোয়া কি, কোন ভাবেই লাইফ যেন জানতে না পারে।’
ত্রেনে। বিদায় ভিক্টোরিয়া জনসন

সম্ভাব্য পর প্রায় রাত নেমে আসতে চলেছিল। হোটেলের ফটোল ব্যান্ডে প্রায় সামান্য সুন্দর। টিম তাজিনরমস্তের পাশে দাঁড়িয়ে দুটি মেলে থেকেছিল চর্চারের দিকে। কয়েকটা খালি টেবিলের আলো নিয়ে দিল ও।

কারা কণ্ঠস্বর পাশে ভেঙে উঠতে ও ফিরে তাকালো। 'টিম, তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে পারি?'

'হাম্মেনা, ইত্যাদি, কিছু করতে হবে?' টিম বললো।
চর্চাকে একবার তাকিয়ে নিল ইত্যাদি।
'চল, ওই টেবিলের পাশে বসে কথা বলি।'
চর্চার শেষ প্রার্থনের দিকে এগিয়ে গেল ইত্যাদি। ধারে কাছে আর কেউ তখন ছিল না।

'টিম, তোমার সঙ্গে যে কথা কল্পিত 'তাতে কিছু মনে কোর না। আমি মালার ব্যাপারে খুব চিন্তিত।'
টিমের মুখভাবে সঙ্গে সঙ্গে পালিত হল।
'মালার কি হয়েছে?' ও তাতেতে প্রশ্ন করল।
'ও যে খুব সুন্দর মনে হয় না। কেকে যেন উদ্বিগ্ন।'
'ইদানিং কোন কোন ব্যাপারে ও একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছিল।'
'আমার মনে হয় ওর ডাকার দেখানো দরকার।'
'হাঁ, সেটা জানি, কিছুও কিছুতেই সেটা করবে না। ও মেমাজাকরে।'
'কেন?
'মানে, ঠিক কি বলতে চাইছে।'
'আমি কল্পিত কেন? কেন ডাকার দেখাতে ধারণ করে ও?
'মানে,' টিম যেন না বুকেই উত্তর দিল। 'এ ধরনের অনেকেই থাকে যারা ডাকারের নামই ভয় পায়, ডাকার কি বলবেন ভেবে।'
'কেক নিয়ে তোমারও ভাবনা হয় তাইনা, টিম?'
'হাঁ—হাঁ খুবই ভাবনা হয়।'
'তোমাদের পরিবারের একে কেউ নেই যে এসে ওর কাছে থাকতে পারে?'

৭৭
'না। তাতে অর্থাৎ খারাপ হবে।'

'এর আদায়ব্যবস্থাদের ব্যাপারে গোল্মালটা কি?'

'সাধারণত সে হয়। সকলের সঙ্গে বনবন নেই, বিশেষ করে ওর বাসের সঙ্গে। অন্যতম ধরনের মানুষ তারা, মল্লী তাই বলতে গেলে সব সম্পর্ক ছেড়ে ফেলেছে। আমার তো মনে হয় ভালই করেছে।'

'ইতিহাসেনকি, ইতিহাসতে করে বলি,----'বাশে মাঝে ওর সব কোনো অন্ধ-কার হয়ে যায় বলেছে। তাহারা গোল্মালকে ও ভর পায়। এটা একবরণের বাঙ্গালি।'

'না, না, একথা গোল্মাল।' তিনি বললে ঠিক। 'আমার মনে হয় এটা স্নায়বিক কোন ব্যাপার। একটু ইতিহাসে আমার জন্য ও হতে পারে। সব কাজের রঙের মতো চাপড়ি। এখানে অন্যতম সব ব্যাপারও ঘটে।'

'মারাত্মক যায় পথে কি যাত্রা হয়?'

'মানুষ তো কিছুটা ভর পায়। কেউ বারে বিড়াল চুলকে কোনো ওটা গাছে শুরুরোপেরা পড়লো আবার কেউ গাছে ভর পায়।'

'আমার বলতে ইচ্ছে করছে না---তুমি তার কি মনে হয় না ওকে একজন মনোমাচরকে দেখানো তারা।'

'না। প্রায় একটা পড়ল ঠিক। আমি দেখি এই ধরনের স্নায়বির মনোমাচর নিয়ে বাদরামি করতে দেখানো। ওদের উপর আমার বিশ্বাস নেই। ওরা মানুষকে আরও খারাপ করতে চায়। তোমাকে ওই মনোমাচরের পিছনে না-পড়ে।'

'ওদের পারিবারিক বাহাল এই ধরনের ব্যাপার ঘটেছিল বলেছ? মনে--এই রকম কোন মানোবিক রোগ।' একটু ইতিহাসে করল ইতিহাস। 'মানোবিক শৈলী'র মতো গোল্মালের কিছু?

'আমি এ নিয়ে আলোচনা করতে চাই না। এসব থেকে ওকে আমি দূরে পারিয়ে এসেছিলাম। এখন ও সেই বললে ছিল। ওরা যার হয়েছে তা সামান্যা মনোমাচর কিছু---এবং এসব রোগ কিছুই বাড়ানোতে চায়, সবাই তা জানে আছে। আমি এই সবক্ষেত্র ব্যাপারে বরদান করে না। সম্পূর্ণ সমৃদ্ধ আছে মনী। ওই তত্ত্বাবধায়ক ব্যাপারে যার বাধাতেই তা গন্ধগোল শুরু হয়েছে।'

'তাই কি,' চিন্তিতভাবে বলল ইতিহাস। 'কিছু মেজর প্যাল্গ্রেভের মতোই কোন রকম চিন্তার কারণ আছে বলে মনে হয়?'

৭৮
'না, তা ছিল না। তবে কেউ আমাকে তারা গেলে একক সমাজিক ধারা নাগা স্বাভাবিক।'

টিমকে বেরকম মবারা আর হাজার মনে হল যে ইভিলিনের বক্তা চাচর নিয়ে উঠল। ও টিমের হাতে ওর হাড়া রাখল।

'থাক, তোমার কি করে নিষ্পত্তি ভালোই জানো, টিম। তোমার বলছিলাম আমি কাজের কোন সাহায্য করতে পারি—বলো, মাল্কে নিয়ে বল, নিউইকেল' ও মহানান্তে যাই সেখানে সত্যিকার তল ভাড়ারের প্রামাণ্য পেলেও পারি।'

'হোমের প্রতারের জন্য ধারনাদ দিয়েছে, ইভিলিন, তবে মনি ঠিক আছে।
ও আগে আঁটে তারা হয়ে যাচ্ছে।'

সাঁঘাতী হয়ে মাথা কাঁকালে ইভিলিন। ও চাচরের শেষ প্রার্থনা তে হয়ে এখার বক্তা হাকীক নিয়ে করে নিন। ভোরের ভাগ লোককে নিজের গলায় ফিয়ে দেখ। ইভিলিন গোলার কিছু ফেলে গেল কিনা দেখতে স্পষ্ট আমার কথা সেই টিমের শিরক-লাগানো। গলার মুখ শুনে উত্তেজিত হয়ে ঠোকালা।
টিমের দৃষ্টি অনুসরণ করে চাচরের পাশে সমীত্যর দিকে তাকিয়েই প্রায় কাঠ হয়ে গেল ও ও।

উপকূলের দিক থেকে সিমরির কাছে হেঁটে আসছিল মালি। কোন বেন নামালোর সম্বন্ধে কথায় চলছে না জেনেছি সে হেঁটেছিল, সারার শরীর ওর দাত্তর করে দুজন প্রার মতই লাগছিল। একে দেখে চিকতার করে উঠল তিনি।

'মালি! তিনি যে কথায়র?'

টিম প্রায় গেলে থেকে মালিরে নভো করে, ইভিলিনও অনুসরণ করল।
মালি তুমিকে সিমরির মাঝারে সেখানেই দাঁড়িয়ে ছিল হাত দিয়ে দেখতে নেই। ও আঁকাবাপ গলায় কর্দা বলে উঠল।

'আমি একে দেখছিলি...ও বেই কেপের নামালো গেলে আছে...ওই যে নামালোর মোটামুটাটে...আমার—আমার হাজারা দেখ' ও হাজারা মালির ধরতে ইভিলিন প্রায় বলল। হাজারা মালির হুমকি অনুভব নাগ সেখানে চেলে। অগ্র আলোর দাতার পথ দিয়ে পারা না তেলেও ইভিলিনের সেখানে রাইল না ওয়ালের পথ আলে।

'কি হয়েছে, মালি?' চিকতার করে উঠল তিনি।

'তেই যে ওখানে', মালি বলে উঠল। প্রায় টেলে উঠল মালি। 'ওই কেপের ময়দা...'}
টিম একটি ইজন্য করে ইঞ্জিনের দিকে তাকালো, পরম্পরাতেই ও মালিকে তার দিকে সমান্য ঠেল দিয়ে সিপড়ি দিয়ে দুই নেমে গেল। ইঞ্জিন দুইপায় চড়িয়ে ধরল মালিকে।

'শান্ত হুঁ, মালি। এসো, এখানে একটি বোসো। কিছু বাওয়া দরকার তোমার।'

মালি চর্চায় বলে স্বার অবসমানের মত এলিয়ে পড়ল টোলেলে স্বার আর দুটো হাত আড়াতাড়ি ছড়িয়ে। ইঞ্জিন তুলে নিয়ে করল না আর।

মেশেটকে একটি, সামলে নিয়ে সময় দরকার ভাবল ও।

'সব ঠিক হয় বাবা, মালি। 'ভেবোনা', ইঞ্জিন বলল শুন।

'কি যে সম প্রাণিনা', একটি পরে বলল উঠল মালি। 'কিছুই মনে নেই। আমি-', হাতে দুটো তুলো ঠাঁচ করে 'চিঠ্কার করে উঠল ও', 'আমার, কি হয়েছে?'

'সব ঠিক আছে, সোনা, সব ঠিক আছে, এ নিয়ে ভেবোনা।'

টিম ধাঁহে পা ফেলে সিপড়িতে উঠল ও। এর মুখবারা ভয়ের প্রথমে।

ইঞ্জিন স্থায় দৃঢ়িতে ওর দিকে তাকালো।

'আমারের একজন কাজের সেরে', টিম বলল। 'কি 'যেন ওর নাম—ও হয়, ভিক্টোরিয়া। কেউ তাকে ছরি মেরে খুন করতে ছাড়ে।'

চৌদ্দ ॥ তত্ত্ব

বিজ্ঞানার ফুলেছিল মালি। ডা গ্রাহাম আর ডা রবার্টসন ওয়ার্ল্ডইজিয়েন্সের দুইগুলি পদ্রিল ডার্কার ওর একপাশে আর অন্যপাশে ছিল টিম। রবার্টসন মালির নাটকে দেখিয়েছিলেন। বিজ্ঞানার কাছেই দাড়িতে থাকা পদ্রিলগুলি পোশাকের ইনস্পেক্টর ওয়ার্ল্ডের দিকে তাকিয়ে তিনি মাথা নাড়লেন। ওয়ার্ল্ড সেন্টার অফরের পদ্রিল কম্পাচারি, কচ্ছ, গাড়ি রঙ পরিবর্তনের।

'শুধু মোটামুটি বক্তব্য শুনতে পারেন, এর বেশি নয়', ডাক্তার জানালেন।

ইনস্পেক্টর সার দিলেন।

'মিলেস কেন্দ্র, বলতে পারেন মেশেটকে কিভাবে দেখতে পেলেছিলেন?'
মনে হল বিহারীর পুরুষ খাকা রুটি কথাটা প্রকল্পে পাওয়া। তারপরেই গুম, দোকান কাঠময় জেলে উঠল।

'বোলো মেঝে, একটা লালা কিছু...'।

'আপনি সাদা রঙের কিছু দেখতে পান? তারপর কি সেটা দেখতে এগিয়ে গিয়েছিলেন? এই তো?'

'হাঁ-কি একটা লালা দেখান পড়েছিল-আমি-আমি তাকে তুলতে চাহি করলাম-রক, শুধু, রক-আমার দুই হাত রও তো বেলােল।'

কাপড়ে চাইতে ডাল।

dৃষ্টান্ত সাদা কালাম। রবার্টসন চাপা মুরে বললেন,-'না, ওকে আর কথা কালাম উচিত হবে না।'

'উপকরণের রাশার আপনি কি করেছিলেন, মিসেস বেন্টল?'

সমুদ্রের পরম বাদাস-ক্ষুব্ধ ভাল লাগছিলো।'

'আপনি হামিদের মেয়েটি কে?'

'ভিক্টোরিয়া-ভাল মেয়ে-ও হাসতো-খুব হাসতো। ওহা! আর—

আর ও হাসতে না—আর হাসতে পায়বে না। উঁ-কোনো কিছুতে পারবে না-কোনও দিন না—', প্রায় উজ্জ্বলতম মন্দ চিত্রকার করে উঠল ডাল।

'ডালি ও রকম করেনা।' তিনি বলে উঠল।

'শাব্দ ছেড়—', ডঃ রবার্টসন বলে উঠলেন পশ্চিমার দুই ভাগে।

'এবার ছোট একটি ওষুধ—', তিনি ইন্জোক্লেনার সুচি বের করলেন।

'চাপ্পা নষ্টার আগে ওকে আর কথা বলানো বারবার', তিনি বললেন।

'আমি পরে আপনাদের খবর দেয়।'

২

সুদর্শন বিশ্লেষণের নিবিদ্ধী নিবিদ্ধী টেবিলের সামনে বসে থাকা দোকানের ধুপতে একবার ভালোবাস।

'ভালোবাসের নামে কোথা, এর বেশি আমি আর কিছুই ভাবিনি', নিবিদ্ধীটি গলে উঠল। 'যা বলেছি তার বেশি আমি ভাবিনি।'

লোকটির কঠিন বিষয়ে কিছু ধার দেখা মিলেছিল। দৌহিত্রস্বাস

বেলেন তালিকাটি। টেবিলের উপর দিকে উপকীট সেট অনেকের ভারপ্রাপ্ত

ধর্মীয় ইংরেজী ভাষা ইংরেজী প্রণয়ের ইতিহাস লোকটি নেট হয় ভাগে বেরিয়ে যায়।

হেল-১

ঢাকা
‘ও যা জানে সবটা বজ্ঞান অবশেষ’, ওরেস্টেন কলেজে শান্ত হয়ে।

‘তবে এটা কী আমার জানালাম।’

‘তোমার ধারণা ও নিষেধ?’ তেলেনটি জানতে চাইলেন।

‘হ্যাঁ। ওদের দুঃখের সম্পর্কে ভালই ছিল।’

‘ওরা বিবাহিত ছিলেন কি?’

লো ওরেস্টেনের মধ্যে একটা হাইস্কুলের রেখা ফুটে উঠল। ‘না’, তিনি উত্তর দিলেন, ‘ওদের বিয়ে হয়নি। এই স্কুলে বিয়ে ব্যাপারটা তোমাদের জ্ঞান পেয়ে যায় না। অবশ্য ওরা সহস্রাব্দের নামকরণ ঠিকই করে। ওদের দুটো বাচ্চা।’

‘তোমার কি মনে হয় লোকটা এ ব্যাপারে ভিত্তিস্থাপন করেছিল কি?’

‘ওরা সমন্বয় না। আমার মনে হয় লোকটা এ ব্যাপারে নান্দনিক বোধ করতে চাইতো। তার এটাও কল্পনা। ভিত্তিস্থাপন খুব বেশী কিছু জানত না।’

‘তবে ব্যাক্তিগত করার পক্ষে যথেষ্ট?’

‘ব্যাক্তিগত কথাটা বাংলায় করা সহজ কিনা জানিনা। মেরোটা এর অংশ জানত বলে মনে হয় না। নূখ বলে রাখার জন্য কিছু অথ নেওয়াকে যে কল্পনাই ওই অংশে প্রহর করেন। একটা ব্যাপার নিশ্চিতই জানেন এখানে রাখা আসে তাদের অধিকাংশই স্কুলের মানুষ তাই তাদের নেতিক চরিত নিয়ে বোঝি করলে সব জানতে দেরি লাগবে না।’ ওরেস্টেনের কঠিনমূলক সামাজিক–

‘সব রূপ মানুষের নিজেই অমান্যের কার্যকর তা জ্বালায় করি’, তেলেনটি বললেন। ‘কোন স্কুলের ছাত্রীয় যে জোং কথাটা গ্রহণ ব্যাক্তি জন্য সেইটিকে কিছু উপহার দিতে পারে। টাকাটা যে মূর্ধ রাখার জন্য সে কথা না বলাই যথেষ্ট।’

‘ঠিক এটাই।’
শ্রেষ্ঠ কার্যকরের হাসিকৃতি ভঙ্গিতে জ্যেষ্ঠ প্রবেশ করল।

‘আমি উপস্থিত’, সে বলে উঠল ঘরে ঢুকে। ‘সাহায্য হিসেবে কি করতে পারি, জমাইবাদামেরা? মেয়েটার ঘটনা অতি দুঃখজনক। কেনই ভাল ছিল মেয়েটি। আমারা দুজনেই পছন্দ ফাড়ি। মনে হচ্ছে অন্য কোন পর্যন্ত সংবাদ কিছুই, কোন ঝাড়াকাণ্ড হবে হয়তো। তবে মেয়েটাকে দেখে কোন মানসিক সম্পত্তি ছিল বলে তো মনে হয়নি। গতরাতেই ওর সঙ্গে ঠাঠা তামাশা করেছি।’

‘আমাদের বিদায় আপনি একটা ওবুচ খেতে অভ্যস্ত, মিঃ জাইনে—সেরেনাইট নাম ওঁধুঠার?’

ঠিকই বলেছেন। ছোট গোলাপী রঙের ট্যাবলেট।’

‘ভান্তারের প্রেরকিপ্পাশ অনুশীলি থাকছেন ওঁধুঠার?’

‘নিশ্চয়ই। পরকার হলে দেখতে পারেন। একটা, বেশি রকম রান্ডপেশার পাশে আমার অনেকের যেনম থাকে শুনোনি।’

‘একটা কম লোকেই সেটা জানেন।’

‘আমি লোককে বলে বেড়াতে চাইনা। আমি সর্বাধিক আচ্ছি—অনেকের মত নিজের অসুস্থতা নিয়ে ঢাকে বাঘানো। আমার পছন্দ নয়।’

‘কষ্কুলো পিল আপনি খান?’

‘দুবার বা তিনবার সারা দিনে।’

‘আপনার অনেক ওবুচ কেনা থাকে?’

‘হাঁ। প্রায় গোটা ছয় মাত্রেল সঙ্গে রাখি। বরং সেগুলো সর্টকেসে চারি বন্ধ করে রাখা থাকে। বাংলার কারণ জন্য একটা বোতলই বাইরে রাখি।’

‘কিছু, কোন আলো ওই বোতলটাই খারাপ প্রতিকৃতিকে না প্রতিষ্ঠিতে না।’

‘ঠিকই বলেছেন।’

‘আপনি ভূতারিয়া কনসনকে বিজ্ঞাপন করেছিলেন সে দেখেছিল কিনা?’

‘হাঁ, বিজ্ঞাপন করেছিল।’

‘সে কি বলেছিল?’

‘সে বলে শেষবার বোতলটা সে আমাদের বাধ্যের তাকে দেখেছিল। সে খুরো দেখতে বললো।’

‘আরপর কিছু হয়?’

প্রায় সে বক্তারকে বোতলটা এখন ভেঙ্গে ফেলে আসলে চায় এটা লেগে দেওয়া

ফিরুনি অফিস
আপনি কি জানেন?

হ্যাঁ, তবাই, কেবল খবে পেয়েছিল সে তাও জানতে চাই। ও বলে শুনতাতাও মেজর প্যালগ্রেডের ঘর খুলে পেয়েছিল। আমি জানতে চাই 'গো ওখানে গেল কি করে?'

তার উত্তরে সে কি বলে?

'ও বলে জানলেনা, তবে —’, প্রেমরী সামান্য ইতরত করল।

'বললেন, মিঃ ডাইসন।'

'প্রায়, ওর হাস্যভাবে আমার কোন ধারণা হয় ভিঠিকোর্টিয়া যা বলছিল তার চেয়ে তার বোধ জানা, তবে আমি তেমন মাথা বাঁকাতে চাই।' খুব একটার গম্ভীরতার চিহ্ন দেখি। 'আমার সঙ্গে আরও অনেক রকম লোক আছে, তাই ভেবেছিলাম তুলনাত: হয়তো রেন্ডারা বা আমি কোথাও কেনে এলেছিলাম। নেতার প্যালগ্রেড হয়তো সেটা দেখে তুলে নিয়েছিলেন আমাকে পরে দেখেন বলে, তারপর হয়তো তুলে গিয়েছিলেন।'

'এ ব্যাপারে শুধু এটিকে জানলেন, মিঃ ডাইসন?'

'হ্যাঁ, এটিকে জানি। সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপারটা কি খেল করেই? কেন?'

কাঁধ ধাঁকালেন ওয়েস্টন। 'অবশ্যই পরিপ্রেক্ষিতত সব কিছুই করেই হয়ে উঠতে পারে।'

'পিলগুলো কিভাবে আসছে বুঝতে পারলাম না। আমি ভালবালা কেবল কেনেটি ছানার ঘায়ে মারা যাওয়ার সময় আমার গতিবিধির বিষয়ে হয়তো জানতে চাইবেন আপনারা। তাই বোধ হয় পেয়েছিল কাজে লিখে নেনি।'

ওয়েস্টন চিন্তিতভাবে তাকালেন।

'তাহি বুঝি? খুব প্রোগ্রামার কাজেই করেছেন, মিঃ ডাইসন।'

'কামেলা হতশী এঁকানো যাই তাহি 'ভাল, ভাবলাম', প্রেম উষ্ণ দিল, তারপর এক্ষেত্রে কাজে পরিস্নিচ্ছেন করল।

ওয়েস্টন কাপড়টার চোখ বোলাতে চাইলেন, বেফনির চেয়ে নিয়ে একটা সামনে এলে তার কাঁধের উপর দিয়ে তাকালেন।

'বুঝি পরিকল্পনা', দু-এক মুহূর্ত পরে বললেন ওয়েস্টন। 'আপনি আর আপনার সহ আপনার বাঙ্গালার নৈশভূতের জন্য তৈরি হয়েছিলেন, তখন না যাতে দশ মিনিট ভাড়াতে। এরপর আপনারা চেয়ে পার হয়ে
এগান আর সেনারা দা চয়ুনপ্রোর সঙ্গে একই পানকার গ্রহণ করেন।
পৌরী নটার কর্ণেল ও মিসিস হিল্ডেন আপনাদের সঙ্গে যোগ দিলে আপনারা খেতে যান। আপনার বর্তমানে মনে পড়ে আপনি রাত সাড়ে 
এগারোটায় শুঁতে চলে যান।'

‘নিচেরই’ গ্রেগ বলল। ‘আমি অবশ্য জানিনা মেরোটি ঠিক করার মারা 
মারা—’

পৌরীর মধ্যে সমানতম প্রশ্নের প্রশ্ন থাকলেও লোগ ওয়েস্টন মোটের লক্ষ
করেন নি।

‘মিসিস কেঁদলাও কেদেথে পার বলে শুনেছি, তাই না?’ গ্রেগ এবার 
প্রশ্ন করল। ‘বেগ ধরা খেরোছিল ও বলা বাহুল্য।’

‘হাঁ। বং রেইনাইন ওঃকে খুবোর ওয়ে দিয়েছেন।’

‘তখন তো বেশ রাত, মনে হয় সকলকেই বেই হয় শুরুতে চলে গিয়েছিল?’

‘হাঁ।’

‘তিনি অনেকক্ষণ মারা গিয়েছিল? মানে, মিসিস কেঁদলাও কে বখল 
আবিভার করেন?’

‘সঠিক সময় আমারা এখন ঠিক জানি’র, ওয়েস্টন সহকর্মীর বলানে।
‘কচিরি বল্ল। বিচিত্র একটা অবস্থার সময়ে পড়েছিল ও। একটা 
বাপার হল গতরাতে ওকে প্রায় দেখি নি। ভেরোহিলাম মাখান হওয়ার 
সমষ্টিতে সে শুরুতে আছে।’

‘মিসিস কেঁদলাকে শেষ কথন দেখেছিলেন?’

‘ওহ, দা অনেক আরে, পোশাক বদলাতে যাওয়ারও আগে। সে টোলে 
খানা কিনিসগুল পুটুর রাখছিল, নামিন্দা ওঃঃ ঠিক কর রাখতে দেখে-
ছিলাম।’

‘বুঝলাম।’

‘ওকে তখন বেশ হাসিমুখী মনে হয়েছিল’, গ্রেগ বলল। ‘বেশ ঠাট্টা 
করার মেজাজকেই ছিল ও। সত্যি ভাল মনে। আমরা সকলেই ওকে পছন 
করি। ঠিক খুবই ভালবাসাম।’

‘ঠিক আছে, খওয়াজ, মিঃ ডাইসন। তাহলে ডিটেকটিভা জনসন আপনাকে 
বোতলটা দেবার সময় আর কিো বলেছিল কি না মনে পড়েছে না আপনার?’

‘না—থাকলাম ওইকোই। পাশে আমাদের চেরেছিল সে ওই ওস্টার 
বোতলটা আমার হাতে রাখানো অর্নিন কিনা। ও ওটা প্যাল্টাফের ঘরে পেয়েছিল।’

৮৫
'গোটা কে রেখেছিল ও জানত না?'

'মনে হয় না—টিকে মনে পড়ছে না।'

'দাইলেন,' যে ডাইলেন'

প্রেরণা বিদায় নিল এবার।

'খুবই বিবেকসান্ন, কাগজটা তুলে বললেন ওয়েলসন। 'বেশ কোৱালে জানতে চাইছিলেন ওর রাতের গাছিকাঁধি সম্পর্কে?' আমার কি ভাবাছি?'

'একবার যেলে মায়ার উদ্ধার মনে করছে?' ডেভনডি বললেন।

'এটা লম্বা কঠিন। নতুন লোক আছে বারা নিজেদের নিরাপত্তা নিজে বেশি ভাবান্তঃষ্ট করে, তারা কোন কিছুতে জড়িয়ে পড়েতে চায় না। এর কোন কারণ নেই যে তাদের কোন অপরাধবোধ থাকে। আবার এমনিই হতে পারে ব্যাপারটা তাই।'

'এর সুযোগের ব্যাপার কি রকম? করাই তোমার অঞ্চলে নেই বলেই মনে হয়, বিশেষ করে ব্যাপারের তালে তালে নাচাচান হয় থেকে, আর যাওয়া আসায় করে। লোকে ইচ্ছেতে টেবিল ছেড়ে উঠতে বেরীয়ে যায়। ডাইলেন দোকান ফেলে বেরীয়ে যেতে পারতো। যেখানে লোকের পক্ষেই তা সম্ভব ছিল। তবে ওর কোথায় চাইছিল আম কাজ যেন করেন,' চিন্তিতভাবে কাগজটার নিকে তাকালেন তিনি; আমার সন্দেহ হচ্ছে এটা সে ইচ্ছে করেই আমাদের বলছে।'

'তোমার তাই মনে হয়?'

অন্যজন একেবারে উত্তর দিলেন, 'মনে হয় সম্ভবই না।'

তারা দুঃখে মে ঘরে বসেছিলেন হঠাৎ তার বাইরের কিছু, গোলমাল শোনা গেল। উঠু গলায় কেউ ঘরে ঢুকতে দেবার দাবী জানাতে চাইছিল না।

'আমি কিছু বলতে চাই। আমাকে ভলসোদকদের কাছে বেরতে দিন। আমায় পুলিশের কাছে বেরতে দিন।'

উদ্দীপনা একজন পুলিশ কর্মচারি দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকল।

'এখানকার একজন রাইডার, স্যার,' সে বলল। 'আপনাদের সঙ্গে খালি দেখা করতে চাইছে। বলছে আপনাদের ঘরে জর্ডান কিছু জানাতে চায়।'

একজন চাঁদ গাছ রেখে লোক, মাঝার রাইডারের ট্যাঙ্ক—পুলিশ কর্মচারীকে প্রায় ঠেলে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। পাকালার একজন অক্ষুন্ন আমাদের সে, সম্ভবত একজন কিউবার লোক, সেই অনেকের চোখের কেউ নয়।

'আপনাদের বলছি, স্যার,' লোকটা বলে উঠল। 'উনি রামাজনের সঙ্গে
দিয়ে চলে গেলেন, ওর হাতে একটা ছুঁড়ি ছিল। হয়, সের, একটা ছুঁড়ি
প্রস্ত দেখেছি। ছুঁড়িটা তার হাতে ধরা ছিল। মহিলাটি আমার রামাজান
পেরিয়ে দরজা দিয়ে চলে গেলেন বাগানের দিকটায়। আমি নিজের চাহে
দেখলাম।

'শান্ত হও, শান্ত হও, ডেভেনটি বললেন। 'কার কথা বলচ তুমি?'

'বলচি, সার। আমি কার মাত্র কথা বলচি। মিসেস কেন্ডাল। তার
হাতে একটা ছুঁড়ি ছিল, তিনি মনের নিচে রাগানের দিকে চলে গেলেন। ঠিক
রাতের খাওয়ার আগে—আর তুমি ফিরে আসেন নি।'

পনেরো। আরো কাট্ট

'আপনার সঙ্গে কিছু কথা বলতে পারি, মিস কেন্ডাল?'

'নিশ্চয়ই', টিম ওর ডেভেনের পাশ থেকে মুখ তুলল। কাগজপত্র ব্যাকরণের
চুক্তি ও সামনে চায়ের ইকুরন করল। ওর মুখভাষার আমন্ত্রণ, অবসান।

'কিভাবে এগেছেন? কিছু জানতে পারলেন? এ বাগানার মেয়ে
অভিশাপ লগাচে।' সবাই চলে যেতে চাইছে, প্রেরিত টিকিটের খোঁজ করছে।
সব বখন সকল হয়েছে বলে মনে হচ্ছিল, তখনই—। ভবানীর নামে বলাব, আপনারা বর্তমানে পারলেন না এই হোটেল আমার আর মার্লিন কাছে কতখানি।
আমাদের সব এতে চেলে কর্ণক নিয়েছি।

'আপনাদের উপর খুবই চাপ, আমি জনি', ইলসপেটর ওয়ারম্যান বললেন,
'মনে করলেন না আমাদের সহায়তা নেয়া নেই।'

'সব যাব তাড়াতাড়ি মিটে যেত', টিম বলল। 'বেচারি ভিক্টোরিয়া
সেলটা—ওই! ভারি চাল মেয়ে ছিল ও। মনে হয় ৫০ কোন গোলামেলে
প্রেরের ব্যাপার ছিল না হলে এসবে—। হয়তো ওর ম্যাজি—

'জিম এলিস ওর প্রাপ্তি নহ, তবে ওরা মানিশে নিঘনেছিল।'

'সব ব্যাপারটা দেখে মিটে গেলে চাল হয়, টিম আবার বলল। 'দুঃখিত,
আপনারা আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছিলেন, প্রথম কলামে কেন দক্ষিণ।'

'হয়, সেটাই এবার করিছ।' গতরাতির বিক্ষিপ্ত। ভাঙ্গারি মতে ভিক্টোরিয়া
জনন নিঃসূর্য ১০-৩০ থেকে মধ্যরাতের যে কোন সময়। যে সব
অক্ষুন্ন দেখা বাছে তাতে করা কেছেই সেটা ভেসন কার্যকর নয়।

৮৫
লোকেরা ধর্তর ঘোষায়েরা করেছে, পান, বাজনা আর নাত অলেও নিয়েছে, ঘর ছেড়ে চলছে এসেছে। খুবই কঠিন পরিস্থিতি।

'আমারও তাই ভাবিয়া। কিছু তাতে কি মনে হয় জিতিয়ারিয়াকে এখানকার আড়াইদের মধ্য থেকেই কেউ কোন করেছে?'

'এ সম্ভাবনা আমাদের খিড়তে দেখতে হবে, মিঃ কেন্দল।' আমি এখন যে প্রথা আপনাকে করতে ছাই তা হল আপনার একজন রাইনি যে বসবা গেল করেছে তারই ভিক্ষাতে।'

'ওহ? ঘোন লোকটি? ও কি বলেছে?'

'লোকটা সম্ভাবতা কিউবার।'

'কিউবার লোক দুজন আছে, আর একজন পুরোতা বিকাস।'

'লোকটার নাম একরিকা। সে বলেছে আপনার ম্যূ জাইনরুম থেকে রাণ্ডায়রের মধ্য দিয়ে বাগানে চলে গেছিলেন আর তার হাতে একটা ছুরি ছিল।'

চিত্ত হঁার করে তাকালো।

'মলিন, ছুরি হাতে? মানে, তাতে কি? ঠিক কি বললে চৌহাট বলতে পারছি না।'

'লোকজন জাইনরুমে পেঁছিয়া আপের সময় সময়ে বলাছি। এটা সম্ভাবত রাত ১৪-৩০ টার কাছাকাছি। আশানি সে সময় সম্ভাবত প্রথার ওরাটার কাপড়ের সঙ্গে জাইনরুমে কথা বলছিলেন।'

'হাঁঁ, তিন মনে করার চেষ্টা করল। 'মলিন, সব সময় টেবিলপাত্রা দেখে নেয়।' কাজের লোকেরা প্রস্ত জিনিসপত্র অপেক্ষা করে রাখে বেসন কাঠামো। আমার মনে হয় সেটা হয়ে। ও বেধ হয় কাঠামো ইত্যাদিদিগ গুলীয়ে রাখছিল। একটা বাড়িত চামচ বা ছুরীকে যার হাতে ছিল হযরতো।'

'চযর ছেড়ে জাইনরুমে এলে উঁর আপনার সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

'হাঁ। আমাদের মধ্যে গোটাকেরক কথা হয়েছিল?

'উঁর কি বলেছিলেন মনে আছে আপনার?

'বড়দূর মনে পড়ছে ওকে প্রথা করি ও কর সঙ্গে কথা বলছিল। আমি কথাবাতার পথ পুলেছিলাম।'

'কার সঙ্গে কথা বলছিলেন কলে তুমি?'

'গ্রেপর জাইনরুমের সঙ্গে।'

'আই! হয়। উঁরই সেটা বলেছেন।'

88
টির কথা বলে চলল আবার। ‘শেষেরাই মলিকের সংখ্যায় একটি গায়ের ডাকতা মহিষ কিছু করছিল।’ ও এই ধরনের মানুষ। এতে আমি বলে গেলে বলি মলিক একটি কাঁধে দেয়া দক্ষিণ করলো ও নিয়েই তা পালন করলো। মলিক একবা স্যাপারে পাপ। স্যাপারাটা সবসময় সময় হুঁ না। মানুষের অতিথিদের আবার চাকুরে দেয়া বায় না। আর মলিকের জন্য আকার্ণিন্যাত্ম জেরেরও এই সব ঠাকুর সমক্ষ ঘোর না মেঝে কোনো সময় দিয়ে ঘোর। শেষেরাই ডাইন সময়ের সেদিন দেখলেই ঘোর না পড়ে গোর না।’

‘অনেকে কথা কাতাকটি ধরনের কিছু হয়েছিল?’

‘না, সে সময় ঘোর না। যা বললাম, মলিক স্যাপারাটা হেনেই উঁচুরে থাকিল না।’

‘আমার সথিক বলতে পারেন না যে মিলেন কেঁড়ালের হাতে কোন ছুরি ছিল কিনা?’

‘ঠিক মনে পড়ছে না—তবে আমি প্রতি নিশ্চিত সে সময় ছিল না—

‘না, ঠিক নয় ছিল না।’

‘কিবু আমার এইবার বললেনকি...’

‘শেষে আমি বললে হল ভাইনিপ্রেমা পাবার সময় ওর হাতে কোন ছুরি থাকতা অতি গৃহাভিক। এতে আমি নিশ্চিত যে আমার সময় বহন ওর কথা হয় তখন ওর হাতে কিছুই ছিল না। এটা একবার ঠিক।’

‘বললাম’, ওরেন্দ্র বললেন।

‘তিনি তার দিকে একটি অস্বাভাবিক চাকুর দেখলা।

‘আপনার ঠিক কোন সময়ের পেঁচতে চাইছেন? হতভাগা। সময়ের জন্য—না মানুষের—কি বলেছে?’

‘সে বলছে আপনার স্থানী রামাবর পেরিয়ে গিয়েছিলেন তাকে উনিম লাগিল আর তার হাতে একটা ছুরি ছিল।’

‘ও নাটুকেপনা করেছে।’

‘শুনীর সময় সাপারে মিটা ও তার পরে আর কোন কথা হয়?’

‘না। তবে মনে পড়ছে না। আসলে আমি অভাবে অপর করছি।’

‘আপনার স্থী ভাইনিপ্রেমা খাওয়ার সময় হাঁচির ছিলেন?’

‘আমি—হাঁ—হাঁ, আমরা দুজনে অভিধানের আপাতক করে দেখি সব ঠিকত চলছে কিনা।’

৭৯
'আপনি তখন ছাঁড়ির সঙ্গে কোন কথা বলেছিলেন?'

'না—ঝাঁঝাঁ বলে মনে পড়ছে না...আমারা দুজনই খুব বাঁকে ছিলাম। ওকে কোন কাজ করাচ্ছি আমাদের দেখার সময় থাকেন, কথা বলা তো হয়েছে ছাড়া যান।'

'আমাদের সঙ্গে আপনার প্রথম কথাবার্তা হয় তোম যখন চুদি পার রাখে সিক্কির মাথায় উঠেছিলেন, তাই তো, মুতে আর পারিবারের পার?'

'ওর প্রচণ্ড আবাস বলেছিল এই ঘটনায়। ও একবারে ভেঙে পড়ে।'

'কৃমি। খুবই কারাপ অভিজ্ঞতা। উনি উপকথার পথ হয়ে আসেছিলেন কেন বলতে পারেন?'

'জীবনের পরিশ্রমের পর মাল প্রাইস একটি ঘরে আসতে পছন্দ করে। মানে অতিথিদের দেখাশোনার পর মিনিট কয়েকের বিশ্রাম।'

'তুমি যখন ফিরে আসেন আপনি বোধ হয় মিসেস হিলিংগ্জনের সঙ্গে কথা বললেন না?'

'হাঁ। বাকি সবই গ্রামে শাতে চলে গিয়েছিলেন।'

'মিসেস হিলিংজনের সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হয়?'

'বিশেষ কোন কিছু নিয়ে নয়। কমন? উনি কি বলেছেন?

'এখনও প্রমন্ট কিছুই বলেন নি। আমরা এখনও তাঁর সঙ্গে একধারে বললাম।'

'নানা ব্যাপারে কথা হয় আমাদের,' টিম উঠে দিল। 'মলিকে নিয়ে, হোটেল চালানো সম্পর্কে, এই সব।'

'আর তাঁর পরেই আপনার স্ত্রী আসেন আর কি ঘটেছে বলেন?'

'হাঁ।'

'তাঁর হাতে রক্তের ছাপ ছিল?'

'অবশ্যই ছিল। সে মোটামুটি দেখে হৃদ্য খেলা তাঁকে ভোলার চেষ্টা করেছিল, সে নিখুঁটই বুকে পারিন ওর কিছু হয়েছিল। ওই ওর হাতে রক্ত লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। দেখতে, বুকে পাপড়ি না, কি স্বাভাবিক করতে চাইছেন? আপনারা কিছু বলতে চাইছেন?'

'দয়া করে শান্ত হোন,' ডেডালারি বললেন। 'আপনার উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে বুকে পাপড়ি না, টিম, তবে সমস্ত ব্যাপার পরিষ্কার ভাবে অনুধাবন করতেই হবে। একবারে শুনবো আপনার স্ত্রীর শরীর ইতানী ভাল, মাসে না?'

১০
'একদিন রাতে কথা। ও ভালই আছে। মেজর প্যালগ্রেজের মতোতে ও কিছুটা বিপর্যয় বোধ করিছিল। এটা মানবিক, কারণ মি কিছুই আনেদিন মেয়ে।'

'উনি সুখ হল আমারা ও কিছু প্রশ্ন করতে চাই', ওয়েস্টন বললেন।

'কিছু, এখান পারলেন? ভাড়ার ওরে ওখান দিয়েছেন তাই বিষয় করা চলবে না। আমি কিছুতেই আপনাদের মতমকি বিষয় করে অনেক হতে দেবোনা, শুনুনেন?'

'আমারা তাকে বিষয় করর করছি না', ওয়েস্টন উত্তর দিলেন। 'আমারা শুধু বিষয়টা পরিক্রম করে নিতে চাই। ভাড়ার খামকে তাকে সুখ মনে করবেন তখনই আমরা তাকে কিছু প্রশ্ন করব', তার কথাটা স্পষ্ট অর্থ অনন্যনীতি শোনালে।

চিঠি কিছু উত্তর দিতে গিয়েও শেষ মুহুর্তে চূপ করেই রইল।

২

শাহ, স্বীয় প্রতিপদের নতুনই ইঙ্গিত। ইলিয়ন হিলিঙর তাকে ইঙ্গিত করা চেয়ের বসাল। ওরে যে প্রতিজ্ঞে করা হল একটা চিঠ্যা করার পর ও ধরী ধরে তার উত্তর দিতে চাইলে। ওর পড়ার বলদ্রি কিছু ওরা চোখ ওয়েস্টনকে বেন জানায় করে চলেছিল।

'হ্যাঁ' ইলিয়ন উত্তর দিল, 'আমি দিয়ে কোলার সঙ্গে যখন ওই চর্চায় সাজিয়ে কথা বললাম তখনই ওর বাঁ সিঁড়ি রেজে উঠে খুলের কথা জানায়।'

'আপনার ব্যাখ্যা লেখা ছিলেন না?'

'না' তার প্রশ্নে মেয়ে দেলে গেয়েছিল না।

'মিস কেন্ডারের সঙ্গে আপনার কথাবার্তার বিষয়ে কারণ ছিল না?'

ইলিয়ন ওর নিজেরভাবে আকার মুক্ত তাকালো। সবাইতে সংস্কৃত তিরক্তকের ইঙ্গিত।

ও ও হাম্বা গলায় বলল, 'কি অক্ষুত প্রশ্ন। না, আমাদের কথাবার্তার বিষয়ে কারণ ছিল না।'

'আপনার কি মিস কেন্ডারের স্বাম্যা সম্পর্কে আলোচনা করেছিলেন?'

এবারও ইলিয়ন সময় নিল।

'ঠিক মনে পড়াচে না,' ও উত্তর দিল।

৯১
"আপনি নিশ্চিত তো ?"

"মনে পড়ছে না কথাটা ঠিক কিনা ? কি অন্তর্ভুক্তভাবে প্রকটি করলেন—
লেগে কত বিষয় নিয়ে তো কথাবাদ্যা বলে।"

"বদন্ধ পড়েছে মিশেন কেন্দ্রের খাতার ইস্মাইল ভাল যাচ্ছিল না।"

"ওকে ভালই দেখো—একটু ক্ষণ, এই যা। তাছাড়া এই বাসনা চালাতে
উদ্বেগ থাকাও ম্যাজার্ভিক। বিশেষতঃ যখন ওরে অভিজ্ঞতা প্রায় নেই।
ম্যাজার্ভিকভাবেই এ একটু চলে হয়ে ওঠে।"

"চলে, ওয়েস্টন বলে উঠলেন। 'আপনি এই রকম তেমনই ভালো করে না ?'

'কথাটা একটু লেগে হয়তো। আমাদের 'মায়ানাম্রা সেক্রেট বা 'ইনস্যুলে নিত ম্যাজার্ভিক' রোগ কিছুটা মনঃবাহী, তাই না ?'

ইন্টিলিজেন্সের মিষ্টি হাসি ওয়েস্টনকে কিছুটা বিপর্যয় মনে করাই-
বাছালেন। তিনি মনে ধারণা করেন তা হল ইন্টিলিজেন্স হিলিয়েন অক্ষত্ত শুধুমাত্র মতী মহিলা।
তিনি করনাট্যের দিকে তাকালেন। তার মনে ধারণা আরো তার মনের পাত্র হিসেবে নেয়া হল না।

'মায়ানাম্রা, মিশেন হিলিয়েন,' ওয়েস্টন বলে উঠলেন শেষ পর্যন্ত।

১

'আমরা আপনাকে বিবেধ করতে চাইনা, মিষ্টি কেন্দ্রে, তবে এই মৃত
মেরেটেক্সে আপনি কিছুই প্রকটি খুশ পেরেছিলেন আপনার কাছ থেকে সে কথা
শুনতে ইচ্ছুক আমরা। তাঁ মায়ানাম্রা বলেছেন আপনি কথা বলার মত সুন্দর হতে
পেরেছেন।'

'এহার,' মল্লিক সাদালো। 'আমি সত্যই ভাল আছি।' একটু বিবেধ
হয়ে মন হাসলো মল্লি। 'এই ভয়ানক ঘটনাতে মন কোনো হয়ে দেখেছিলাম,
তাই—'

'হার, হার, খুবই ম্যাজার্ভিক একটু ক্ষণে। পাদদেশ পড়েছে আপনি
নেয়াহারের পর একটু হটিতে বেরোয়েছিলেন।'

'হার---প্রায়ই এমন করে।'

ওর চোখে মন চলে, লক্ষ করলেন জেনেনস্ট্রিয়, দুহাতের আঁধার এবং মন দু-
হাতের আঁধারকে অক্ষয় ঘরছিল। উল্লেখ্যের মনে হয়।

'তখন ঠিক তব রাত হয়, মিশেন কেন্দ্রে ?' ওয়েস্টন প্রক্ষ্য করলেন।

'মনে—থিক মনে পড়ছে না। সব নিয়ে তোলন ভাবিল।'
‘হাঁ—মনে হচ্ছে বাজেছিল—তবে ঠিক মনে পড়ছে না।’
‘আপনি কোনদিকে হাজারো গিয়েছিলেন?’
‘তাঁরের দিকের রাজাই।’
‘যা দিকে না জানিয়েছিলেন?’
‘ছি–নানা, এগিয়ে বাজারের পর—ঠিক মনে করতে পারিনি না। লক্ষ্য করিন।’
‘লক্ষ্য করেন নি কেন, মিসেস বেঙ্গাল?’
তাঁকে কুচকে ভাবলা মালা। এবং বলল, ‘সেখান হয় কিছু ব্যবহিতটা, তাই আর—’
‘বিশেষ কিছু নিয়ে তাবারিয়েছিলেন?’
‘না, না, তা নয়—যে সব কাজ করা দরকার—দেখা দরকার—সবই হেসে-লের ব্যাপার।’ আপনি সেই আঞ্চলের মাঝামাঝি। ‘আমার তাঃ আমি হচ্ছি আছি। কি যেন দেখতে পেলাম—হিসসফল কোথা পথে—আচ্ছাদণ্য এলাম যা বি হতে পারে। আমি তাঁই দাঁড়িয়ে দাঁড়ান চায়।’ টাক পিলন মাল। ‘তখনই দেখতে পেলাম—ভিক্ষুরায়া, ভিক্ষুরায়া কিভাবে যেন পড়ে যেয়ে—ওকে টেনে তুলতে পেলাম—রক্ত—আমার হাতের নীলাললাল শুধু রক্ত।’
মালি অংশান্তরাত্রে নিকের হাতের দিকে তাখানির যাচি।
এবং আপনি বলে উঠলা, ‘রক্ত—আমার দুঃখেতে রক্ত…’
‘হ্যা, রক্ত ছি, কিছুই ভয়ের অভিজ্ঞতা। এ নিয়ে আমার আপনাকে কিছু বলতে হবে না—বরং বললেন, আপনি কৈফিয়ত হেতোছিলেন ওকে দেখতে পাওয়ার আগে—’
‘আমি জানি আমার কোন দরকার নেই।’
‘একটা কেন? আঁধ ছাঁটা? বা তাঁর চেয়ে কিছু রেশ্মিকা?’
‘আমি জানি, মালি আপনার বলল।
এবার মেজাজিত কথার প্রসঙ্গেই যেন বললেন’ বেড়াতে যায় যায় সময় সেদেশে
কোন ছাড়াই নিয়ে গিয়েছিলেন, মিসেস বেঙ্গাল?
‘মহার? আচ্ছা মনে হল মালি।’ ‘মহার নেব কেন?’
‘যাচি এই নিয়ে করলাম যে আপনাদের রামায়ণের এক কথা বললে যে
আপনি কথা রামায়ণ ধেকে থেকে থেকে ব্যাখ্যা গিয়েছিলেন আপনার হাতে
একটা ছুরি ছিল ।

যে কোনও মলি ।

‘কিছু আমি তো রামানুর হয়ে বালি—ওহ। আপনি আগের কথা বলবে চাইনে—ডিনারের অগে—আমার—আমার তা মনে হচ্ছে না—’

‘আপনি দেখেছেন কুরী কাঠামোগুলির রাখছিলেন।’

‘মাঝে মাঝে কথার হয় : পরিচারকরা উচ্চাপাত্তা করে রাখে—কখনও বেশি কখনও কম ছুরির রাখে, কখনও কাঠামো ভুল থাকে।’

‘এই সময়ে সেই রকম ঘটেছিল কি?’

‘হয় থাকতে পারে—এ সব খেয়ে যাবে কঠিন কথা।’

‘এই এটা সত্যি যে আপনি একটা ছুরি হতে নিয়ে রামানুর পেরিয়ে যেতে পারেন?’

‘সেটা কি মনে হয়না—না, কখনই করিনে ।’

‘চিফ ডানে—ও দেখা ছিল । তাকে কিজিভাবে করে দেখেছেন।’

‘এই ভিক্টোরিয়া লেয়ার্টেকে আপনি পছন্দ করতেন—ও কাটেক্ক ভাল করত ।’ চোখের প্রশ্ন করলেন।

‘হা—এ খবর ভাল মেরে ছিল।’

‘এর সঙ্গে আপনার কোনো তক্ষণ তের হয় নি।’

‘তক্ষণ তের না।’

‘সে কোনোদিন আপনাকে ভয় দেখায় নি কোনো ভাবে?’

‘ভয় দেখায় নি : কি বলছেন?’

‘বাবাক, এ নিয়ে তারাবেন না—ওকে কে মারতে পারে বলে আপনার মনে হয় : কোনো রকম ধারণা বাড়ি থাকে—?’

‘কোনো ধারণাই নেই, দুর্ভাবে উঠে দিল মলি।’

‘চিফ আছে, কথাগুলি মিলনে বেশী দিল মলি। জেভেনিসি বললেন একটু হেসে।

সাংসারিক কিছু হল না তো?’

‘বাড়িলে এটুকুই তো।’

‘আপাতত এইযুকুই।’

জেভেনিসি উঠে দাঁড়িয়ে দরজার পাশে খুলে ধরলে মলি বিদায় নিল।

জেভেনিসি ওর দিকে কিছু কথা তাকিয়ে রইলেন, তারপর নিজের চেয়ারে ফিরে এলেন।

‘চিফ আবে’ বলে উঠলেন জেভেনিসি। ‘আর চিফ দেখতেই জানিয়েছে আছে। আর চিফ দেখতেই জানিয়েছে।

১৪
আর মুঁরি হাতে কোন ছুরি ছিল না।

ওয়েস্টন গম্ভীর হয়ে বললেন, ‘আমার মনে হয় যেকেন স্বামীই এই বঁচে দেখে প্রথা করলে।’

‘টাইল্লা ছুরিরকে খুঁজে একবন্ধ হিসেবে ভেবে দেন। কল্পনাপথে বলেই মনে হয়।’

‘কিছু ছুরিটা মাংসকাটা ছুরি। মিঃ জেভেনফিট। ওই রাতে নেন্তে মাস্তে কিনি। এই ছুরি তে বেশ ধার দিয়ে রাখা হয়।’

‘আমি কিছুতেই হিসাব করতে পারি না, ওয়েস্টন, এইমাত্র যে কোটের নয় আমার কথা বললাম সে নিজের একবন্ধ হাতাকানন্দ।’

‘একবন্ধ অবশ্য হিসাব করার মত অবশ্য এখানে হয়নি। এমন হতে একবন্ধ মিসেস কেন্ডাল জিনারের আগে বাগানে গিয়েছিলেন, সেখানে কয়েক একবন্ধ তুলে নিয়ে থাকতে পাড়েন—যাপারা তার অন্যান্য কোনো কথা করেছিল আই এখানে দেই—এখানে তিনি সেটা দেখে দেখে দিতে পাড়েন—এবং সেটা অন্য কেউ বলে পেলে—যাই পেল, আমি নিজেও ওঁকে খুলনী বলে ভাবতে পারিয়ে।’

‘এই হেঁক, জেভেনফিট। চিন্তিতভাবে কল্পনা করে, আমার নিশ্চিত ধারণা রাখ না, জানেন তার সব বলেন নিঃ।’ সময় সময়ে ওর বক্তব্যবর অভিসংক্রান্ত হয়েছিল—কিই বা করেছিলেন? সেই সময়ে, ওঁকে আমি ভাবিয়ে দেখেছিলেন।’

‘নাম মহাশয়ি সেখানে আসলেও—তাঁকে কেউ দেখেনি সেখানে।’

‘তুমি করতে চাও যে ওখানে কারও সঙ্গে দেখা করতে যাস—ভিটেরিয়া ফর্সনের সঙ্গ।’

‘সহজভাবে—যা সে প্রয়োজন করছে’ এক কাউকে দেখে যে ভিটেরিয়ার তুমি অনেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।’

‘এঁক প্রেসির ভাইদের কথা ভাবোলেন?’

‘আমার মনে যে আগে ভিটেরিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল—সে অনেক বছর হয়েছিল আমার পরে ওর সঙ্গে দেখা করার—এখানে সকলেই হেঁকে মুখ তুলে পাড়ে চতুরের উপর, মনে রাখবেন—না, গান, পাত করায় কোন রাখ নেই—বার-এ দুকলে কারো চেহারা পড়তে না।’

‘টুলেরজের হত অস্ত্রগত আর নেই, জেভেনফিট কাউন্ট্রে বললেন।’

১৫
বোল ॥ সাহায্য চাইলেন মিস মাপল

কেউ যখন শান্ত চেহারার যতক্ষণ মহিলাটিকে তার বাঙ্গালোর বাইরের ছোট বাগানে একটি, চিন্তিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লক্ষ করত তাহলে তার অবশায় ধরায় নিয়ে তিনি দিনটি কিছুকাল কাটানো সেই তারানাথেরই মশগুল। তার পরিকল্পনায় হয়তো থাকতে পারত একটি বেড়িয়ে আসা। কোন ছোট পাগড়ি—না কেমনটাইনি।মোটরে চড়ে পেলিকান পরেনো মধ্যাতৃত্বে—নয়ে শান্ত সমুদ্রতীরে সময় কাটালো।

কিন্তু শান্ত মহিলাটি সম্পূর্ণ অনেক তারানাথের ওপরে গিয়েছিলেন—
চার মনোভাব প্রায় ব্যথা আহরণে পড়েন ব্যাপক হতে হবে।

'কিন্তু একটা করে তো হলে', সংগতীতে করে উঠলেন মিস মাপল।
ঝাড়া, তিনি নিশ্চয় ছিলেন নতুন করার সময় সমুদ্র আর হতে নেই—
ব্যাপারটা তীব্র করে ওঠে।

কিন্তু একন কোথা দেখে ব্যাপারটার গেছে তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম?
সময়ে শেলে এ রহস্য তিনি চিন ভেদ করতে পারলেন।

অনেক কথাই তিনি জানতে পেরেছেনইজীবনে, তবে সেটেকই যথেষ্ট নয়।
ঝাড়া সময় লক্ষ করে রয়েছে হাতে। তিনি তিনি জানতে সক্ষম করে চার=
পরেনো এই সময়ে মুলতার ভাবের সব সময়ের সেই সৃষ্টির জন্য।

দুধকের সত্ত্বেও তিনি ইংল্যান্ডে থাকে তার কাঙ্গুদের কথা ভাবলেন।
সার হেনরির ক্রিকেটে—থেকে মন দিয়ে যেন তার সব কথা শুনতে অভাবনত—তার
'ফাঙ্গলের' ভালমন। টেক্স্টার ইরাডে' বানু খুবই চুট্টি। শেষ কিন্তু বলতে চায় মিস মাপল কোন অভিযোগ দিলে তার পিছনে কিন্তু একটা
থাকবেই।

কিন্তু শান্ত কর্তকরের ওই স্থানীয় পুলিশ অফিসার কি এক ব্যাপার কথার
কোন গুলুকে দিতে চাইলেন? উঃ ছাড়াই ছাড়াই
কিন্তু না ছাড়াই সফাজের মত শান্ত,
নির্বিশেষে মানে দিয়ে তার কাজ হবেনা—তিনি বড় বেশি রকম ইতনরত
করতে অভাল, প্রতী কোন সম্ভাব্য নিয়ে তিনি অপারেঞ্জ।

মিস মাপল ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান হিসাবের অন্তর্শ্চিন্তাএই শেষ পর্যন্ত।
প্রায় বাইবেলের ভাষার তিন্তুক করে উঠলেন?

'কে আমার হতে যেতে পারে?'

'কোথা তবে পাঠাবো?'

তার প্রশ্নের যে উত্তর একটি পরিমাণ পাওয়া গেলে, তা জানেন তার প্রাধান্যের মাধ্যমে কিনা—তবে তিনি নিশ্চিত হয় আসে না—তার মনে যে প্রতিরক্ষা করে উঠল তা হল কোন প্রতিরক্ষা তার কুকুরকে ডাকতে চাইছে।

'হাই!'

মিস মার্পল একটি ধাঁধায় পড়ে কোন সারা দিয়েন না।

'হাই!' গলার মূর্খ আরও খোঁজলো এবার, মিস মার্পল অনিচ্ছায় চুলে চারাইয়ে করালেন।

'হাই!' মিস রাফায়েল এবার অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠলেন।—'এই যে, আপনাকে কল্পনা করি।

মিস মার্পল প্রথমে বুকতে পারেন নি। 'হাই' বলে তাকেই সম্বোধন করেন মিস রাফায়েল। এর অনেক কেত তাকে এভাবে সম্বোধন করেছে বলে তার মনে পড়ল না। এ ধরনের সম্বোধন অতিক্রম ভুলনো হতে পারে না।

মিস মার্পল অবশেষ গলে মাথান না—কারণ মিঃ রাফায়েলের কিছুটা খামখেললী কাজকর্মে কেউ মাথা ধারায় না। তিনি নিজেই আইন আর শোকের সূত্রপাতে দৃঢ় জরিপ করে নিতে চাইলেন।

মিস মার্পল মিঃ রাফায়েলের বাঙ্গলে আর তার নিজের মাথায় দুর্দশা জরিপ করে নিতে চাইলেন। মিঃ রাফায়েল বাঙ্গলার বাইরে বসার জায়গায় থেকেই তাকে কাছে যেতে বলছিলেন।

'আপনি আমাকে ডাকছিলেন?' মিস মার্পল জানতে চাইলেন।

'নিশ্চয়ই ডাকছিলাম আপনাকে,' মিঃ রাফায়েল বললেন। 'কাকে ডাকছিলাম তবে, একটি বিড়ালকে? এখানে এগিয়ে আসুন।'

মিস মার্পল নিচু হয়ে তার সেলাইয়ের ব্যাগ তুলে নিয়ে দুর্দশটিকে অতিক্রম করলেন।

'আমাকে কেউ সাহায্য না করলে আপনার কাছে যাওয়া সম্ভব নয়। 'মিঃ রাফায়েল ব্যাখ্যা করলেন, 'অতএব আপনাকেই আসতে হবে।'

'হাই, ঢিকই,' মিস মার্পল বললেন। 'যুক্তে পেরেছি।'

মিঃ রাফায়েল পাশের এককালো চেয়ারে ইঙ্গিত করলেন, 'বসুন', তিনি এবার বললেন, 'আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। এই স্বাপে অন্তত সব ব্যাপার চলছে।'

মিঃ—৭ ১৭
‘সাদাই তাই’, মিস মাপল চেয়ারে বসে বললেন। অভ্যস্তভাবে তিনি
এবার সেলাইয়ের ব্যাগ হাতে তুলে নিলেন।

‘আবার সেনা চূড়া, করবেন না’, মিঃ রায়ারেল বলে উঠলেন। ‘একবার
সহা করতে পারি না। মেয়েদের এই বনার কাছ থেকে দৃষ্টা হয়। কেননা
মেন বিরক্ত লোথ করি।’

মিস মাপলের সেলাইয়ের তরকারি ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখলেন। এটা করতে
অবশ্য তিনি কোন অপর্যাপ্ত ভূত্তিতের শিকার হন নি বরং এমন ভাবে
করলেন মেন কোন রূপ মানুষের জন্য কিছু সুলিখা দিচ্ছেন।

‘নানা রকম ফিফান্স চলেছে চারপাশে’, মিঃ রায়ারেল বললেন। ‘আর
আপনিই এমনের একবারে সামনে রয়েছেন। আপনি আর ওই পাত্র আর
তার বনার।’

‘এই ফিফান্সের ব্যাপার বোধ হয় স্বাভাবিক, মিস মাপল উজারে
বললেন বেশ ছোক দিনে। ‘অবশ্য অস্বাভাবিক পরিস্থিতি।’

‘ডায়ের মেয়েটা ছুরিরতে হাসি ছিল। একটা চোখের মধ্যে ভাবে
পাওয়া গেছে।’ যতো সাধারণ ব্যাপার। সে লোকটার সঙ্গে সে বর করলে
সে বোধ হয় অন্য কোন পুরুষ সঙ্গে করেন বা এটা অন্য
কোন মেয়ের জুতুর, তাতেই ইয়ার আর শাব্বাল। উঁচ এলাকায় যৌনভাবন—
এই ধরনের কিছু হবে। আপনি কি বলেন?’

‘না,’ মাথা ঝুঁকিয়ে বললেন মিস মাপল।

‘কড়পছাড় নানেন নি।

‘তারা আপনাকে আরও কিছু বলতে পারে’, মিস মাপল বললেন, ‘যেটা
আমাকে তারা বললেন না।’

‘তাহলেও একটু রাখতে পারি, আপনি আমার চেয়ে অনেক বেশি
জানেন। এই সব কানাকানি আপনি ভালই শুনেছেন।’

‘হা, তা শুনেছি ঠিকই’, বলার দিলেন মিস মাপল।

‘এই সব ফিফান্স আপনি কানাকানিতে কান পাত্র হাড়া আপনার বোধ হয়
আর কাজ নেই।’

‘জগলের অনেক সময়ই বেশ কিছু খবর মেলে আর কাজও লাগে।’

‘আপনি জানেন কি?’ মিঃ ওয়েক্লুডিটে মিঃ মাপলকে একবার লক্ষ
করে নিয়ে বললেন; আপনার সম্পর্কে আমি ভুল করেছি। আমি সচরাচর
বড়ো একটা ভুল করেনা বলে সম্পর্কে’। বা তুমি ফেরাল তার চেয়ে চেয়ে

১৪
বৈশি আপনার মধ্যে রয়েছে। এবার ধরেন, মেজর পাল্গ্রেভ সম্বন্ধে গল্পের আর তার বলা সব কাহিনীর কথা। আমার ধারণা আপনি ভাবেন তাকে ধন করা হয়, তাই না?

"আমার ভয় হচ্ছে সেটাই ঠিক কথা।" মিস মার্পল বললেন।

"তবে শননে, তাকে তাই করা হয়েছে, মিঃ রাফেলেন উপরে গলেছেন।" শাস্তিনন্দন মিস মার্পল। "আপনি যা বলছেন, এটা ঠিক?

"হ্যাঁ, সম্পুর্ন ঠিক। ডেভনস্টার কাছে শুনলাম। আশা করি কোন তখন ফৌস করেছ না কারণ, মাননীয়দের কথার সবাই জানতে পারবে। এপিনি প্রাপ্তকে কিছু বলেছিলেন আর সে ডেভনস্টারকে তা জানালে, ডেভনস্টার কর্তৃপক্ষকে জানায়। তারা যোগাযোগ করে গোলমালের সঙ্গে। তাদের ধারণা জন্মায় ব্যাপারটা গোলমাল। এই বেচারি প্যাল্গ্রেভের পিতা করাতে তুলে পরাইকা করে তারা।"

"ওরা কি জানতে পেরেছে?" মিস মার্পল সাহসে প্রশ্ন করলেন।

"তারা জেনেছে প্যাল্গ্রেভকে মারাত্মক কোন কিছু বোধ হয় তার নাম জানালে সত্য জানান না। আমার ধারণা মনে পড়ছে এটা অনেকটা ভাই-ফ্লাওয়ার, হেস্তাগোলে-ইথাইল কারাবন্দদের গোষ্ঠীর কিছু হবে। এটা অবশ্য ঠিক নাম নয়, এটা অভেদ। এই ধরনের হবে। ভাবত একেই বলেছেন যাতে সত্য কি কিছু গেয়ে না জানে। অনুসন্ধান বাগানে একটা চলতি নাম রয়েছে, এক্ষেত্রে বা ডেভনস্টার বা ইম্পোর্ট নিরাপত্তা বা এই কর্তৃক কিছু। সাধারণ লোকের বন্ধু এই নাম। এ বৈশ হেজ, বেশ ভাল মনে এ উপাদান থাকতে পারবে নির্দিষ্ট মতো আর উপসর্গে একে হবে সব কিছু রকম রাজ্যপ্রেসের সঙ্গে সাম্যমূলক। তার আসল সবই নারী ভাবারকিছু হয় এটাই বেঁটে কেন প্রতি তোলেনি, এখন ওই আলোকে মেজরের সমস্তই রাজ্যপ্রেস ছিল কিনা। তার প্রেসার ছিল একসং আপনার কথো তিনি বলেছিলেন?

"না।

"ঠিক তাই। এটা যে স্বরুব্ধি বলে দেহে নিয়েছিল।" আপাততুষ্টাতে মনে হয় তিনি এটা লোকগুলো বলে বেরিয়েছিলেন।

"তে অনেকটা ভুল দেখায় নতুন, মিঃ রুফেলেন বললেন: ‘নিজে কুকুর দেখছে এমন কারণ সঙ্গে আপনার দেখা হবে না কখনও।’ সব সময়ই সে 

৯৯
হয় পিলিংসার কোন ইটক আবার, যা কোন বেদুই যা বন্ধুর বন্ধু।

তবে আপনাভি সেকথা থাক। সকলের ধারণা ছিল মেজরের রাজাপ্রেসার
ছিল, কারণ তার গত রাজাপ্রেস কমান্ডার থেকে রাজাপ্রেসের খাঁরের বোতল পাওয়া যায়—
তবে এবার আমরা আসল ধারাগার আছি—ষষ্ঠর শুনেছি যে মেয়েটা মারা
গেছে। সে বলতে শুরু করেছিল যে ওই বোতলটা ঘরে অন্য কেউ রেখে দেয়,
আর আসলে বোতলটা হল গ্রেগ নামে লোকটার।

‘মিঃ গাইসনের রাজাপ্রেসের আছে। ওর খাঁটি বলেছে’, মিঃ মার্জন
কলং।’

‘অক্টো ওটা প্যালাগ্রের ঘরে রেখে বোতাতে চাওয়া হয়েছিল যে তিনি
রাজাপ্রেসের দুঃখিত ছিলেন যাতে তার মাতৃকে স্বাভাবিক বল দেয় নেওয়া যায়।’

‘ঠিক এটাই’, মিঃ মার্জন বললেন। ‘আর এই নাম রাটিয়ে দেয়া হয়
যে তিনি প্রায়ই এখানে লোককে কলেনর রাজাপ্রেসর ছিল।’

তবে জানেন নিচের এবারের গরম বানানো নুব সহজ। আমার জীবনে এমন চের
দেখেছি।’

‘আকৃষ্ট দেখেছেন মুক্তাকার করি’, মিঃ রায়ামেল বললেন।

‘একে জন্ম দরকার এখানে ওখানে কিছু কথা’, মিঃ মার্জন বললেন।

‘বারোটা আপনার নিজের কানে না শুনিয়েও চলতে পারে, শুধু বললেই হল
মিঃ বি’ আপনাকে বলেছেন যে করণের ‘মিঃ’ আপনাকে বলছিলেন।

প্রচারটা প্রধানতঃ স্বেচ্ছায়, চুরীঝ বা চতুর্থ জনের গাড়ি ছড়ায়, মারাত
কথা হল প্রথম কে গজব ছড়িয়েছে তাকে আদেশ সম্বন্ধ হয় না। হাঁ,
একজন করা অত্যন্ত সহজ। আর লোকেও এমনভাবে বল যায় যেন সে বা
তারা নিজেদের কানে শুনেছিল বলেছে।’

‘কেউ একজন অত্যন্ত ধরে’, মিঃ রায়ামেল চিন্তিত স্বরে বললেন।

‘হাঁ, অত্যন্ত ধরে সময়ে নেই’, মিঃ মার্জন বললেন।

‘এই মেয়েটা কিছু দেখেছিল বা কান আর সে রায়ামেল করতে চেষ্টা
করেছিল বলেই মনে হয়’, মিঃ রায়ামেল বললেন।

‘সে হয়তো রায়ামেলের চিন্তা করেন’, মিঃ মার্জন বললেন। ‘এই
ধারনের বড় হোটেলে পরিচারিকাদের এমন অনেক কিছু জানে যা কেউ কেউ
আবার তা প্রচার ঘষ্ট চাইতে ইচ্ছুক নয়। মুখ বন্ধ রাখার জন্যই তারা
কিছু, উপহার বা মোটা টাকা দিয়েও থাকে। ‘মেয়েটা সমস্ত ও যা জেনেছিল
তার গরমে প্রথম বলতে পারেন।’

১০০
'তবুও সে পিঠে ছুরি খেয়েছে', নির্মমভাবে বললেন মিঃ রায়াফারেল।
'হাঁ, যেহেতু কেউ একজন ওকে মুখ বললে দিতে চায়নি।'
'বেশ, এ পর্যন্ত ঠিক আছে। এবার বললেন, শোনা যাক, এ ব্যাপারে আপনার ভিত্তি কি?'
মিঃ মার্পল চিন্তিতভাবে মিঃ রায়াফারেলের দিকে তাকালেন।
'আপনি সহারকু জানেন তার চেয়ে আমি বেশি জানি ভাবছেন কেন মিঃ রায়াফারেল?'
'হয়তো জানেন না', মিঃ রায়াফারেল বললেন, 'তবু আমি শুনতে চাই এ ব্যাপারে আপনার ধারণা কি রকম।'
'কিন্তু কেন?'
'এখানে তেমন কিছু করার নেই। শুধু টাকা করা ছাড়া', মিঃ রায়াফারেল উঠল দিলেন।
মিঃ মার্পল একটু অবাক হলেন।
'টাকা করা? এখানে বসে?'
'প্রতিদিন এখান থেকে গোটা ছয় সাল্টেকিফ তার পাঠাতে পারেন', মিঃ রায়াফারেল বললেন। 'এই ভাবেই আমি আনন্দ করি।'
'তার মানে 'ডাকের উপর ডাক' গোছের ব্যাপার কি?' মিঃ মার্পল অবাক হয়েই আবার বললেন।
'অনেকটা তাই', সবীকার করলেন মিঃ রায়াফারেল। 'বুঝির দোড়ে অন্যকে মাত করে দেয়। মশরক হল একাকে তেমন সময় লাগেন, তাই ভাবছিলাম অন্য বিষয়ে মাথা ধানাবো। এই ব্যাপারটা আমার আগ্রহ জাগে তুলেছে। প্যালগ্রেভ অনেকটা সমাধান আপনার সঙ্গে কথা বলে কাটাতেন। অন্যান্য বেধায় তাকে তেমন পার্থক্য দিত না। তিনি কি বলেছিলেন আপনাকে?'
'তিনি বেশ কিছু গোড়া শুনিয়েছিলেন', মিঃ মার্পল বললেন।
'সেকথা আমারও জানা। বেশির ভাগই বাছুরেরা রকমের বিবিরক্তি।
তাছাড়া একবার তো শুনলেই শেষ হত না, কাছাকাছি এলেই দুর্বার, তিনবার এমনকি বোধ হয় চারাচারায় শুনতে হত।' 
'আপনি', মিঃ মার্পল বললেন। 'আমার মনে হয় বরস বাড়লে ভরলোকেরা এই রকমই হয়ে পড়েন।'
মিঃ রায়াফারেল তাঁর দৃষ্টিতে তাকালেন।
'আমি গোড়া বলে বেড়াই না। বাক, এবার বললেন, ব্যাপারটা বেষ্টনিঃ
নাবলগ্রেডের একটা গ্রুপ থেকেই শুরু হয়, তাই তো?

'তিনি বলেছিলেন তিনি একজন নানাকে চেনেন', মিস মার্পল উত্তর দিলেন। 'মামার ধরণে এতে কোন বিশেষ ছিল না কেননা আমাদের প্রত্যেকের ভাবনাই একর ঘটে।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।' মিস রাফাইয়েল বললেন।

'আমি কোন বিশেষ বাঁকি কথা বলা না', মিস মার্পল বললেন। 'তবে এটা ঠিক, মিস রাফাইয়েল। একবার যদি আপনার জীবনের নানা ঘটনার কথা ভাবে: এই হল যাতে দেখতে পাওয়া কেউ হয়তো কোনোদিন আচরণ মনে হবে।' ও হাঁ, আমি অনেককে ভালো চিনতাম, তাদেরকে হঠাৎ মারা গেলেন। অনেকে দলে এক নাকি দেখেছে ওকে, তার আমার মনে হয় এসব গলেগা।'

একর কাউকে কখনও বলতে শেখানে নি?

'হাঁ—মানে, হাঁ। অনেকটা এই ধরনের কথা দুবন্দ থাকতে পারি। তবে গল্পের দিয়ে ভাবিয়ে নিনোকথাযুক্ত।'

'ঠিক হাঁ', মিস মার্পল বললেন। 'তবে মের প্যালগ্রেড অত্যন্ত বিচারপুরুষকে নামে ছিলেন। আমার ধরণে এই গ্রুপ দেখিয়ে আনন্দ পেতেন তিনি। তিনি বলেছিলেন তার সাথে একজন সুমিত্রী ফর্টনে রয়েছে। তিনি সেটা আমাকে দেখাতে বলেছিলেন—কিছু তা শোনা নি।'

'কেন?'

'কারণ তিনি কিছু দেখতে পেয়েছিলেন', মিস মার্পল বললেন। 'আমার সম্প্রে কাউকে দেখেছিলেন। তার মুখখানায় চাণ্ড লাল হয়ে উঠেছিল আর ফুটোখানা তিনি আবার তার ওয়ালোটে দুঃখিতে রেখে একর অন্য বিষয়ে কথা বলতে শুরু করে দেন।'

'কাউকে দেখেছিলেন প্যালগ্রেড ?'

'সেটা নিয়ে আমি প্রচুর ভেবে দেখতে ছিল', মিস মার্পল বললেন। আমি আমার বাঙলোর বাইরে বলেছিলাম আর মের প্যালগ্রেড আমার সামনেই। বলেছিলেন—তিনি যাই দেখে ধাক্কা সেটা দেখেছিলেন আমার ডান কাঁধের উপর দিয়ে।'

'আপনার ডান দিকে পিছনের পথ ধরে কেউ আসছিল, খাড়ি আর গাড়ি রাখার ঘায়লা থেকে আসা পথ—'

'হাঁ।'

'এই পথ ধরে কে বা কারা আসছিল?'

102
"মিঃ আর মিলস ডাইসন আর কলেন্ল আর মিলস হিলিঙ্গনা।"

"আর কেউ?"

"ভেরে পাইনি। অবশ্য আপনার বাঙ্গলেও ওই রেখা বরাবর ছিল...।"

"আহ! তাহলে আমি এসবার ওয়াল্টার্স আর আমার লোকে স্যাকসনকেও এর মধ্যে রাখতে পারি। তাই তো? তাদের দুমনের যে কোন একজন সেই মহুয়' বললে চেড়ে বেরিয়ে আসতে পারত আর আমার আপনার অন্যতে ডুঁকেও যেতে পারত।"

"হ্যাঁ, সেটা সম্ভব ছিল, মিস মার্পল বললেন।" সঙ্গে সঙ্গে তো আমি নাথা ঘুরিয়ে দেখিনি।

"ডাইসন আর হিলিঙ্গনা, এসবার আর স্যাকসন। এদের একজন ঘুণে চুনী। যা আমিও তে পারি, যোগ করলেন মিঃ রায়ফার্বেল একটি বেলে।

মিস মার্পল মদ্দ হালেনন।

"আর তিনি কোনোকে একজন পুলিশ বলেই উল্লেখ করেন?"

"হ্যাঁ।"

"ঠিক। এর ফলে ইহিলঙ্গনা, হিলিঙ্গনা, লাকি আর এসবার ওয়াল্টার্সকে লালন করতে পারি আমরা। অতএব আপনার সেই খুনী হল, সত্ত্বে কপ্যানর সেই গালগল্প নাদ দিলে, হয় ডাইসন, হিলিঙ্গনা বা আমার মধুকর প্রিয়ানা স্যাকসন।"

"বা আপনি, মিস মার্পল বললেন।

মস্তান্তা মিঃ রায়ফার্বেল আমালেই আলালেন না।

"মেজের খিচড়ে দেবেন না উইলিয়ামসে বলে, তিনি বলে উঠলেন।

"প্রথম বে বিপজ্জন আমার মনে দাঁজ কেটেছে সেটা বলতি, আপনার এটা নিয়ে তালেন নি মনে হয়। ওই হিন্নজনের কথা বললু, ওদের কেউ নির্দিষ্ট ব্যক্তি হল প্যালগ্রেভ তাদের আগে চিনতে পারলেন না কেন? আঁচল কথা হল, তারা গত দুর্দিন হয়ে এক জাগায় বসে কথাবার্তাও বলেছিল। এর মাঝামাঝে কোন অথচ বৃত্ত পারছ না।"

"আমার মনে হয় তার একটা কারণ রয়েছে, মিস মার্পল বললেন।"

"বুঝি দিন। কিভাবে।"

"প্রথমে ধরুন, মেজর প্যালগ্রেভ লোকটিকে নিজে আগে আগে কখনও দেখেন নি। তাকে গল্পটা শুনিয়েছিলেন এক ডাক্তার। ডাক্তারই তাকে ফটোটা দিয়েছিলেন।"

১০০
নিঘর কৌতূহলের বলে। মেজর প্যালগ্রেড বুল সন্ধর্য ফটোটা মনেরাগ গিয়ে দেখেও থাকবেন সেসময়, তারপর নিচের পকেটে ব্যাগে ছুড়িয়ে রেখে নিয়ে থাকবেন চিহ্ন হিসেবে। এরপর বহুবারই তিনি ফটোটা বের করে যাদের গল্পটা শুনিয়েছিলেন তাদের দেখিয়েছেন। তাছাড়া, মিঃ রায়ফার্সেল আমাদের জানাতে নেই ঘটনাটা কর্মস্নায়ু অপেক্ষা। তিনি আমাকে গল্পটা শোনার সময় এর কোন রকম ইঙ্গিতও দেননি। এমনও হতে পারে বহুদিন ধরেই তিনি গল্পটা মানুষকে শুনিয়ে আসেছিলেন—আর সেটা পাঁচ দশ বা তার চেয়েও চেয়ে বেশি বছর ধরে হতে পারে! তার বায়ের গল্প তো আমি কুড়ি বছর আগে করেছিলাম।'

'হ্যাঁ, এটা সম্ভবত না!' মিঃ রায়ফার্সেল বললেন।

'এই কারণেই আমার মনে হয় যে মেজর প্যালগ্রেড লোকটিকে আচমকা দেখে থাকলেও তাকে বিদেশে পারতেন। হ্যাপারনা বা হাজি বলে আমার মনে হয়, শুধুমাত্র হয় বললে কেন, আমি নিশ্চিত যে এমনই ঘটেছিল—যে মেজর পকেটব্যাগে থেকে ফটোটা বের করে লোকটির মুখে পর্যবেক্ষণ করার মুহূর্ত মতো তোলেন আই সঙ্গে সঙ্গেই সেই অবিকল একই মুখে দেখতে পেরে থাকলে। আর তা না হলেও অন্ততঃ সেই মুখের আদেশই তিনি দেখেন দশ বা বায়ো ফটো দেন না।'

'হ্যাঁ,' মিঃ রায়ফার্সেল একটু ভেতরে উল্টো দিলেন। 'হ্যাঁ, এটা হওয়া সম্ভব না।'

'তিনি চমকে গিয়েছিলেন', মিঃ মার্পল বললেন। 'ফটোটা আবার তিনি ব্যাগে ছুড়িয়ে অন্য এক বিষয়ে বেশ জোরেই বলে বেতে থাকেন।'

'তিনি নিশ্চিত না হতেও পেরে থাকতেন,' তাঁকাম্বরে বললেন মিঃ রায়ফার্সেল।

'না, তিনি তা না হতেও পারতেন', মিঃ মার্পল বললেন।' তবে এটা অবধারিত যে তিনি পরে কোন এক সময় ফটোটা ভাল করে পারিক্ষা করতেন আর লোকটিকেও দেখে ফটোর সঙ্গে। যিনির মনস্বি করার চেষ্টা চালাতেন দুঃখেই একই ব্যক্তি কি না।'

মিঃ রায়ফার্সেল কিছুক্ষণ চিন্তা করে মাথা কাঁপালেন।

'এতে কিছু গোলসাল থেকে যাচ্ছে। এর উদরাম্য অম্পটে আর খোঁরাটে। একবারই খোঁরাটে। তিনি আপনার সঙ্গে বেশ চেষ্টিয়ে কথা বলছিলেন, তাই তো?'

১০৪
'হা। ওই তার অভ্যাস ছিল।'

‘বেশ, সেটাই ধরে নিলাম। হা, তিনি জেরেই কথা বললেন তা ঠিক।

এর বেই এসে পাকুক তিনি কি বললেন তার ও শুনলে থাকা সম্ভব?'

‘আমার নিজের বাদামা বেশ দুর থেকেও সবাই শুনতে পেত।’ মিস মার্পাল বললেন।

মিঃ রায়ফরেল আবার মাত্রা অংকালেন, তারপর বললেন, ‘অভ্যাসের পশ্চাৎ। এ গল্প শুনে সকলেই হেসে কেলে। এক ঘরের পরিবারের বৃদ্ধ কাছে শোনা এক কাহিনী শুনিয়া একখানা ফটো সাধ্যে বললেন আর সে দুটা বুঝতে গেল চলেছিল এক খুনীকে কেন্দ্র করে, এবং সে খুনের ঘটনার উপর বেশ করেখে বছরে আগে একামবাদের নিয়ে যত মেটে যায়, যারা তাদের সহ আমার কিছু মিল আছে দেখতে পাচ্ছি, হাঁ, হাঁ।’

কেউই প্যাল্গ্ল্যাডের ওই সন্ন্যাস করার প্রার্থনার নিয়ে মাত্রা বামবার র জোর না। না, আমাকে বললেন না, বেঁধে থাকি বিশ্বাস করতে পারছি না। না, এই নিশ্চিত যে ওই থ্রোলটার এ নিয়ে অভিযোগ হেসে তৃষ্ণা দেবে। সে কেবেই বা বেছা থাকে প্যাল্গ্ল্যাডেকে হত্যা করতে যাবে?

আমার বাদ দিল চলবে না।’

'ওহ, এটা আমি ভেবেছি’, মিস মার্পাল বললেন। ‘এ বায়ারে আপনার সঙে একমাত্র না হয়ে পারছি না। আর সেইসঙেই কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ করে চলেছি। এই অবস্থায় জুনীকে গতরাতে একবারে হৃদ্যমাত্র পারিনি।’

মিঃ রায়ফরেল একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন মিস মার্পালের দিকে।

‘আপনার মনে কি হচ্ছে তে কথা এবার শোনা যাক, না।’ গান্তমবার

বললেন মিঃ রায়ফরেল।

‘হয়তো আমার ধারণা একবারেরই ভুল,’ ইত্যাদি করে বলে উঠলেন মিস

মার্পাল।

‘হয়তো তাই’, মিঃ রায়ফরেল তার স্বভাব অনুসারী কোন বিচেনায়কে হাড়ি বললেন। ‘তবে তাই ছোক, নামারাত না শুনিয়ে কি জানলেন শোনা যাক।’

১০৫
'জোরালো একটা উদ্দেশ্য থাকতে পারে বটি—'
'বলি কি ?'
'যদি সুত্র ভিতরাতে—এবং শিল্পিগণই—আর একটা খুনে হতে থাকর।'
মিঃ রায়াকালেল প্রায় সফটিত হলে তাকলেন। তিনি ঘরের একটা উঠে বসার চেষ্টা করলেন।
'মাপারটা ভাল করে লেখা যায় কিনা ?'
'কাউকে বৃহত্তর বলার ব্যাপারে আসি এট অন্য,' মিঃ মার্পল ছাড়াছাড়া আর অস্তগ্রাহাবাক্ন বলতে শুরু করলেন, তার গালে লালের ছোট লালি।
'ধরনু কোন খুনের পরিকল্পনা যাদি করা হয়ে থাকেন। আমনার হয় তে মনে আছে, মেঝর পালানেগু আমাকে হে গল্প বলেছিলেন তাতে লেখা গিয়েছিল একজনের শেষ সংবাদহীন পরিস্থিতিতে মারা গিয়েছিল। তারপর কিছু সময় কেটে গেলে আরও একটা খুনের ঘটনা একই রকম পরিস্থিতিতে ঘটে।
নায়ে একজন ভাবলাকের শেষ প্রায় একই রকম অবস্থায় মারা যান, আর যে ভাবার খুনীকে আনেন বলেছিলেন মিঃ লোকটাকে চিনতে পারেন, বলিয়া সে নাম পাল্টেছিল। বললেন, এর থেকে কি বুঝতে পারা যায় না যে খুনী একজন খুনীতে পরিণত হয়েছিল যার এটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ?'
'তার মানে সেই 'মনের ঠাব করে' কাহিনীর গ্রিমের মত ?'
'আমার তদন্তর মনে হয়েছে,' মিঃ মার্পল বললেন, 'আর পড়ে আর শুনে যা জেনেছিলেন, একজন লেখক এ ধরনের কোন খারাপ কাজ করে ছাড়া গেলে ম্যাবাবতই উৎসাহীবর্ধন করে। সে ভাবতে চায় ব্যাপারটা সহজ, নিজেকে সে খুবই চলাকাল ভেঙে বসে। আর যেমন বললেন, শেষ পর্যন্ত সে 'স্নায়ের ঠাব করে' কাহিনীর গ্রিমের মতই হয়ে যায়। এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়। এইজন্যে সে আবার এই কাজ করে। প্রতিবার সে বেছে নের আলাদা স্থান আর নিজের নাম যে বলে নেয়। তবে অপরাধের বাতাসের একই ধরনের প্রতিটি ক্ষেত্রে। তাই আমি ভাবলেছিলাম, হয়তো আমার ভুল হচ্ছে, তবে—'
'কিছু আপনি ভুল করেছেন বলে নিজে ভাবেন না, তাই তো ?' মিঃ রায়াকালেল কোশলী প্রশ্ন করলেন।
সে কথার উপর না দিয়ে মিঃ মার্পল বললেন—'ষট্টামক্রমে বিষে এই রকমই হয়—তাহলে লোকটি এখানেও একই ধরনের কোন খুনের পরিকল্পনা—' ১০৬
দৌরি করেছে বাড়তে মাজ্জাক পথ থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। আর একেকে।
মেজর প্যাল্প্রেভের কাহিনীর কিছু প্রাসঙ্গিকতা থেকে মানুষ সম্ভাবনা আর
সেই কারণেই খুনী কিছুটেই কোন রকম মিল আছে ও জানাননি হোক তা
চাইতে পারে না। আপনায় হয়তো মনে থাকতে পারে স্মৃতিতে ঠিক এই কারণেই
ধরা পড়ে যায়। খুনের ঘটনায় পরিপ্রেক্ষিতে কোন একজনের দৃঢ় প্রাক্ষণ্ত
হয়।
তিনি অন্য আর একটা ঘটনার বিবরণের সংক্ষেপের কাঁধি বিহিলে দেখেন।
তাহলে নিচতই বুঝতে পারেন যে শয়তান ব্যাল্টি এ ধরনের
কোন খুন অসম্ভবদের মধ্যে সংকটিত করার মতলব এটা থাকতে পারে সে
কিছুটেই মেজর প্যাল্প্রেভেকে খুনের কাহিনী শোনাতে দিতে বা ফটো দেখিয়ে
বেড়াতে দিয়ে পারত না।
মিঃ মার্পল কথা শেষ করে কানাকে নিঃ র্যাফায়েলের দিকে
তাকালেন।

dলঃ বুঝতে পারছেন আমাদের শিষ্যগিরি কিছু একটা করেইই হবে,
এবং তাকাতাদিত পাপা যায়।
মিঃ র্যাফায়েল বলে উঠলেন, সেই রাতেই ব্যাপারটা ঘটল?
'হ্যাঁ, তাই,' মিঃ মার্পল উত্তর দিলেন।

dবললেন আরাম, মিঃ র্যাফায়েল বললেন, 'তবে করা কথিত ছিল না।
প্যাল্প্রেভের ধরে ওড়ের রেলের মতে দেখা, তার রাজধানীর ছিল বলে
গুরুত্ব ছাড়ানো, আর তার সঙ্গে চাপ্প শর্কের একটা ওড়া প্ল্যাটফর্ম পালে
মিশিয়ে দেওয়া। এই রকমই তো?
'হ্যাঁ—কিভাবে সে ঘটনা শেষ হয়ে পড়ে—এ নিয়ে নাথা না যামালেও চলবে।
আমি ভাবছি ভক্তিতের কথাই ভাবছি। নব্বারনের কথা। মেজর প্যাল-
প্রেভেকে সরিয়ে দিয়ে, ফটোটা নতুন করে, এই লোকটা তার পরিকল্পনা মত
খুনের ছড় এগোনো নিয়ে যাবে—।
মিঃ র্যাফায়েল শিস দিয়ে উঠলেন।
'আপনি সবই দেখতে পাছী ভেবে রেখেছেন, তাই না?'
মিঃ মার্পল সার্ব দিলেন। তিনি প্রায় অপরিচিত কাঠামো প্রায় মৌর-
তারী ভূষিত বলে উঠলেন, 'এখন আমাদের ঠেকাতেই হবে। আপনাকেই
ঠেকাতে হবে, মিঃ র্যাফায়েল।'
‘আমাকে?’ আন্থোর হয়ে গেলেন মিঃ র্যাফায়েল, 'আমাকে কেন?
'কারণ আপনি অবর্তন আর গ্রুপ্যান্ড একজন মানুষ,' মিঃ মার্পল।
উত্তর দিলেন। ‘আপনি কিছু বললে লোকে নেটা মন দিয়ে শুনবে। তারা একমাত্রের জন্য আমাকে পাক্তা দেবে না। তারা বলতে চাইবে আমি এক ব্যক্তি কোনো তাই নানা উদ্দেশ্য তিনিস কর্মনা করছি।’

‘হাঁ, তারা তা করতে পারে,’ মিঃ মাপ্পল বললেন। ‘এমন করলে তাদের 

হামলাবাদ বলব।’ একখান আমাকে বলতেই হবে যে আপনার সাথে কথা 

শুনলে কেউ আপনার কেন বুঝি আছে বলে ভাববে না। আসলে আপনার 

একটা দৃষ্টিগোচর মন রয়েছে। এমন চর কো মহিলার থাকে।’ তিনি 

অস্বীকা বোধ করে নেন্দাড়ে বসতে চাইলেন চোখে। এসবার না জ্ঞাতসাধন 

বে কোন চোখ গেল ?

ঠিক করে একটু বসা দরকার। ‘না, না, আপনি পাবেন না। আপনার 

সে ক্ষমতা নেই। ওরা কি যে ভেবেছে জানি না, আমাকে এভাবে ফেলে 

বায়।’

‘আমি ওদের খুঁটে দেখছি।’

‘না, বাবেন না আপনি। আপনি এখানেই থাকবেন। আমার সব ব্যাপার 

ফয়সালা করবেন।’ ওদের মধ্যে কে কুষ্ঠিত গেছে? শান্তিষীল হিলিং না 

আমার লোক জ্ঞাতসাধন ? এই তিনজনের মধ্যে একজনকে হতেই হবে, তাই 

তো ?’

সভারে রাশ বরফলেন মিঃ রাকারেল

‘নেটা আমার জানা নেই,’ মিঃ মাপ্পল বললেন।

‘কি বলতে চাইছেন? আমরা তাহলে এই কুঁড়ি মিনিট ধরে কি আলোচনা 

করে গোলাম ?’

‘আমার কেমন যেন মন হচ্ছে হয়তো ভুল করেছি।’

মিঃ রাকারেল যেন তাক্কবর।

‘তাহলে বাজে বর্কনি সবাই !’ তিনি বিরক্ত ভাবে বললেন। ‘অত্য শোনাজীব আপনি যেন কত নিষ্ঠিত।’

’ওহ, খুনের ব্যাপারে আমি নিষ্ঠিত। শুধু খুনের সম্পর্কে আমার 

সম্মান রয়ে গেছে। আমি তেমন দেখেছি মেজর প্যালাস্ট্রে অনেক রকম খুনের

১০৮
গল শুনিয়ে ঘোষ অভাব ছিলেন—আপনাই বলেছেন তিনি লেখিকীয়া বঁচে ঘটে একটা কাহিনী শুনিয়েছিলেন—।

’হ্যা। মনে পড়েছে বটে। তবে সে কাহিনী একবারেই অন্য ধরনের?’

’তাহাতে মিসেস ওয়াল্টার্সও শুনেছিলেন অন্য এক কাহিনী কাকে গ্যাসের
উদ্ধ চাপে মরা হয়েছিল—।’

’কিছু তিনি আপনাকে যে গল শুনিয়েছিলেন—।’

মিস মার্পল বাধা দিলেন মিঃ রাফারেলকে, যে ধরনের ব্যাপার তার
ক্ষেত্রে বড় একটা ঘটে না।

মিস মার্পল প্রায় মরীয়া হয়ে অন্যেরের ভঙ্গীতে প্রতিলেখে বলেতে শুরু
করলেন তারই কথা।

’দেখতে পারছেন না এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট হওয়া কতকালি কথিত ।
সবচেয়ে দরকারী কথা হল—মানুষ সবসময় মন্যায়ে দিয়ে অনেক কথা
শুনতে চায় না। মিসেস ওয়াল্টার্সকে প্রস্তুত করল—তিনি একই কথা বলতে
চাইলেন—একবারে গোড়ার হয়তো শুনে যাবেন—আর তারপর আপনার মন-
সংযোগ আর থাকবে না—মনে অন্য ভাবনার উদয় হবে—পরকালেই আপনার
মনে হবে বেশ কিছু অংশ আপনার শোনা হয় নি। আমি তাই ভাবিলাম
আমার বেলাতেও এরকম কিছু অংশ ফাঁক রেখে গেছে কি না—হয়তো ছোট
অংশই—একজন লোক সম্পকে মেজর প্যালগ্রেড যে গল্প শোনাচ্ছিলেন—আর
ঠিক এর পরেই তার ব্যাপার থেকে ফটোটা লের করে সেখান গলালেন—একজন
ঊনির ফটো দেখতে চান’’……।

’কিছু আপনি ভেবেছিলেন তিনি যে গল্প বলাচ্ছিলেন সেই লোকটারই ফটো
ছিল সেটা? ’

’হ্যা, আমি সেই রকমই ভেবেছিলাম। ওটা তা নয় সে কথা আমার
আদেশও মনে হয়নি। কিছু এখন—এখন যে বিষয়ে নির্দিষ্ট হই কি করে?’

মিঃ রাফারেল চিন্তিত ভঙ্গীতে দাকালেন।

’আপনার পদ্ধতিগুলি কোথায় হচ্ছে জানেন?’ তিনি বললেন। ’আপনি
অভাব সম্প্রতি বড় ঘটনার। বড় ছুলের হাত থেকে ভাঙ্গা গেলে সোনামনা করা
চলবে না। গোড়ার তা কিছু করেন নি আপনি। আমার ওই পাদটী ভাবনার
সঙ্গে কিছু ফিল্টার করেছেন আপনি তার মাঝখানে এমন কিছু শুনেছেন,
বাদ আপনি একটা উত্তর হয়ে পড়েছেন।’

’হয়তো আপনার কথাই ঠিক।’
'আপাতত একাধ বাদ দিন। এবার আমার সেই গোড়ার কথাতেই ফিরে আসে থাকে। কারণ দেশের মধ্যে ন' বাকি গোড়াতে যে ধারণা করা যায় নেই সত্যিই স্থিত হয়ে থাকে। অন্ততঃ আমার বিশ্বাস তাই। আমাদের সামনে তিনজন সনদেহভাজন রয়েছে। তাদের একে একে যাচাই করে দেখা থাকে। এদের মধ্যে কাউকে বিশেষভাবে চিহ্নিত করতে পারেন?'

'না, সে রকম কিছু আমার নেই,' মিস মাপুণ্ড বললেন। 'ওদের তিনজনই খুনী হিসেবে এমন অচিন্তাজনীয়।'

'আমারা আগে গ্লেনকেই বিচার করতে পারি,' মিঃ রাফারেল বললেন, 'লোকটাকে সহা করতে পারি না। তবুও একে খুনী হিসেবে ভাবা যায় না। তবুও ওর বিরুদ্ধে একটা গোরা স্তব্ধ রয়েছে। ওই রাজপ্রশাসনের ওষুধ তারই। কাজে লাগানোর ব্যাপারে চমৎকার হাজিরায়।'

'তবুও এটা এখন বড় বেশি রকম প্রচুর ব্যাপার, তাই না?' মিস মাপুণ্ড আপাতত জানালেন।

'না, তা হবে বলে আমার মনে হয় না,' মিঃ রাফারেল বললেন। 'যাই হোক না কেন কাজটা চটপট শেষ করা প্রয়োজন ছিল, আর হাতের কাছে ওখোও তৈরি ছিল। অন্য কারা ওই ওখো আছে কিনা দেখার মত সময় নিশ্চয়ই ওর ছিল না। বেশ, ঠিক আছে, তাহলে অপরাধী হল গ্লেন। তার প্রির সহায়তায় না লাভকে পথ থেকে সরাতে চাইলেও—( কাজটা অবশ্য ভালবই, আমার মতে। ওর প্রতি আমার সহায়তা আছে ) কিছু আমি ওর খুনের উদ্দেশ্য খুনে পাচান না। প্রথমতঃ সে বেদনার ধনী না। প্রথম সমূপ ম বেশ ভাল টাকা তার জন্য বেশি গেছেন। এটা বিচার করলে তাকে একজন সম্ভাব্য সৃষ্টিত্যাগকারী বলে মনে নেয়া চলতে পারে। কিন্তু সে ঘটনা আগেই চুকে গেছে। কিছু লাভ তার পার দর্শনের কেউ। একটি টাকাকড়ির সম্পদ নেই—সে বদন একে পথ থেকে সরাতে চায় তার উদ্দেশ্য হতে পারে অন্য কাউকে বিয়ে করায়। এ সমবেদে কোন গল্প ছড়িয়েছে?'

মিস মাপুণ্ড মাথা খুলিয়ে গাড়লেন।

'আমি শুনছি। ওর সঙ্গে—ইংরেজ—উনি জফরাহলদের কাছে খুবই সৌজন্যলোক ব্যবহার করচি।'

'হুই, তাই চমৎকার সেকেলে প্রধানত কথাটা বলেছেন,' মিঃ রাফারেল বললেন। 'বেশ লোকটা একটা হাড়ের বেশি মেয়েদের উত্তীর্ণ করে। তবে তাই যথেষ্ট নয়। আমাদের আরও কিছু দরকার। এবার এডওয়াড মিলিটনের
দিকে তাকালো যাক। কালো খোঁড়া বললে যেমন বোঝায় লোকটা নিঃসন্দেহে তাই।’

‘উনি বোঝ হয় সুখী নন বলে মনে হয় আমার,’ মিস মাপর্ল মন্তব্য করলেন।

মিঃ রাফা ফেল চিন্তিত ভাবে তাকালেন তার দিকে।

‘আপনার কি মনে হয় কোন কুদুম্বিকে সুখী হতে হবে?’

একটু ভাবলেন মিঃ মাপর্ল।

‘মানে, আমার অভিজ্ঞতায় তাদের সেই রকমই দেখেছি’।

‘তাহলে বলতে হয় আপনার অভিজ্ঞতার সীমানা তেমন না নয়’ মিঃ রাফা ফেল বললেন।

মিঃ মাপর্ল এই কথার স্বাবে আন্তরিকই বলতে পারলেন উনি ভুল বললেন। তবে তিনি বড়টা খুঁজে পড়তে চাইলেন না। তার জানা ছিল ভালোকেরা সঠিক পথে চালিত হতে পছন্দ করেন না।

‘আমার নিজের ধরণ হল হিলিংডনই দেওয়া’ মিঃ রাফা ফেল এবার বললেন। ‘আমি মনে করি হিলিংডন আর তার স্বার মধ্যে একটা কিছু চালেছ। আপনি লক্ষ্য করেছেন?’

‘ওহ, হা। করেছি বৈকি’ মিঃ মাপর্ল বললেন। ‘অবশ্য বাইরে তাদের পরস্পরের প্রতি বাংলায় হৃদি নেই, মমতা হওয়া উচিত।’

‘এই ধরনের মানুষ সমর্পণ আমার চেয়ে আপনার জীবন তার বেশি বলেই মনে হয়’ মিঃ রাফা ফেল বললেন। ‘বেশ তাহলে ধরে নিলাম সবই তার ভাল বলচিসম্মত একটা সমস্ত রয়ে যাচ্ছে তা এডওয়ার্ড হিলিংডন তার প্রায় ইভিলেন হিলিংডনকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে প্রস্তুত। একথা মিতু করেন? ’

‘তা যদি হয় তাহলে আল্লে এক স্বামীকে ধারা চাই’ মিঃ মাপর্ল বললেন।

অনেকগুলো ধরে মাথা কাঁপালেন মিঃ মাপর্ল। তারপর আবার কথা বলে উঠলেন।

‘আমার—আমার কি জানি কেন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা এত সহজ নয়।’

‘এবার তাহলে কোথায় ধরতে হবে—ক্যাকসন? আমাকে অবশ্য বাদ রাখছি?’

এই প্রথম হাসলেন মিঃ মাপর্ল।

‘আপনাকে বাদ দেব কেন, মিঃ রাফা ফেল?’

১১১
কারণ আমাকে বাড় সম্ভাব্য ঘটনা বলে তাহলে আলোচনা করতে হবে অর্থ করে সে বলে। আমার সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনার অর্থ হবে সম্ভাব্যের অপবাদ। যাইহোক, আপনার কাছে প্রশ্ন রাখ্শি আমাকে বাড় দেয়া হয় যেকোনো এই ঘটনার ভূমিকা থেকে? আমি অসহায়, পড়তে মত, আমাকে লক্ষ্য থেকে ফিরতে হয়, হাইল চরার ছাড়া চলার উপর নেই আমার, ধরে না রাখলে হুঁতে অক্ষম। তাহলে, কাউকে খন করার ব্যাপারে আমার সুযোগ বা সম্ভাব্যা কোথায়?

সম্ভাব্য অন্যের কোন লোকের মতই সে সম্ভাব্যতা থেকে থাকে আপনার,' মিস মার্পল দীর্ঘমেয়া বললেন।

'কিভাবে সেটা প্রমাণ করবেন?'

'যে বিষয়ে আপনি নিশ্চয়ই স্পষ্টকর করেন যে আপনার বুঝিয়ে আছে?'

'যদিও আমার বুঝিয়ে আছে,' বললেন মিস রায়ফারেল। 'আর একবারে আমার ধারণা আমার জন্য সকলের মনে সে বুঝিয়ে তুলনায় অনেকটাই ভেবে।'

'বুঝিয়ে থাকার ফল,' মিস মার্পল বললেন, 'আপনি আমার শাস্তিক অক্ষমতা দরে ঢোলে কোনো ভূমিকা নিতে সক্ষম।'

'হাঁ, সেটা কাজের মত কাজ হবে বেটি।'

'হাঁ, সেটা কাজের মত কাজ হতে পারে, মিস মার্পল বললেন। 'তবে সেকথে আমার মনে হর, মিস রায়ফারেল, আপনি ব্যাপারটি উপভোগ করতেন।'

মিস রায়ফারেল বেশ কিছুক্ষণ মিস মার্পলের দিকে তাকিয়ে থেকে হেসে ফেললেন।

'আপনার সাথে জোর আছে বেটি!' তিনি বললেন এবার। 'অতি নিরুপ শান্ত প্রকৃতির বুঝিয়ে বলে আপনাকে মনে হলেও আপনি তা নান। কি বললেন? তাহলে আপনি সাত্য ভাবেন আমি একজন খনিও না।'

'না, মিস মার্পল বললেন। 'আমি তা ভাবি না।'

'কেন জানতে পারি?'

'আসলে, বলতে গেলে, আমার মনে হয় শুধু আপনার বুঝিয়ে আছে বলে। বুঝিয়ে থাকার আপনি যে কোন কাজ খনি না করেও করে তাহলে নিতে পারেন। খনি মুছনের কাজ।'

'আচ্ছা, এখন প্রয়োজন হলে আমি কাজে খনি করতে চাইতে পারিয়ে?'

'হাঁ, এ প্রশ্নটা খুবই আগুন জাগিয়ে তোলার মত, মিস মার্পল বললেন।

১১২
“এখানের অপনার সঙ্গে একজন কথাবার্তা বিলানি যাতে কোন ধারণা পড়ে নিজে পারি।”

’মিঃ রায়করেল হাসি আরও প্রকৃতপক্ষে ছিল।

“আপনার সঙ্গে কথা বলা তবে যিবিপ্রফল তাতে পারে,” তিনি জানান।

‘কথাবার্তা সব সময়ই যিবিপ্রফল, বড় আপনার গোপন করার মত কিছু কিছু ঘোষণা করেছি,’ মিঃ মার্পোল বললেন।

‘আপনার কথা হয়তো সাধারণ, এবার জ্যাকসনের কথায় আসা যায়।

জ্যাকসন কথাটি আপনার ধারণা কি রকম ছিল?

‘আমার পকে বলা যাচ্ছি। কারণ ছোট আমার সঙ্গে তার বিশেষ কোন কথাবার্তা ছিল হয়নি।’

“তবে এ বিষয়ে আপনার কোন মনস্তর করার নেই?”

‘ঠিক ঠা না। ওকে দুবার আমার আকার শেখানি থাকে সেই শহরের লোকের কথা মনে হয়। তার নাম জোনাস প্যায়ারী।’

‘এ ছাড়া?’ মিঃ রায়করেল প্রশ্ন করে একটি, ঘোষণা করেলেন।

‘সে খুব ভাল মানুষ ছিল বলব না’, মিঃ মার্পোল বললেন।

জ্যাকসনও ভাল লোক নয়। তবে আমার কাজে বেশ মানিয়ে গেছে।

নিজের কাজে এ একবার প্রথম সেশনের, আমি হলকামমাত্রের ভাবে আপনাকে ছাড়ি নেই। ও জানে ঠিক সে বেশই পার তাই সেরা? জিনিসটা ছাড়ি করে।

তবে আমি কিছুদিন প্রেরেন এক কাজে নিয়ে যাওয়া করব না, আর তাই সরকারের সেই। ওর অতীত হয়তো নিপ্পক্ষে না হয় তা নয়।

এর প্রথম প্রথমে ভাল ছিল—তবে আমি উপাস্য করেছি ও একটি চাপা স্বভাবের। সৌভাগ্যবিধার, আমি একবার ভাবে বলে কোন গোপন রহস্য নেই, অতএব আমাকে রাখালে করার কথা নেই।’

‘কোন গোপনীয়তা নেই আপনার?’ মিঃ মার্পোল চিন্তিতভাবে বললেন।

‘নিচেই আপনার কিছু ধারাকর্ষণীয় গোপনীয়তা আছে, মিঃ রায়করেল?’

‘কিছু সেখানে জ্যাকসনের হাত রাখার উপর নেই না। জ্যাকসনকে সঙ্গে প্রথমের কথা, তবে তাকে খোনী প্রদেশে ভাবে পারি না। কিন্তু তার

এর প্রকাশ গোপন করে কিছু ভাবতে চাইলেন মিঃ রায়করেল তাকে হতাশ করলেন, তেমন চোখ দেখে এই বিজ্ঞাপন প্রাপ্ত নিয়ে বেশ কিছুকথা চিন্তা করলেন, যেহেতু প্যালেগের এই বিজ্ঞাপন কাহিনী ইত্যাদি নিয়ে ভেবে
সেবা দেওয়া হবে যে উপলব্ধির প্রদান হলে তা সম্পন্ন হবে। একমাত্র মানুষ সর দৃষ্টি হওয়া উচিত ছিল।

মিঃ মার্পাল একটি নিয়ম অনুসারে হবে তাকলাম তার দিকে।

'সকল চতুর ঝন্ডায়ন', বার্তা বললেন মিঃ রায়ারেল। 'পুনরুদ্ধ পরেশ কে শিকার হবে? পাঠার ধরাের মালিক বরফ কেটে।'

'আর অনেক মানুষই বলের কাজে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে চাইবে তার অর্থ আকাশে করার জন্য', মিঃ মার্পাল বললেন। 'আর এটাও সাহা?'

'সে কথা কথায় গেলে—', মিঃ রায়ারেল কুড়িছন্দ ভাবলেন। 'লাভন পরিলে আলাদা পাঠ ছাড়া লোক আছে যারা টাইমস পরিকার আমরা শেক-সংবাদ পাঠ করে কেনে হেক ভাবলে না। তা সেকেন একথা বললা না আরাকে পথ থেকে সরিয়ে দিতে ভাবা তেমন বিলুপ্ত করতে চাইবে। ভাববে কেনই বা করবে ভাবা? আমার লোকের দিনকই বৃদ্ধি হতে পারে। সত্যি কথা কখনও—হতভাগা বোকার দল, আমি এরং অন্য আছি দেখেই আমর্থ হবে গেছে। আরো কথা অবাক হবি।'

'আলাদার বেঁচে থাকার ইচ্ছে আরো', মিঃ মার্পাল বললেন।

'সেটা অন্যত বলে তাবেন আপনি?', মিঃ রায়ারেল বললেন।

'এই না। আমার কথা হব এটা ম্যাটারিক', মিঃ মার্পাল বললেন।

'আমি বলে যা উপভোগ করার জন্য, বিশেষ করে সে আমি বলে কথা হবে হত আলাদাত থাকে। এটা হওয়া উচিত নয়, তবে বাধবে তাই। আপনি বলেন তরঙ্গ, মাইক্লার আর পরিকার, আমি বলে সাহস আসন শব্দে কিম্বা, তখন তুমি নিজেকে কেন মাথা ধামাতে চায় না। দেখে থাকবেন, তবে বলবলাই অতি সহজে আশ্চর্যনের পথ বেচে নিতে পারে, হয়েছে হয়তা হয়েছে। প্রথম থেকে, আমার কথা বা উল্লেখ আমার মানসিক বস্তু থেকে থেকে। কিন্তু আমার জন্যে আপনি কি না দাবি আমার জন্যে।'

'হা।' মিঃ রায়ারেল বিচিত্র ভাষা করে বললেন। এসব জানার কথা সেবা লাভ নেই।'

'তবে কথা, যা বললাম তা সত্য কিনা?' জানতে চাইলেন মিঃ মার্পাল।

'এই, হা।' মিঃ রায়ারেল বললেন, 'সত্যি তাতে সত্যেখ নেই। কিন্তু বললেন, আমার চের সহজ শিকার হলে প্রতিবেদন সে কথা থেক কিনা?'

১১৫
কার শেষে কেউই না', মিছ রাকাঝেল বললেন।  আগে যে কথা বললেছি বাবাতে আমার কলকাতার প্রতিঞ্চুট আমার অবস্থানে আমাই অস্থায়ী না, অনন্ত লাভ করতে পারে।  আমি এ রকম শুরুর নয় যে আমার আত্মারর মতে সঠিক অর্থে রেখে যায়।  সরকার সেই ভাল তাছার পর তারা অবশ্য বেশ ভাল কিছু আশা করতে পারবে। এইরূপেই না। কথা না, এখন বাক্যে আমি অনুক্রমে আপনার কথার কথার।  আমার দৃষ্টান্ত যাতে এভাবেই শুকিয়ে যেয়ে না।'

জানুকন তাহলে আপনার মুভার র কিছুই যেয়ে না?

'এক শেষরিক নয়', মিছের সের বললেন মিছ রাকাঝেল।  অন্তর কাছে ও যা শেখে পারে আমি ওকে তার স্বপ্নের ঠাকুর দিয়ে থাকি।  এর উপরে সাধারণ আমার কেঁপিজোড় তাকে সহযোগ করতে হবে, অতএব না ভাল করেই কিন্তু আমার সহযোগ ওর কর্তিও হবে।'

'আর মিলেস ওরাকারল না?

'ওরাকারলের ফ্লেটের একটি ব্যাপার। সেরেটা ভাল। প্রথম স্পেশাল সেফেটারিই, বাক্যাচার, না ম্যাক্সেব, আমার স্বভাব সংগ্রে পরিচিত। মেজাজ পর্যস্তকে ন্যের মন করেনা, অপমান করলেও পারে মাথে না।  এই বাক্যের কিছুটা বাক্যের গতিপথের গতি, যাকে সাধারণে হয় অতি নন্দন্ত আর ধরেই শিশুকে।  ওগো যাকে মাথায় আমার মেজাজ খোঁজ খোঁজ দেখায় তা ঢোক ঠিক, তবে যেটা কে না করে?  এর বিষয়ে অন্তর কিছুর নেই।  নোনা দক্ষ থেকে শেষের মতে সাধারণ মাপের কোন মেরে, তবে আমার ঘটে অনন্ত মাননির কাউকে সহায় কিনা সেখান আছে।  এর জানান আগেক বিরলতা ছিল, বক্ষে ও বিষয় তারা আমার ভাল লঙ্কা ছিল না।  আমার ঘণ্টা পর্যন্ত ব্যাপারে ওর বিশারদবৃত্তি প্রবর যুর, অনেক বেশরকম বেশী থাকে না।  এ ধরনের মেজাজগুলো কাছে নির্দেশের গতিপথের কাব্য যে শোনার রাই পর্যবেক্ষণের কারণই ওরা ধরা যায়।  ওদের বিষয় পর্যবেক্ষণের বুদ্ধির পাশাবাহিনী কিনে প্রাপ্ত ওরা মেরেছেই ভাল।  এ ধরনের মেজাজগুলো বিষয় করার পর পুরুষ বা খুশি তাকে দিয়ে করিন্দে নিতে পারে।  সৌভাগ্যবলত ওর অবস্থায় সেই আমার বায়া গেছে, এক পাতিয়ে অভিমান থাক করার পর চলে এক বায়ার সাধন পেয়ে যে।  এসবারের একটা মেজাজ আছে ও তাই আমার সেফেটারল নয়।

১১৫
সেগুলি নেই। আমার কাছেও জান করলে পাঁচ বছর। গোঁড়াতেই আমি ওর কাছে এ কিছু পরিকার করে গিয়েছিলাম যে আমার মন্ত্রণালয়ে যে কোন কিছু, আপনা না করে। গোঁড়া থেকেই ওকে আমি প্রচুর টাকা মাইনে ফেলায়ে দিয়ে আসিয়া আমার প্রাণী বছর প্রাণ যাবার ব্যবস্থা হওয়া চান করেছি। যদি সেজন্ত আমাকে কাউকেই কিছু করা যায় না। এই কারণেই আমার মন্ত্রণালয়ে ও লাভ হবে না সেক্ষণে প্রেরণ করে দিয়েছি। যদি বলা আমি বাঁচিয়া তার প্রতীক করেই সে মোটা মাইনে পেতে থাকতে। ও মাঝে টাকার একটা অপর সংক্রমণ সম্পর্কে তাই করে তাহলে বেশ ধরাম্ভ হলে ওয়ালিয়ে ওর উঠতে পারে। মাসা সেটা ও করেছে। আমি ওর সেরে শিক্ষা ব্যবস্থা করে দিয়েছি আর টাকা মাইনে মাইনে কিছু টাকাও বেরিয়েছি, সাবালিকা হলে মাসা এরই সে টাকা পারে। এই হিসেবে এসবার ওয়ালিয়ের অবস্থা তালাই। আমার মন্ত্রণালয়ের, তার বলেছি, ওর পকে নিয়ম আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়ে উঠবে। তাছাড়াও মিঃ রায়গানের মিঃ মার্পলের দিকে তাকালেন। 'ও একথা তালমাঝিতে জান। ও বুদ্ধিমান।'

'ওর সে জায়গার বাংলা আছে?' মিঃ মার্পলের জানতে চাইলেন।

মিঃ রায়গানের চক্ষুদ্ধর্তীত অর্থকারক করলেন মিঃ মার্পলকে।

'আমার বিশ্বাস লক্ষ করেছেন?' তিনি প্রশ্ন করলেন। 'হাঁ, আমার ধারণায় জায়গার বাংলা মাজার হয়নি বেড়ালের মত বাড়ি, বৃদ্ধ ইসলামী হিসেবে করে ওর দুঃখ পাড়েছে এসবারের উপর। ও দেখতে সুদৃশ্য হলেও একপাক বলে গগনে মনে হয় না। তাছাড়া শেষপাঁচ বেশমার ব্যাপারও রয়েছে। এসবার একটা উচু তলার মাত্র ওর চেয়ে। অবশ্য তাতে ওরের বিশ্বাস নয়, সুমারে বিশেষত উজ্জ্বলতার মানসিকতায় অন্যমান। ওর মা ছিলেন স্কুল পিতাকার আর ভাবা ব্যাপারের কোনো। না, এসবার জায়গারের সঙ্গে নতুন করে তোলাম। বলে ও তা পাবে না।'

'এসবার আসেননি? ' মিঃ মার্পলের সত্বের করে দিতে চাইলেন।

রুখানেই নজরে এল এসবার ওয়ান্ডার। হোটেলের পথ বর্তমান ওনের দিকে আসেননি।

'এসবারের সময়ের বলেই যায় চলে,' মিঃ রায়গানের বললেন। 'বর্তমান চাকরি একটি বেশ অন্য কোনো করব।'

মিঃ মার্পলের দীর্ঘমুখী ফেললেন, এটা এমনই যে বুদ্ধিমতী হোক প্রত্যাহার

১১৬
স্মৃতিকে দুর্লভের অপচয়ের কথাই ভাবতে চাইলেন। এসবার উদাহরণের সময় যে কয়টি অভাব মিস মার্পলের কাজের তার অনেক রায়ি তিনি শুনে এসেছেন। নেমন, ‘আমার কাছে সেনার অনেকাংশই বলে যাত্রা দেহে না,’ ‘কোনো বন্ধু আর দেখেছেন না,’ রণ ফর্স করা চাহিদা কাছে টানা ভাবা মনে হয়, মধ্যে সিংহ হাসি, তবে রাহুজাত পাশ দিয়ে গেলে কোন পর্যায়ের পাঞ্জাম করিয়ে দেখার মত জিনসাটা নেই।

‘ওর আবার বিচে করা উচিত,’ মিস মার্পল বললেন চাপা গলায়।

‘নিশ্চয়ই করা উচিত। প্রাচী হিসেবে ও ভালী হবে।’

এসবার উদাহরণ এসব বোধ দিতে মিনরাকারেল বনে বিটুটা কুঠিন প্রেরণ করলেন, ‘শেষ পরিস্কার এসেছ। কোথায় আটকে ছিলেন?’

‘সকাল থেকে সকলেই তার পাতায় ঘুরে দেখলাম’, এসবার বললেন।

‘সবাই তারা তারি চলে যাওয়ার জন্য বাঁধ মনে হল।’

‘চলে যেতে চাইছে, তাই? ওই খুনের জন্য?’

‘তাই মনে হয়। কেচারা তিন কেন্দ্র দাজুদ চিত্তার পড়ে গেছে।’

‘এটা ম্যাগারিক। তোর দলের কর্তৃপক্ষের খেবই ভাবা খারাপ।’

‘হাঁ, এই রুকার ধারনের বিপুল ব্যবসা এ ভারী করে পড়ে করা। একে সফল করার জন্য ওরা খুব পরিষ্কার করেছে। চলছিল ভালী তবে—’

‘হাঁ, ভালী চালাচ্ছিল দক্ষেন, মিনরাকারেল ম্যাকার করলেন,

‘তিন খবরই দেখি আর পরিষ্কার। মলিন রেয়ে চমৎকার—সেখানেও সম্ভব।

ওরা কালা আমরাদের মতই কাজ করে যে, অবশ্য উপরািন্ত মনের ঠিক

নাহায়, কারণ কালকারা এত পরিষ্কার করে না। সেদিন বেরুনি এক কালের

সাধন প্রারম্ভ হয়ে যায় নেতাদের জন্য নাজুকেল গাছ লাগ করায়, কাজ শেখে হজ্জে

সারাদিন দেছে। চমৎকার জীবন।’

মিনরাকারেল একটু যামালেন। ভারপর বোধ করলেন ‘আমরা এতক্ষণ

খুনের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম।

এসবার উদাহরণ একটু চমকে পেলে মনে হল। মিস মার্পলের

দিকে তাকাল দে।

‘ওর সম্পর্কে’ আমি চুন করছিলাম,’ মিনরাকারেল তার দরোখাটের

সহ ভাল মেনে ঘোলাধরি বলে উঠলেন। ‘এই বর্ষ হয়ে বারান্দা পরিশেষে,

কোন কলেরই আমি আমনি বিচিত্ত।’

মুম্ব বলাইয়ের প্রশ্ন আর জনকালেন।

জন ইনি অন্য বাতার। চাহতে কান আছে আর উঠি তা বক্তব্য করতে।’

১১৭
আমাদের আর্মোর ক্ষেতে চাইবার আগুন দিলে জন্ম হয়। মিন মার্পল রেঙ করেছে। তার হল না।

'এটা কথা এক ধরনের প্রশ্ন, আলেন,' এসবার বাণ্ডা করতে চাইল।

'এ কথা জানিন, মিন মার্পল বললেন। 'আমার আমি এটার কথা বে মিন রাইফারেল বিষয়ে সুখিন করেন বা তার সেটা আছে ভাঙা।'

'বিষয় সুখিন—মানে?' মিন রাইফারেল প্রশ্ন করলেন।

'রচোড়া প্রকাশ করার জন্য আলোনি রচোড়া হতে পারেন,' মিন মার্পল বললেন।

'আমি রচোড়া প্রকাশ করেছি?' অবাক হলেন মিন রাইফারেল। 'আপনাকে আমারি দিয়ে আমাকে দুহাতি।'

'আমাকে আমার দেয়াল মিন মার্পল জেলো দিলেন। 'আমি ওসব ব্যাপারে সুখিন দিয়ে তার।'

'আমাদের সেই বিশাল ব্যাপার। এসবার, একটা চেয়ার নিয়ে এসে। ভূমিজ বেষ্টন সহায়তা করতে পারবে।'

এসবার বাণ্ডার বারাম্ব থেকে একটা বোঝাপত্র নিয়ে এল।

'হায়, আমরা আমর আমাদের আলোচনা শুরু করতে পারি,' মিন রাইফারেল। 'আমারা মত বুঝার প্যালেন্ট আর তার অন্তঃহাতী গল্প নিয়ে আলোচনা করছিলাম।'

'ওকে,' এসবার বলে উত্তর, 'ওদের সামনে পড়লে আমি থালি পাহলে চাইতে।'

'মিন মার্পলের ধৈর্য অনেককালি মিন রাইফারেল বললেন। 'একবার বলে, এসবার তিনি তোমাকে কোন ক্ষুদ্র বিষয়ে কিছু বলেছিলেন কখনও।'

'হো হায়, অনেককালি বলেছিলেন।'

'গোপনটা ঠিক কি রকম এককৃপ ভেবে বলো।'

'মানে—', এসবার ভাবতে চাইল। 'ব্যাপারটা হল খুব মন দিয়ে বোধ হয় তার কথা মুখোজান। এটা কিছু সেই রোডিশের স্বর্গের গল্পের মত এর বোঝায় তার দেই। লোকে বোঝায় শেষ পর্যন্ত ছোটার ভাষা রাখতে পারে না।'

'লোকেরা দেখি যা জুনে পড়ে রাখতেই আলেন।'

১১৬
'আমার মনে হয় কেবল কোন কন্তুর কথায় সে কথা ছিল না। সে কথার গল্প বলেছিলেন তার বা অর্জনা অনেকটা তা থাকে না। তিনি একজন খুঁষটিকে একাকী পুরুষকে বলে উঠলেন। 'তিনি মনোমুখে হয়েছিলেন কথা বলেছিলেন?'

এসবার চিন্তাটা বিহুল হয়ে উঠল ও।

'আমার তারই মনে হচ্ছে,' সন্ধান মনে হল এসবারকে। 'তিনি হয়তো একথা বলে থাকতে পারেন আপনাকে একজন খুঁষটিকে দেখতে পারি।'

'শুনো নিয়ে কোনটা ঠিক? একটা কথা রয়েছে ও।'

'ঠিক মনে করতে পারছি না আমার মনে হয় তিনি বলেন আমাকে একজনের ছবি দেখালেন।'

'হুম, এটা বড় চলতে পারে।'

'তারপর তিনি খুঁষটিকে বিষ্ণুরায় সম্পর্কে অনেক কিছু বললেন 'জি খুঁষটিকে বিষ্ণুরায়কে কথা থাক। এ গল্প আমরা জানি।'

'তিনি বিষ্ণুকোনকারীদের সমন্বয় বলেছিলেন আর এ বলেন খুঁষটিকে অনেক সম্পর্কে ছিল, তার লাল চুল ছিল। তিনি বলেছিলেন ঢেবে সমন্বয় পর্যন্ত বিষ্ণুকোনকারীর ঘটালোকের সংখ্যা লোকে যা জানে তার চেয়ে কর চেয়ে যাচ্ছিল না।'

'আমার ভাব হচ্ছে কথাটা হয়তো সত্যই।' মিস মার্টেল বললেন।

'তিনি আরও বললে অনেক মেয়েদেরই উপরে ও।'

'মনে হচ্ছে তিনি আসল বিষ্ণু থেকে সের গিয়েছিলেন,' মিস রায়ারাইল বললেন।

'সজ্জা প্যালগ্রেড তাই করতেন, তিনি গল্পের বিষয় থেকে সের মেলেন। আর ঠিক তখন থেকেই লোকে অনমনক হয়ে যায় আর মাঝে মাঝে 'তাই ববি?' 'সত্যি?' এরকম মনস্বিন করে চলে।'

'তোমাকে হবি তিনি দেখতে চাইছিলেন তার কি হয়?'

'সেকারা মনে পড়তে না। সমস্তত: তিনি কথার কাজে কিছু দেখেছিলেন সেই বিষয়েই —।'

'তিনি তোমাকে আসলে কোন কথা দেখান নি?'

'না।' মাঝে কর্ণালী এসবার। 'আমার ঠিক মনে আছে। তিনি সমস্ত জিনিস দেখানো বাঁধাকে দেখতে ভালী আর তাকে সেখে ও নিল দেল ভাবাই।'

119
বাবে না।

কিছু?

তাহলে এই, মিন মার্গল বলে উঠলেন। 'সব কখন গোলাম হয়ে গেল?'

উনি কোন সেজের কথা বলেছিলেন?' মিন রায়কারেল প্রশ্ন করলেন।

'ওহ, হঁ!'

ফটোটা কোন প্রীতিকের ছিল বলতে চাও?'

'হঁ!'

'তা হতে পারে না।'

কিছু তাই তো ছিল', এসখানে জোর করল। উনি বললেন যে, 'এখানে এই ব্যাপারই রয়েছে। আমি আপনাকে চিনিয়ে দেব, তারপর সব ঘটনার কথা শেনানো।'

মিন রায়কারেল চাপাস্বরে বলে মন্দ নিলেন। মুতে মেজের প্যালিত সম্পকে যিনি যা ভাবতেন সে কথাই তার মুখ থেকে বেরিয়ে এল।

তাহলে আসল ব্যাপার হল তিনি বাই বলে থাকেন তার কোন কিছুই সত্যি নয়।' তিনি বললেন।

'আমার না হয়ে পারিছ না,' মিন মার্গল বললেন।

'আমার সেই একই জায়গায়', মিন রায়কারেল বললেন। 'একটা বাক্য-বাক্যের শিকারের গল্প বলতে পদ্ধতি করে, বলের বায়, হাত, লিখের মুখ থেকে বাঁচা। এর দুটো সত্যি হলেও হতে পারে, তবে বেশির ভাগই গল্পগল্প আর না হয় অন্য কারো জীবনের ঘটনা।' তারপর এসে বায় খুলনের কথা আর তিনি একটা খুলনের কাহিনী তাকে দিয়ে আমাকে করেন আর এক খুলনের কাহিনী। আর সব কাহিনীই তারই জীবনের কাহিনী বলে চালাতেও থাকেন। আমার কিন্তু এর স্থষ্টার মধ্যে নাট্যটা তিনি কাছে কে পড়েছেন যা উপিয়ে যায় সেই ঘটনা।'

মিন রায়কারেল এখান কিছু অনুসন্ধানের ভর্তীতে এসখানে বললেন, 'জুটি তাহলে ম্যাকার করে মেজের কথা ধরেন দিয়ে শেননি। এখানে তো হতে পারে তুমি তার কথা জুটি বলেছিলেন।'

'আমি নিষ্ঠুর তিনি কোন প্রীতিকের কথাই বলছিলেন,' এসখানে বলল একরোধার ভত্তি। 'কারণ আমি অবশেষে তায় হিলা সে কে হতে পারে।'

'কে হতে পারে বলে আপনার কথা হয়?' মিন মার্গল বললেন। এসখানে লাল হয়ে উঠে একটা বিছালকদের লম্বা উঠল।

২১০
‘হার, আমি বাড়িকে দেখে আমি ঠিক করি।’

মিঃ মার্গলের চাপ ছিল না। মিঃ রায়ারেলের উপস্থিতিতে এসবার ওডটর্স তিনি ইচ্ছে করে দেখার ক্ষেত্রে প্রতিকূল হয়ে উঠতে পারে। এটা হারান সহজ পথ হল দুই মহিলা সমন্বয় করে একাউন্টে তালাক করা। আর হারান এ সমস্যার সমাধান করা চলে না যে এসবার ওডটর্সের মিঠা কথা প্রদান না। মিঃ মার্গলের এ সমভাবনার কথা প্রকাশে জানায় চার্লেন তবে তিনি এত সন্দেহ ভাবছেন হিচই তবে বিবাহ করে বসেন নি। প্রথম তিনি এসবার ওডটর্সের মিথ্যাবাদী জানায় না ( তবে কেতলত্তে পারে )।

ফলস্তীতি। মিথ্যা বলার সময় কাহার তিনি ত্রিশ পাচশে পাচছেন না।

‘কিছু আপনি বলছেন, ’ মিঃ রায়ারেল এবার মিঃ মার্গলের নিকে এসকলেন, ‘তিনি এই খুনীর সম্পর্কে কথা বলেছিলেন আজ তাঁর কাছে খুনীর একথানা হারকে ছিল জানিয়ে দেখানা আপনাকে সেখানে চাইলেন।’

‘আমি এমনই ভেবেছিলাম, ঠিকই।’

‘আপনি এককন ভেবেছিলেন? অথচ গোড়ার আপনি নির্দেশ এককন চাইতে ছিলেন।’

মিঃ মার্গলের কিছুটা অনন্যনীতি বক্তৃতা গ্রহণের দিকে উত্তর দিতে চাইলেন।

‘অন্যের সঙ্গে কথোপকথনের পূর্বে অংশ নির্দেশের প্রাক্কাঠার আমার প্রকাশ করে সহজ করা নয়, অপরে কি বলেছে সে জানার ফুটিয়ে তোলা তো নয়। একেবারে অপরের কি বলেছে তার যে কোন অর্থ উল্লেখ করে নিলে সেটাই স্বাভাবিক। এরপর, প্রবেশ করে কথার পুলিশের দেখায় হয়।

মেজর প্লান্ডের আমাকে এই কথা বলেছিলেন সে কথা ঠিক। তিনি বলেছিলেন একজন মাহারাজ এই লোকটির বিষয়ে তাকে বলেছিলেন আবার তাঁর একথানা ফাটো দেখিয়েছিলেন।

এ ব্যাপারে আমি যদি নিশ্চিত করতে চাইতে হলো, তিনি আমাকে যে কথা বলেছিলেন তাহলে এই কথা ; ‘আপনি একজন খুনীর ফুটে দেখতে চান?’ আর ম্যাডানজন আমি যদি নির্দেশিত নিম্নলিখিত তিনি যে কারিনী আমাকে বলেছিলেন ফাটোর সহিতই বলা হয়েছিল।

তবে আমাকে ম্যাকার করতেই হবে যে একজন সম্পর্কে আলোক সক্রিয় যে তাঁর তত্ত্বের অন্য ধারণায় জানায় হয় তাতে পারে যে আপনাকে যে কথা বলা যায় কথা সত্যের বাতাস ছিল।

‘এই সমস্যার নিয়ে পারা যায় না,’ ইত্যাদির সুস্মৃতিতে এসবার মিঃ
রাখকান্ন। 'আপনারা সকলেই সত্যি, যেমন কথার নয়! কেন কি এটি সত্যি তো বলাতে করলেও পরেন না। কেন তোমাদের আগে কি স সময়ের সময়ের মধ্যে আপনাদের নই, আর একজন,' বলিয়া হরে বলে চললেন তিনি, কোথায় গিয়ে পাইলাম আমরা? ইইলিনর হিলিডেন বা গ্রেগের সত্যি, লাভ কি? সব নিপ্পাতেই সত্যিই হয়ে গেল।'

আমার পাশেই একটি কাপড়ের লক্ষ জেলে মাল্ট। আর জ্যাকসন বিং.
রাখা রঙের পাশে একে পাইলেন নি। সে এমনই নিপ্পাত এসেছিল যে সেই লক্ষ কনে নি।

'আপনার মালিকের মত আমার স্বার্থ হয়েছে, স্বার,' ও বলল।

বিং রাখা রঙের মত সেই ব্যক্তির গরম হয়ে উঠল।

'বিংদুতে বিংকারির মত এসে উঠল হলে ব্যাপার কি? আর চেমকে গেছ। তাহেই পায়ন।'

'বম দাঙ্গি, স্বার।'

'আম আর মালিক করারো না ভাবাই। একটি কাপড় হয় না এই বাঙ্গা-
ভাই মালিক।'

'একই বলেন, স্বার, এমন কথা বললেন না,' জ্যাকসন পুরনো পেশাধারী জড়িত হলে উঠল দূর্লভ মর্যাদাতে। 'ছেড়ে দিলে ব্যাপারটা উপলব্ধি করতে পারলেন, স্বার।'

নষ্ট হাতে জ্যাকসন হুইল চেরার ঘরে নিল।

কন হাপসে এগার উঠে গাইডের সিকে এসেীর দিকে হাসিয়ে ভালীয়ে
ভালীর পথ থেকে হাঁটতে শুরু করলেন।

আঠারো। বাঙ্গালীর সুবিন্ধা ছাড়া।

সমগ্রদীপ্তির আজ সকালে প্রায় ফাকা। গ্রেগ তার স্বভাবান্তর ভালীতে
সথষ্ঠ হাতে মধ্যে আলোকন ছিল নিবৃত্ত, লাভ কালিতে উপরে হয়ে ওর রোমে
সেনা তৈলাক পিঠ উচুমুক্ত করে শান্তির, ওর সোনামে চুল ছাড়া গড়েছিল কাপড়ের উপরে। হিডসেন্ডের উদ্দেশ্যে নেই। সেনারা দ্বারা ক্লাসিফারকারি
গেল কিন্তু আলোকের সামগ্রিয়ার সদস্য হয়ে শান্তির অনুষ্ঠান কারণ করার মুখ।
কিন্তু করালো আর ইতালির শিলার, জলের কাছে

১২২
হাসামাকালে মঞ্চপত্তে। কাননের আর মিস প্রেসকট চেরার বলে সাঙ্গীনের দণ্ডা উপস্থাপন করে বাধা। কাননের টুলি চেরের উপর নামাজের, তাকে ঠিকিয়ে বলে মনে হয় হিসাব। মিস প্রেসকটের পাশে একখানা বসার উপযোগী খালি চেরার বাকার মিস মার্গল সেখানেই দখল করতে মনস্ত করলেন।

‘ও কি অবস্থা,’ মিস মার্গল বলে বলে উঠলেন দীর্ঘস্বাস কেলে।

‘আমি,’ মিস প্রেসকট বললেন।

কথাপড়া দুই বাঁধার ভাণ্ডার মূস্তুর পোকামাকারের মুখখান।

‘চেরা ঘোর্টা,’ মিস মার্গল বললেন।

‘খুবই দুঃখজনক,’ কানন বলে উঠলেন। ‘খুবই নিম্নলিখিত ঘটনা।’

‘আমারা তো দু’ একবার, জারিয়া আর আমি, এ বাবালা মেঝে ছাড়ে ঘর’ ভেঙেছিলাম। তারপরেই ঠিক করলে কাজটা ঠিক হবে না। কেমনের প্রতি একাকে তেমন ভাল হবে না। যার বড়ুম এতে তো ওদের কোন অপরাধ নেই–একক ঘটনা তো যে কোন জায়গাতেই ঘটতে পারে।’

‘জীবনের মাধ্যমে আমরা মূস্তুর সম্য: উপস্থিত।’ কানন লাজ বলে করলেন।

‘এটা কিওয়াই হয়ে গেলো, মিস প্রেসকট বললেন, ‘কেমনের ভাবের সর্বস্ব এখানে হাড়েলের জন্য চোলেছে। এটা তাই ওদের চালিয়ে যেতেই হবে, কোন উপায় নেই।’

‘চেরা ঢুকেই মিষ্টি,’ মিস মার্গল বললেন, ‘তবে ইপোটা বেধ হয় পরীটি ওর ভাল হায় না।’

‘একটু স্বাভাবিক,’ প্রেসকট ব্যক্তি করলেন। ‘আপনার ওদের পরিবার–’

তিনি মত নিবারণ করলেন।

‘আমার কিছু মনে হয়, যোগান,’ কানন মনে অন্দোনের সরে বললেন, ‘কিছু কিন্তু কথা–’

‘প্রতেকেই একবার হয়ে গেলেন,’ মিস প্রেসকট বললেন। ‘ওর পরিবারের সবাই আমাদের নিজেকে তাকে। ওর ব্রিডেদল্লাইর–অনুভূত ভাবার ছিল–আর ওর এক কারা চিহ্নের সেলে তা সব জায়গায় ঘুলে ফেলেন। সেটা বেধ হয় হলীনায়কে।’

‘সেনাক, এখন বাস্তার কেন যে রাবার বলে যাও–’

‘খুবই দুঃখজনক কথা,’ মিস মার্গল বাধা কমিয়ে করলেন। ‘তবে এখনোর প্রাকালের খুব অসাধারণ কিছু নয়। আর্ননারায় সেক্টের কাজের শেষ।’

১২৩
ফিলা তখন একবার খুব সমানীর করাক খাজকের এই রকমই হয়েছিল।
তারা ওঃ তুমি কান করার পর তিনি এসে তাকে কমলে জড়িয়ে টানে করে বাড়ি নিয়ে গেল।

মির নিকট আগোষের ব্যাপার অমন ঠিকই আছে,” মিস প্রেসকট বললেন। ‘ওর মায়ের সঙ্গে মির কিছু সেকেন্দ্র বিনামনে নেই, তবে কেনকে বললে অজ্ঞাতক কেন মোটেই মায়ের সঙ্গে মানিয়ে চেয়ে পারে না।’

‘এটা খুবই আপনাদের কথা,’ মিস মার্পেল বললেন। ‘কারণ কী মেয়েদের তাদের মায়েদের অন্তর্ভুক্ত আর নানা বিষয়ের উপর জ্ঞান তাদের কাছ থেকেই নেয়া উচিত।’

‘ঠিক তাই’ মিল প্রেসকট জোরের সঙ্গে উত্তর দিলেন। ‘জানেন, মির
একবার একটা লোকের ফুটে পড়েছিল—বাংলায় লোক বেশি রানি।’

‘একবার প্রায় ঘটে’ মিল মার্পেল বললেন।

‘এর আক্ষরিকভাবে নামায়ন স্বাভাবিকভাবেই সীমার উপরে জানান। ও তাদের
সব কিছু জানায় নি। বাড়ির লোক ঘটনার কথা শুনেছিল বাইরের কারা
থেকে। মির না মালিক বললে লোকটিকে বাড়িতে নিয়ে যেতে যাতে সকলের
সঙ্গে পরিচয় করানো যায়।
‘কিছু বড়দের জানি ও তাদে বাড়ি হয়
নি। ব্যাপারটা ও অপমানকর ভেবে নেয় ওই ভাবে বাড়িতে কাউকে নিয়ে
দিয়ে দেখানো।’

‘ঠিক বেন কোন ঝোঁকা। এটা অবশ্য মার্পেলই চট।’

দৈবচর্চাস ফেললেন মিল মার্পেল। ‘আপন করনি চেলেমেয়েদের সঙ্গে
ব্যবহারে সাবধানে পা ফেলেতে হয়, আপনাদেই বললেন তিনি।

‘বাই হোক, ঘটনা এই রকম। বাড়ি থেকে ওকে লোকটার সঙ্গে দেখা করতে
বারণও করে দেওয়া হয়।’

‘অজ্ঞাত একবার করা সম্ভব হয় না।’ মিল মার্পেল বললেন। ‘আমারা
অজ্ঞাত চাকরি করছে, কেউ তাদের বারো করল কিনা ভালো কিছু আসে
বার না, প্রচুর পুরুষদের তাদের ভাড় বলা।’

‘কিছু তারপরেই ভাব্যের কথা, মির পরিচয় হল মির কেন্দ্রের সঙ্গে,’
মিল প্রেসকট বললেন। ‘আর এর সঙ্গে সেই লোকটাও হয়ে যায় শরীর
থেকে। বাড়ির লোকেরা কি প্রক্ষেপ যে পেয়েছিল তা খাতার নয়।’

‘আশা করি তারা এটা খোলাখুলি প্রকাশ করেন,’ মিল মার্পেল বললেন।

‘এতে কি হয় জানেন, মেয়েদের ঠিক বড় লোক বাড়ির কাছে বাড়া আসে।’

‘হাঁ, আবার তাইই ভাই।’

১২৪
'কথা বলে যে মনে পড়ে——', আপন সেখানে কলামে মিস মার্পল। তার মন চলে গেল সুদূরে অতিহাসিক কথা ও। এক পাঠক তার পরিচয় হয়েছিল এক তরুণক। তাকে চমকিয়ে দেখেছিল তার——মিল হাসিবী, থোলমেলা কথায়। তাদেরই তার বাবা ছোটোনিয়ে খুব আসে করে বাড়িতে আসেন করিনীরিনেন। যে বেশ বোধ আর চলার সময় ছিল; বেশ তাকের তাকে বাড়িতে আসতে নিষেধ করা হয়। মিস মার্পল কিছু দেখেছিলেন ছাত্রীটি আসলে অসম্ভব রকম একবারে। অত্যন্ত নিষ্প্রহিতদের।

কান্দিরের চারিদিকে বেশ নিরাপত্তা আর নিরাপদ কলাম মনে হঊঊঊঊয়া মিস মার্পল ইচ্ছাকৃত ভাবেই যে বিশ্বে আলোচনা করতে উদ্বেগ তাই নিয়েই প্রস্তুত হতে চাইলেন।

'আপনারা নিচেই এ ভাষাগোতা সম্পর্কে এক ভাল জানেন,' তিনি নিচু প্রণয়ে বললেন। 'আপনারা বেশ করেক বছর তো এখানে এসেছেন, তাই না?'

‘মনে গত বছর আর তার দু'বছর আজে। সেই কয়েক আমাদের বেস্বর প্রায় যায়গায়। চামকার সব মানুষ এখানে থাকেন। অতি আমুনি আর পরস্পরের নয় তারা।'

'হাসে হিলফওয়ান আর ভাইসনের আপনারা বেশ ভালই চেনেন?'

'হাঁ, তা সেই রকমই বলতে পারেন।'

মিস মার্পল একটি কাপড়ের সঙ্গে কাঠমার নিচু করলেন।

'সেকার পাল্পারেন এমন এক কাজী আমাকে পাঠানোর ছিলেন,' তিনি বললেন।

'তার গল্পের ছড়ি ভালই ছিল। অবশ্য তিনি প্রচুর থমরেছে। আমি চাই আর ব্যস্ত হয়ে আমি চীনাদেশেও পাড়ি করিনীরিনেন।'

'তাঁজিন। তবে দেখুন গল্পের কথা বলিন। এ গল্পের বিশেষ হল এই নতুন বাদের নাম বললাম তাদেরই কোন একজনকে নিয়ে।'

'হ্যাঁ।' মিস প্রেসকট প্রায় চকিরে তাদের কথা বললেন।

'হ্যাঁ। আমি তবে অক্ষর হিসাবলাই,' মিস মার্পল বললে তার চোখের দৃষ্টি ভরে গেল তারের উপর বেখানে লাফ রেখে উপত্যকা করে চলেছিল সারা শরীর বিরলে। 'ভারি মাত্রুকার চামড়ার রঙ, তাই না গুরু?' মিস মার্পল বললেন। 'আর তবে চুল। গার্লেস আউটফর্সাইট। অনেকটা মেলে কেটেলের চুলের মত, তাই না?'

125
'একায়ন্ত ফজল হয়,' মিশ প্রেসকট বললেন, 'হলের কোন এটা প্রাণাসার আর লাইব্রেরী থেকে পাওয়া।'

'সাহা, মোহান। আমি আমার উঠে ক্যানন প্রেসকট বলে উঠলাম।
তোমার একবারও যেন হুলনা কথাটা একবারই বলা উচিত না।'

'এর মধ্যে কারাপ কিছু নেই,' তিনি মনে উঝর বললেন মিস প্রেসকট।

'এটা আসল ঘটনা।'

'আমার তো ভালই লাগে', ক্যানন বললেন।

'অবশ্যই। ভাল তো লাগবেই আর সেইজন্যই তো এটা করে দে।' বললি, প্রেস গেমেক, এটা কোন ক্যাননকে যেন মিলে পাওয়া না। এক কি বলেন? তিনি মিস মার্পলসের দিকে তাকালেন।

'মানে, আমার মনে হয়-', মিস প্রেসকট বললেন, 'আপনার কা। অভিজ্ঞতা নিচুখধী নই--তবে আমারও কোন মনে মুখ হয় এটা একায়ন্ত নয়। প্রতি পক্ষ বা কি দিনে চুলের গোরাচান্ত, তিনি তাকালেন দিকে তোমার দুই মিত্রহীন মধ্যে প্রথমেই বোটাপড়া হয়ে গেলে ক্যাননকে আবার নিদ্রান্ধ বলেই মনে হয়。

'মেজর প্যালটেল্লে আমাকে এক অন্যান্য কাণ্ড।' মিস মার্পলস দিকে তাকালেন। 'সেটা ছিল--না, অবশ্যই না পড়েছে না। আমি আবার কানে সমান্তর কথা শুনি। তিনি কন্ধের দিকে তাকালেন, বা ইঙ্গিত করতে চাইছিলেন--', তোমর দুই, মনে করুন।

'কি বলতে চান আমি আমি। ওই সময় এ সময়ে আমি শোনা গেছিলি।'

'তার মনে যখন সেই না।'

'যখন প্রথম মিশেস জাতনক মারা। তার মৃত্যুর প্রায় আশা করা বারান। আসল সকলের ধরণা জেরেছিল বোচ্চের বাতিক নেমেছিল তার। আসলে কেন রোগাই ছিল না। তাই আচমকা বোচ্চের আক্রণ জটিল পর তিনি যখন মারা গেলেন কোন মনে কথা কথা মদ্দত করে।'

'ওনা--মনে, এ ব্যাপারে তখন কোন কামগোলা হয়নি?

'আমার একটি ধরায় পড়ে গেছিলি। ভাবের কথা ছিল কৃষ্ণ আর তার সাধারণ অভিজ্ঞতা ছিল না। তিনি সেই ধরনের দুই কাণ্ডের প্রায় আর আচমকার খুচ্ছক থেকে সবার কামগোলা ছেলে করেন। এই সব কাণ্ডে, আমি নিজেই বোচ্চের কথা তোমার কামগোলাব। তারের কারণ তখন বোচ্চেরকে
কোন পিলা লেনা, তাতে কাজ না হলে আবার কোন পিলা দেয়া। তিনি ধরের পড়েছিলেন যা বললেন, কোন করে হয়েছিল রোগীদের মত হয় আমার মত হয় অথচ আমার মত হয়ের কথা থেকে। অন্তত তার আমার কথা কথিয়ে বলেছিলেন, চাই কোনো কোন রকম পদের শিল্প ছিল বলে তারও ধারনা।'

'কিছু আমার নিজে বেশ হয় ভাবেন— !'

'আমি নিশ্চয়ই মনঃ খোঁজে রাখার চেষ্টা করি, তবে মাথে মাথে আমার মন হয়। তাছাড়া লেগে যে নানা রকম কথা বলতে আরস্ত করেছিল সেটা আমার— !'

'খোঁজান।' কানন উঠে বসলেন। তাকে বেশ অবস্থা মন হয়।

'এবার কি হচ্ছে। সত্যি এ ধরনের বিষয়ে পরমেশ্বর আমার একবারই পছন্দ হয় না। এবার আমি একবার পছন্দে রাখি নে। আমার সেবায় এই ধরনের ব্যাপার এড়িয়ে এসেছি। যদি কিছু দেখে না, মন কিছু শনিনা যা, মন কিছু বলে না— এতটাই এ এ এ এ এ এ এ। তাহলে মহান পুত্রের এই জীবনবাধা হওয়া উচিত। '

দুই বাহ্যের এবার নির্দেশ হবে বলে বলেন। তারা উত্তরতাত আর নিজেদের শিক্ষার প্রতি সক্ষম হয়েই তারা পুষ্টের সমস্তোলন করতে চাইলেন না। তবে মন মন তারা খুবই যে বিশুদ্ধ তা বলাই বাহুল্য, এছাড়া তারা বিষয় আর অনেকে ভুলে হয়েছিল না। যদি প্রেক্ষক বেশ বিরত হয়েই তাকালেন তাইদের দিকে। যদি সান্ত্বনা অর্জন তার সেবাচের সমগ্র হাতে তুলে নিয়ে সেশনরূপ দিকেই তাকাতে চাইলেন।

'দাদার পুষ্টন' আচমন কর এক শিক্ষা তুলে প্লাবন নো কেল। আমার মতে প্রেক্ষক একে সেবার শিক্ষীর গলায়। সকলের আশায় শিপুটি এসে প্রায় কানন প্রেক্ষকের গা বেঁধে দাঁড়িয়েছিল।

'দাদার নো কেল প্লাবন শিপুটি আমার বলে।

'কি হচ্ছে, প্লাবন নো কেল।'

শিপুটি পড়ানাও বলে বলে কেল। সেকেল মেনার আশা কে বলে এই বিশ্বাস নিয়েই প্রেক্ষকের শিপুটি পড়েন। কানন প্রেক্ষক শিপুটি চলে রকম ভলার করে, বিশেষ করে বলার সময় এলাকো। বাণ্ডার গলা মিঠা পেরে দেখে কাজে কাজে কাজে কাজে কাজে দাঁড়ি বলন। হৃদয় বলল তাই তিনি উঠে পকেতে সেবার করলেন, না। বাণ্ডারের হাত থেকে তিনি এগিয়ে গেলেন আবার যান। যদি প্রেক্ষক আর যদি বুঝল হওয়া হাতে বহেল। আবার শেষে।
হল তাদের অমন্ত্রে আলোচনা।

'জেরোটি, এই ধরনের পরবর্তী আলোকে ভালবাসেনা', মিস প্রেসকেট বললেন। 'তবে লোকের মধ্যে তো আর চশা দেয়া যায় না আর কানে না তুলেও পারা যায় না পেয়ে কথা। আমাদের কোন বলাচ না সার কানাকানি নেহাত কর হয়নি।'

'জার্পার?' মিস মার্পল একটু করুকে বললেন।

'এই তরুণের সম্ভাব্যতা তখন নাম ছিল মিস প্রেটোরিয়া, ঠিক মনে পড়ছে না। সে ছিল মিলেন ভাইসনের কোন 'ভুতো' বোন আর সে ওকে দেখাশোনা করত। তবে আমাদের ইত্যাদি ওর কাজ ছিল।' ইচ্ছাকৃত কথা বিবর্তিত। 'এর সঙ্গে আবার বস্তুর কার্ন মিস ভাইসন আর এই মিস প্রেটোরিয়ার মধ্যে কিছু একটা চলেছিল,' চাপাগালার একবার বললেন মিস প্রেসকেট। চন্দ্রেলেক সেটা লক্ষ করেছিল। এ রকম জার্পার এসব কাছে কার্যকরী সেখানের নামে না পড়ে পড়ে না। তারপর ছিল এই বিচার কার্যকরা। বে একগুলো হিলিঙ্ডন নাকি প্রাণের জন্যে কোম্পানির কাছ থেকে কিছু কিছু নেওয়া ছিল।'

'ওই! একগুলো হিলিঙ্ডন এর মধ্যে ছিলেন?'

'নিচ্ছই, তিনিও সার্জনকরা আকার্ণে বাড়ত ছিলেন। লোকের সেটা লক্ষ করেছিল।' আর লাকে—মিস প্রেটোরিয়া—দুজনের বিরুদ্ধে দুজনের লাকের দিয়েছিলেন। দুজন পরের, প্রেরিত ভাইসন আর একগুলো হিলিঙ্ডন। ব্যাপারটা স্বাভাবিক কারণ লাকে বা মিস প্রেটোরিয়া খুবই অবিশ্বাস্য ছিল।'

'এখন অবশ্য জেনে অনুপস্থিত আর নেই,' মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'ঠিক। তবে ও বরাবরই খুব সচেতন আর রূপচার দক্ষ ছিল। অবশ্ব গোল্ডের দিকে ও বখান দেই পরীক্ষা আশা ছিল তখন ততটা কমলে ছিলনা। একে অবশ্ব বর্তমান মিলেন ভাইসনের প্রতি অনেকে বলে মনে হয়েছিল। তবে 
কি হব সেখান তো শেখতে ছিলি।'

'নেই কেম্পিটের ব্যাপার কি রকম—এটা জানানি হল কি ভাবে?'

'মানে, ব্যাপারটা জেনে সাজানো গোটরী—আমার মনে হব ওরা সেসব মাত্রনে ছিলি। করোনার পশুয়ে জানি প্রথমের ব্যাপারে কিছুটা শিখলাম আর তারপরই জানানি পূর্বে হব—জানেন নিষ্ঠুরই এসব ব্যাপার কিভাবে হয়। কেম্পিট কাউকে কিছু বলে আমি তাতেই পূর্বে হব।'

১২৮
মিঃ মার্পল অবশ্য আরেক জানতেন।

'কিছু বললে কর্নেল হিল্টনেন কিছু, চরেছিলেন অন্য জিনিসটা কিংবা কর্নেল কর্নেল পারে নি। একবার কাগজে লেখা ছিল আর সেটা পড়ে তিনি জিনিসটা চরেছিলেন। যাই হোক এটা থেকেই লোকে বললেন শুধু করে দেখ।'

'কিছু আমি তো বুঝতে পারি না কর্নেল হিল্টনেন কেন—,' মিঃ মার্পল একটু ধার্য পড়ে ছুটি করলেন।

'আমার ধরণে তাকে আসলে বন্ধ হিসেবে করবার করা হয়েছিল। যাই হোক এরপরেই প্রেশার ডাইসন অন্যতম দৃষ্টিকোণে তাকে অবশ্য কিছু কিছুই বিহার করে রাখি। তন্ত্র আর মায়া একমাস পরে।'

'হাঁ হাঁ দুই বাহ্য দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

'কিছু সত্যিকারের কেন সম্ভব হয়েছে তা কথা করেছি তো?' মিঃ মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'ওহ না—শুধু কাণাকানি, কিছু কথাদুর্বল, এই আর কি। অবশ্য আমি যাতে পারে এসবের মধ্যে কিছুই ছিলা।'

'তিনি আপনাকে এককম কিছু বলেছিলেন বলে।'

'তিনি আপনাকে এককম কিছু বলেছিলেন কি?' মিঃ মার্পল বললেন।

'আমি কথাটা তেমন মন দিল শুনলেন,' মিঃ মার্পল বললেন।

'হাঁ, তিনি এককম ওকে দেখিয়ে কিছু মন্তব্য করেছিলেন,' মিঃ প্রেসেন্ট বললেন।

'সত্যি কি? তিনি ওকে দেখিয়ে কথাটা বললেন?'

'হাঁ। আমি অবশ্য প্রথম ভেবেছিলাম তিনি মিঃ মার্পল হিল্টনেন কথা বলছেন। তিনি একটা চমকা ছুট্টি হেসে বলচ্ছিলেন,' ওই মেরেনার্টিককে দেখে রাখা ছিলো। আমার মত হল যে একটা খুন করেও বহুল তাবুর ছাড়া ছাড়া দেখতে পেরেছিলেন। আমি তখনই চমকে গিয়েছিলাম তা না বললেও চলে আমি উঠে দাঁড়ালাম, 'আপনি নিচুক্ত ঠিক করেছেন মেজর প্যাল্ট্রেড।' উইন উঠে বললেন, 'হাঁ, প্রিয় মাদাম, ঠিকই বটে।' ডাইসন আর হিল্টনেনরা কাহার একটা টেবিলে বসে থাকার আমি তার পাশে তাড়াতাড়ি খুন হলে। মেজর কথাটা শুনে হেসে বললেন, 'কোন প্রকাশের পার্টিতে গিয়ে বিশেষ কাউকে আমার গায়ে পানায় বা কোন সুরক্ষা মনে তারা ছিলেন আমি। এটা হবে সেই বিকল্পের সঙ্গে নিশ্চলচূড়া।'
ফতিয়া আগাছা জানানো কাজ, মিস মার্পল বললেন। 'তিনি কি কোন ফটোর কথা বলেছিলেন?'

'সেকথা মনে পড়ছে না...কোন খবরের কাগজের কাঠা অংশ? কে জানে?'

মিস মার্পল মুখ খুলে গিয়েও থেমে গেলেন। আঠামকা সূর্যের সামনে ছায়া পড়ল। ইথিলেন হিলিংজন এসে দাঁড়িয়েছিল।

'সুপ্রত্যাহ,' সে বলল।

'অবাক হাঁটুলাম কোথায় গেলেন ভেবে,' মিস প্রেসকট হাসিমুখে তাকালেন।

'জেমস্টাউনে কিছু কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম।'

'তাই বুঝি?'

মিস প্রেসকট এবার বিনা কারণেই চারিদিকে তাকালেন।

ব্যাপারটা লক্ষ করে ইথিলেন বলল, 'আমি একাই গিয়েছিলাম। এককাদিক' বললেন ও কেনাকাটা সহ করতে পারে না।'

'মনে ধরার মত কিছু পেলেন নাকি?'

'সে রকম কিছু কিনতে যাচ্ছি। শুধু কোমিটির লোগানে গিয়েছিলাম। মনোযোগ হেসে সাথে হলো ইথিলেন তীরের পথ ধরে এগিয়ে গেল।

'হিলিংজনেরা খবর দাল লোক,' মিস প্রেসকট বললেন। 'তবে ইথিলেনকে কেন বেন মনে হয় সহজে বুঝতে পারা যায় না, তাই না? ওর ব্যবহার খুব সম্পর্কে তবে বেন মনে হয় সবটা বোঝা যায় না।'

মিস মার্পল চিন্তিত ভাবে সাই জানালেন।

'ও কি ভাবেছ একবারেই বুঝতে পারা যায় না,' মিস প্রেসকট আবার বললেন।

'আমার মনে হয় এটাই বোধ হয় ভালো,' মিস মার্পল বললেন।

'মাপ করবেন, কি বললেন?'

'না, ও কিছু নয়, বলছিলাম আমার মনে হয় ওর চিন্তা সমভেত—'

'ওহ,' মিস প্রেসকট বললেন একটি ধরাধায় পড়ে। 'আপনি বললেন বুঝতে পেরেছি।' তিনি প্রস্তাব বললেন চাইলেন। 'আমার একবারে জানা আছে হ্যাম্পসারের ওদের মেজার বাড়ি রয়েছে আর এক ছোল—না বোঝ হয় দুটি ছোল—ওরা নাকি দুই ছোলের একটি বোধ হয় উইনচেস্টারে গেছে।'

'হ্যাম্পসারের আপনি বলছেন নিশ্চয়ই?'

১৩০
'না, না, একবারেরই না বলাই ভাল। খুব সন্ধ্ব ওদের বাড়ি হল শালটেন।'

'বুঝি,' মিস মার্পল উত্তর দিলেন। 'ডাইসনেরা থাকেন কোথায়?'

'কালিফোর্নিয়ার,' মিস প্রেসকট বললেন। 'তবে মনে দেখে থাকে।

ওরা দারুণ বেরিরে বেড়ার।'

'বেড়ানোর সময় যাদের সঙ্গে আলাপ হয় তাদের সম্পর্কে আমারা কত কম জানি,' মিস মার্পল বললেন। 'মানে--কি বলবে তারা যা বলে যে কথাই আমাদের না মনে নেয়া ছাড়া উপায় থাকেন। যেমন ধরনে, আপনি কি জানেন ডাইসনেরা সত্তিই কালিফোর্নিয়ার থাকেন কি না?'

মিস প্রেসকটকে বেশ চমকে উঠতে দেখা গেল।

'আমি বুঝি জানি মিঃ ডাইসনেরই একথা বললেছিলেন।'

'হাঁ, ঢিক এই কথাই বলি ছিলাম,' হিজাতনার বললেন তিনি 'বোধহয় একই কথা। আমার কথার মানে হল তারা বললে তারা হ্যাম্পসারের থাকেন সেই কথাটাই আপনাও বললেন, তাই না?'

মিস প্রেসকটকে সত্তাই একবার ভর পেয়েছেন মনে হল। 'আপনি কি বলেন তাই হচ্ছে ওরা সত্তাই হ্যাম্পসারের থাকেন না?' তিনি প্রশ্ন করলেন।

'না, না, কোনও না, সেকথা বলি না,' মিস মার্পল ভাড়াতাড়ি মাপ চাইবার ভর্ষাতে বলে উঠলেন। 'আমি কেবল বোঝতে চাইছিলাম মানুষের অপরের সম্পর্কে কি তানে বা জানতে না পারে। এটা একটা উদাহরণ দিলাম মাত। যেমন ধরনে আমি বলেছিল আমি সেটা মেরী মৈথুনে পাকি, জার্জারাটের নাম আপনি কখনই হয়তো শোনেন নি। কিছু আপনাকে না বলতে আপনি কখনই এ কথা জানতে পারতেন না, তাই না?'

মিস প্রেসকট বললেন গুরুতর বললেন 'না, মিস মার্পল কোথায় থাকেন তা নিজে তার মাথা বাতাস নেই। গ্রামের দিকে দক্ষিণ ইল্যান্ডের কোথায় এটাকেই মাত,' তিনি জানেন। উনি যেমন বললেছিলেন।' মিস প্রেসকট শপথ বললেন, 'ওই, আপনি যা বলতে চাইছেন বুঝি। আর একথাও জানি বিদেশে থাকলে মানুষ তত্ত্ব সত্তরও থাকতে পারে না।'

'আমি কিছু একথা বলতে চাইবি,' মিস মার্পল বললেন।

মিস মার্পলের মনে বিচিত্র অন্ততঃ কিছু চিন্তার ভাব নেমে উঠছিল।

উনি কি সত্তাই জানেন কানন প্রেসকট আর মিস প্রেসকট সত্তাই কানন

প্রেসকট আর মিস প্রেসকট কি না? এটা শবে তাদেরই কথা। একথার

১০৬


উনিশ || জুতোর ব্যবহার

ক্যানন প্রসেকট একটি হাতের উঠেছিলেন সেটা টপটিকা বুঝতে পারা গেল জলের ধার থেকে তিনি ফিরতে (বাচাদের সঙ্গে খেলা খেলে পরিশ্রমায় কাজ)।

এরপরেই তিনি বোনের সঙ্গে হোটেলে ফিরে গেলেন জায়গাটা বড় গরম টের পেয়ে।

'কিন্তু, ওদের ফিরতে দেখে সেনারা দ্য ক্যাসপিয়েরো বলে উঠেলেন,'

'সময়সূচির আবার গরম হতে পারে? একবারে বাজে কথা—তাছাড়া ওর হাত আর গলার অবস্থা লক্ষ্য করেছেন? সমস্ত আঁকাপুঁড়ি ঢাকা। অবশ্য এটাই ভাল। ওর চামড়া বীভৎস, খোসা ছাড়ানো মুরগীর মত।'

মিস মার্পল জোরে শব্দে নিলেন। সেনারা দ্য ক্যাসপিয়েরোর সঙ্গে কথা বলার এই সুযোগ। দুঃখান্তের কি বলবেন তাই তিনি ভেবে পেলেন না।

জুতোর মধ্যে কোন মিল কিজ পাওয়া খেরিয়ে কিন্তু তাতে সনেমহ ছিল না।

'আপনার ছেলেমেয়ে আছে, সেনারা?' মিস মার্পল চর্ব নিতে চাইলেন।

'তিন দেবদত্ত,' আঙুল চুম্বন করে বললেন সেনারা দ্য ক্যাসপিয়েরো।

মিস মার্পল অবশ্য ক্লোজে পারলেন তারা ম্যারে না। সেনারা তাদের চিরদিনের কোন সময়ে দেবদত্ত হল।

১১২
উপস্থিত একজন ডার্লোক স্প্যানিশ দায়ার কিছু মন্তব্য করলে সেনোরা না ক্যাসিপিয়েরো বাড়ি ফিরিয়ে দুরেলা কেড়ে বেশ জোরে হেসে উঠলেন।

'উনি কি বললেন বখোরে পারলেন?' সেনোরা মিস মার্পলকে প্রশ্ন করলেন।

'না, একবারেই বুঝি', মার্পল না চাইলেন মিস মার্পল।

'আপনার না বোঝাই তালো হয়েছে। লোকটা তারি দুঃখেই,'

সেনোরার ভাবা দ্বাত্রিক কিছু হাসিমাকরা জেগে উঠল।

'জন্ম—জন্ম একদম জন্ম,' আবার ইংরাজীতে ফিরলেন সেনোরা গন্তীর হয়ে। 'এই যে পুলিশ আমাদের খুঁড়ো ছেড়ে দিতে চাইছেন। আমি খুব আপনঘি করলাম, চিংড়ার করলাম, হাত পা ছঁড়লাম—কিউ তবে, ওদের এক উঁরা না-না। আমাদের শেষকালে কি হবে—আমার সবাই খুন হব।'

সেনোরার দেহরক্ষাতে তাকে সামন্না জোগাতে চাইলেন।

'বা কল্প সত্য—আমি বললে এখানে দুর্গাম্য জড়িয়ে আছে। গোড়া থেকেই আমি জিনবদম—এই বড়ো মেজর, কুঁর্সিত সেই লোকটা—ওর এক চাক শতনায়ে—মনে আছে? যে তার চাকের সামনে পড়তে—খুব খারাপ—খুব খারাপ।' আমাদের দিকে ঘটায় তিনি তাকিয়েছন আমি কুঁর্সিত একেছি,' সেনোরা দা ক্যাসিপিয়েরো কুঁর্সি একে দেখতে চাইলেন। 'তবে ওর চাকের দিকে টায়ার বলেই আমার দিকে কখন তাকিয়েছেন সব সময় বখোরে পারিনি—'

'ওর একটা চাকের চিল।' মিস মার্পল বললেন। 'খুব চেলেলার খুব সমুদ্রদের দুর্গাম্য চোখটা সন্ন হয়ে যায়। এটা যার দেশ নয়।'

'তবু আমি বলছি উনি দুর্গাম্য বয়ে আনতেন—আমি এই বলছি ওর ওটা শতনায়ের চাক।'

সেনোরা দা ক্যাসিপিয়েরো আবার আঙ্গুল তুলে কুঁর্সি চিল আকলেন। তারপর খুঁষ হয়েই বললেন, 'যাক তিনি মারা গেছেন—তার দিকে আমার আঙ্গুলের বকাতে হব না। কুঁর্সিত ক্রিনের দিকে তাকাতে ভালবাসিনা আমি।'

মিস মার্পলের মনে হল হতভাগা মেজর প্যাগোডের সমাধির পকে এ কথাটা খেনি নিতে সমাধিলিপি।

তারের একটা ধাঁয়ে গ্রেগরী ভাইমন জল ছেড়ে উঠে এল। লার্কি বালির উপর অনাপাশ ফিরে পারিত। ইলিনান হিলিংডন লার্কির দিকে তাকিয়ে ।

১০৩
দেখা ছিল। তার দৃষ্টি লক্ষ করে কোন কারণ ছাড়াই মিস মার্পল একটি কোথায় উঠলেন।

‘এই রোগ্যবেলে নিচ্ছই শাফত লাগার কথা নয়, তবে এমন হল কেন,’ কথাটা মিস মার্পলের মনে চাকিতে বেঁধে উঠল।

কি যেন এক পুরনো প্রবাদ ছিল— ‘তোমার সমাধির উপর হ্যানের পদ-ধন’—মিস মার্পল ধীর পায়ে উঠে নিজের বাঙ্গালোর দিকে ফিরে চলেন।

চলার মধ্যে তার দেখা হল মিঃ র্যাফ্যায়েল আর এস্থানের ওয়ালস্টেরের সঙ্গে। ওঁরের পথ ধরে আসছিলেন তার। মিঃ র্যাফ্যায়েল তাকে দেখে চোখ টিকিয়েন, মিস মার্পল ফ্রাঙ্কলি দিলেন না সেভাবে। যাপারা তার পছন্দ হল না।

তিনি বাঙ্গালোর ফিরে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ তার নিজেকে ভীষণ করেন, বয়সের তারে বিশ্ব আর উদিত মনে হতে লাগলো।

তিনি নিশ্চিন্তভাবে বুঝতে পারছিলেন আর নেই করার মত সময় একদম হতে নেই—একবারই তা নেই...বড় দেরি হয়ে গেছে...সূচনার বেশি দেরি নেই—মানে সূর্যের দিকে দুরা কাচের মাঝা দিয়ে তাকায়—কেউ তাকে যে একটা দুরা কাচ দিয়েছিল সেটা কোথায় গেল...?

না, এটা বোধ হয় তার আর প্রয়োজন হবে না। সূর্যের সামনে নেমে এসেছে একটা দুরায় আর্টির, ঢাকা পড়ে গেছে সূর্যের আলো। একটা ছায়া।

ইন্তিলিন হিলিংডনের ছায়া—না, ইন্তিলিন হিলিংডনের ছায়া নয়—সেই ছায়া (কি যেন সেই কথাগলো)। হাঁ ‘মর্দু উপত্যকার ছায়া।’ ঠিক মনে পড়েছে।
কিছু কি যেন—কি যেন? মনে করতেই হবে তাকে। শরতের চাম এড়ানোর জন্য ক্রম চিক্ক আকারে। মেজর প্যালেটেরের অন্ধক চাম...।

তার চামের পাতা এবার উদ্বুদ্ধ হল—তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। কিছু একটা ছায়ার আবিষ্কার টের পাচ্ছেন তিনি—কেউ তার জানালা উঁকি মারতে চাইছে।

ছায়াটা এবার সামনে দেখল—এবার মিস মার্পল বুঝতে পারলেন কার ছায়া—লোকটি জ্যাকসন।

‘চরম অস্বচ্ছন্দ—এভাবে কারো ঘরে উঁকি দেয়া,’ হালেন মিস মার্পল—
সঙ্গে তার মনে হল একবারে জোনাস পাঁচরের মত।

এই তুলনা অবশ্য জ্যাকসনের পক্ষে শুধুকর কিছু নয়।

এবার যে কথা তার মনে জাগলো তা হল জ্যাকসন এভাবে তার ঘরে উঁকি—
কথাকে মার্জিল কি কারণে? তিনি ধরে আছেন কিনা জানার জন্য? বা তিনি ধরে থাকলেও আমির রয়েছে কিনা জানতে?

এখানে দেখতে না করে উঠে পড়লেন মিস মার্পল, ভারপ্রস্তুত গুরুক্ত সচরাচর জানালো দিয়ে তাকালেন।

আরার জ্যাকসন পাশের বাঙ্গালার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। বাঙ্গালোর মিশ রায়চারের। তিনি দেখলেন জ্যাকসন চারদিকে চকিত দৃষ্টি মেলে দ্রুত বাঙ্গালোলার মধ্যে ঢুকে গেল। তারি মজার ব্যাপার মিশ মার্পল ভাবলেন।

এরকমভাবে তাকিরে দেখার মানে কি হওয়া সম্ভব? বরং সোজ্জস্তি মিশ রায়চারের কামরায় ঢুকে যাওয়াই তো। জ্যাকসনের পক্ষে স্বাভাবিক কাজ হতে পারত। যেহেতু বাঙ্গালোর পিছনেই ওর নিজের ধর। নানা কারণে সে তো বারবার যাতায়ত করে এইভাবে।

তাহলে ওই রকম অপরাধী-সদৃশ এদিক ওদিকে তাকানো কেন? 'এর একটা কারণই হওয়া সম্ভব,' নিজের প্রের নিজেই কেন উত্তর দিলেন মিস মার্পল 'সে নিশ্চিত হতে চাইছিল এই দৃশ্য মজুমতে' তাকে এখনে কেউ না দেখে ফেলে যেহেতু সে বিশেষ কোন কিছু করতে চেষ্টা করে।

বিশেষ এই মজুমতে সকলের প্রায় সমৃদ্ধতারে স্নান করার বাট, একমাত্র মধ্য মালা বাইরে গেছে তারা ছাড়া। মিনিট কুড়ির মধ্যে জ্যাকসনও সেখানে হাঁটতে হবে মিস রায়চারের মনের ব্যবস্থা করার জন্য। সে যদি কারো নাতরের বাইরে থেকে বাঙ্গালোর কিছু করতে চায় তাহলে এটাই সম্ভবে উপ-ধৃত সময়। সে নিশ্চিত হতে পারে মিস মার্পল বিশালায় ঘুরিয়ে যেতেছেন। আর সে এটাও দেখে নিজের দেখতে তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না যেহেতু কাছাকাছি কেউই নেই।

ব্যাপারটা যে থিক তা নয় সেটাই প্রমাণ করলেন থিক করে নিলেন মিস মার্পল।

বিশালের বলে তিনি পা থেকে তার সম্বন্ধ স্যান্ডাল খুলে ফেলে একজোড়া নরম রবারস্টোলের চেপল পরে নিলেন। কিছু সেটাও পছন্দ না হওয়ায় তিনি মাথা বাকালেন। চেপল খুলে ফেলে স্টুকেস থেকে অনেক একজোড়া জড়ো খেলে নিলেন তিনি। এই জড়োর একটির গোড়ালিটা দরজার পাশার আটকে প্রায় আলগা হয়ে গিয়েছিল। উকো ঘুসে ঠিক করতে পিছে মিস মার্পল সেটা আরও বিপর্যয়ের মধ্যে এনে ফেলেন। শেষ পর্যন্ত সর্ব ওজন পারেই উঠে পড়লেন তিনি। বাড়িরের গায়ে বেঁধে একপাল হরিণের পিছনে ধাওয়া ধাওয়া ধাওয়া
ক্রা পাকা শিকারির মতই অভি সন্ত্পর্ণে মিস মার্শ্ল বাইরে বেরিয়ে এলেন। খুব সত্ত্বেও মিস মার্শ্ল মিস রয়ালের বাঙ্গালিটা পাক থেকে গ্রহণে থাকে। তারপর সেই সত্ত্বেও বাঙ্গালীর কোন দিকে চলে গেলেন। সেখানে দাঁড়িয়ে অন্য হাতে কাখা আনা জানো পাকা পরে ফেলেন তিনি, জুটোর গোলাল একটা চোখে বসিয়ে দিলেন, তারপর সাধারণে বাঙ্গালীর জানালার নিচে খুব সন্ত্পর্ণে বসে পড়লেন হঠাৎ মুক্ত। জ্যাকসন মাদুর কোন শপথ পূর্ণ থাকায় আর জানালার কাছে এসে তাকাতে থায় তালে মনে করে কোন বন্ধন জুটোর গোলাল কথা বাওয়ার পড়ে গেলেন। তবে আপাতদৃষ্টিতে আপন ভেল জ্যাকসন কিছু বলেনি।

আঁকে আঁকে খুব সন্ত্পর্ণে মিস মার্শ্ল তার মাথা তুলে চাইলেন। বাঙ্গালী জানালায় বসেই খুব নিচু। কিছু লতা গাছের আঁড়াল লুকিয়ে থেকে তিনি আঁকে মাথা তুলে ঘরের মধ্যে তাকালেন।

জ্যাকসন হুইলে তার পায়ে একটা স্টুকসের সামনে উপস্থিত।
স্টুকসের দাঁড়া খোলা। মিস মার্শ্ল দেখে গেলেন বিশেষ ধরনের
স্টুকসের সাথে। মিস মার্শ্ল দেখে গেলেন বিশেষ ধরনের
স্টুকসের সাথে। অনেকগুলো বিশেষ মাধ্যমে ধরনের
স্টুকসের সাথে, যার মধ্যে চোখ পড়েছে নানা ধরনের
জাগজগ সাজানো। জ্যাকসন
কাগজগুলো চোখ বদলের দেখে চলেছিল।
মাথা মাঝে সে কোন লম্বা
খাম খুলে কোন কাগজ বের করে একটা চলেছিল।
মিস মার্শ্ল মাশক্ত থাকতে
চাইলেন না জানালার রূপান্তর।
তিনি শুধু জানতে চাইছিলেন জ্যাকসন
কি করার উদ্দেশ্য নিয়ে বাঙ্গালী দিয়েছে।
ব্যাপারটা তিনি দেখে নিয়ে
পেরেছেন।
জ্যাকসন চুরি কার কাগজগুলো দেখেছে।
সে বিশেষ কোন কাগজ
চোখের চেষ্টা করবে বা চেষ্টা করবে সব কিছু, সেখানে দেখে নিচু সেখানে মাঝে থাচাই করার
কাগজ পথ তার নেই।
তবে তিনি দুর্নিষ্ঠ হয়েছেন আর্থিক জ্যাকসন
আর জনাব পায়ারের মধ্যে অবস্থানের সাদাশী শিী নেই অন্য ব্যাপারের মিলও
বর্তমান।

এরার মিস মার্শ্লের সমস্যা হল এখান থেকে সব বাওয়া।
ক্রা সন্ত্পর্ণে তিনি লড়াই শতাব্দী আর ফুলের চোখ থেকে পিছিয়ে এসে ফো দাঁড়ালেন আর জানালা ছড়ি সরে এলেন।
এরপর নিজের বাঙ্গালীর ফিরে
জুটোটা খুলে ফেললেন।
সমস্ত দৃষ্টিতে তিনি জুটোর ফাটা গোলালের
দিকে তাকিয়ে রুলিয়ে কিছুক্ষণ।
ভাবছে তে কোনোদিন হয়তো আবার এটা
কাজে লাগানো যাবে।
খুবই কাজের জিনিস।

১৩৬
এরপর চোপল পরে মিস মাপ্লান্ত তাঁরের দিকে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়ে এলেন।

এস্থায়ির ওয়ান্টাস’ তখনও জল ছড়ে ওঠেনি। মিস মাপ্লান্ত একবার সেই স্থায়িত্ব করে লাগিয়ে তাদের ছড়ে যাওয়া চেয়ারে গিয়ে বললেন।

প্রেগ আর লাফি সেনারা দা ক্যাস্পিয়েরোর সঙ্গে হাসি,ঠাটাটাই বলত, তারা বেশ সোঁরগোল কুরিল।

মিস মাপ্লান্ত প্রায় হাফকে হাফকে শান্ত করে মিঃ রায়ারেলের দিকে যাতে ফিরেই কথা বলতে চাইলেন।

‘আপনি আমার জ্যাকসন আপনার কাগজপত্র হাতেঝে বেড়ায়?’

‘অসুস্থ’ হাঁটনা’, মিঃ রায়ারেল উত্তর দিলেন। ‘একবার ধরেও ফেলেছিলাম। আপনি দেখেছেন?’

‘হ্যা, একটা জানালা দিয়ে দেখলাম। সে আপনার একটা সুঠাকে খুলে আপনার কাগজপত্র দেখেছি।’

‘নিষ্ঠুরই কোনভাবে চাবি ঝরিয়েছে সুঠাকে সের। খবরের উদ্যাগী লোক বলিয়েছে হবে। যদিও একাকী ওকে হতাশ হতে হবে। এমন কিছু ও খবর্জ পাবেনা যতে কোনঞ্চম কাজে লাগতে পারে ওর।’

‘ও আসছে এদিকে’, হোটেলের দিকে তাকানোর পর বলে উঠলেন মিস মাপ্লান্ত।

‘এবার আমার সেই বোকা বোকা নানারের সন্ধ্যা হল।’

একটু ধামলেন মিঃ রায়ারেল কথাটা বললে। তারপর শান্তস্তরে বললেন মিস মাপ্লান্তের বক্স করে, ‘আপনাকে বলি—খবর বেশি রকম অনেকক্ষেত্র দেখতে চাইবেন না। এরপর আপনার অনেকটিতে বোঝ দিতে চাই না আমার। নিজের বসনের কথা তেরে সাবধানে থাকবেন। এখনে এমন একজন আছে যার বিকে বলে কিছু নেই—কথাটা মনে রাখবেন।’

কুড়ি। নৈশ বিপদ সংকেত

সম্ভায় নেমে এল—চমকে এক এক ফরে জলের উঠতে শরু, করল আলো—
অভিষিক্ত পান ভোজন আর আনন্দে হয়ে উঠল উজ্জল—হয়তো এহ উজ্জলতা

১৩৭
আগের চেয়ে কম আর জোরালো আওরাঙ্গ নেই যেমন ছিল কয়েক দিন আগে ।

কিন্তু নাচ একটি আগেই আক্ত সাজ হল । হাত তুলল অতিথিদের কেউ কেউ-এবার খাবার আশ্রয় নেবার পালা-নিবেদ গেল আলা-নেমেছে অন্যকো আর তৈরি–হরিনে পড়ল গৌড়েন পাম দ্বিতীয়।

'ইভিলিন, ইভিলিন!' তাকে চাপা প্রথম দুঃখে আর অসুখে করে রেন হল । ইভিলিন হিইলিন একটি নাড় উঠে বালিশ নিয়ে পাশ ফিরল।

'ইভিলিন-দয়া করে একবার ওঠ।'

ইভিলিন হিইলিন এবার 'হাড়া-হাড়ি বিছানায় উঠে বসল। ও দেখল দরজায় সামনে বাড়িয়ে রয়েছে ঠিম কেড়েল। ও অবাক হয়ে তার নিকে একাকালো।

'ইভিলিন, দয়া করে আমার সংস একবার আসতে এলে তোর কি হয়বে? মালি-মালি পেয়ে মালিকুট হলে পড়তে দেয় । সে তো পারবে না ওর কি হয়বে। আমার দান হচ্ছে ও কিছু থেকেছে।'

ইভিলিন দুটি সামলে মিল ব্যাপারটা বুঝতে পেরে।

'তিন আচ্ছা ঠিম । দৃষ্টি ওর কাছে যাও, আমি একবার করে মিনিটের মধ্যে আসবি।'

টিম কেড়েল ওঠে আসল হয়ে গেল। ইভিলিন বিছানা থেকে নেমে একটা ছিয়া গাওন গায়ে চাঁদে নিরে পাশের বিছানার দিকে গাড়িয়ে দেখল।

ওর স্বামীকে মনে হল জাগানো হয়নি। পে চাও ফিরে ঘুমে অচেতন, ঘুরে ঘুরে হায়ে নিয়ের নিন্তুগ্রাম নিয়ে হয়ে চলেছে। এক মুহুর দুঃখেরে কিছু বিচ্ছয় করল ইভিলিন, তারপর ও স্বামীকে না জাগানোই মনস্ত করল। ঘর ছেড়ে বাইরে গিয়ে দেখা দেও পা চালাতে ও। লেখা হোটেলের আসল বাড়ি দুইয়ের ও টিম কেড়েলের বাস্তু লক্ষ করে এগেলে। দরজায় কাছেই ইভিলিনের সংস দেখা হল টিম কেড়েলের।

বিছানায় শাকিল ছিল মালি। দুইটো বাড়িই ওর বৌঝা আর মজার প্রমাণের করে তারে অন্যথা হয় না সেটা স্বাভাবিক নয়। ইভিলিন সড়কে বাড়ি পড়ল মলির উপর ভারপর একে পাশ ফিরিয়ে দিয়ে কষ্ট হয় নাথি দেখতে চাইলো। ও মলির একটা ঢাঁকের পাতাত তুলে দেখে পাশে রাখা টিমের দিকে নজর দিল। টিমের অর্থের ভর্তি একথানা জলের ১০৮
গ্রাস, সেখে ভোলা যায় সেটা থেকে ধানটিকে জল পান করা হয়েছে। গ্রাসের পাশেই ছিল একটা খারা টার্নেটের শিশি। ইতিভিন সেটা হাতে তুলে নিল।

'গোর ঘুমের ওপরের শিশি', টিম বলে উঠল। 'শিশিটা গতকাল বা তার আগের দিনেও অর্ধেক ভরা ছিল। আমার মনে হয় ও সেকগুলোই থেকে ফেলেছে।'

'বাও, এক্সকিল গিয়ে ডা প্রাহমকে ডেকে নিয়ে এস', ইতিভিন টিমকে বলে উঠল। 'আর যাওয়ার সময় কাঁকে বলে যাও কড়া এক কাপ কফি বানিয়ে নিয়ে আসতে। মাত্রে কড়া করায় যাতে তোটাই করতে বললে। শিপিগ কর কর।'

টিম প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল দরজা দিয়ে। লেরনোর মুখে ওর সঙ্গে খাবা লাগিয়ে এডওয়ার্ড হিলিংডনের।

'৬৫, দুধিভিত, এডওয়ার্ড।'

'কি ব্যাপার ঘটেছে এখানে?' তীক্ষ্ণর জন্যে চাইলো এডওয়ার্ড।

'কি হয়েছে?

মলিল ব্যাপার। ইতিভিন ওর কাছে আছে। আমি বাই, দাটারকে ধরে আনতেই হবে। আমার মনে হচ্ছে আগেই দাটারের কাছে গেলে তাল করা—আমি—আমি ঠিক দুর্বৈর্য, ভাবলাম ইতিভিন দুর্বৈর্য, তাই তার কাছেই আগে যাই। মলি দাটার ডাকা পছন্দ করে না তাই মনে করলাম হয়তো লাগবে না।'

প্রায় ছুটতে চাইলো টিম। এডওয়ার্ড হিলিংডন দে এক মিনিট ওর গ্রামনপথের দিকে তাকিয়ে থেকে ঘরে চুকল।

'কি হচ্ছে এখানে?' ও প্রশ্ন করল। 'বুধ নারায়ণক কেন?

'ওহ, এডওয়ার্ড এলে দেখেছিলাম তুমি দেখে উঠেছিল। এই বোকা মেয়েটা কি সব খেয়েছে।'

'বুধ খারাপ কেন?

'কতগুলো পিল খেয়েছে না জেনে বলা শক্ত। আমার মনে হয় না চট করে বাবহে নিতে পারলে তেমন ভূমির কিছু নয়। আমি কিভাবে আনতে পাঠিয়েছি। বিষটু খাইয়ে দিতে পারলে—।'

'কিছু প্রশ্ন হল ও এখন কাজ কেন করবে? তুমি নিচুর্ভিত ভাবছ না—', এডওয়ার্ড চুপ করে গেল।

১৩৯
আমি কি ভাবছি না?
 পুলিশ যে তথ্য করছে সেজন্য ও একজন করতে চেয়েছে?
 হাঁ, সেটা হতে পারে। এ ঘটনার ব্যাপারে স্নায়ুবিদ মানুষেরা এ ঘটনার
কাজ করে বসতে পারে।
 মনে করে এ রকম মন হয় না একবারেই?
 বলা শুক্র, ইলিডিন বলল। ‘যাদের এরকম ভাবা যায় যা তারাই কখনও
কখনও এরকম করে সবচেয়ে পারে।’
 হাঁ, আমার মন পড়েছে... আমি যেমন গেল এডওয়াড’।
 আসল কথা হল, ইলিডিন বলল, ‘কেউ অপরের বিষয়ে কিছুই
জানেনা।’ একটু থেকে ও আবার এলল, ‘এমন কি একবারে আপনজনরের
সম্পর্কে’ ও...’
 এটা একটু বেশি রকম বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না, ইলিডিন?’
 আমার তা মন হয় না। মানুষ সম্পর্কে বল্ল। কিছুই, ভাবে। ওখন সেটা
টাচের যে বাতাস বলে একটা উপর নিয়ে করেই ভাবো, নয় কি?’
 আমি তোমাকে আমি, এডওয়াড শান্তকরে বলল।
 এটা তোমার ভাবনা মাত্র।’
 না, আমি নিশ্চিত। আর তুমিও আমার বিষয়ে সব জানে।
 ইলিডিন স্বামীর দিকে তাকিয়ে মঝর বিচারক কাছে এগিয়ে গেল। ও
এবার মঝর কাঁধ হয়ে কাঁকুনি দিয়ে লাগল।
 ’কিছু একটা দরকার। তবে ডং গ্রাহাম আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করাই
বোধ হয় ভাল—ওহ, ওই ওরা বোধ হয় এসে পড়েছে।’

2
 এবার ঠিক আছে, একেই হবে। ডং গ্রাহাম রূপাল দিয়ে কপালের ধাম
মুছে নিষ্ক্রিয়ভাবে নিম্নতা ফেললেন।
 ‘আপনি বলছেন ও ভাল হয়ে উঠবে, সারা?’ টিমের গলায় উদ্বেগ করে
পড়ল।
 ‘হাঁ, হাঁ। তবে নেই। আমরা সময় তাই এলে পড়েছি। বাই হোক
বিপদ ঘটানোর মতো বোধ পরিমাণে পিল ঘানানি বিসেসে ফেলল। তবে বেশ
কয়েকটি দিন কেটে গেলে ঠিক হবে যাবেন। তবে প্রথম দুই একদিন পারের

140
বারাপ নাগরে ওর। তিনি ওবরের শিপটা হাতে তুলে নিলেন। 'প্রল হল এই ওবর ওকে কে দিয়েছে?'

'নিউ ইন্দারের একজন ডাকাতি। ওর ভোল ঘুম হত না।'

'বকলাম। আজকাল ডাকাতেরা সহজেই এইনর জিনস রোগীরের দিতে অভাব। কেউই এই সব তুর্প তরুণীদের বলতে চান না যে ঘুম না এলে দ, একেবারে বিশ্বাস থেকে একটু ধোঁয়োরির করলে, বা এক পাতা চিঠি লিখে কেনেনে। এরপর দেখা যাবে ঘুম নিডে থেকেই আসবে। অতি আমারা এসব প্রায় তুলে গিয়ে আজকাল ওরকু লিখে দিই। আপানাকে জিজ্ঞে থেকেই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। কোন বাচ্চা কাছে তাকে কিছু থেকে দেবেন, কিছু রুক্ষদের ক্ষেত্রে তো তা হবে না।' কথাটা শেষ করে হাসলেন আল্লাহ।

এবং তিনি বললেন, 'বাঙ্গা রাখতে পারি মিস মাদামেক সদি প্রশ্ন করেন ঘুম না এলে তিনি কি করেন তাহলে তিনি বলেন তিনি মনে মনে ভোলা পুঁথতে থাকেন।' কথা শেষ করে তিনি পাশের বিচারায় দিকে তাকালেন। মল নড়ে উঠেছে। ওর টেল ঝালা। সে ওদের দিকে নির্দিষ্ট দৃষ্টিতে তাকালে। কাউকে চিনতে পারার কোন ইঙ্গিত সে দৃষ্টিতে ছিল না। আল্লাহ মলর হাতটা তুলে নিলেন নিজের হাতে।

'কি ব্যাপার বললেন তো। নিজেকে নিয়ে কি করেছিলেন?'

মল টেল পিট পিট করলেও কোন কথা বলল না।

'একটু কোন করেছিলে, মল? আমায় বল, কোন?' টিম ওর অন্য হাত ধরে বলল।

তবেও মলর চোখ সরলা না। কারন উপর ওর বদি দৃষ্টি পড়ে থাকতে পারে সে হল ইন্দিন হিলিঙ্গন। সে দৃষ্টিতে সামান্যতম প্রশ্নের সংকেত থাকলেও ধাক্কা সম্ভবত তবে তা বলা কঠিনই ছিল। প্রশ্ন ছিল কিনেই বেন কথা বলল ইন্দিন।

'টিম এসে আমায় ডেকে আলে,' ও বলল।

মলর নজর এবার পাখাগুলো ধরে টিমের উপর থেকে জুলাহারের উপর পড়ল।

'আর চিন্তা নেই, ভোল হয়ে উঠবেন,' জুলাহার বললেন। 'তবে একজন আর করবেন না বেন।'

'ও এটা করতে চাইনি,' শান্তভাবে বলল টিম। 'আমি ঠিক জানি ও করতে চাইনি।' ও একটু ভাল নিয়ে ঘুমনেতেই চেরাঁজল রাখিলে। হয়তো
প্রথম পিল থেকে কাজ না হওয়ার ও আরও কর্কটা পায়। তাই কী, মলি।
খুব ধীরে মাথা নাড়ে মলি।
‘তোম—তোম বলচে ইচ্ছে করেই ওপরে থেকেছিলে?’ তিনি প্রশ্ন করল।
এবার কথা বলল মলি। ‘হয়’ ও বলল।
‘কিছু কেন, মলি? কেন?’
চাঁদের পাতা প্রাণামা করল। ‘ভয়’। কুশ কপি জেগে উঠল।
‘ভয়? কিছুর ভয়?’
কিছু মলির চাঁদের পাতা ধরে গেল।
‘ওকে এই ভাবেই থাকো ও দেয়া দরকার।’ ডঃ গ্রাহম বললেন।
কিছু তিনি এখান বাস্তবে বলল উঠল, ‘কিছুর ভয়? পুলিশের? ওরা
তোমকে তাড়া করতে নানা প্রশ্ন করে? অবকাশ হচ্ছে। যে কোন মানুষই
এটে ভয় পেয়ে যাবে। এই তোমরা নতুন বোধ হয়। কেউ শুধু, একবারের
জন্যও ভাবেন? ’ বড় বড় সাফায় গলে ও।
ডঃ গ্রাহম হাত তুলে দুঃখ ভঙ্গীতে ওকে ফ্যামতে বললেন।
‘আমি দুমাটি চাই,’ মলি বলল উঠল।
‘আল্লার পকে এটাই সত্যচরে ভাল,’ ডঃ গ্রাহম বললেন।
তিনি দরকার দিকে এগিয়ে গেলে বাকি সবাই তাকে অনুসরণ করল।
‘ওঁ দুমাটি পারবেন। এটাই দরকার,’ ডঃ গ্রাহম আবার বললেন।
‘আমার কিছু করার আছে?’ তিনি জানতে চাইলো। ওকে দেখে যেন
অস্থি থেকে ওয়া একবার মানুষ বললেই মনে হচ্ছল।
‘বাম মনে করা তাইলে আমি প্রাক্ত পার্শ্ব মালীর কাছে, ইলিলিন বলল।
‘ওহ না। সব ঠিক আছে,’ তিনি বলল উঠল।
ইলিলিন মালীর কাছে এগিয়ে গেল। ‘তোমার কাছে থাকি, মলি?’
আবার ‘চাঁদের পাতা খুলে পেল মলির। ও বলল, ‘না।’ তারপর
একটি থেমে বলল, ‘দুমাটি তিনি।
তিনি এসে মালীর বিচারায় বসল।
‘আমি এই তো বর্ণিন, মলি,’ ও বলে মালীর একটা হাত নিজের হাতে
চুলে নিল। ‘তুমি এবার দুমাত্বা। আমি তোমাকে ছেড়ে বাবা না।’
মৃদু, মৃদু চুলে চোখ বজ্জল মলি।
ডঃ গ্রাহম বাগ্নাটর বাইরে একটু দাঙ্গালেন, হিলিলেন ম্যাপথিও তার
সঙ্গে ছিল।

১৪২
‘আমার আর কিছুই করার নেই তাহলে, তা গ্রাহাম?’ ইভিলিন প্রশ্ন করল।

‘আমার মনে হয় না, ধন্যবাদ, মিলস হিলিঙ্গন। মায়ামীর সঙ্গে থাকাই ওর পক্ষে ভাল। মনে হয় আগামীকাল আবার—এই হোটেল চালাবার কথাও তো ওকে ভাবতে হবে—আমার মনে হয় সে সময় মিলস কেন্দ্রের কাছে কারো থাকা দরকার।

‘আপনার কি মনে হয় ও আবার এককম কিছু করতে পারে?’ এডওয়ার্ড হিলিঙ্গন প্রশ্ন করল।

গ্রাহাম বিরতভাবে কপাল মেচলেন।

‘এখনের ঘটনার কেউই সত্ত্বভাবে বলতে পারে না। তবে বলতে গেলে সে সম্ভাবনা অত্যন্ত কম। আপনি নিশ্চয়ই দেখেছেন নিরাময়ের কাজ কি বর্তমানের বর্ণালীকরণের মধ্যে কিছুই নির্দিষ্ট হতে পারে কঠিন। উনি হয়তো আরও কিছু ওই জিনিস কোথাও লুকিয়ে রেখে থাকতে পারেন।’

‘মলিঙ্গর মত মেয়ে কোনোদিন আমার ভাবত্যা করার চেষ্টা করতে পারে একবারে ভাবিনি,’ এডওয়ার্ড হিলিঙ্গন বলল।

গ্রাহাম শুনু স্বরে বললেন, ‘যারা আমার ভাবত্যা করব বলে ভয় দেখতে চায় তারা মনে রাখবেন, আমার কাজ করে না চাইতে চাল। যারা এটা করে না তার আমার ভাবত্যা করে। তারা এই ভাবেই নাশকীয়তা তৈরি করে আর সমাজেও বহুল করতে থাকে যায়।

‘মলিঙ্গর সব সময়ই কত হাসিমুখ উচ্চল মেয়ে বলে মনে বর্তমান। আমার কেন জানিনা মনে হচ্ছে—’ একটা ইভিলিন করল ইভিলিন—‘কথাটা আমার কেন আমার মন দরকার, ডাঁ গ্রাহাম।’ ইভিলিন এবার তাকে হাসিমুখ মায়া লাগাতে দিয়ে মলিঙ্গর কথা বলে ওর কথার বার্তা হয়েছিল ওঠে আনন্দটিকে বলে গেল। ইভিলিনের কথা শেষ হওয়ার পর ডাঁ গ্রাহামের মধ্য গভীর হয়ে উঠল।

‘কথাগুলো আমাকে অন্যান্যের জন্য ধন্যবাদ, মিলস হিলিঙ্গন। এটা বেশ লভ্য যে সমস্যা ঘটনার মধ্যে বেশ গভীরে প্রশ্ন কোন প্রশ্নগলের
বাট রয়ে গেছে। হয়, কাল সকালে মিলস কেন্দ্রের ম্যায়ার সঙ্গে কিছু কথা বলব আমি এ নিজে।’}

140
কেন্দ্রে, আপনার পার ব্যাপারে অভ্যন্ত জন্যেই করেকটা কথা বলতে চাই আপনার সাধ।

র্থ প্রাক্তান টিমের অফিসে বলে কথা গলে বললেন। ইতিজো-ইতি-লিন হিলিংডন হলীর কাছে তার বেশাখানার জন্য হাজির হয়েছিল। বাকিগুলি আসবে বলে জানিয়ে রেখেছিল। মিস মার্টিন থানাধীন সাহায্যের প্রতি অনুরোধ দিয়েছিলেন। সেদিনের অন্য হাসতাটাই হার্লোং-একটিকে হোটেলের দায়িত্ব অন্য দিকে দিয়েছিল। সে এই জনপ্রচারের প্রায় পালিয়ে আসে তাটে দুর্বল হয়ে উঠেছিল।

কারণ প্রাদেশের প্রথম শুনে টিম বলল, 'ব্যাপারটা আমার মাথায় চক্কাটা না। মার্চে পারে বুঝতে পারি না। ও একেবারে বলে গেছে। আমর্থ ব্যাপারে ছাড়া কি ভাববে বললেন?'

'ব্য়েগলার জন্য কিছুটা ধরে দুবল দেখে চলেছিলেন?'

'হচ্ছি। হচ্ছি, কিছুটা ধরে ও কথাটা আমাকে বলছিল।'

'ব্য়েগলার ধরে?'

'ওহ, সেটা বলতে পারবে না। বড়দের ভাবার কথাটা বলবে না, কিন্তু একটা গরেখাপে ব্যাপার হয়েছিল। ওঃ-মানে আমার দুজনেই হেবেছিলাম। এগুলো নিজেকে একটাকের দুবল ছাড়া আর কিছুই না, বুঝেছিলেন?

'হচ্ছি, বুঝতে পেয়েছি। কিন্তু এর মধ্যে একটা গরেখাপে ব্যাপার হয়েছিল সেটা আপনারা সম্ভাব্য লক্ষ্য করেন নি। আর তা হল মিসেস কেন্ডল কোন লোক সম্পর্কে ভাবত। এ ব্যাপার নিয়ে তুমি কিছু বলেছিলেন আপনাকে?

'মানে-হচ্ছি, বলছে। দুই এক কথাটা জানিয়ে ও বলে যে কেউ মন গুলি অনুসরণ করে।'

'আচ্ছা। ওর উপর কেউ গোয়েন্দায়ির করছে?'

'হচ্ছি, ঠিকই কথাটাটাই ও বাবহার করেছিল একবার। ও বলেছিলো ওর শহু, আর তারা এখানেও ও অনুসরণ করে এসেছে।'

'মিসেস কেন্ডলের কোন শহু, আছে কিনা জানেন আপনি?'

'না। কোন শহু থাকার কথাটা নেই।'

'আপনাদের বেরের আগে ইন্টারেন্ট হাতে থাকতে পারে এ রকম কোন ঘটনার কথা আপনার জানা আছে?

'ওহ, না, এরকম কিছু ঘটেনি। মান ওরু আজীব পরিজনদের সাদে
মানীর নিতে পারত না, ব্যাস এইভুক্ত। ওরা কিছুটা হিটরেক মহীনা, তার সঙ্গে ঠাকুর খুব ভোক্ত ছিল, তাহাদঃ।'

'বলে কেন রক্ষ মানসিক রোগের কথা শোনা গেছে ?

tিস সঙ্গে সঙ্গে, আপনি তেমনই মুখ খুলিয়ে আবার কথা করল। একটা কল্পন নিয়ে নাজারাজা করেতে শুরু করল ও।

ভাসার বাছার বললেন, 'আমি এটা শুনতে চাই, তিম। একথা আমাকে জানানো ভাল হয় এধরণের কিছু থাকে।'

'মানে—হাঁ, আমার বিধাস, ছিল। পূর মারাত্মক কিছু না। বতদের প্রোচছ ওর এক পিপিছা ছিল একটা ক্যাপেটে গোছের। তবে সেটা তেমন কিছু নয়। এ ধরণের ব্যাপার আমার মনে হয় যে কোন পরিবারের ঘটে থাকে।'

'হাঁ, সেকথা ঠিক। আমি তেমাকে ভয় দেখাতে চাইনা, তিম, তবে একবার হলে কিছুটা মানসিক এলামেলো ভাব জেগে ওঠা সম্ভব কথা হতে পারে বা কোন অস্বীকার কিছু কর্মনা করা। এটা ঘটে কোন বিশেষ চাচা দেখা দিলে।'

'সাদা বললে আমি তেমন কিছু, জানিনা, তিম বলল এবার।' 'তাহাড়া অনেক সব সব তাদের পরিবারের ইতিহাসের সব কথা খুলে বলতে চায় না।'

'না, না, এটা ঠিক কথা। মল্লিকে কোন আগের বস্ত্র ছিলনা? কোন আগে করে বাগানে ছিল কিনা সে ওকে ভয় দেখাতে পারে ইমাম বলত। এ ধরণের কিছু ছিল।'

'আমার জানা নেই। মনের হয় না। তবে মল্লিক আমি এসে পড়ার আগে একজনের সঙ্গে বিষয়ের পাকা কথা দিয়েছিল। মতদের জানি ওর বাড়ির সকলে এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিল। আর মনে হয় মল্লি তাকে বিয়ে করার জন্য দুঃখার দেখার বিশেষ করে বাড়ির লোকজনের বিরুদ্ধে করা আর তাদের অগ্রহয় করতেই।' সাদা হাসিতে কিন্তু নীচেকে খণ্ড। 'বরং কথা থাকলে কি হয় খিলখিল কাজেন। কেউ কোন ব্যাপারে বেশি আলোচনা করলে আপনার তাকেই আকৃত হতে ইচ্ছে হলে, সে কেবাড়ে খেল না কেন।'

১০ প্রায় একদিনে। 'হাঁ, এধরণের ব্যাপারে চাপে পড়ে। ছেলেমেয়েদের আপত্তিকর বস্ত্র বাচ্চাদের ব্যাপারে বোধ হয় নাক না গলায়ে ভাল। তাদের মতই ওরা হরস প্রাণ হতে থাকে। এখন প্রয় হল, তেমন লোকটি কি মল্লিকে কোন রকম ভয় দেখাতে চেয়েছে কোন রকম ?

ঃঃঃঃঃঃঃঃঃঃ

মিস-১০ ১৪৫
"না, এ সমস্তকে আমি নিষ্ঠিত। এ ধরনের কিছু হলে সাধারণই আমার জানাতে। ও যা বলছে তাহলে লোকটির প্রতি ওর ছেলেমান্দের আকর্ষণ ছিল, বিশেষ করে তার কবর্স দেখায় জাতই।"

"হাঁ, হাঁ, সুন্দর। এটা তোমার মায়াক্ষী কিছু নয়। এবার আর একটা কথা। তোমার স্থান জানিয়ে দাও মাত্রই ওর সব অন্ধকার হয়ে যায়। মাত্র মাত্র কিছু, স্যার সম্প্রতি ওর কোন হিসাব থাকে না ওর। সে স্যার ও কি করেছে মনে আনতে পারে না। একথা তোমার জানা আছে, তিনি।"

"না," তিনি আছে আনন্দ কল্পনা। 'না, এটা আমার জানা নেই। ও আমাকে কখনও বলেনি। এবং আমি আস্তে করে দেখেছি ও বেন মাত্র মাত্র কি রকম অস্পষ্ট কথাবার্তা কাজ করে।"

এটটি চিন্ত করল তিনি, তারপর আবার বলল, 'হাঁ, এবার ব্যাপারটা পাল্পূকার হয়েছে।' এবার বুঝতে পারেছি মাত্র মাত্র কোথায় ও মাত্র কোথায় ব্যাপার ও কোথায় কোথায় বা কোথায় বোঝেছি সে কথাও ও কুঁড়ে যেত। আবার আবার ও একটি অন্যসমূহ।"

"এ সব কথাবার্তা থেকে যা বুঝতে পেরেছি, তাহলে, তিনি, আমার পরামর্শ হল তোমার স্থানে এখনই কোন বিশেষত্বের কাহার নিয়ে দেখবো। এটা অত্যন্ত জরুরী।"

তিনি প্রায় রেগে গেল।

"যার মধ্যে আপনি বলছেন ওকে কোন মনোরোগ বিশেষত্বের কাহার নিয়ে বাণী।"

"শোন, শোন, এই যে ছাপ মাত্র দেখে ঘাটবে যেই না। কোন স্নায়ুবিশেষা বা মহোদয়, এই ধরনের কাউকে শোনানো ধরকার। যারা কোথায় পারেন সাধারণ মানুষ মাত্র মাত্র রেগে কথা তাই হয়েছে কিনা। এই রকম একজন চালিয়ে বিশেষ কিন্তু আছে। একজন সেটাই সেটাই আছে। এমন মানুষ যা সে নিজেই জানে। ওর সম্পর্কে পরামর্শ তাঁর, তিনি। বেশ তাড়াতাড়ি পারে এটা নাও।"

তিনি কোন চাপের উঠে পড়ছেন আসার।

"আপাততঃ কোন চিন্তার কারণ নেই। তোমার স্থান দেখানো করার জন্য তোমার কম্যুনিটি রাখেন, আপনা কোন তাল করেই ওর ওপর সময় রাখবেন।"
'এডওরাইট আর আমি দুজনই দারুণ ভালবাসি ওখানে বড় বড় পার্থক্য আছে এসে বলে বলে মেয়ে মাছ ধরেছে, এ দুঃখ দেখে দেখে সেন ভেবে না, কৃষ্ণও লাগে না। তিনি মন্দির কাছে রয়েছে। তবে ওদের কাছ রয়েছে অন্ধ মশকে একা রেখে তেমনেও চাইছে না।'

'সেটা ঠিকই করেছে ও', মিস মার্পল বললেন। আমিও ওর হায়রের মাধ্যমে এটা করতে চাই। কলা তো থাকে না, তাই না? কেউ ওই ধরণের কাজ তখন একটা করেছে তখন—ঠিক আছে আপনি এগোন, কোন ভাবনা নেই।'

১৪৭
ইদিলিন ওর জন্য যায়া অপেক্ষাকৃত ছিল তাদের সঙ্গে বোধ হিতে চলে গেল। ওর প্রায়ই, চাইসনেরা আর আরও তোস চার জন অপেক্ষাকৃত ছিল ওর জন্য। মিস মার্পাল তার সেলাইরের সর্বমাত্র পর্যন্ত দেখে নিয়ে সব
ঠিক আছে যেন কেউই কেজালের জন্যেতে লক্ষ্য করে পা চালালেন। একটি
কাজে জাছলার প্রেক্ষাপট্টে মিস মার্পাল আয় খোলা জানালার মাধ্যম দিয়ে পিনের
কন্ঠের মুনতে পড়েন।

‘একার কেন কবেছিলে রাম আমাকে বলতে, মলিছ। কেন, কিসের জন্য? 
আমি কি, অন্যায় করেছি তাই? নিচগাছে কোন কাণ আছে। শুধু
একবার মদি বলতে।’

মিস মার্পাল দিকের পড়লেন। মলির উপরে দেখার আগে একটি সময়
ফেটে ফেল। ওর পলায়ন ক্রমান্বয়ে আর নির্মাতায় ছেড়ে।

‘আনন্দ, চিচি—সতিকে জানিনা। আমার মনে হচ্ছে—আমাকে কি,
একটি চেপে ধরেছিল।’

মিস মার্পাল জানালায় ঠাকুর দিয়ে ঘরে চলেন।

‘ওই, মিস মার্পাল এসে গেছেন। সতিকে আপনি সদান্ত যা।’

‘এন্ন, একবার বলেন না,’ মিস মার্পাল বললেন। ‘যে কোন সাহায্য
করতে পারলে ধরে খুশি হব। এতদিনে যেই ডায়ারে বাস। আজ তোমাকে
খুব তাল লাগছে, মলি। খুব আনন্দ হল।’

‘আমি ভালই আছি’, মলি বলল। ‘খুব ভাল লাগছে—শুধু শুধু ঘুম
পাচ্ছে।’

‘আমি কথা বলবা না’, মিস মার্পাল বললেন। ‘তুমি চূপচাপ শুনে থেকে
বিপ্লব না ও। আমি সেলাই করে যাবে।’

চিচি কেজাল মিস মার্পালের নিকে কুড়ি দুটি দেসে বেরোয়ে গেল। মিস
মার্পাল চায়রে বলে পড়লেন।

মলি ও দিকে পাশ দিয়ে পড়েছিল। ওর দুটিতে কিছুটা ক্রমে আর
ভোড় ভাব জেগে উঠেছিল। কন্ঠের পর চাপা কিসকিসালের মত
শোনাল। ও বেখন কথা বলল।

‘আপনার ঢের সদাসরা, মিস মার্পাল। আমি—আমি একটি বুড়িরও।’
পাশ দিয়ে বালিশে মাথা রেখে ঢোক বিজ্ঞ মলি।

একবার ওবালেক্স একটি নির্মাণ মনে হলেও সম্পূর্ণ আজান্তিক
বে হয়নি বুঝতে পারা মালিল। দুঃখকারের সেবার্তনের অভিজ্ঞতা থাকর

১৪৫
জনাই মিঃ মার্পল্য আপনার থেকেই মলিন বিচ্ছাইশ চাও ঠান টান করে পদীর নিচে গিয়ে দিলেন। কাঙ্ক্ষা করতে গিয়ে পদীর নিচের কেঁতে কোন কিছু তার হাতে লাগল। একটু অনেক হতেই তিনি ঝিনিনাটা টেনে বের করলেন। প্রায় চোখে আকার সোটার। আসলে সোটা একখানা বই। মিঃ মার্পল একান্ত্র চুক্ত দৃশ্য দেখলেন বিচ্ছাইশ শালিত মলিন দিকে। যে নিম্নলিখিত হয়েই শালিত, আপাত দৃশ্যেত অবস্থানে নিঃসরণ। মিঃ মার্পল বইখানায় মলাট উল্টে দেখে চাইলেন। তিনি বাইবেলের তা হল বইখানা আয়ুর্ব্রোগ সংক্রান্ত। বইখানা এমন কোন আর্গাল পাওয়া খেলেখানে পরিক্ষা ভালেই শুধু হয়েছে ইতিমধ্যেই নিঃসরণ। হওয়ার আশঙ্কা আর মানসিক ব্যাধির নামা উপসর্গ।

বইখানা চুরু উজ্জীমানের কোন বই নয়, তবে সাধারণ মানুষের উপলব্ধি করার মত করেই রচিত। যেকোন বাতার চোখ বোলানার পরেই মিঃ মার্পলের মধ্য অতাল গোড়ার হয়েঁ উল্ট। যেকোন মিটিন পর তিনি বই বন্ধ করে চিন্তাময় হয়ে কোনলিন। তারপর আত্ম অত্ম নিঃসরণ হয়ে বইখানা খেলেখানে বের করেছিলেন। যেখানেই আবার নেই পদীর তলায় চোখে রাখলেন।

এবার একটা ধাঁধায় পড়েছিল মাথা বাঁকানো, মিঃ মার্পল ও তারপর নিঃশ্বাস উঠে জানালার দিকে করেক পা এপারে গেলেন। কি তেঁতুবে তিনি দৃষ্ট একটা পিছনে তাকানো তিনি দেখতে পেলেন মলিন চোখ মলিন তাকিয়ে তাকে লক্ষ করেছিল তার তা দৃষ্ট। আবার বলে হয়ে গেলে। দু’ এক মিটিন মিঃ মার্পল বুঝতেই পারলেন না ব্যাপারটা তিনি ঠক দেখলেন তার মনের কর্মণ। মলিন ও তারফ, তদার দৃষ্টি। মলিন সত্যৰে বসিয়েছিল না এই সত্যৰে ভান লাভ হলেও তা স্বজ্ঞাবিক। হয়েছো ও বাকছে ও আছে দেখলে মিঃ মার্পল হয়েছো ওর সঙ্গে কথা বলতে পারভো নিঃসরণ৷ এই রকম করছু।

তবু তিনি কি মলিন দৃষ্টির মধ্যে কোন দৃষ্টা তার স্পর্শ চের পেয়েছেন? দৃষ্টান্ত দেখেই অসত্যৰের হয়ে স্পর্শ৷ এটা কাটো পক্ষ জানাও সমর্পন নয়। মিঃ মার্পল এ ব্যাপারে নিঃসরণ হলেন। বে এটা জানা কাটো পক্ষ অসম্ভব।

তিনি দৃষ্টান্ত ঠিক করলেন যে তারা দৃষ্টান্ত পারবে একান্ত্র জু গ্রহণের সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি এবার নিঃসরণ চেষ্টারে ফিরে এলেন। মিঃ মার্পল
আরও পাঁচ কি ছ’ মিনিট অপেক্ষা করলেন যাতে হালিসা সত্যাই দূরেরে পড়ে।

একটি পরেই তার নজর এক্স হালিসা মাঝে-মাঝে তার সেথা

চলে। বাইরে যা পড়লে কারণই এভাবে শুরু থাকা সম্ভব নয়। মিস

মার্পল্স আবার উঠে পড়লেন। তার পারে আজ সেই চাপল। এরকম

আবাহ্যায় এটা খুব উপযোগী।

শেখার যে একটি পার্চারি করার পর মিস মার্পল্স দুর্দিকের জানালার

সামনে কিছুক্ষণ দাবলানে।

হোটেলের সামনের অংশে শান্ত আর জনহানি বললেই তার মনে হল।

মিস মার্পল্স আবার নিজের কারগার ফিরে এসে বসেসনে কিনা একটি

ভালবং। তখনই তার মনে হল বাইরে যেন ‘খুঁটি কর হংসা’ কোন পথ রেখে

উঠল। অতীত কৃপণে কেউ ঘোড়ায়েরা করছে এখানে? মিস মার্পল্স

মনের জন্য কর জানালার পাঠা। সামান্য উচ্চত কর বাইরে চলে এলেন, তারপর

চিত্তের লক্ষ করে বিল বলতে চাইলেন।

‘সামান্য একটি জুরে আলাঘুকুল বলে। বাধা আবার আসবেও, তুমি

বলবেন। ’ বাগানের খানা, কোথায় যে সেলাইরের কোনটা ফেলে এলাম।

সকে এনাবেল বলতে তো জনহানি। আমি ফিরে না আসা পরস্তর ঠিক থেকে

কিছু। পারবে তো? ’ এবার তিনি ব্যবহার করলেন; ও সত্যাই দূরেরে

করছে। হালিসাই হল। ’

তিনি নিঃসন্ধে সামনের ফাঁকা ভারগা বরাবর এগে চাইলেন তারপর

সিঁড়ি বের জান দিকের পথ ধরলেন। চালার পথে তাকে পেরেলে হল কিছু

হিন্দিয়ানের কোপ। কেউ যদি মিস মার্পল্স। এ সময় লক্ষ করত সে

আঁচল হয়ে বেড় মিস মার্পল্স বাসতার ফুলের কোপে তাঁর দৃষ্টি ফেলতে

সেথে।

মিস মার্পল্স ফুলের কোপে পরিচয় একে খানিকটা হতে কাঁচালার পিছনে

শোঁপেন তারপর সামনে দিতের দিনায় দিয়ে আবাব ভিতরে চললেন।

এটা লোক চলে গেল এক্স হোট ধরে। বেশব ফিং তাকে মাঝে অফিসার

হিসেবে বাম্হার করে। লোকনে থেকে চলে বাগান থায় মুল শেখার ঘরে।

চতুর্থ পাঠা বাগানের খানায় বেশ ঢাকাধং। মিস মার্পল্স চারগায়ে

ভালং একটি পার্চারি আবাবে আঁকাচাপান করলেন। এবার কিছুসমুদৃশ

অদুয়ারের পদ্ধতি পড়লেন তিনি। ত্রেনের জানালার নিচে মুক্তে পাথরে

বানে কেউ মালিক ভাবে চেনতে কি না। পার্চারি কি ছ’ মিনিট পরেই মিস
মার্গের যা দেখতে চাইছিলেন তাই দেখতে পেরে গেলেন।

না, নিজে গোপন পরিনত জায়গায় কাঠামো না করে পড়ল মিছে মার্গের। বায়ুশক্তির সরিতা শেষে উঠিয়েছিল জায়গায়। বায়ুশক্তির সামনে করে মহুত্ত দাঁড়ালে জায়গায়। তারপর আঁধারো জানালে আঁধারো ঠোকরা দিতে চাইলো। মিছে মার্গের কেনা সড়ক ঠেক পেলেন না। অন্যত্র তার কানে এলেন। জায়গায় হতে দুর্গন্ধের ওর চরায়িক একবার আরাম করে নিল, পরমাণুতে সে খোলা দরজা ধরে তিতের ভিতরে দেখে গেল।

মিছে মার্গের সেই সদে উঠে পড়ে ধর খানার গায়ে লাগানো। বাতাসের দরজার কাছে হাজির হলেন। তার এ আঁধারো হওতেই সম্পন্ন কুঠিরকে পাল। এক বিনিময়ে কিছু ভাবতে চাইলেন তিনি তারপর সরই, লাগারা পাখ পেঁধিয়ে অন্য দরজা ধরে বাধাথের চকে পেলেন।

জায়গায় হত থায় বেসনের উপরের তাকে নজর বসিয়ে চেলেছিল। মিছে মার্গেলে দেখে সে একটি হালকার গেছে বোকা গেলেও আঁধারো হওয়ার কিছু ছিল না।

‘তুমি, ও বলে উত্তল, ‘আমি—আমি, মানে।’

‘বল জায়গায়, বায়ু আঁধারো হতে বললেন মিছে মার্গের।

‘আমি ভেবেছিলাম আপনি এখানে কোথাও থাকবেন,’ জায়গায় বলল এবার।

‘কিছু চাইছিলেন বা তুমি?' মিছে মার্গের জন্যে চাইলেন।

‘আমাদের,’ জায়গায় বলল, ‘আমি মিছে মার্গের উপরে মাথা বাধায় তাড়াতাড়ি দেখতে চাইছিলাম। মানে তুমি কোন রাস্তা বাচাহার করেন।’

মিছে মার্গের মনে মনে জায়গায়ের উপরে বায়ুর ভালুক না করে পালেন না, জায়গায়ের হতে দেখেনও বাচিল এক কোথা মধ্যে বাচাহারের কাম। সে এটাই কাজে লাগিয়েছে তপস্যার সঙ্গে।

কোথা নাকের কাছে একে জায়গায় একে বলল, ‘চায়গার গথ। এখানে জীবন দিকেরা তো তো বৃদ্ধি হয়।

আজান্ত সকলের চামড়ার কাজও দেয় না। কোনো আর এখানে যার না মাথার দুঃখ, ক্ষীরকাশ এই ধারার চর্চা। মধ্যে বাচাহারের পাউ- বাজেরের ভাবতেও একই বায়ুর।

‘এ কিংবদন্তি আপনার দেখ জন আছে বলে হচ্ছে,’ মিছে মার্গের কহলেন।

‘এই সব জীবন তোমার কারণের কিছু কাজ করেছিলাম,’ জায়গায়ের।
ফনালো। 'প্রাধান্যীর বিনয়ে সেখানে অনেক কিছু দেখা হয়। চোখপাত দিশা বা কোটাতে তরাপ পর তাল করে পাকাঁতে পূরের বাজারে মাছের, দেখলেন শব্দরা তিনি তারে হাসলে পড়েন। ভারি আঁচলের বাংলা, বাই বললেন।'

'আপনি টাচ জনাই—' মিস মাঝাল হচ্ছে করই ওকে বাধা দিলেন।

'না, ঠিক তাই না, আমি প্রাধান্যী নিয়ে কথা বলার জন্য অবশ্য এখানে আপনি।' মাঝাল কল জাকসন।

'হঃ, মিথু ওকের তৈরি করার মত সময় পাওনি,' মনে মনে ভাবলেন মিস মাঝাল। 'দেখা যাক আপনি কি এসনে থেকে বেরিয়ে আসে।'

'আসল বাংলার তুল, 'মিসেস ওয়াল্টার্স' বেশি মাঝাল তার লিপ্টিক মিলে কিস্তালকে দিয়েছিলেন। আমি সেটাই ওর জন্য নিয়ে বেছে এসেছিলাম। জনালির শখ করে দেখলেন মিলে কিস্তাল ঘুমিয়ে রয়েছেন। তাই ভেবে- ছিলাম বাংলার পেলে বদি একবার দৈনিক ওটা সেখানে রয়েছে কিনা।'

'চুক্তি।' মিস মাঝাল বললেন। 'তা সেটা পেলেন?'

মাঝাল কাকালে জাকসন। 'বেশ হয় মিলে কিস্তালের হাত নিয়েই রয়েছে। থাক, মিসেস ওয়াল্টার্স অবশ্য সেখানে বললেন নি। উনি শুধু কথার কথায় আমাকে বললেন।' জাকসন বাকি প্রাধান্যী পুলো ভাকিয়ে দেখতে লাগলে। 'বদি বেশি কিছু অবশ্য উনি ব্যবহার বরেন না দেখতে পায়ি। তাই না? ওর বয়স অন্যান্য দরকার হয় না ম্যাজিক একারাই ওর মুক্ত জনাল।'

'সাধারণ মানুষের চেয়ে আমাদের দুঃখিতই আপনার মেয়েদের দেখা উচিত।' মিস মাঝাল মিত্তু পালার বললেন একবার।

'হাঁ, ঠিক বলেছেন। তবে আমার বহে হয় নানা কাজে জূঁড়ের থাকলে মানুষের নিজেগুলো বললে যায়।'

'ওমোর বা বেলজের ব্যাপারে আপনি তাল জানেন?'

'ও হাঁ, ভালো জানি। কাজ চলার পদ ধরলা আছে আমার। বদি বলেন তাহলে কাজের পারি আমাকে একবারের নানা কিছু বাজারে ছাড়িয়ে রয়েছে। বেশি নাস্তক, নানা হলো পিলা, অলোকিত পদার্থ ওয়ে কি নেই, বললে। ঠিক কত বাংলারের মত দিয়ে এসব থাকে থাকলে ভালোই। তবে মোকাল হলা, বাংলারে ছাড়াই এ গল্লা বাজারে জেনে পাশেন আপনি। এসবের কেন কোনটা আমার বিলম্বককে।'
'হয়, কৃষ্ণে ঠিক নয়,' মিস মার্পল বললেন। 'আমিও সেটা জানি।'

'একদিন থেকে আবার,' জাকসন বাধ্য করল, 'না, রকম মিলিয়ে একটা বাণী দিতে পারি। বিশেষ করে মানুষের বাণীতে একটা প্রতিক্রিয়াও ঘটে। সম্পর্কে সীমার বাণী মাঝে মাঝে ফেলব পাগলামি চোখে পড়ে তা এবং থেকেও হতে পারে। এর কোনো স্থায়ী নয়। বিশেষ কিছু নিবারণ এই সব নামক হিসেবে থেকে অভাজ্ঞ। তবে এসব তো আমার নতুন কিছু তাই বলে না, মুক্ত যুগ ধরেই এ গুলো ছিল। প্রচারের কথাটা ধরে—অবশ্য আমি মোক্ষেন বলি। তবে শুনলেই এ সব দিয়ে মনের সব ব্যাপার দেখান হয়। এখন অবাক হয়ে বলেন আপনি ওইসব দেখে আমি তাদের ভাষার কি থাকে। তবে যদি ধরে বলা ভারতে, প্রচুরকালের সেই ধারন দিনগুলো কোন গুরুত্ব মুক্ত যুগ ধরে শুধু লামার ধরেই যে বা করতে চাইতো। তবে ভাস্মীর হাত থেকে রেখাটি পড়ে তাকে মেরে ফেলতে না, তাহলে তাকে হয় জ্ঞাত পড়িয়ে মানুষ হত না হয় সমাজে আর পরিবারে পতিত বলে হরে নেরা হত। ওই সব কাটে বিধায় মোক্ষ জন্য বড় তুষ্ণ ছিল। তাই কোন সরী চাইত ব্যথা ভাস্মীর কে পোঁজুর দিয়ে বংশ রাখতে, আর আর পাগল অবহুলে একে ফেলতে চাইত তাকে, সে না, রকম দুঃখ দেখতে, আর কায়ার পর্যায়ে আর কি, শুধু প্রাপ্ত টিকে থাকত,' মাথা নাড়ল জাকসন। 'খবে নোঙ্গা কাজ, যাই করুন।'

মিস মার্পল সাহায্যে শুধু চলেছিলেন।

জাকসন আবার বললেন, 'তাহাঁদের ছিল ভাইন। এই ভাইনদের নিয়ে আবার না, রকম উন্নয়ন সব কার্যকর আছে। কেন তারা সব সময় অভ্যাস করে তারা ভাইন, তারা নাকি কোনো চেষ্টা ভাইনদের ছিট কাটাতে কোন বিশেষ জায়গায় হারার সহ, এই সব।'

'অভ্যাসের ব্যাপারও ছিল না?' মিস মার্পল বললেন।

'একরকম সব সময় ছিল না,' জাকসন বলল। 'তবে ছিল তাহে কিছু। আর অভ্যাসের কথাটা হানতে পারা নেও কেউ তা প্রকাশ করতে। অভ্যাসের কথাটা বলার চেয়ে তারা এটাকে পোঁজুরের ব্যাপার বলেই ভাবতে চাইত। এই সব ভাইনগুলো আবার একসময়ের মধ্যে পারে মাথাত। এর নাম দিয়েছিল তারা 'প্রলেশ।' এর কিছু কিছু তৈরি করা হত বেলমেনোন, আরোঁ এই সব ভেঙ্গে থেকে। এ গুলোর কিছু যাঁদা, মাথায় চলার উপর প্রলেশ দেখা বার তাহলে নিশ্চিতে হালকা হবে হবে, নানা অভ্যাস দিনস দেখতে থাকবেন——

১৫৩
বন্দর হতে জন্ম হয়ে আকাশে উঁচু চলেছে। বাড়ির এ রকম কিছু ঘটে যারা বন্দর সত্যই এ সব জন্মে কোরিয়া। এর সব আরো এইখানের কাছে বিক্রেতা করে দেখে নির্দেশী। এবং আবার সব সাধারণের হাতে।

যদি নিঃসরণ হয় তাহলে তারা প্রায় চাই জাদুতে চাই জাদুতে চাই। আপনার পন্থায় তারার স্নাতক জিনগ঺, এটা শুধুমাত্র পর হাতজমাত্র হেন অবস্থায় আসে করতে শুরু করতে, হাতের স্নাতক পরিচালন হল। ওরা বলতে আইতে সত্যিই পর তাদের এমনই লেখতে তাই তারা কথার মেহাই বিবাহ মান্যকর কিছু, সত্যিই এ হরণের ব্যাপার ছিল।

এ সব থেকে বুঝতে পারি যায়, মিস মার্পাল বললেন, 'মানুষে সেকালে সহজেই সব ঘণ্টায় বিবাহ করতে চাইতে।'

'হাঁ, তা একবার কিছু বলতে পারা যায়,' মিস মার্পাল বললেন।

'তাদের যা বলা হত তারা তাই বিবাহ করত,' মিস মার্পাল বললেন।

'হাঁ, আবার আজও বলতে গেলে তাই করি।' এরপর তাঁর অন্ধকারে তাঁর প্রয় করলেন, 'এসব কথা তে বললে আপনাকে? এই ভাবলে যে ঠাঁকার হাতের মানুষের হজুর হোকে মাথায় মাথায় করে চলে।' পরক্ষণে ব্যক্তি উদ্যমিতে আলোর সুস্থতায় না দেখিয়ে তিনি টাঁক প্রয় করলেন, 'এ সব কথা আপনাকে দে।' মিস মার্পাল প্লাবন বললেন, তাই না?

ব্যক্তি একটি চেষ্টা করলে আমার। 'হাঁ—মানে, তিনিই বলেন। একবার বলতে প্রতিক্রিয়া তিনি আমাকে বলেছিলেন। তবে নিচুই এ সব ঘটনা প্রয় তারার ঘণ্টায় অনেক আপনাকে হবে। তিনি কিছু এসব ঘটনা রাখতে।'

'মেয়ে প্লাবনেক্ষ ভাবতেন তিনি সব বললেই সব কিছু আদেল,' মিস মার্পাল বললেন। 'কিছু বললে ব্যাপারেই তিনি মানুষেকে বলতেন তা স্থিত নয়।' এতদিনের মাঝে মাথা বাঁকালেন তিনি। 'মেয়ে প্লাবনেক্ষ অনেক বিবেকের অথবার্থ করতে হবে।'

পাশের শহরের থেকে মুহূর্ত শহর প্লাবন গেল। মিস মার্পাল প্রতিষ্ঠা কেনালেন সেকালে তাদের মাঝের মধ্যে শেষ চলে। লির কাউন্সিল চালালার কালার দাঁড়িয়ে ছিল।

'আমি—এই! আপনি বোধ হয় এখানে ছিলেন না, মিস মার্পাল।'

'এবার আমার বাকী বাকী মেরেছিলাম,' মিস মার্পাল প্রতি দিকে-দিকে আমার আচরণ করতে উত্তর দিলেন।

১৬৫
'আমি ভাবলাম মদর কঠিন কিছুক্ষণ বলে থাকে কিনা,' লাফক বলে উঠল। ও বিবাহার শেষ তাকলো। 'মদর এখনও ধুসিয়ে রয়েছে?'

'ভাইতো মনে হয়,-' মিস মণ্ডল বললেন। তবে সব ঠিক আছে। অালপনা সলে আনন্দ করেন আমি ভাবলাম আলিয়া ওসর সঙ্গে ভোজন করেন।'

তাই ভাবলাম,' লাফক বলল। 'কিছু এখন বিশ্ব রকম মাথা ধরল যে শেষ মহুৰ্ত্তে' আর তাই নি তাই ভাবলাম এখানে কোন কাজে লাগতে' পারি কিনা দেখি।'

'বেল তাল কথা,' মিস মণ্ডল বললেন। তিনি ব্যাগরে তাল করে বলে সেলাইরের কাঠ তুললেন। 'কিছু আমি এখানে বেশ আছি।'

না কর,'এক মহুৰ্ত্তে' মিস মণ্ডল আর বাঁধরে চুকলেন, তবে জাতকন তত্ত্বাবধায় কিয়া নিয়েছে। সে নিশ্চয়ই অন্য রকম দেখিয়ে দেখিয়ে রেখেছে। জাতকন যে কীমের কোচো হাতে নিয়েছিল মিস মণ্ডল সেটা দেখতে পেরে নিজের পকেট পুরলেন।

বাইশ। গুর জীবনে কোন পুরো ?

টি গ্রাহকের চেয়ে নিকটবীতে মহজভাবে কথাবার্তা বলে ব্যাপারটা মিস মণ্ডল কেন জেবেছিলে তত্ত্বাবধায় হয়নি না। মিস মণ্ডল বিশেষ ভাবেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন যে অ গ্রাহককে তিনি যে প্রশ্নগুলো করতে চান তা বেল তাল কথা হয় প্রক্ষণপূর্ণ আপত্তিহীন মনে না হয়। এই কারণগুলো তিনি সরসারি তার কাছে বেতে উল্টখর ছিলেন না।

টি ইতিমধ্যে কিছু এল মদর দেখানো করেছিল আর মিস মণ্ডলের সঙ্গে তার বুলস্তু হয়েছে সম্ভাব্য গৃহভাবের সময় তিনি আবার মদর কাছে আক্রমন। এমন তাজীকে ভাইনিউমে ধাক্তেই হবে। মিস মণ্ডলকে একাধাব্যে বলাছিল মিসেস ভাইনস আর মিসেস হিলিংডনও ওই সম্মানসূচি মুলত
কাছে থাকতে পারেন। কিন্তু মিস মার্পল বলেন তাদের গুলিতেই কম সম ওদের তাই আনন্দ করতেই দেখা উচিত। হালকা কিছু খেয়ে তিনিই বলে সেখানে সমুদ্রের হয়ে না তার। তিন খুবই আশ্চর্যকারী হন অনিম্নি চিত্ত এ কথায় মিস মার্পল এবারের বন আসল সমস্যায় সমালো পড়ে পড়ে দিয়ে হয়ে পড়লেন। হোটেল আর তার সামনে বিস্তৃত পথ ধরে একটি এলাকায় মিস মার্পল প্রায় কিছু মনস্থির করতে না পেরে। এ পথে যাও রয়েছে দাবিদিটি বাণিজ্য, যার মধ্যে একটা ভাষামরী। মিস মার্পল মনে মনে ছুক কাটুটি ছোট চালালেন কি করব। এ দেখতে ভেধে।

মাথার মধ্যে তার ঘরের বাইরে চলছিল আপাত কিছু এলাকায় আর পলাশ হাটের দিকে চলছিল এলাকায়। মিস মার্পল এই এলাকায় দ্বারা আসল প্রচেষ্টা করছে না বলে অনেকে মনে মনে বলেন বাড়তে ধরে চলছিল। জানজ্বরের মধ্যে বাণিজ্য ভাষা দিয়েছিল। মেঝের পাল্লায় তার বিনিময়ের প্রথম প্রথম কহন কহন এই কথা হইল। মনে করেছিল বা অনেকের কাছে ছুকেছিল আর তাই পরিবর্তনে তাকে চিন্তান মন্ত্র ধরেই বাহ থেকে বিদায় নিতে হল। এ পর্যন্ত কোন অনুরূপ নেই, ভাবালেন মিস মার্পল।

কিছু একটি দিকে যাতে কিছু সামনে উপস্থিত ভারি মধ্যে দেখা দিয়েছে প্রতিবন্ধকতা। সব বাণিজ্যই নানা কিছু নেই। কঠিন হয়ে উঠায়। এ কথা যদি বিকাশ করা যায় যে আপনাকে খেয়ে কিছু বলেন তার সবটাই বিষয়ের অর্থহীন, যা বাণিজ্য বিষয় যার না আর বাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন তাদের কারো কারো সঙ্গে সেটার মোট বাণিজ্যের কোন লোকের অন্তর্ভাব কিছু সাথে আছে তাতে আপনি কোথায় দাঁড়ায়েন?

মিস মার্পলের মন কখনই বিশ্বাস করে কেন্দ্রীভূত হতে চাইছিল নিহত ব্যক্তির উপর। কেউ নিহত হতে বলেছে আর তার মনে এই ভাবনা রাখা। তাই জেলাটি হয়ে উঠেছে তিন সেই অনন্তের সঙ্গে পরিচয় পেতে অসুখ হয়ে উঠেছে। কিছু একটা তার মনে চলে চলেছে। সেটা কি তিনি কিছু পণ্যছেন? দেখছেন? লক্ষ করেছেন?

কেউ তাকে এমন কিছু বলেছে এই ঘটনার সঙ্গে যার কোন বোধ হয় রে প্রেক্ষা প্রেক্ষা মনে আসে কোন তোলন করেছে? বোনান প্রেক্ষা কোনার প্রেক্ষা এমন কিছু কথা বলেছেন। কেনেকের কথা? প্রত্যেক? বোনান প্রেক্ষা অনেকের সম্পর্কেতে অনেক কথা বলেছেন?
প্রেগারী জাইন আর লাকির কথা মনে হল মিস মার্পলের—তার মন বিশেষ করে যেন চিহ্নিত করল লাকিকে। তিনি সম্পুর্ন নিঃশ্বাস, আর এটা তার জ্ঞানত চারিদিক সম্পর্কে মনের জন্য যে লাকি প্রেগারী জাইনের প্রথম শীর্ষ মূল্য ব্যাপারে নিজস্ব ভাবেই কাজ করেছিল। সবাক্ষরই সেগুলিকে অনুর্বৃত্তি নিষেধ করে চালু ছিল। এমন কি তিনি তারা সম্মত যে নিষেধ হওয়ার জন্য যার ভাগ্য আগে তাকেই নিঃশ্বাস হোক আছে, যার জন্য তিনি নিজে দশঞ্চিপ্পান্ত, তাকে যেতে নজ্য কেন জ্ঞানী লাভ করার জন্য লালারিত হয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য আছে। আর ভাগ্য পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য সে এগোয়ে চালু ছিল একই সঙ্গে মূল্য আর প্রেগারী জাইনের বিধায়া স্থান হিসেবে বিপুল অর্থের বালিকা হয়ে উঠতে।

কিন্তু বাস্তব এর সবুজ নিষেধ কল্পনা মাত্র, মিস মার্পল আপন মনেই বলে উঠিলেন। 'সত্যই আমি মূর্ধ। আমি বেশ ভালই জানি আমি মূর্ধ।' সত্যি নিষেধই খুবই সহজ কোন কিছু, একমাত্র কেউ বাই কোনন্তরে অমুককারটি দুর করে দিতে পারে। বড় বেশি রক্ত অর্থকর আড়াল করে রেখেছে সেগুলো।

'আপন মনে কথা বলচেন?' মিঃ রায়কারেল পাশ থেকে বলে উঠিলেন।

মিস মার্পল পাশ লাফিয়ে উঠিলেন। মিঃ রায়কারেলকে তিনি আসতে দেখেন নি। বাঙ্গালো থেকে তিনি বারাবার কাছে আসিরিলেন। এসময় ওয়ারার্ড তার হামল চরায় ঠেলে আনিরিল।

'আপনাকে সত্য লাভ করিনি, মিঃ রায়কারেল।'

'আপনার চোখ নড়িছিল। আপনার সেই করেরী ব্যাপারের কি পরিসংখ্যাত হল?'

'সেটা এখনও করেরী হয়ে আছে', মিস মার্পল বললেন, শুধু আমি বুঝে উঠছে পার্ছি না সহজ সত্যটি কি—।'

'ব্যাপারটা এত সহজ শুনে খুব হলাম—বাই হোক, কোন সাহায্য দরকার হলে আমার উপর নিজের করতে পারেন।'

জ্যাকসনকে এগো আসতে দেখে তার দিকে তাকালেন মিঃ রায়কারেল।

'ভালে সময় হয়েছে, মিঃ জ্যাকসন। কোন চুলার ছিলে? বখনই দরকার হয় তোমাকে খুঁজে পালি না।'

'মানুষিক, মিঃ রায়কারেল।'

১৫৭
নক হাতে জোকেন বিচ্ছয় র্যাকারেলের কাঁজে নিজে হাত রাখল।

'বারাম্পার নিচে বাখন কে, সাবার?'

'হামাকে বাচ-এ নিয়ে চল, বিচ্ছ র্যাকারেল বললেন। ঢিক আছে, এলাকের তুমি এদিক বেড়ে পাও।' ডেভার সাবার সোলাক তবচ্ছে বিচ্ছে আন ঢাকায় মধ্যে আমার সঙ্গে বারাম্পার দেখা করে।'

জোকেন আর বিচ্ছ র্যাকারেল এদিকে একদিকে মাঝে মাঝে জোকেন একদিকে একদিকে দেখেন। একদিকে লোলাটাস' মিস হাপলের পাশে হালি চরায়া বলে পড়ে নিজের হাতে ব্যাখ্যা করতে আরো করল।

'ওই গুট কা বলেই মনে হয়, এসখানে লোলাটাস' কল অন্ধ আরাম হাতে পাও অনাড় হয়ে গেছে। আজ সারা বিকেলে জোকেনকে দেখলাম না কেন, মিস মার্পেল?'

'আমি আঁচ দেখে মতে দেখালাম। মনে, এসখানে আমি মনে হলো কাছে দেখালাম,' মিস মার্পেল বললেন। 'একে আঁচ বলে তাই দেখলাম।'

'আরাম থেকে থাকে মানেন ডাইলে বলবে ওই কিছুই হয়নি', এসখানে লোলাটাস' বলল।

মিস মার্পেল হ'দুলে ওকালেন। এসখানে লোলাটাস'র কথ্যে রাখার ছাড়, নৌকার।

'অপনার ডাইলে বলতে চান ওর ওই আরামের চেষ্টা——।'

'আরামের চেষ্টা না থাক। আমার একবারের জন্য ও মনে হয় না ও সে চেষ্টা করেছি। এসখানে লোলাটাস' বলল। 'আমি কবরের ও মিষ্টান্ন করিনা এবং মানার ওয়াল যেন ছিল আর আমার মিষ্টান্ন ও প্রাণ ও ঠিক সেটাই কিসমত করেন।'

'আপনার কথা ঝুনি আমার জাগ্রহ আমার,' মিস মার্পেল বলে উঠলেন।

'তাহাঁ একবার কেন কলান?'

'তার কারণ আমি মিষ্টান্ন করি যানা তাই। ওই'হিসাবে' এসখানের ব্যবসা প্রায়ই থাটে। এর ব্যবসা হল অনেক বছর নিজের উপর জানতে চাওয়ার।' এসখানে বলে চলে।

'আজি না খালেন তখন সম্ভব করবে' লোছের ধাপার?' মিস মার্পেল বললেন।

'অনেকটা সেই কথা,' সার মিস এসখানে লোলাটাস। 'তবে আমার মনে হয় না একবার কিস্ট লে রকম খিড়কা থাকে ফিরল।' এসখানে ফিরত, এল করল

১৫৪.
বেকেন পাথিত আপনকে কোনকেনে খেলাও নাই অথবা আপনি তাকে ভালবাসেন?

'আপনি ভালবেন না হলি কেদাহ ওর আমাকে ভালবাসে?'

'তার আঘে দাখন আপনি দেখার ভাঙন?' একথার প্রথ কলন।

মিশ মার্শ্ল ভালতে চাইলেন কিছুকে ভালপর কলনেন, 'আমি সেতাই প্রায় হেরে নিরেছি,' ভালপর একটি খেলা আচার কলনেন 'আমার সেটা হতে আমার স্থানে হতে পারে।'

একথার তার সেই রন্ধন হালকা হালতে চাইলেন।

'আমি ওর সম্পর্কে কিছু কিছু পুনর্নিঃ' সব ব্যাপারটাই।'

'মিশ প্রেক্ষিতের কাহার থেকে?'

'ওয়া, একথার বলা, দ্বজনের কাহার থেকে। এই ব্যাপারে একজন পুরুষ অভিনেতার আছে। একজন বলা প্রতি ও এক সময় দায়িত্ব লেগেছিল।

ওর বাড়ির সকলেই তার বিবৃত্তে ছিল।'

'হারা, একথা কিছু, আমিও পুনর্নিঃ,' মিশ মার্শ্ল বলনেন।

'ভালপর ও বিষমে বিরে করে। হতেতা ও বিষমে ভালবাসেছিল। তবে সেই লোকটি হাড়ার পাস নয়। আচার কেন জানি। তামার মনে হয়েছে সে ওকে এখানেও অনুসরণ করে হাঁসিয়ে হয়েছে কিনা।

'সত্যি? কিছু সে কোন?'

'কে তা আমি জানি।' একথার বলা। 'তবে একজন বলতে পারি ওর এ ব্যাপারে দুই সড়ি ছিল।'

'আপনি বলছেন ও এখনও সেই লোকটির অন্তর্ভুক্ত?'

কাথা বললে একথা। 'আমি শুধু বলতে পারি লোকটি অভিন বদ।

আর এটাতে দেখে এই সব মেরেদের হাত করে ফি ভালে চালাণে হয় এ একিতে গৃহশিক্ষা।'

'আপনি এটা শোনেন নি লোকটি কি ধরনের--অভিনেতা কিছু করেছ

কিনা—এখনের কোন কিছু?'

একথার খাদ্য নাড়লে। 'না। অনেকে আশাতে অনেক কথাই বলতে পারে কিছু ভাবে, বিশেষ করে নয় না। সে হতে একজন বিবিধ দুর্ঘটনা ছিল। সে কারণে ওর বাঞ্ছিত লোকেরা এ ব্যাপারে মনে নিয়ে পারোন বা

লোকটি হতে সত্যিরকম একজন কে লোকই ছিল। হতে সে পালাতে

ছিল। এখনও হতে পারে বেআইনী কে কোন চে ও সে বাঞ্ছিত হতে পারত—
আর সবকিছ কিছুতে জিনিস। আরো এটাও এক ছিল আমাদের তাকে পদ্ধন করে। এখানে আমি নিশ্চিত।

'আপনি কি দেখেছেন বা পড়েছেন?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন।

'আমি যা দেখি তা আসেন বলেই বলেছি,' এসবার বলে উঠলে। এর কথা স্বয়ং কর্মে আমি অন্যান্যকে বলেছি বলে হতে চাইলে।

'এই সব খবরের যাপার,' মিস মার্পল বলতে গিলেন।

'আপনি কথা ভুলে গেছেন না?' এসবার বলে উঠল। 'আপনি হিন্দুজামানুষকে এর মধ্যে জড়িয়ে দিয়েছেন যা পড়েছে- তাকে সেখানে থাকতে দিতে পারেন না?' এর লোক কিছুই বে আমার জন্যে পারবেন না সে কথাও আমি বলে দিলাম, দেখে দেবেন।'

মিস মার্পল পরিপক্ষ দূর্লভ মেলে তাকালেন।

'আমার জানা আপনি জানেন, তাই না?' তিনি বললেন।

'মনে হয় আনি। হায়' আমি দৃঢ় নিশ্চিত।

'তাহলে, সেখান কথা আপনার প্রকাশ করার কর্তা কি? বলে কিছু করতে পারে যার?'

'আমার কর্তা কি দরকার? তাতে যালফল আমি কি হতে পারে? আমি কিছুই প্রমাণ করতে পারবো না। তাতে কি হবে? আজকাল মানে অত সহজে পার পেরে যাব। হয়তো বলা হবে 'কর্তা বো অবহেলায় জনাই হয়েছো বা এই রকম কিছু।

হয়তো এক স্থান করে এক বছরের কেল ঠাপের সব আবার ঠিক মত চলত পারে করবে।'

'বন্ধু আপনি বা জানেন তা প্রকাশ না করার ফলে আবার একটা খুন হল কেন আবার মারা পড়ল, তখন?'

মানে এসবার দৃঢ় যে মারা মারিয়েন। 'এরকম কিছুই ঘটবে না, দেখে নেবেন। ও বলল।

'নিশ্চিত হতে পারেন না এ বিষয়ে,' মিস মার্পল বললেন।

'আমি নিশ্চিত। আমি হলেও আমি বলবোতে পারবো না সে কে হতে পারবে' এক খুব কথাকে বলল এসবার। 'আমি তা বাই হাত হয়তো সেটা হবে দারিদরীন আচরণ গোপনের কিছু। সম্ভবত আপনার কিছুই এতে করার থাকে না—ঈশ্বর আপনি সত্ত্বাই ধারাসের দিক থেকে বিপ্লব হতে থাকেন।

বাক, আমার মনে হয় সব দিক থেকেই কাজ হবে ও বিদ লোকটার সঙ্গে কেবাও।

১৬০
চল বল, তাহলে এখন নিরে আমাদের আর ভাবতে হবে না।

এসবার গুলির দিকে তাকানো, একটি হতাশা বায়ুক্ত ভাবনাট পথ করে
ও উপল পড়ে।

‘আমাকে এখনই গিয়ে পোশাক কলাতে হবে।’

মিস মার্পল একরাটে এসবারের গলাচেন দিকে তাকিয়ে সরে গিয়ে।

‘সব নামের ব্যাপার সব মূল্যেই একটি জানি আর এখানে ধরে থাকা দেখা দেবে।’ ভাববে
লেন মিস মার্পল, ‘আর এসবার ওরা এর মত মেরুরা একে নানা ভাবেই
আরও জটিল আবাদ কেলে দিতে পারে। এসবার ওরা ভরসা বিয়ে
এবং সেখান প্যালেন্ড্রো আর ফ্লাঙ্কারী মর্মান্ত ব্যাপারে কোন প্রাপ্তি
দিনা।’ ভাবতে লাগলেন মিস মার্পল ক্ষুদ্রটা।

‘আহ, মিস একা বসে রয়েছেন—এবং সেথাই করছেন না?’

আমাকে জা গ্রাহামের কলের শুনতে পেলেন মিস মার্পল যাকে তিনি
ঝুঁকে রেখেছিলেন দেখা রানী। আত্মঘাতী ব্যাপার তিনি নিজে থেকে একে
উপাদান আর কথা বললেও শুনতে করছেন। জা গ্রাহাম যে কিছু থাকবে
না এখানে দেখা সবই জানান। মিস মার্পল কারণ উল্লাস তাড়াতাড়ি ডোঁজ
ভেজে পেরিয়ে নিতে ভালবাসে। তাতকে এখনই হতাশা পোশাক কলাতে বেরে
হবে। মিস মার্পল জা গ্রাহামকে শানিলে তিনি বিকেলে মার্ল টেবিলের
কাছে ছিলেন।

‘বিখ্যাত করা বায় না বেড়াবে দ্রুত উদ্ধত হয়েছে ওর,’ তিনি বললেন।

‘আসলে এতে তামাক অন্য হওয়ার কিছু নেই। খুব বেশি মায়ার
জিনিষটাব বায় নিসে’ জা গ্রাহাম বললেন।

‘হো, আমার ধরণা ছিল ও প্রায় আম যেজন টেবিলে তবে কেবল ছিলো?’
এর গ্রাহাম এ কথায় দেখে উঠলেন।

‘না,’ তিনি বললেন। ‘এরপরে ঘোরেছিলেন মনে করি না। আমার
মনে হয় প্রথমে সেকথে খাওয়া ইচ্ছে থাকলেও সে টেবিলের কোন কথা নেই রাখতে।
আসলে মনে আঘাত করার কথা ভাবলেও শেষ মূল্য পর্যন্ত
সে কাজ করতে ইচ্ছার করা। তিনি এ সব কথা পুরো মায়া বায় কিছু
খাতে অন্য ইচ্ছাকৃত কোন হলনার ব্যাপার নয়, আসলে তার অবচেতন
মনই তাকে নিয়ে একটা করতে চায়।’

‘না, অনেক হতে পারে এ কাজটা ইচ্ছাকৃত।’ মনে, অতঃস্ত নেই রকম
কিছু বোকানোর জন্যই।’ মিস মার্পল বললেন।

মিস—১১          ১৫১
'হাঁ, এটাও সম্ভব,' ডু গ্রাহাম বললেন।

'বর্তমান, আমি আর ওর মধ্যে যদি কোন রকম মনোমালিন্য ঘটে থাকে?'

গুলির মধ্যে মনোমালিন্য নেই। ওরা পরস্পরকে ভালবাসে। তবে আমার
ধারণা এ রকম গ্যাপার এক বারই হতে পারে। না, আমি মনে করলাম ওর
মধ্যে কোন অটিলা আছে এখন। বলী উঠে সাধারণ ভাবে ঘোষাচ্ছি যা
জান করতে পারে কোন আপত্তি নেই। তবে আমার মনে হয় এখনও,
তুমি একদিন তাকে নগ্নরূপে রাখা নিবারণ হবে——।'

ডু গ্রাহাম এবার উঠে অভিবাদন জানিয়ে পৃষ্ঠির জলাইচী হোটেলের
বিচক্ষণ হিঁসে শুরু করলেন। মিস মার্পল প্রথমে বলেছিলেন সেখানের
আরও কিছু জানা হয়েছে রাখেন।

নানা রকম ভাবনা তার মনে হতো যেন উড়ে পড়তে আরম্ভ করেছিল——
মালার বিশিষ্টনায় নিচে সেই বইখানা——বালি যেভাবে ঘুমের ভান করতে চেয়ে-
ছিল——।

যোগান প্রেক্ষায় যেন কথা বলেছেন——আর পরে এসবার ওয়াল্টার্সও
যা কলাল——

আর এরপরেই মিস মার্পলের মন আরার ফিরে গেল সেই মেঝের প্যাল-
গ্রেডের দিকে——।

তার মনের মধ্যে যেন একটা লড়াই চলছে। মেঝের প্যালগ্রেড সম্পর্কে
কিছু যেন একটা——।

সেই কিছু কিসেবার যে কি ২০৩ পারে বিদিন মনে করতে পারেন
তিনি——।

তেইশ || শেষ দিন

'সব্যা আর সকাল ছিল শেষ দিন' মিস মার্পল আপন মনে বললেন।

এবার সামনে যেন ধারায় পড়েই স্টাফ হয়ে তিনি বললেন চেয়ারে।
একটু কিমর্নি এসেছিল তার। ব্যাপারটা তার পক্ষে অক্ষুন্ন কারণ
তখনও টাইটানো পুলোমেহ রেখে চলছে—এর স্টাইল ব্যান্ড রেখে
চলার সময় কিমর্নি এলে—সেখের নিতে হবে মিস মার্পল এ জায়-
পার অভাব হয়ে উঠেছেন! একটু আগে কি যেন বললেন তিনি।

১৩২
কোন উল্লেখ—অথচ সেটা বোধ হয় তুলনী উচ্চারণ করেছেন। শেখদিন? প্রথমদিন। এটাই হতে হবে। না, এটা প্রথমদিন নয়। আর কথা হল শেষ দিনও নয়।

তিনি আবার লোক হয়ে বসলেন। আসল দেখা হল তিনি অসম্ভব রকম ক্ষমতা। এই উক্তি, লঘুচর্চাক্ষেপে কোন কিছু করতে না পারা এক হিসেবে...তার আবার মনে পড়ল মিশি নতুন মাঝানে চোখের দৃষ্টির বছরা...মেঘের তে তাকিয়ে দেখা হয়। মেঘের নীলাম কোন চিন্তা তখন বৃহত্তর খেতে ছিল। মিন মাপালে কষ্ট খুবই কত আলাদাধরনের প্রথম মানে হয়। টিম কেন্দ্র আর মল, কু নৈসার্থের কারণে—

হিসাবেরা—কিছু চমৎকার সুবিধী, সংশ্লেষণ কমপ্লেক্সে ভাল লেখা করতে বা বোঝা যায়।

উফল, হাসিরব্যাপি, মেঘেরা প্রকাশের আর উফল নাইক—পৃথিবীকে বন বনার ভার রাখার আনন্দে মেঘেল রে ধারনের এই দল বনে চমৎকারভাবে অাঁরণে দিন কাটায় চলেছে।

কাজন প্রথম হাসিরব্যাপি দর্শন, একজন খানক, বোঝান প্রেরণ, কিছু প্রকাশ্য বাড়ানো বাকারান, এবং চমৎকার এক মহিলা, আর চমৎকার মহিলাদের গদ্দির ছড়ানো বোধ হয় চারিখাতি বৈশিষ্ট্য।

এই মহিলারা জানতে ইচ্ছুক দৃষ্টি আর দৃষ্টি কথা চার হয় সে যোগফল পাচ হওয়া সম্ভব কি না। এধরণের মহিলাদের নিয়ে কোন কাজ নেই।

চারের মত আলো হলো কারও ভাগ্য বিপরের ঘটা সহানুভূতিতে পূর্ব দেখা যায়

মি রায়ারসেল, কারণ তাঁর সমস্যা, দুর্বল চরের মন্দের এক মানের তিনি পরিচিত হলে তাকে বিশ্বে হতে পারবন না। কিন্তু মিন মাপাল মিন রায়ারসেল সপ্তিকে আরও বিশেষ কিছু জানেন।

চারেরা তাকে প্রার্থিত হলে রায় দিয়েছেন, একজন তিনি গলে ধরেছেন, তবে একজন মনে হয় তাঁদের দললে বেত একটি বেশি নিষ্ক্রিয় মাঝানে।

মি রায়ারসেল নিজে জানেন তাঁর নিজে শেষ হয়ে আসছে।

এ কথা জানার পারে তিনি কি কোন বিশেষ ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছুক হবেন?

মিন মাপাল কষ্ট কিনতে হবে চাইলেন।

তিনি ভাবলেন, এটা হয়তো গৌরুন্তপূর্ণ হবে উদেহ।

তিনি থম কি বলেছিলেন, প্রথমে তার বেশ সৌখ্য ছিল, একটি বেশি নিষ্ক্রিয় মাঝানে।

সারা জীবন ধরে তিনি এত কথা বলেন এসেছেন।

১৮৩
যে স্যাকারেল এত কিছু বলেছেন যা সত্যি নয়।
মিস মাপল চারপাশে তাকালেন। নেশ বাদাম, ফুলের হালকা বিষ্ট সুবাস, মুসুক গালোসহ চেল, কলমে পেশাকে পালিলেকেরা, ইত্যাদি তার হালকা নলী আর সাদার মেশানো পেশাক, খুল্লে পেশাকে লাফিতেন ও সানালী চুল উদ্ধালতা মাখানো। প্রতিদিন আমদ আর খুশির জোরারে বেছে ভেলে চলতে দেখা যাচ্ছে আজ রাজিরে। এক্সনাম মিনি কেঁদেলাও হাসছে। সে মিস মাপলের চেলের পাশ দিয়ে বাওয়ার সময় কিছু বলতে চাইল।

'আপনি যা করেছেন তার জন্য সত্যই ধনাবাদ। দিতে পারব না। নালি আবার আগের সকাল হতে উঠেছে। ভাঙ্গার বলেছেন ও কালকেই উঠতে পারবে।'

মিস মাপল ওর দিকে তাকের হাসলেন আর বললেন শুনে খুশু হাল দেনি তার। যাচ্ছে হাসলেও তার কষ্ট হচ্ছিল একই ক্রিয়া রাখে ভেলে যথায় হাচ্ছিল। সত্যই তিনি ক্লাবট।

তিনি একবার উচ্চ ধরে গাঁধে বাঙলার দিকেই চললেন। তার ইচ্ছে হচ্ছিল সব ব্যাপারটা নিয়ে ভাবনা, সব টাঁকেগুলো পরপর সার্জিত সব কথা এক ভাষায় জড়ো করে সমন্বিত কিছু মনে করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তবে, তিনি তা পালার না। তার ক্লাবে মনে বেলায় ফেলে উঠলেন। সে মনে মনে কিছুর মধ্যে ভুগি! তোমাকে বলেছেই হবে?

মিস মাপল পেশাকে হচ্ছে বিছানায় উঠে পড়লেন তারপর টিমাস পা কেবিনের করে কবর্ত কষ্টে পল্লে করালেন। বইখনা তিনি পালে রেখে দিতেন, তারপর আলো নিয়ে দিলেন। অধুনা হলে তিনি প্রস্তাবা করলেন। একজন নিয়েই সব কিছু করতে পারে না। এ জন্য তার সাহায্য দরকার।

'আজ রাজিরে কিছু ঘটবে না', তিনি আপন মনে বললেন আশায় তের করে।

২

মিস মাপল আচমকা থেকে ভাবলেন বিছানার উঠে বসলেন। তার মুখ ধুলুপাক হচ্ছিল। তিনি স্থান উন্মুক্ত আলো জেলে বিছানার পাশে রাখা বিভিন্ন নিয়ে তাকালেন। রাত দুটো। রাত দুটো অত্য বাইরে বেন অনেক কাজ চলেছে।

মিস মাপলের উঠে গম্বন আর চেল পড়ে নিয়ে মাথায় একটা উলের স্কার্ফ জড়িয়ে হঠাৎ দেখলেন খুশুরে বেঁচে গেলেন।

১৩৪
উঠ হাতে অনেকে কি যেন খুঁড়তে চাইছিল। তাদের মধ্যে কানন প্রেস-কার্টকে দেখে মিত্র মার্পাল তার দিকেই এগিয়ে গেলেন।

“কিছু ঘটেছে?”

“ওহ, মিত্র মার্পাল! তিনি কেন্দ্রাকে নিয়ে কিছু হয়েছে। তার স্বামী ঘুম ভেঙে গেলে দেখে তিনি বিছানা ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাকেই আমরা খুঁড়তে চেয়েছি।”

কানন প্রেসটি গ্রহণ চলে গেলেন। মিত্র মার্পাল ঘুমেই ঘুমপতি তার পিছনেই চলতে লাগলেন। কোথায় গেছে মাত্র? কেনেই যা ঘুমেছে? সে কে ইচ্ছাকৃত ভাবেই একজন হয়েছে, আগেই সে মতলব ভেঙে রেখেছিল ওর উপর নজরদারী একটি আলো হেসে ও পালাবে, বিশেষ করে ক্ষয়ি ধুলিয়ে পড়লে। মিত্র মার্পাল একটি সময়ের বলেই চলেছেন। কিছু কেন? এর উদ্দেশ্য কি হতে পারে? তাহলে এসবার ওরাক্টারা যা বলেছে এর মধ্যে অন্য একজন পূর্বে আছে? তাই প্রত্যেক মাসলে লোকটা কে? নাকি এর মধ্যে গোপন রয়েছে আরও কোন ভগ্নক্ষণ সম্ভাবিত?

মিত্র মার্পাল এগিয়ে চললেন চাড়পাশে চোখ বুকিয়ে নিয়ে, কিনের মধ্যে উক্তি বারংবার চাইলেন। তারপরেই তার কানে এক খুব অল্প কিছু ভাক।

“এই বে...এই দিকে.........”

হোটেল থেকে একটি দূরে কোন চালায়া থেকেই ভাক শোনা গিয়েছিল। চালায়াটি নিকটসহ সমুদ্রদীপ জলায় বা বাঁড়ির কাছের হবেই অন্যের কেন নয়, এই শব্দেই ভালবান মিত্র মার্পাল। যে ভাড়টাকে তার পক্ষে সম্ভবত অত ভাড়া-ভাড়া পা চালালে সেদেশে মিত্র মার্পাল।

প্রথমে তিনি স্থিরচিত্তে অনুনুৎ-স্পন্দনকারী হিসেবে অন্তর্ভুক্ত লোক ছিল না। বেশিরভাগ লোকেই এখনও বাঙ্গালোরে থাকিয়ে রেখেছে। মিত্র মার্পালের চোখ পড়াল বাঁড়ির ভাড়া বাঁড়ির দিয়ে থাকা করেকানরের উপর। একজন তাকে প্রায় ধারা দিয়ে যেতে শুটে গেল মিত্র মার্পাল প্রায় ডুবিয়ে খেরে পড়ে রবে স্থির সামনে ফিরে নিজেকে। লোকটা মিত্র কেন্দ্র। তু এক মিনিট পরে তার আত্মনাড় কানে এল তার।

“মাত্র। হা সেগুলো, মাত্র।”

একটি পুরোই মিত্র মার্পাল সকলের সঙ্গে পোষ দিলেন। তাদের মধ্যে ছিল কিছু অনেক দুঃখের ওরাইর, ইতিভাব হিলিংডন তার আরও দুঃখে দানীর সেই।

১৬৫
সে টিমকে পথ ছেড়ে দিল। মিস মার্পল পৌঁছে দেখতে গেলেন টিম কেড়ে রঘেছে দেখার জন্য।

'মালীং,' হাতে মড়ে বসে পড়েছিল টিম। মিস মার্পল মেয়েটির দেহ পক্ষে দেখতে গেলেন খাড়ির মধ্যে শারীরিক, মুখানা জলের মধ্যে ডোবানো, অর সোনালী চুল কাঁধ ডেকে রাখা হালকা সবুজ চৌদ্দিন শালের উপর এলামেলা হয়ে ছড়ানো। খাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দোকা পাড়া আর মুখে মনে হচ্ছে চারিদিক মালী মনে হয় দামেটের মত উন্মুক্তি।

টিম হাত খাড়িয়ে মুঠের একটা হাত উপর করতে যেতে শারীরিক উপাধিত বুদ্ধি সম্পন্ন মিস মার্পল দাঁড়িয়ে রাখতে নিতে এগিয়ে এলেন। তিনি লুটে করুন করুক কোন সর্বোচ্চ বলে উল্টে উঠলেন,' ওকে সরাবে না, মিস কেন্দ্র। সেটা উচ্চত হবে না না।

টিম মনে নিয়ে যান যে দিয়ে তাকালো।

'কিছু—আমাকে দেখতেই হবে—ও মালী—আমি—'

ইন্সটিটিউশন হিলিংডন ওর কাছ সপ্তম করল।

'ও মারা গেছে, টিম। আমি ওর সাথেই হবে নাড়ি দেখেছি।

'মারা গেছে?' অফিসারের স্বরে বলে উল্টো টিম। 'মারা গেছে। ও কাঁধ নিয়ে আসছে করেছে করতে চাও।'

আমাদের তাই ধারণ। সেই রকমই মনে হয়।

'কিছু কেন?' আত্মায় যেন কঠিন চিন্তা বেরিয়ে এল টিমের। 'কেন? সকাল ওর কথা হাসি খুশি দেখেছিলাম। কাল কি কি করে তা নিয়ে কথা বলায়। আমার কেন ওর মরো এই ভাস্কর মুঠোর বাসনা যেগে উল্টো অভাবে সকালের দৌড়কে ফাঁকি দিয়ে পাড়িয়ে এসে কেন ও এভাবে জালে জুবে মারা গেল? কি এমন ওর হতাশা আর সহস্র ও আমাকে কেন জানালো না?'

'এর উত্তর তো আমি জানি না 'প্রথম টিম,' ইন্সটিটিউশন বলল। 'আমি কিছুই জানি না।'

মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'কেউ ভাবে প্রথমে একমাত্র খবর দিয়ে ডেকে আনলে ঘাঁট হয়। আর এই সব পুলিশের টেলিফোন করা দরকার।'

'প্রথম?' তিমস্বরে হেসে উল্টো টিম। 'ওরা আর কি করবে?'

'আকৃষ্টতার ব্যাপার ঘটলে পুলিশকে জানাতেই হবে,' মিস মার্পল বললেন।

১৬৬


দিন আগে আসে উঠে পাড়াল।

'আমািঁ তো গ্রামজীবনে তেকে আনাইঁি,' ও তাঁর গলায় বলল উঠল। 'হয়তো
- হয়তো এখনও তুমি কিছু করতে পারেন?'

উনতে তোলতে হোস্তের দিকে চলে গেল সে।

ইভিলিং ইভিলিং আর মিস মাপলন্ড নিউটের 'দিকে তাকিয়ে
কইলেন।

মাধা বাকালাও। ইভিলিং, বড় দেরি হয়ে গেছে ও পায় ঠাকুর হয়ে গেছে।
অন্তত এক ব্যাপার আগেই ও মারা গেছে। - হয়তো 'ভারও বেশি।' কি বিয়া-
গালি বজন। ওরের দুর্গন্ধকে কত সুখী বলে ভাবতে চেয়েছ। 'আমার মনে
হয় মালী সব সময়ই এক অপ্রকৃতিছ ছিল।'

'না' দুর্ঘস্তে এলেন মিস মাপলন্ড। 'আমািঁ মনে পারিন না কথাটা।'

ইভিলিং তিনেক দাঁড়াইয়ে ভাকালো। 'কি বলতে চাইছেন?'

চাঁদ মেঝের আঁকালে একটি আঁকা ওঠা পড়ে গিয়েছিল, এবার মেঝ সরে
গিয়ে আমার চাঁদের সুখ ভেঙে উঠল।

রাজপালি উল্লব্ধলো মালির সোনালী
ছড়িয়ে বাধা চুল খুল করে উঠিল সে।

মিস মাপলন্ড তঁর যতটা সময় করে উঠিলেন। 'তুমি নিজে হয়ে কিছু
দেখতে চাইলেন তাঁকে হয়ে রাহির প্রণাম মাধা সম্পাদ করলেন।' তুমি
এখান ইভিলিং ইভিলিং ইভিলিং ইভিলিং ইভিলিং ইভিলিং ইভিলিং
'আমার মনে হয়। তুমি বললেন; 'আমার নিজেকে কেনও বিশ্বাস।'

দার্দ্য অবকাশ হয়েই তাঁর দিকে রাকালো ইভিলিং।

'কিছু আপনি কিছু বললেন কিছু কিছু কিছু না করা হয়।'

'তার আমি। তবে চাঁদের আলো তখন ছিল না। আমি দেখতে পাই
নি।'

মিস মাপলন্ডের আঙ্গুলে কিছু ইকুর হয়।

তুমি ধাইো ধাইো মতািঁর
মাধার চুল আঙ্গুল নিয়ে একটি ফাক করতে চুলের গোড়া দেখা গেল।

ইভিলিং তুমিকে বিভাগচী কিছু শষ্য করে উঠল।

'এক।? এটা লাফি।'

তুব হতাক বেন ইভিলিং।

একটি পরে সে আমার বলল উঠল, মালী নয় লাফি।

সায় দিলেন মিস মাপলন্ড। 'ওদের চুলের রঙ প্রায় এক কিছু ওর চুলের
গোড়ার দিকটা গাঢ় রঙের কারণ ও কালে লাগাতো।'

১৬৭
"কিন্তু ও দলের পাল গাছে নিয়েছিল কেন?"

"আমার পাণ্ডুলিপি না কিনা বলেছিল একটা পাল ও কিনবে। ও সেটা কিনেছিল বোঝা যাচ্ছে।"

"আর সেইজনাই আমরা মোকা কেরেছিলাম..."

ইভিলিন মিস মাপলকে তাকাতে দেখে চুপ করে গেল।

"কেউ ওর জ্ঞানকে কথাটা অনাদে তাল হত? মিস মাপল কললেন।

এক স্পুটের বৈশিষ্ট, তারপর ইভিলিন কলল, 'ঠিক আছে, আমি অনাদি।'

ইভিলিন চুপ পাল গাছের সারির মধ্য নিয়ে এগিয়ে গেলেন।

মিস মাপল পির হয়ে কিছুক্ষণ গাড়ির থাকার পর মাথাটা সামনে ফিরিয়ে কললেন, 'কলন, করলে ইভিলিন?'

এওঁরাদ ইভিলিন গাছের আঁড়ল আঁড়ল ছেড়ে বাইরে চলে গেলেন।

তিনি এসে মিস মাপলের পাশে বাড়িয়ে কললেন।

"আপনি জ্ঞানতেন আমি ওখানে ছিলাম?

'আপনার হাটা পড়েছিল', মিস মাপল কললেন।

দুজনেই একপাককে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন।

এওঁরাদ ইভিলিন একপাকে বললেন তা কিছুটা স্পেষ্টবাদির মত শোনালো।

"তাহলে, কাগা নিয়ে খেলতে খেলতে এবং বড় বেশিদের চলে গিয়েছিল..."

"আপনি বেশ হয় ও মারা যাওয়ার অপর?"

"তবে আমাত পেরেছেন? যাক আমি এটা অন্ধকার করব না। আমি অবশ্য বে ও মারা গেছে।"

"মধ্যে অনেক সময় সমস্যা সমাধান করে দেয়।"

এওঁরাদ ইভিলিন আসে আসে মাথা বোঝাতেন। মিস মাপল সন্ধ্যার তোপের পর্দায় তাকাতেন তার দিকে।

"আপনি বাইরে থাকেন—", এওঁরাদ ইভিলিন প্রুত এক পা তার দিকে এগিয়ে গেলেন। তার কাঠামোর স্পর্শ ভালতপন্থীর ইঙ্গিত।

মিস মাপল সন্ধ্যার সময় কললেন, 'আপনার শাস্ত্রী বে করেন মৃত্তিকায়ই মিস ভাইনেকে নিয়ে এসে পড়লেন। তিনি কেমনো ও গ্রাহামের সময় আসতে পারেন।'

এওঁরাদ ইভিলিন আবার সহজ হয়ে গেল। সে দুজনের রোমান্সের দিকে।

১৬২
চবিষ। নির্দিত

রাতে সেই আতঙ্ক ছাড়িয়ে নতুন শিক্ষক, যত হী তা দেখে নতুন মিঃ রায়াফেল এ সবের কথায় তের পান।

তিনি বিছানার গভীর ধুমে দৃষ্টি ছিল, তার নল দিয়ে মূখ, নম্বর জেলে উঠছিল থেকে থেকে, আর সেই বহুত রেক্ট তার দুটো কাঁধ ধরে বিস্তার আকুল লাগাতে চাইছিল।

‘ও—কি—কি হয়েছে—এমন কি?’

‘আমি,’ মিঃ মার্পল হাকাতে হাকাতে বললেন। ‘একটু তোর দিয়েই বলতে চাইছিলাম, যদিও প্রাক্তন চাকর একটা কথাই বাবার কাছে। কথাটা নির্দিত, বাপ না ভুল কর থাকি।’

মিঃ রায়াফেল বলতা সম্ভব ব্যাপিরে উঠু হয়ে বসতে চেষ্টা করলেন।
তিনি একদিন হাকাতেন মিঃ মার্পলের দিকে। মিঃ মার্পলের মাধ্যমে কোনোদিন হালকা গোলাপি রঙের একটা পদের মাফ একে চাকরের হালকা আলোর তাকে এক অকল্পনার কিছু মনে হতে চাইছিল, নির্দিত হিসেবে বেষ্ট হয় মনে দেখা অন্যতম।

‘তাহলে আপনি নির্দিত, তাই না?’ এক মুহুর্তে থেমে বললেন মিঃ
রাকাজেল

'আপনার সাহায্যে তাই হতে চাইছি।'

'আমাদের ব্যাপার একটু পরিষ্কার করে বলুন কি—এই রাকাজেলে এসব কি ব্যাপার।'

'আমার বনে হঠাৎ আমাদের তাড়াতাড়ি বিছিট করতে হবে। খের তাড়া

 তাড়ি। আমি মাত্র মর্থ। আমার গোড়াতেই বোকা উচিত ছিল ঘটনার পতি প্রকৃতি কোথায় চলেছে। এত সঙ্গ ব্যাপার।'

'কি সঙ্গ ব্যাপার? কি নিয়ে কথা বলছেন আপনি?'

'আপনি গোড়ের ভাবেই ঘুমোলেন,' মিঃ মাপল বললেন। 'একটা

 যে পাওয়া গেছে। আমার প্রথমে দেহটা মার্লের বলে মনে ভেরোনিয়াম।

 কিছু পরে দেখা যায় সে সাহ মার্ল কেন্দালের না, লাকি ডাইসনের। আজিদের

 তালে ভুলে যায় যে সে।

'লাকি, আমি।' মিঃ রাফারেল নলে উঠলেন। 'ভুলে গেছে; খাড়ির

 মতো? এ নিয়েই ভুলেছিল না কেউ ভুলের দিয়েছে।'

'কেউ ভুলের দিয়েছে,' মিঃ মাপল বললেন।

'বঝেন। আমি ইংলিষ কিচ্ছুটা। সেইজন্য বললেন এত সঙ্গ ব্যাপার,

 তাই না? গোড়া ডাইসন সকলেই প্রথম সম্ভাবনা। ফিল আর নেই। এই

 তা? একথা বলছেন তো আপনি! আর আপনার ভয় হল সে গা চাক।

 দিতে পারে।'

মিঃ মাপল দীঘা ক্যাস তালুলেন।

'মিঃ রাফারেল, আমাকে বিশ্বাস করতেন? আমাদের একটা থেন ঠেকাতেই

 হবে।'

'আমার ধারণা এখন হয়ে গেছে বললেন।'

'এ খুচিটা ফুল করেই করা হয়েছে। আরও একটা থেন যেকোন মতোতেই

 করা হতে পারে। যে কাজ মন সব একথা হতে নেই। যে করেই হোক

 এখনো ঠেকাতেই হবে। আমাদের তাই এখনই মেয়ে হবে।'

'এভাবে কথা বলা খুব সহজ,' মিঃ রাফারেল বললেন। 'আমার কথাটা

 আপনি ব্যবহার করেছেন। আমি একটা কিছু করতে পারি? আপনের

 সাহায্য ছাড়া আমার চলার উপায় নেই। আমি রাজ আপনি থেন ঠেকাবে

 কিভাবে? আপনি প্রায় একশোতে পেলেছেন আর আমি ভাঙ্গাচার শুরুর

 নির্দেশ নেবে আচ্ছ।'
‘আমি জ্যাকসনের কথা জানি ছিলেন,’ মিস মার্পল বললেন। ‘জ্যাকসনকে আপনি যা ইচ্ছুক করেন তা তাই করবে, তাই না?’

‘অবশ্যই তা করবে,’ মিস রাফায়েল বললেন। ‘বিশেষ করে যাদু নলি এখন পরিয়ে দেবো। আপনি এটাই চাইছেন?’

‘হ্যাঁ। ওকে ডেকে পাঠান আর বলেদিন আমি যা যা ওকে করতে বলবো সে মনে তাই করো।’

মিস রাফায়েল প্রায় চেকেন্দ্র ধরে তাকিয়ে রইলেন-মিস মার্পলের দিকে। তারপর তিনি কথা বললেন।

‘রাপ্তি। আমার মনে হয় আমি আমার জীবনের সবচেয়ে বড় খুঁকি নিতে চলেছি। যাই হোক এটাই বোধ হয় শেষ নয়।’ তিনি গলা তুলে চাইলেন, ‘জ্যাকসন।’ এই সঙ্গে তিনি তার বৈদ্যুতিক ঘটনা হাত দিয়ে বাঁকাতে চাইলেন বোতাম চিপে।

‘তখন সেকেন্দ্রও পার হলেন পাশের ঘরের সংযোগকারী দরজা দিয়ে ঘরে চুক্তি জ্যাকসন।

‘আপনি আমাকে জেকেছন। সংস্কার কোন গোলমাল হয়েছে কি?’ সে অবস্থায় হয়ে বলে উঠল মিস মার্পলকে লক্ষ করে।

‘শোন, জ্যাকসন, আমি যা বলছি তা পালন করা চাই। তুমি এই অজেয় মহিলা, মিস মার্পলের সঙ্গে যাবে। তিনি তোমাকে সেখানে নিয়ে যেতে চাইবেন সেখানেই যাবে আর বিনা। আপনাকে তিনি যা বলেন ‘তা পালন করবে ব্যাপারটা বুকতে পারেছো?’

‘আমি—’

‘ব্যাপারটা বুকতে পারেছো?’

‘হ্যাঁ, সার।’

‘আর এটা করলে, মিস রাফায়েল বললেন, তোমার কোন ক্ষতিও হবে না। আমি তোমাকে পরিবরে দেবো।’

‘ধন্যবাদ, সার।’

‘আসলে তাহলে, মিস জ্যাকসন,’ মিস মার্পল বললেন। ‘তারপর মিস রাফায়েলকে ঢাক করিয়ে বলে উঠলেন, ‘আমারা যাওয়ার সময় মিসেস গ্রাউটিসকে বলে বাবা অপনাকে তুলে নিয়ে চলে আনতে।’

‘কোথায় নিয়ে যাবে?’

‘কেত্তালদের বাঙ্গালাতে,’ মিস মার্পল বললেন। ‘আমার মনে হয় মলায়।

১৭১
লেখাই আসবে ।

২

মলি সমুদ্র থেকে মাসা পথ ধরে এগিয়ে আসছিল । ওর চোখের দৃষ্টি স্থান সামনের দিকে । যাকে মাকেই সে

হাটেলের সামনার বাইরে নিজেদের বঙ্গলোর সামনে পেরিয়ে মলি মিলিড়ি অভিকর্ষ করে জানালার সামনে এসে ডাড়াল তারপর পাল্লা চেলে ও শোবায় ধরে ঢুকল ।

ধরে আলো জল্লিসেল, কিছু ঘরখানা সম্পূর্ণ খালি । বিছানার কাছে
গিয়ে ও তার উপর বলে পড়ল । মিনিট করের ধরে বলে রইলো মলি, যাকে
মাকে মুখের কাঠালো হাড় বোলতে চাইলো ।

কিছুক্ষন পরে আচ্ছ কেন তেনে হোক মলি বিছানার কাছের
নিচে হাড় ঢুকিয়ে দুধকে বাইকে হেঁটে বইখানা চেলে নেয় করল । বাইরের পাড়া
খুলে ও ডাঁপ পেলে চেম্বা করে চলালো যা চাইছিলো ।

ঘটায় বাইরে কোন পদধর্ম পড়ে এখে চলে তাকালো ও । দেহেরের
মধ্যে কিছুটা অপরপর ভঙ্গীতে ও বইখানা নিজের পিছনে ঢুকিয়ে কেলালো ।

গায় হাঁকাতে হাঁকাতে ধরে ঢুকল চিন কেঠালে আর মলি কে দেখে সে প্রায়
নিশ্চিত হওয়ার ভঙ্গীতে বিছানার বললো ।

'বঙ্গবন্ধে ধনবাদ । কোথার ছিলে, মলি ? সব কারখানার তোলায়
থেকে বেরাত্তিলাম ।

'বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম ' ।

'তুমি সেখানে— ।' চুপ করে চেল চিন ।

'হাঁ । বাড়ির কাছে গিয়েছিলাম । কিছু সেখানে অসম্ভব করতে
পারিন । কিছুতেহই পর্যায় না । কে বেন—কে বেন জলের মধ্যে উঠপড়ে
রয়েছে—আর সে মারা গেছে ।

'তার মানে—জানো, আমি ভর পরেছিলাম তোমাকে ভেবে । এইজো
জন্মে পরামাল্ল সে হল লাফি' ।

'আমি ওকে মারিন । বাড়ি বললি, চিন, আমি ওকে মারিন । আমি
ঠিক জানি আমি মারিন । আমি বললি—বাবলে আমার মনে খাকত, তাই
না ?'

চিন আজ বিছানায় উপর বলল ।

১৭২
'চুমি মারদিন—চুমি নিষ্কিত হয়—? না। না, চুমি কখনই ওকে মারদিন।' প্রার্থনা করে কথাগলো বলল তিনি। 'এ ধরনের চিন্তা একবার মাথায় আসবে না, মানি। লালি নিজেই নিজেকে দুঃখিত হয়েছে। নিন্দিত সে নিজে মুক্তবে। হিংসিবনের সঙ্গে ওর ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছিল। ও তাই গিয়ে মনের মধ্যে মাথা দুঃখে—।'

'লালি কখনই তা করত না। ও কিছুতেই এমন করবে না। কিন্তু আমি ওকে মারদিন। শপথ করে বলাছি আমি মারদিন।'

'প্রার্থনা, কখনই তুমি একবার কিছু করেছেন।' তিনি বললে ওকে দুঃখে বজ্রায় ধরতে মণি নিজেকে মুক্ত করে সরে গেল।

'এ জয়রাগাটা আমি শেষ করি। এখানে শেষ, রোম্বের থাকা উচিত ছিল, শেষ রোম্বের। কিন্তু তা নেই। এখানে শেষ রয়েছে অম্বুকার—নিরাট কাদো অম্বুকার।—আর আমি তার মধ্যে জুড়ে আছি আর কিছুতেই বেরিয়ে আনতে পারিছ না।'

প্রার্থনার উড়াল উঠল মণির গলা।

'চুমি, মানি। দয়া করে চূপ করো।' বাথরুমে গিয়ে একটা প্লাসে কিছু নিয়ে এক চিনি। তারপর বলল, 'এই নাও, এটা কথা নাও। এতে সুস্থ বেগম করবে।'

'আমি—আমি কিছু খেতে পারবে না। আমার দাঁত দাঁত লেগে যাচ্ছে।'

'হাঁ, পারবে। এখানে বাসো। এখানে বিচারীয় বাসো।' তিনি ওকে জড়িত ধরলে দুঃখে দিয়ে তারপর প্লাস্টা ঠোঁটের কাছে এগিয়ে ধরলে। এই নাও, কথা ফেলো।'

জানালার কাছে কমলচ্ছ লেগে উঠল।

'জ্যাকসন,' মিন মার্পল সপ্ত ভাবার বলে উঠলেন। 'ওখানে যাও। ওর হাত থেকে প্লাস্টা কেড়ে নিয়ে গত করে ধরে রাখো। সতর্ক থেকে। ওর গরম ভোজ আছে, আর প্রার্থনা হয়ে উঠতে পারে ও।'

একজন বলো দক্ষর জ্যাকসনের কিছু বিশেষ আছে। হুতুকে পালন করার বিশেষ বিশ্বাসত্ত্ব। সে একজন বাল্য বাল্য অব্যর্থে প্রতি অক্ষর প্রলোপ করে, তার একস্তে তাকে অব্যর্থে ইকিত দিয়েছেন তারই নিরূপকতা, সেই নিরূপকতা। একজন বাল্য সম্প্রতি আর অব্যর্থ মানবে। জ্যাকসনের পরিশীলন মারপিষ্ট সুপরিপূর্ণ, বিশেষ করে তার শিক্ষার পরিবর্তে সেটা সব লাভ করেছে। সে তাই হুতুকের কারণ খুলতে অভাব নয়, সে পবে, তা পালন
করতেই তেরিই।

একটা কলকাতার মাত্র সে ঘুষ এলে চুপল। তার হাত চলে খেল মলিয়া মুখের গাছে টিমের এগিয়ে ধরা পালালের উপর। অন্য হাত দৃঢ়ভাবে আঁকায় ধরনের টিমন। কঁচিতে সামনা মাড় দিকেই পাস চলে এল জায়গাসের হাতে। টিম উম্মের মত গিয়েছে ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করে চলল কিন্তু জায়গা সেরাে পাচারে ঘরে রইল।

এসব কি হচ্ছে? কি শরতানী? চেষ্টা দাও আমার। শিপির ছাড়ো। পারল হয়ে গেছে? এসব কি করতে চাইছে?

টিম বুনো পারল মত পড়েই করতে চাইলো।

'একে ধরে রাখো, জায়গা,' মিস মাপল বললেন।

'কি হচ্ছে? এখানে কি ঘটে চলছে?'

একদিন ওয়ার্ডের সাহায্যে মিস রাফারেল জনালা দিয়ে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করতে করতে বলে উঠলেন।

'কি হয়েছে জিন্নালা করছেন?' চিঠ্ঠি করে উঠল টিম। 'আপনার লোক বন্ধ উমাদ হয়ে গেছে, এই হল ঘটনা। ওকে বললে আমাকে ছেড়ে দিতে।'

'না,' মিস মাপল বলে উঠলেন।

মিঃ রাফারেল এর দিকে ফিরলেন।

'পান্তি দিনো, নইলে,' তিনি বললেন। 'এ কাহিনীর কিছু সাবমে আমাদের জন্য আর ক্ষেতার।'

'আমি পরোপাঁচি বোধ আমি মুখের মত ছিলাম,' মিস মাপল বললেন।

কিছু এখন আমি আমি বোঝা নই এই পালনের পদার্থটিকে বা ওর প্রাক্তন পান করতে চাইছিল প্রাক্তন করলেই আমি বা বলতে চাই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। হাঁ আমি নিজের মন্দীর এর থেকে বলতে পারি ওর বর্ণ পাও যাবে মাত্রায় পাওয়া যাবে মেজের প্যালেন্থের বাহিনীর মধ্যে বা থাকতে। কোন প্রতির জানায় তা বন্ধু নিয়ে বাহিনী সব মত তার জীবন রক্ষা করল। তারপর বিদেশজাতীয় তার চেষ্টা সকল হল। হাঁ, ঠিকই একটা ধরা আর নকশা। মেজের প্যালেন্থের আমাকে এ গোপ প্যালেন্থের আর এর সঙ্গে একটা কথা বের করে আমাকে দেখাতে পিছে মুখ তুলে ধারিয়ে দেখো--'

'আপনার জন্য দিয়ের কাছের উপর দিয়ে--,' মিঃ রাফারেল বললেন।
‘না৷’ মীন মার্গীল মাত্রা বলিলেন৷ ‘তিনি আমার ক্ষার কামের উপর দিকে তাঁকের কিছুই দেখেন নি৷’

‘কি সব বলছেন আপনি৷ আপনিই আমাকে বলেছিলেন......’

‘আপনাকে তুমি বলেছিলাম৷ একদম ভুল৷ এমন বোকামি জীবনে আপনি রহনে করিন৷’

আমার মনে হয়েছিল মেঝের ঝালগুড়ি আমার ভান কামের উপর দিয়ে দেখিয়েছিল৷ আসলে কিছু লক্ষ্য করে তার চোখ উল্লাসল্লাস—কিছু সেভাবে তিনি তা কিছু দেখে থাকতে পারেন না কারণ তার বাঘ চোথটা ছিল গাছের৷

‘হাওঁ৷ আমার মনে পড়ছে—তার একটা চোথ কাঠের ছিল৷’ মীন রাক্সরেল বললেন৷ ‘বাপামাতা তুলে গিয়েছিলাম৷ তার মানে বলছেন তিনি কিছুই দেখেন নি৷’

‘সবশায়ি কিছুই তিনি দেখতে পেলেছিলেন৷’ মীন মার্গীল বললেন৷ ‘তিনি সকল দেখতে পালিছিলেন৷ তিনি দেখতে পালিছিলেন শুধু একটা চোথ৷’

তিনি দেখতে পালিছিলেন তার একটা চোখ দিয়েই৷ যে চোখ দিয়ে তিনি দেখতে পালিছিলেন আপনি তার ভান চোথ৷ আর তাই, তিনিই দেখতে পেলেছিলেন আমার ভান কামের উপর দিয়ে নয়, আমার বাঘ দিক থেকে৷’

‘আপনার বাদে কেউ ছিল৷’

‘হাওঁ৷’ মীন মার্গীল বললেন৷ ‘টিম কেন্দ্রাল আর তার প্রিয় কাছেই বসেছিল৷ একটা মশু হিরিসকাস কোপের কাছে তারা বসেছিল৷ তারা হোটেলের হিসাব সমাধান দান দিয়েছিল৷’

তিনি দেখতে পালিছিলেন হিরিসকাস হয়ে চলেছিল৷ তার কামের বাদামের জলজ করিয়েছিল৷ তবে মনে চোখ দিয়ে পরিপক্ষ দেখতে পেলেছিলেন হিরিসকাস কোপের পাশে এক-এক মাটি উপরের আর তার দুই অবিকল দেই রকম সবের মাটির মুখ পর্যন্ত দেখান৷ ফাটার সেই মুখ৷ সে ছিল হিরিসকাস কোপের পাশে ছিল৷

টিম কেন্দ্রাল সদাত পেলেছিল মেঝের যে কাহিনী সকলকে শেখাতে গিয়েছিল৷ তখন হয়তো দেখতে পেলে যার মেঝে তাকে চিনতে পেলেছেন৷ তাই ওকে খুন করতে হয় তাকে৷

‘পরে ভিড্ডোরিরা মেলে কিছুও সে খুন করে কারণ সে টিমকে মেঝের পালাগুড়িভের বর্জে একটা টাবেলের উপর রাঙ্গে দেখে ফেলে৷ সে প্রথমে এই নিয়ে কোন কিছু, ভাবোনি কারণ বাঙ্গালোতে কোন আরও বড়ো তোকা টিম কেন্দ্রালের পক্ষে খুবই ল্যাভারিক কাজ ছিল৷ না কাজলেই তাকে বেতে হত৷’

174
ফ্যাপারটা নিয়ে চিহ্ন করে তারপর টিমকেই নামা রকম প্রশ্ন করতে আরম্ভ করে তাই তাকে 'শেষ করতে হয়'। তবে একটিই হল সেই অসাধ্য খুজে, যে খুজের পরিকল্পনা ছে আগাগোড়া হচ্ছে কেন কেনে হয়েছিল। ওর একজন লাইফ হাজারকারী—

'আমাদের আর যাত্রার তাছাড়া রকম বিষয় এসব, এর—' টিম কেন্দ্রেল উভয়ের মতই চিহ্ন করে উঠেন।

আচার্য ত্রিপুরাক, এলান্ট আর্চেনাকে জেগে উঠেন। এসবকে ওলাস্ট্রেন্স মিছ রাকাফেলকে নোটেল চেয়ারে থেকে প্রায় ফেলে দিয়ে হচ্ছে গেল টিমের দিকে।

সে স্যাক্সনকে বুঝা চেয়েন ছাড়িয়ে আনতে চাইলে।

'তবে ছেড়ে গাও—ওকে ছেড়ে গাও। এসব সাময়িক নয়। একটা কথাও সাহিত্য নয়। টিম— আমার পোঁয়। টিম—একথা সাময়িক নয়। তুমি কাউকেই

খুন করতে পারা না। আর্ম জানে, একনা খুন করতে পারা না তুমি—।

বে সার্বভৌমকে মেয়েদের দিলে বাইরে করেই সেই এসব করছে। সে তোমার

বিরক্তে খুঁতন রটরে বেঁধাক্লো। এসব সাময়িক নয়—একটা কথাও সাহিত্য

নয়। আর তোমাকে বিশ্বাস করি টিম। টোমাকে ভালবাসি। কারও একটা কথাও আর্ম বিশ্বাস করি না। আর্ম—।

তখনই টিম কেন্দ্রেল নিজের উপর নির্ভর হাজিরে ফেলেন।

'মুঝের মাঝারি, পরতান বুঝায় কোথাকার?' সে চিহ্ন করে বলে

উঠে। 'একবার একবার বল কর। আমাকে হাসিতে বলাতে চাও না থাম

শিপিন। না তো হাসি হচ্ছে বলে বল কর তো।'

'কোথায়?' মিছ রাকাফেল নরম সুরে বলে উঠেন। 'এই এই ব্যাপার

চলছিল এভাবে।'

পৃষ্ঠে। কর্মনাশক্তি কানে লাগালেন মিস মার্পাল

'আরবে এই ব্যাপার চলছিল এভাবে?' মিছ রাকাফেল বললেন।

তিনি আর মিস মার্পাল আন্তর্তিক আলোচনায় বাঁচে ছিলেন।

'আরবে ও টিম কেন্দ্রেলের প্রেমে হামড়ের খাবছিল।'

'প্রেমে হামড়ের বলত যার না মনে হয়,' মিস মার্পাল বললেন। 'আমার

১৭৬
মনে হয় কিছুটা ব্যাপারটিকে ভবিষ্যতে বিষয়ের সম্ভাবনা নিয়ে।

কি বলছেন—বাহার ওর মন দর্শা গেলে?

'আমার মনে হয় না বলে মারিয়া যাবে একন কোন দায়িত্বে এসার ওয়ারেলসের ছিল,' মিস মার্পল বললেন। 'আমার ধারণা তিন কিছুল ওকে মিল সম্প্রতি অনু একজনকে প্রেম বাধ্য কিন্তু রেখেছে বলে জানানোর ফলে এসার তাই বিশ্বাস করতে চাইছিল। মিলকে বে এখানে অনুসরণ করে এসেছে এরকম কথাই সম্ভবতঃ জানেছিল তিন। এসার ভাবছিল বিবাহ বিজ্ঞে ঘটে যায়। আমার মনে হয় এটা ওর কাছে সমাবেশনক আর ঠিক বলেই মনে হচ্ছিল। তবে ও তিনের প্রেমে ভালবাসতে পড়েছিল মনে।'

'হাঁ, ব্যাপারটা বুঝতে পারা গেল। কেফাল চাঁদে ধরায় সত্ত্ব বদলে। কিছু সে এখানের পিছনে ছুটল কেন এর উপরে আপনার জন্য আছে?'

'একটা আপনাকে জানার কথা। আপনি জানেন না?' মিস মার্পল বললেন।

'একবারে বে কোন ধারণা নেই সে কথা বলব না, মোটামুটি জানি, কিছু ভাবছি আপনি দেখা জানলেন কি ভাবে? আর আরও বললে তিন কেফালের পক্ষে এটা জানা কিন্তু সম্ভব?'

'মনে, আমি হতেও কিছুটা কপনার মধ্য দিয়ে ব্যাপার করতে পারি, তবে আরও ভাল হয় আপনি বাঁধ বললেন।'

'আমি আপনাকে বললি না,' মিস রাসারেল বললেন। 'আপনাকেই বলতে পান, শুনি, বিশেষ করে আপনার বুদ্ধি অসামান্য।'

'বেশ, আমি বলছি,' মিস মার্পল বললেন। 'আমার মনে হয় আপনাকে বলেছিলাম আপনার লোক জ্ঞানদীপ আপনার জ্ঞানসম্পত্তি আর কাগজপত্র ঘটিয়ে তার করে সুবোধ গেলেই।'

'হাঁ, এটা ওর পক্ষে সম্ভব,' মিস রাসারেল বললেন। 'তবে আমি বলতে হয় কি ও এখন কিছু খুঁজে পান না বা ওর কোন কাজে লাগতে পারে? এ বিষয়ে আমি শতকরা থেকেছি।'

'আমার ধারণা যে আপনার উইলের বিষয়ে জানাতে পেরেছিল।'

'এই, বদলে পেরেছি। হাঁ, হাঁ, আমার কাছে একটা উইলের কথা ছিল।'

'আপনি আমাকে বলছিলেন,' মিস মার্পল বললেন, 'আর বেশ তার পলাড়ি একটা সত্ত্বেও শোনাকালে মত করে বলছিলেন যে আপনার উইলে এসার

মিস-১২ ১৭৭
জ্যাকসনের জন্য এক পর্কও রাখেন নি। আপনি এ বিষয়ে এসবার আর জ্যাকসনকেও বেশ পশ্চাৎ করেই জানিরে রেখেছিলেন। এ ব্যাপারটা জ্যাকসনের ক্ষেত্রে হিসেবে মনে হয়। তাকে আপনি কিছুই দিয়ে ধানির। তবে এসবার ঊর্ধ্বান্তরে আপনি উইলে টাকা দিয়ে যাওয়ার বাবদ্ধ করেছিলেন, তবে তারা কলা মাত্র সে জানতে না পারে সে বাবদ্ধও আপনি করেন। তাই না?

'হাঁ, ঠিকই, তবে জানিরা আপনি জানলেন কিভাবে?'

হালেনেন মিস মের্ল।

'ব্যাপারটা হল যেকথা, আপনি বারবার একবার জানাতে চেয়েছিলেন তাতেই আমার মাত্র কথা জানা হয়। অভিন্নতার মধ্যে দিয়ে লোকের কোনটা মিথ্যে কথা আমি বুঝতে পারি।'

'হার মানাঁই,' মিস মার্কস বললেন। 'ঠিক আছে আমি এসবারকে ৫০০০০ হাজার পাউন্ড দিতে চেয়েছি। আমার মারা যাওয়ার পর ব্যাপারটা ওর কাছে দানের অর্থ করা। ব্যাপারই হবে। আমার তাই এখান দেখে হচ্ছে চিত্র কেন্দ্রে একটা বড়মান পৃথকে বেশি মাত্রায় কিছু থাকতে বা অন্য উপায়ে লেখে করে ৫০০০০ হাজার পাউন্ড আর এসবার ঊর্ধ্বান্তরে বিষয়ে করত। সমস্তকে তাতেও কথা সমস্ত সংরক্ষণ দিতে কিছু সে কিভাবে জানাতে পারল এসবার ৫০০০০ পাউন্ড পেতে চেয়েছে?'

'জ্যাকসনই তাকে জানার কিছুই', মিস মার্লার্স বললেন। 'ওদের দেখলের পরেই বন্ধুর গাড়ি উঠেছিল। চিত্র কেন্দ্রে আর্থার জ্যাকসনের প্রতি খুব সাহায্য দেখানো, দেখে হচ্ছে এর পিছনে কোন কথা উদ্দেশ্য ছিল না। তবে জ্যাকসন যে সব গম্প শুনাতে তার মধ্য দিয়েই ও সমস্তকে এক সময় না খাটাল করেই বলে ফেললেন যে একাধার ঊর্ধ্বান্তরে বেশ মোটা অর্থ লাভ করতে চেয়েছে। সে হয়তো এসবার ইতিবাদসহ করে থাকতে পারে যে সে নিজেই আসবার ঊর্ধ্বান্তরে বিষয় করার চেষ্টা করে চেয়েছে বলিয়া সে তখনও পরবর্তী আসবারের দিক থেকে তেমন সাধা পারিনি।'

'আপনি যে সব বিষয় কম্পন করেন তার সবই সম্পূর্ণ বুঝতে পারি', মিস মার্কস বললেন।

'তবে আমি মধ্যে ছিলাম', মিস গ্রাস উভয় দিলেন, 'অভিন্ন হয়।' সব ব্যাপারই কি বললে মেলে, দেখতে আসেছ। চিত্র কেন্দ্রে অত্যন্ত ভাবে আর খুঁজে যাওয়া লোক। ওর বিষয়ে দেখতা ছিল গুরুত্ব রচনার

১৭৮
আমি বা শুনেছি তার অর্থাৎ তার বন্ধুর কথা শুনেছি। তাই সে তার কথা শুনেছি, লোকালে সম্প্রদায় জানে। লোকটির অন্যতম নেতা হেরিয়ে দেন তার প্রদর্শন। তাই তার বন্ধুর লোকালের জন্য একটি নেতা হেরিয়ে দেন তার। একটি নেতা হেরিয়ে দেন তার। তার লোকালের জন্য একটি নেতা হেরিয়ে দেন তার। একটি নেতা হেরিয়ে দেন তার।
কন্দ রাখা করেছিল একবার ভেবে দেখেন—সে মানসিক বিপর্যয় সক্রান্ত এককাল যাই ও হাতের কাছেই রেখে দিয়েছিল। সে বেলেলে তাকে মাথা আর ওখুখে প্রস্তাগ করেও চলেছিল যাতে সে বান্ধ ধরণের আলীপ কিছু হতে দেখে আর গৃহপালী দেখে চলে। একটা বিষয় ভেবে দেখা সর্বাপেক্ষা একসময়—আপনার জ্ঞানসেন বেশ চুঁড়াতে প্রাণ রেখেছে এ ব্যাপারে। সে নিম্নভাগ মাত্র কোন কোন উপসর্গ দেখে সেগুলো মাথার কিছু বলে সম্প্রস্থ করতে অনুমতি করে। সেখানে সে মাত্র বাখালার এসেছিল রাখরস্তে রাখা প্রস্তাগ পরিকল্পনা করার জন্যই। সে মুখ মাথার কৌশল পরিকল্পনা করেছে ছিল। ওর মাথায় বেধ হয় সেই প্রচুর কাঠের ভাইনীদের কথা চুল্কে গিয়েছিল, ভাইনীরা মতল্লে বেলেভোনা মিশিয়ে দিলে এই ধরণের উপসর্গই দেখা দিত। মুখের নীচের লেভেলভোনা মোট এই উপসর্গ দেখা দেওয়া সমস্ত। সেখানে মাত্র মাথে মাথে সম্প্রস্থ নিয়ে গোলামাল হওয়া সম্প্রস্থ ছিল—কিছু অস্ভূত অবকার জুড়ে যাওয়াও অস্ভূত নয়। স্বেচ্ছায় রক্ষণের ঘটতে পাতঃ—এতম দুঃখে ভালোবাসা বলতে মনে ভাবত। সেখানে থাকার কথা নয়। মাত্র দারুণ তাক পেরিয়েছিল এ কথা। তার মত মানসিক রোগের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিতে শুরু করে, আর জ্ঞানসেনও তাক আঁধার করেছিল। এতম হতে পারে জ্ঞানসেনের মনে এই ভাবুনার জন্য হয় মেজর প্যালাবারের গৃহশোনার পর। মেজর প্যালাবারে দেখেছিল ভারতীয় মেয়েরা সাক্ষীদের ধনুর্তীর রস খাওয়াতে চাইছে।

'মেজর প্যালাবারে!' মিয়া রাকারেল বলে উঠলেন। 'সাতাই একজন লোক বলে।'

'সেদের মুখত তিনি নিজে জেনে এসেছিলেন,' মিয়া মাপল বললেন, 'আর ভায়ই দুঃখ নয়, এই সেন কোনো ভিটোরিয়ার মুখত, আর মালাকিও প্রাণ শেখ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। তবে তিনি যে একজন খুশিক সনাত করতে পেরিয়েছিলেন তাতে একটিও সম্প্রস্থ নয়।'

'মেজর প্যালাবারের কথার চোখ সম্প্রস্থ হ্যাত ভাবতে দেখেন কেন?' মিয়া রাকারেল তর্কপ্রস্তাবে প্রশ্ন করলেন।

'সেনদের দা কোমরসেনের একটা কথা শুনে। তিনি মেজরকে মহিমাহ। আর কওয়াই নিয়ে তার কথাতে শর্তানোর চোখ বলেছিলেন; আর ভাবলে মালি তার একটা কথায় কাছে আর তার জন্য তাকে দারুণ করা ঠিক নয়। উনি বলেন মেজরের কথায় হৃদয় টারা কোনোকালে তাকান ব্যবস্থা পাওয়া যায় না। উনি

১৮০
আরও বলে ওর দৃঢ় নিদর্শন যাচ্ছে আমে। আমি যদিও বর্তমানে পারি—এই নিজেই কিছু একটা প্রদর্শি বার গর্জন ছিল। গতরাত্তি ঠিক স্মরন মেহরার পর আমি হঠাৎই জানতে পারি সেটা কি। আর তখনই উপলব্ধি করি আমার নজর করার মত সাধন নেই——।

"টিম কেন্দ্রটা চুল করে অনা একটি মেঝেকে খান করল কি ভাবে?"

"নিষ্ঠু ভাব। আমার মনে হয় ওর ভাববে ছিল এই রকম সকলের এ বিষয়ে নিসন্দেহ করার পর——এমনকি মেলাকেও, যে ওর প্রাপ্তি রোগজন্মে, সত্ত্বেও তাকে বেশ ভাল মাতার মাদক ব্যাবসায়িত যে ওষুধ ও ক্ষত্রিয়ে চলেছিল তাই খালেনোর পর টিম মেলাকে বলে ওর। দুজনে মিলে ওই খালেনের ব্যাপারের রহস্য ভেদ করবে। ওমেলাকে আরও জানায় এক্ষণে সেও সাহায্য চায়। সকলে শহরে পড়ার পর ওরা দুর্দশে ঝাঁপিয়ে যাচ্ছে একটা বিশেষ আয়ুর্ভাব মিলিত হবে।

"স আরও বলেছিল ওর বিশেষ করেই মনে হচ্ছে খুনী কে ও জানে, আর ওরা তাকে করে ফেলুন। গলি বষ্টি মেরের মতঃ চলে গিয়েছিল—তবে সে বেশ বিহ্রব হয়েরা পড়েছিল, বিশেষ করে ওকে ওষুধ খাওয়ানোর ফলে ও বিশেষা পিছন এবং নাম রদ হয়ে যায়। তার প্রকাশ ঘটল ওর গতি খুব হয়ে পড়ে। চিনি সেখানে প্রথম উপস্থিত হয় আর বাকে সে দেখে তাকে মলিন হলেই ভেবে নে। সন্তানরা চুল আর হালকা সবচেয়ে শাল জুড়ানো একটা সেরে। ও তার পিছনে এসে হাত দিয়ে শুধু চেপে ধরে তাকে সংকোচ জলে ছুঁড়ে চেপে ধরে রাখে।"

"নারায় লোক! কিছু এবং না করে ও তো ক্ষুব্ধে বেঁধে মাতার মাদক বাজারতে পারত?"

"সেটা অবশ্য সহজ হত, তবে এটা সেনাহ ভাঙতে পারা সম্ভব ছিল। মনে রাখুন মাদক হাতের কাছ থেকে সমস্ত রকম মাদক ভালীর জিনিস আর ওষুধ সংলগ্ন করা হয়েছিল। আর সে হাত এ সবের আরও টাকা এসব কিছু পেয়ে ধারতাল সেন্ডি সম্পন্ন মাদক বাজারতে পড়ত তার শামীর উপরেই——সে ছাড়া না হলে কে এটা দিতে পারত? কিছু হতাশার আরম্ভে এসে হাত জলে ছবে আক্ষরিত করে বখন তার নিরপরাধ শামী বুধবারে ছিল, তখন সব ব্যাপারতেই রূপ নিয়ন্ত্র এক ব্যাপক বিশ্বাসে নাটকের। এটা হলে ফেলুড়ু কোথায় চাইত না তাকে কেউ জোর করে জলে ছুঁড়েছে। তাছাড়া, মিঃ বাবার বোন করেন, খুনীরা সব সময়ই অপরাধকে সহজবন্ধ রাখতে।

"১৮১"
পারে না। কারা কখনই একটি রঙ না চাইতে পারে না।

"হে, তাহাতে মনে হয় অপারিত হয়নীতির সম্পর্কে যা জানা যাবার সবই পারে কেলেখেন! তাহাতে আপনার অল্পোর্ধ, তিন মানুষ না সে তুমি কে অন্য মেরেয়ে মেরেছে, 

মিস বল্লণ বাড়ি কারালেন।

"সে মতের ব্যাখ্যাতিতে বেরিয়ে, সে পুত্র আরগা ছেড়ে চলে যারো আর এক বক্তা সময় কাটিয়া যার অনেকে দল গড়ে মঝর খেতে পরে কে দের তিন্তেকে একজন নিহলে স্বামী বলে প্রথম করতে।"

"কিন্তু একটা বিষয় বুঝতে পারিও না, লাগি, সত্য রাগিতে খাড়ির কাছে খোঁকান করেছিল কি উমেশাও?" মিস দাকারেল প্রশ্ন করলেন।

মিস বল্লণ একটু লম্বিতভাবে হাসলেন।

"এটা সতের বলেই মনে হয় আমার, লাগি-মানে, বাকে বলে কারও অনুরাগ অঙ্গন করেছিল।"

"একটু ফিরাগুলো যান?"

"হো, না," মিস বল্লণ বললেন। "সে পাত ছুঁকে গেছে, আমি অবাক হইছি —হয়তো এই সত্ত্বে—সে হয়তো জ্যাকসনের জন্য অপেক্ষা করে চেলেছিল।

"বলেন কি। জ্যাকসনের জন্য?"

"আমি লাগির কথা করে দেখানি আমি—সে দু’ একবার এর দিক তাকাতে চেয়েছে।" মিস বল্লণ মিস দাকারেলের চেয়ের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে আপন মনে প্রায় বিড়বিড় করে বললেন।

মিস দাকারেল শিখ দিয়ে উঠলেন।

"আমার হলো বেড়াল জ্যাকসন! ওর আশ্বস্ত কাজ নেই দেখি। ছিম নিচচই দায়িত্ব মর্যির পড়েছিল তুল একজনকে খুন করেছে দেখতে গেছে।"

"নিচচই। সে নিচচই এতে মর্যির হয়ে উঠেছিল। মলিন জীবিত থেকে থেকে বেড়াতে। আর সে কত করত করে মলির মানসিক অবস্থা নিয়ে যে নব ব্যাপক ছড়িয়েছে সে নব কুঁড়কে কোথায় উড়ে যাবে ওকে বাদ কোন মন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের কাছে হাজির করা হয়। মলিন একপর সময় জ্যাকসন হয়ে সেই সোপনে খাড়ির কাছে বিলিত হওয়ার কথা তখন নিয়ে কেদারের অবস্থা কি রকম হাড়াত? একে টিকে একমাত্র ভরসা যথাযোগ্য।

১৮২
ভাষাতের সকল দলিলকে জ্ঞেয় করা। এতে চাংখান একটা স্বল্প থ্রুতা বে প্রাতোকে বিন্যাস করবে নিলেই লক্ষকিনে অল্পে নিম্নে যুক্ত করেছে আর পরেতে যাওয়ার উপরেরকে করে দিয়েছে যে শিখের জীবন শেষ করে নিয়েছে।

'আর কিছু তখনই আপনি কি করে নিয়েছেন', মিঃ রাফারেল বললেন, 'বে নির্দিক ধর্মিক গ্রন্থ করবেন, আপনি?'

তিনি চর্চার এলের অর্থেরপূর্বে কেটে পড়েছিলেন। 'যেটা আমার কাছে দানে একটা মহার বায়ার', তিনি বললেন। 'আপনি যদি জানেন এই গোলাটি পশ্চাৎ হাড়ি আমার কথা দাড়িয়ে নিয়ে যেখন নির্দিক বলে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন তখন কি রকমের দেখা হয়েছিল আশনাকে। আপনি আমার কোন সে দুঃখ ভুলবো না।'

## উপসংহার

আসলে এসে গেল বিদায় কন্দু আর মিস্ট মার্পল এলারগোটে' আলোক
কর্দিয়েছিলেন। বেশ কিছু মানুষ তাকে বিদায় জানাতে এসেছিলেন। হিলিং-ডেনারা আগেই চলে যাচ্ছে। গ্রেগরি ডাইসন অন্য এক দৌড়ে উঠে যেতেন আর গুরুত্ব শোনা মাত্রে তিনি নারী সেখানে অনন্তক্ষণের বিশ্বাস প্রতি তার নতুন করেছিলেন। বেনসারা দুই ক্ষমতাসহ ইতিবাদ-মাধ্যম দেখিম
আহ্মিনস্কার প্রত্যায়ন করেছেন।

নিচেও এসেছিল মিস্ট মার্পলকে বিদায় জানাতে। তাকে কিছুটা ফ্যাকাশে
আর নীচ ঘনে হতে চাইলেও সে তার জন্যে অবিচ্ছেদ্য বেশ সাহসের সঙ্গে
গুরুত্ব করতে পেরেছিল আর দাঁড়াতো সামলে নিতে পেরেছিল আর এই সঙ্গে
মিঃ রাফারেলের একজন প্রতিনিধিত্ব সহায়তার সে হোটেলে চাইলেও যায়ছিল।
মিঃ রাফারেল তার প্রতিনিধিত্বে ইন্দ্রায়ে তারবাদে পাঠাতে। আশনার নিয়েছিলেন এন্ন।

'কাজে বাস্ত কাউকেই রোমার ভাল লাগবে মিঃ রাফারেল বলেছিলেন।
'এতে বাস্তা চিন্তা আসব না। এখনে অনেক ভাল জিনিস রয়েছে।
'এই খুলন থেকে কিছু হবে না করেছেন—।'

'রঙশা সাহসান হতে গেলে মানুষের ঘনে ভালবাসে, মিঃ রাফারেল
নিশ্চিততার আশ্বাস দিয়েছিলেন। 'তুমি এই ভাবেই চাইলে যাও আর
নন ভাল রাখো। আরও একটা কথা সব পরেরকে অবিচ্ছেদ করোনা
বেছেন একজন ঘাবাড়া লোককে তুমি দেখেছে।'

'আপনার কথা অনেকটা মিস্ট মার্পলের মত; মিল উভয় দিয়ে বলেছিলেন,
“তিনি সময়বর্তী করছেন নাই মনে তিন সালের একবিংশ আলেমে নেত্রো।”

মিঃ রায়চৌধুরী এই জাব্বর্তীত নিউজবেঙ্গলি ছাড়াও চাইছেন। মিঃ মার্পার্লকে তাই করার জানাতে উপকৃত হয়েছিলেন ব্যানন আর খোদানা প্রেসকট, আর অবশেষে মিঃ রায়চৌধুরী ও মিঃ। 

এসবার ওরাজিটিই হাটত হয়েছিলেন এসবারের মধ্যে। বেন আল্মকা বলেন মাঝ পড়ছিল, সুপ্তি কিছুটা আলমের সুপ্রস্তুত রেখায়। 

মিঃ রায়চৌধুরী তার প্রতি মাঝ বাড়ো বেন অভিনেতার সঙ্গে কিছুতে চাইছিল। প্যাকইনও উপকৃত এবং সে মিঃ মার্পার্লের জিরিনেপা তার কথা ভাবিয়েছিল।

ইম্যানিন্দার রাত্রে কর্ম-চিন্তাতে কাজি ফুটে উঠলেন, বেশ দিনের জানা বজায় তার হাতে বেশ ভাল অর্থ দেখবেন।

ঠাকুর অফিসে গেয়েগে মাঝ কেঁজে উঠল। এলেন এস পড়লেই আর 

শেষ সেই প্রেসিনী। এখানে বিজে কন নিয়ে ফাঁস ছিল না।

“চাইনেল ৮ বা চাইনেল ২৪ আসুন’ এ রকম কনে রেসার ঘোষণায় শোন 

গেয়ে নাই। ফুলের ঢাকা চেয়ে দেখেন ওঠার নিশ্চিত আর গায়ন হেটে 

গেয়েই হচ্ছে।

“বিদায়, প্রিয় মিঃ মার্পার্ল,’ মলি মিঃ মার্পার্লকে চুমি করে বলে উঠল।

“বিদায়! আর একবার আমাদের কাছে এসে বারে বারেরনে। মিঃ প্রেসকট 

আন্তর্ভুক্ততায় মিঃ মার্পার্লের কর্মরান্ত করে বসলেন।

‘আপনার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে দাঁড়ি ভাল লেগেছে’, ক্যানন প্রেসকট 

বললেন। ‘আমি আমার মনের মহাকাশে সর্বপ্রথম আবহাওয়াকে’

“পাটেঁজ আমারক্ষা, বাদাম,’ ভাস্কন বলল, ‘আর মনে বাক্সের নিন 

জুয়ে একবার মালিক কাউনারের ইচ্ছে হলে নেক। এক লাইন আমাকে লিখে 

পাঠাতে ফুলবন না, সব ব্যাখ্যা করে নেবো।’

একসময় এসবার ওরাজিটিই একবার দেখে সরে চলল বিদায় মুহুর্ত’ আসার 

সময়। মিঃ মার্পার্লেও ওকে চাপ দিতে চাইছেন না। সকলের শেষে এলেন 

মিঃ রায়চৌধুরী। তিনি মিঃ মার্পার্লের হাত নিজের হাতে ফুল বললেন।

‘তো হচ্ছে অর্থাৎ ভাবা হয়নি জানি না!’ মিঃ মার্পার্ল বললেন।

‘কিন্তু এর মানে আর্থাৎ বলেতে পেরেছেন?’

‘হ্যা।’ আর কিছু বললেন না মিঃ মার্পার্ল। তিনি হলিকাদে বলতে 

পেরেছিলেন মিঃ রায়চৌধুরী ফি বলতে চাইছিলেন তাকে।

‘আপনার সঙ্গে পরিচিতি হয়ে দাঁড়ি আনন্দ পেরেছি; মিঃ মার্পার্ল বললেন 

শেষ।

ভারত পথ হরে এসায় নিজে মেয়ে উঠে পড়লেন তিনি।

Original : Caribbean Mystery
অষ্ঠ নিয়তি
প্রথমের দিকে বিবেকের কথার কাগজটা দখল দিয়ে সন্নাট মারকের প্রতি
মারকের অভ্যস্ত। সকলে বঠিয়ে ঘরে বালে কাগজ অঙ্কে। প্রথমতাতে
সন্নাট মারকের চোখ মোলানা মানকের চারে ছাড়ে বিভিন্ন অভ্যস্ত, আবার অন্য
মারকে বলে। যে দোকান কাগজের সময়ের ব্যাপারে সে প্রাচ্য মোলানাকে
করে দেয়। প্রথম প্রথমের বর্ণনা বিবেকের নতুন কোন দোকানের কথা
এই।
তাদের প্রাচ্যেরই ইচ্ছে মত পথ চেয়ে নেন—হয়তো তাতে এক্ষেত্রেরি
চুক্তি হয়। কিছু যে নব বস্ত্রের ভোরবেলাতে তাদের কাগজ পড়তে অভ্যস্ত
করে বেরিয়ে পড়ার আগেই, এদের বিরহে অভ্যাসিত। যদিও মাঝেমধ্যে বা
কাঁক্রী মাহিলা, যারা রেকে নেয়। মিডের বাড়ি পরিবেশে বাস করেন তারা
প্রাচ্যের সময়ের নতুন কোন কাগজ আমার করেন।
আর মিন মারকের তার কাগজের প্রথম পুস্তার চোখ বললেন নিঃসৃতে—
কাগজটি তিন একটি নাম হয় নিঃসৃতে, 'বিবেক সর্বদা,' এটা অবশ্য 'বৈনিক
-বাদের' একটি ব্যাপারের নাম। কাগজটির মালিকানা বদল হওয়ার প্রথম
পাওয়ার অনেক বছরের বদলে বাম্পা হয়েচে পরের পোশাক চোখের
নিঃসৃতে, মানকের পোশাক নিয়ে আলোচনা, বাণীতে প্রাচ্চৈতিক বাঁচ
প্রবর্তন প্রথম আসান সংবাদ হয়তো ভিতরে কোথাও কোথাও বা ধোকার
পাওয়াই প্রথম। মিন মারকের কিছুটা প্রাচ্চৈতিক সত্য হওয়ার সংবাদপত্র সংস্থায়
পাওয়াই হয় এটাই চাইতে।
বিবেকের দিকে সন্নাট দোকানের পর তিনি বিবেক ভাবে বলনাট। পোশাক
চোখের পরিপক্ষে এই বিবেকের বাবর্ষ। সেখানেও তিনি ‘টাইমসের’ পাতা প্রকাশিত।
টাইমসও অন্য বাবর্ষের মত নেই। সবচেয়ে বাবর্ষের ব্যাপারে তারা পাওয়া যায় না।
প্রথম পাতা যেখান পুষ্ট করে কোন কাগজ পড়ার আগেই কোন কাগজ পড়াল আগেই হয়নি
চোখে, যেহেতু এখন বিস্তৃত। আবার বাবর্ষের পোশাক সত্য। বিবেকের
তাকেই দূরত্ব। আম, মাস্তা, মিন মারকের আমাকে আমাদের।
এইসো প্রথম পাঠার ধারা, তা পাকাপাকি তাবেই শেষ পৃষ্ঠার আরম্ভ
নিচ্ছে।

মিস মাপল প্রথমেই সাধনের পাঠার প্রেম খবরে নজর দিয়েছেন। কিন্তু
এরপর আসেই যেখা। তিনি স্থূলরেখে বলে তাকালেন। প্রথম, মতামঃ,
বিজ্ঞান, খেলাজুড়ে তিনি পাঠা তুষ্ট লেখতে একবার কথা, বিবাহ
আর মূত্র কলম যোগে নিয়ে চিত্রপত্রের কলমে ফিরে এলেন। এটা তিনি
খুশির পছন্দ করেন। বিজ্ঞানের ব্যাপারটা তার মাথায় ঢোকে না।

আবার কথ্য, বিবাহ আর মূত্র কলমে ফিরে এসে মিস মাপল আগের
অস্তাই তাকালেন—

‘সাই এটা যথেষ্ট, কিন্তু আঁকার পদুর, মূত্র ব্যাপারমুখে অন্ত্রহ ভাঙে।’
কারণ বাছাই জেনেছে, তবে সে নামে তারের মিস মাপলের চেনা নাম
নাই। বাছাই কারণ নাই বা না এখনো রাখা একটা কলম খালকো তালেলে হয়।
তার বেশ সুলভ কম্পিউটার অপেক্ষা।

বিবাহের কলম এজ্জ কেনেল তিনি। কারণ মিস মাপলের পরের
বন্ধুদের চেলোয়েদের আসেই বিবে হয়ে গেছে। এবার মূত্র কলম এসে
এটিরে বেশে চাইলেন তিনি। একটা নামও বেন বাধ না হাউ। আগেরে,
আঁকা পাতা, আসন, রাতের বেলজ কার্পেটার ক্লে। ক্লে? কের জানা
কোন ক্লে? না ওর পারিতো জনেট ক্লে নয়, সে ইরজ সারারে।
বায়ুচ্যুতালা, মাস্কেরী, নিকলসন। নিকলসন। না ওর জানা কেউ নন। সন্তানের—কোন গুলো বা পিসি। সন্তানের কোন, আজ জানা তেল আসনের।
কোনালগল? যে সাই এলিজাবেথ কোরানিল। পাঁচাটি বছর? আঁকার
এরোনের চেলেছিলেন। রেস, রাইটাল, রাইলারেল। রাইলারেল। মনের
নিয়ের একটু বেলে আগলো। নামটা বেন পারিতো। রাইলারেল। বেলফোর
পার্ক, মেইটোনান। না, ঠিকনাটা জানা নয়। মনে পড়ছে না। কোন
ফুল চাই না। আসন রাইলারেল। ও, এটা বেন একটু অগ্রাহ নম।
তবে মিস মাপলের মনে হয় কোথাও শুনেছেন নামটা। মন পার্কিনস।
তাহলে এটা হতে পারে—না, ও নাই। রাইলারেল? এরিবল রাইলারেল।
না, কোন রাইলারেল তিনি চেনেন না।

মিস মাপল তার বাঁধ বাঁধেরে একটা নাম শুনল প্রতিবাদিতার ওপর
চেখ দৃষ্টিতে নিয়ে রাইলারেল নামটা কেন পারিতো মনে হচ্ছে ভাবতে,
চাইলেন।
'পরে খুলে পড়লে', বলে উঠলেন মিঃ মার্পল, বৃহদের মন দেখতে করে দেখে নিয়ে।

বাসায় গিয়ে বারান্দার নিচে তাকালেন মিঃ মার্পল। তারপর দুটি সল্ফার সেক্ষা দেখতে চাইলেন। এই বারান্দা তার কাছে খুবই আকর্ষণীয় আর ধুঁপিতের ব্যাপার ছিলো। কিন্তু আজকাল ধুঁপিতের ভন্য তা আর হয় হতে দেখা না। নিজের স্নেহ তিনি একমাত্র বাসায় পরিচালনা করে কিন্তু থেকে চলে। একটি লাইফ্তাইন ফেলে তিনি একটি বাদামি পানী জ্যাকেটের দেশাই বাগ ফেলে নিলেন। পশুর হাটের বাকি—কাজটি না বিশ্রাম। পাশটা হালকা গোলাপ। হালকা গোলাপী? এক মিনিট পাড়ি—কথাটা মেনে কোণ নায়ক লাগলেই মন হচ্ছে। হাঁ—হাঁ—ঝরনের কাঠের কাঠের পড়া নামের সেক্ষা—। নিজে সদিয়ে। কর্ণিলার সাগর। তালুক গোলাপ। রোমান্টিক! নিজের নিজের ব্যাখ্যা করবেন—ঠিক, নিজে রাগারেল। তিনি কর্ণিলার সাগর বলে প্রমাণ পরিলেন। সেট নারী খুঁপে। ওর হাঁসির চেলের ভালবাসার চিহ্ন। মন পড়তে যেমনের কথা, ওর হাঁসির চেলের কথাগলো, 'আর কোনো খুনের ব্যাপারে অভিযুক্ত হবেন না বেন, ওনাটিকে এ আপাতনাম পক্ষে ভাল না।'

বাই হেক কোনো খুনের অভিযুক্ত পড়ার ইহু মিঃ মার্পলের আদৌ ছিলো না, কিন্তু ব্যাপারটা খুঁপে গোলাপ। শুধু বরফ এক মেজর, যার একটি চৌক কাঠের বারান্দার তাকে বিশ্রামের দেশাই বলেছেন বলেই।

কোর মেজর—কি নাম যার? মিঃ রাগারেল আর তার পেরেনটির 'মিস—মিসেস গ্রামস্টার'। হাঁ, এসবার উল্লোচ্য। আর তার অর্থ—সংবাদ জ্যাকেট। সেই মন পড়তে। বেচার মিঃ রাগারেল। তাহলে

'তুমি কেন গেছো? তুমি জানো খুন খুন খুন এতটুকু তুমি মনে ধরবেন।

তো তুমি ওকে প্রাণ জানিয়ে ছিলেন। মন হচ্ছে রাগারেল বা সেবে—

ছিলো তার চেয়ে তুমি বেশি হয়েছেন। তুমি বহন পরিচালনা, একদিন—

আর ভালবাসা করেছি ছিলেন।

কাটা বাজারে ভালোতে মিঃ মার্পল চিহ্নিত হয়ে গেলেন। কিন্তু তার মন

সনাতন ছিলো না। তার মন পড়েছিলো বিগত মিঃ রাগারেলের উপর।

কোনো সত্য তার খুবই ভাবতে চাইছিলেন তিনি। সেখানে খুব বাংলার

নয়। তিনি নাটক ছিলো না। তার আকৃতি মনের পদ্ধতি তিনি ঠিক করেতে

পারছেন। হাঁ, মাজিরের মত বাঙ্গাল, একটি অস্পষ্ট, কিছুটা আর মাজিরের
আদেশ শেষ কর্ষণ। তারপর নেই বিজ্ঞ বিষ্ণুর মনে সত্যতা না। একে আমি মনে পড়েছি। এর কারণ তিনি প্রক্রিয়া অর্থত্তম ছিলেন। হারি, মিজাত নয়। তার সমস্ত থাকতে তার সেক্টরাই তার তাকে কর্ষণকারী, এক দল সাঁচনাবারী। সাহায্য হারি তিনি বড় একটি চেহারা পারড়েন না।

এই ভালোট একটি সমস্ত বাণিজ্য ছিল বলে মিস মার্প্লের মন হলো।
মিন রয়াকারেলও মাত্র মাত্র তার প্রতি বিশেষ হতেন। অবশেষে বিজ্ঞ বাণিজ্য থাকতে মনে হয় না। আর তারও কারণ হলো, অবশেষে মিন রয়াকারেল অন্যতম করী।

‘আমি হঠাৎ যা বিজ্ঞ অন্য কেউ যার অর্থের জন্য দেবে না’, রয়াকারেল বলেন, ‘আমি ও সেটা জানি। অন্য কাজ ও বাণিজ্য করি।’

মিস মার্প্ল তালেগো লোকার নাম কি জ্যাকসন?—না জানি। কে কি মিন রয়াকারেলের কাছেই ছিলো? তার একেবারে ছিলো হবে? কিছু ও মনে হয়, হবে তার নয়। কারণ মিন রয়াকারেল পরিবর্তন চাইতেন। তিনি লোক জনের চালান, তাদের মুখ বা কন্ধের কাছ হবে উত্সর্গ বার্তাটা অনুরূপ করলেন মিস মার্প্ল। ওর নিজের মান্য একটি তাই মনে হবে—বিশেষত তার এই সম্পর্ক, মনোযোগ, নাম কাঠামোর সার্বিক সম্বন্ধে।

মিন মার্প্লের মন আবার ফিরে গেল মিন রয়াকারেলের দিকে—আর সেই অবসর না কি যেমন লোকার নাম? না, জনসন নয়—জ্যাকসন, আর্থার জ্যাকসন। বড় হারি হয় অজানলে। আর, আর সেই সেক্টরাই কি যে নাম ছিল মিন রয়াকারেলের? ও হারি—এখানে ওয়ার্কস্টার। অষ্ট্রেল লগায়ে এলাকায় ওয়ার্কস্টারের কি ছিলো? সে কিছু, অন্য পেরেছে? অতো অনেকে যার তীব্র পেরে ওয়ার্কস্টার উঠে।

ওর মনে পড়লো মিন রয়াকারেল বলেছিলেন একুশ কিছু। না কি সেই মেরোটিটি বলেছিলো? ও অজানল এটা ছিল হরে হয়। কাজিরিয়ানের তথ্যটা এলাকায় ওয়ার্কস্টারের যে যে বিষ্ণুর ছিলো। এবং লে হারি সেটা সাহায্য নিয়েছে ও বিধীয়। মিন মার্প্লের অভাব করলেন এলাকায় ওয়ার্কস্টার সরকারের সাথে আবার কিছুও কাটে বিচার করে। অব সেটা বড়ই অজানল কারণ মেরোটিটি ছাড় লোকের বিশেষ ব্যাপারের নিজস্ব।

মিন মার্প্ল, মিন রয়াকারেলের কথাই চিহ্ন করতে লাগলেন। বললে যা ছিলো ও যা পর্যায়ে নেই। মিন মার্প্ল নিজেও অন্যান্য মুল পাঠাতেন না। মিন রয়াকারেল ইল্যাশনের সব যুক্তিবাণীই ইতে কালো মিনে ফেলেন মদিনা দিল্লী।
পারদর্শন। অর্থাৎ একেবারে কেনা সম্ভবই নিশ্চয় না—নিশ্চয় না। কারণ, কেননা প্রাচীন লিখনের মত কাজ করেন। একটা জেনে দেওয়া যায়। মিরাজ মাদারের মনে পড়ছে, কারণ—
যে খাঁজ থেকে ঘুম উঠেছে এক আধার দেখার পাশাপাশি রাতে তার কাছে ছুটে গিয়েছিলে।
হাঁ, মনে পড়ছে, তিনি একটা পোলাপ্ত উন ধারার ভাষায় রেখেছিলেন।
পরে মিয়া মাপ্যল কথাটা মনে পড়ে হেসেছিলেন—কিন্তু কেন গলে তিনি হাসেন নি।
মিয়া মাপ্যল বলেছিলেন মঃ রায়ফারেল তাই ই করেছিলেন।
আহ। সব ব্যাপারটা হারানো উন্মোচিত ছিল না। বন্ধনীর কথা তিনি অবশ্য তার ভাবো। পিতা তখনকে বলেছিলেন।
কারণ তারা তারা সব না করেছিলো। এই না? এরপরেই মিয়া মাপ্যল আবে আমে শেখেছিলেন, রেচার মঃ রায়ফারেল, আমে করো তিনি বোঝা করেব কাজ কর নি।

সমর্থন না। তার চারপাশে হরতা উদ্ধৃতির চিত্রিতসরণ ছিলো—
হেমন মুঠের হরতা ও হরতা ওরের সহায়তা করেছিলেন করাও হয়।
কারণ করার কিছু বিন্যাস তখন ছিল।
সব গাড়ো করেছিলেন তিনি। সারা সাহসী মানুষ।

সাহসী মানুষই। ওর মুঠের দুঃখ পেলেন মিয়া মাপ্যল। যাইহো তার
বস হেরেছিলো। তার তিনি অবশ্যই ছিলেন—না। তার মুঠের পুরী
কথা হারিয়েছে। তার কোন চারিত্র অবশ্য তাই মঃ রায়ফারেল ব্যাকলার
করে কোন ছিল। তার মনে হলো: ছুটি সকল নির্মাণ। তার প্রবণ পরামর্শ।
আকাশ করে এই প্রবণ কর্তৃন।
কিন্তু—একজন ভালো মঃ—তার জান
নের অভাবের লক্ষ্য ছিলো সত্যন্ত্র কেথা তিনি রাতে প্রকাশ করতেন
না সংক্রান্ত ভাবে।
মিয়া মাপ্যল হারে প্রকাশ করতেন।
তার একন্তর সন্নিক্ষু করে চেনকার ভাবের কেষেই রাখা হয়।
মিয়া মাপ্যল একে জানেন না মঃ রায়ফারেল বিরাহিত ছিলেন কি না।
তার বেঁচে আছেন কবাঃ তিনি প্রকাশ করলেন।
একাকী? তার প্রকাশ জীবন একাকীত্বে কথা ভাবিয়ে সময়
ছিলো না?
আরুন্ধতী দারুণ কর্ণ। তার পরে কেউ কিছু বিচ্ছিন্ন মনে করতে না। এবং আমি নেমে পড়ছি। এর কারণ তিনি প্রকৃত অর্থোবান ছিলেন। হাঁ, নিয়মটি নয়। তার মহেন্দ্র তো তার সেন্টারই আর ভালে-কর্ডারই, এক মহা মালিকানার। সামাজিক ছাড়া তিনি যদি একটা চেষ্টা পারেন না।

এই ধারণাটি একটি সমস্যা প্রাপ্ত। ছিল বলে মন মার্প্লের মন হলো। মন রায়ারেলের মাঝে মাঝে তার প্রতি নির্ভর হতেন। তবে লোকটি কি অর্জন করতে বলে মনে হয় না। আর তাও কর্ম হলো, আবার নিজের রায়ারেলের আমন্ত্রণ ধরে।

'আমি ও কি আর অন্য কেউ করে যে অন্যক নেবে না', রায়ারেল বলতেন, 'আমি ও সেটা করে। অবশ্য কাজটা ও তালিকা করে।'

মন মার্প্লের ভাবনা লোকটার নাম কি জাতসন?--না জন্ম না। কি নাম রায়ারেলের কাছে ছিলো? আর একবারই হবে। হবে? কিছু যেন মনে হয়, হয়তো তা নয়। কারণ মনে রায়ারেল পরিবর্তন চাইতেন। তিনি লোক জনের চালতলা, তাদের মুখ বা কফিম্বরে ক্রম হয়ে উঠেছেন। ব্যাপারটা অনেকরূপ করেন মন মার্প্ল। এমন কারণে মাঝে মাঝে তাই মনে হয়—

বিশেষত এর এই সুমধুর, মনোযোগী শাস্ত্রী কফিমবারের সােনিক সহজে।

মন মার্প্লের মন আঠাল ফিরে গেল মিন রায়ারেলের বিচে—আর সেই আর্জন না কি কেন লোকটার নাম? না, জন্ম না। একবার রায়ারেল শুও হবে, আর, আর সেই সেন্টারীর কি যে নাম ছিল মিন রায়ারেলের? ও হাঁ—এসমৃদ্ধ পর্যালোচনা। আক্ষর লাগছে এলাকার ওয়ারারের কি ছিলো? সে কিছু, অর্থ পেয়েছে? এতাদিনে তার অধীশ পেরে বাজার উচিত।

এর মনে পড়লে মিন রায়ারেল বলেছিলেন একবার কিছু। না কি সেই নেপথ্যিটি বলেছিলো? ও আক্ষর একে চূল হয়ে যায়। ক্যামারাবারের প্রতিভা এসমৃদ্ধ পর্যালোচনাকে খুব বা বিদ্যমান। তবে সে হয়তে সেটা সামাল নিয়েছে। ও বিদ্যমান ছিলো। মন মার্প্লের বলার করলে এসমৃদ্ধ পর্যালোচনা সম্ভব আর বিন্ধ্য কাজকে বিরত করতে। তবে সেটা চূলে যে জনক কর্ম তেজটিকে চূল লেজতে বিদ্যমানে নিয়েছে।

মন মার্প্ল, মিন রায়ারেলের কাছে চিঠ্যা করতে লাগলেন। বৈধে বলা ছিলো, খুব যত্ন নেই। মন মার্প্লের নিয়েও অপর খুশ পাঠাতেন না। মিন রায়ারেল ইংরেজের সন্ন ক্লাসিফাইয়ের কলে বলেন মনে করতে
পাজাতন। আশা তারে দেবে কেন্দে সফলই ফিলা না। কতটা তের হাই?
কিছু কাজ করল কি বলা যায়?—মিলাফো। হাঁ, তারা হুঁষ নিজের
মিরপুকুরের মত কাজ করেন। 
যে উচ্ছন্নে সেখানে করকাটা কচ। আর
তার মতো নিজেরই থাকা উচিত। 
মি মার্পঠের মন পড়লে কায়কি
বিবাহের এক আঁধারে ব্যঝড়িয়ে চুকে 
তার কাছে ছিলো কিছু ছিলেন। 
হাঁ, মনে পড়ল, তিনি একটা গোলাপী উল মাঝার জাদুক রেখেছিলেন।
উক্তটাকে তিনি কাঁপের মত মাঝার জাদুকে রাখার ম্য রাখার কের হয়েছিলেন। 
পরে মি মার্পঠের কথাটা মনে পড়ল হেলেছিলেন—কিন্তু তিনি কাজ করেছিলেন নিঃ। 
মি মার্পঠে বলেছিলেন ম্য রাখার হাতেই করেছিলেন। 
আজ সব ব্যাপারটাই বাড়ি উজ্জ্বলান্ত ছিলো। 
ঝন্ডাটার কথা তিনি অবশ এর ভাইপ্রায় তিনে জনক বলেছিল। 
কারণ তারা তো এখন না করতেই বলেছিলো, হাঁ না? 
কারণ আমার মি মার্পঠে আঁধার অন্তত বলেছেন, বেহার ম্য রাখার, আশা কর তিনি বেশ ঝাড়া কোথা পেয়েছিলো 
নিঃ।

সত্যই না। তার চারপাশে হস্তে উইকেবের চিক্ষক ছিলো—
শের মুহুর্ত ও হস্তে ওষুধের সাহায্য করানো হয়। 
কারিবিযাঁরের হিসে বিনমুলেতেও তিনি দাঁড়ি কুছেছিলেন। 
সব সময়েই চাকচিত্ত করবেন তিনি। 
সাহাসিয় সাহাসিয়। 

সাহসী মানুষই। ও মূঢ়তায় দুঃখ পেলেন মি মার্পঠে। 
যাবে এর কথা হস্তিকৃত। 
আর তিনি অস্ত্রাত্ত ছিলেন—এবং তার মূঢ়তায় পুথিধী 
কথা হারিয়েছে। তার কোন ধাপ অক্ষো নেই ম্য রাখার ব্যবসার 
ফ্রেটে কেবল ছিলো। 
তার মনে হলো খুব সত্য নিম্নলিখিত। 
আর প্রতিভ পরাম। 
আত্মকরণ করেই পছন্দ করবেন। 
কিন্তু—একজন ভালো সধু—আর এর 
নের অন্যদিকে লুকানো ছিলো সত্যের দেখা তিনি বাইতে প্রকাশ করবেন 
না সত্য ভাবে। 
মি মার্পঠে দেখে প্রকাশ করবেন। 
আর এক এক 
সময় করে চম্পার মার্পঠের করটি রাখা হবে। 
মি মার্পঠে এর জন্য 
ম্য রাখার বিবাহের ছিলেন কিনা। 
শা বা একতারের কথা তিনি 
দেখেছিলাম। 
একাকিয়। এর কর্মময় জীবনে একাকীত্বের কথা ভাবার সময়
'ভালো না?'

সুললম বিছেলে মূঢ়তায় মি মার্পঠে ম্য রাখারের কথা তারে তারে  
যেন মেলেন। ইন্দোনেশীয় কীছে তার নেতা দেখে তিনি আজে জানবেননি।
চায় দেখাও হাসি। অন্ধ মাঝে নাকে তার মনে দৃঢ়া জ্ঞানান্তর যতই করলে তার যোগাযোগ রয়েছে। সুন্দরের যদো কোথায় কেন একটা অবশ্য বোন-সূর্য রয়ে পেলেন।

“আমাদেরই, কথা মনে পড়ে আপন মনে বলে উঠলেন মিঃ মার্পোল, আমাদের ধূসরের মধ্যে নিম্নতার কোন বোনসূর্য নেই?“ তিনি, মনে মার্পোল, কথাকে কি নিম্ন হে পারেন? “অন্ধকার ব্যাপার”, আমার কল্যানের মনে বললেন মিঃ মার্পোল, “একথা জানে তা ভাবিনি। আমার বিষ্ণুল, আমি নিম্ন হতেও পারি...”

বরজার কোনে কোলো। চুল কোন মাঝে ব্যাপারে হল। চেঁচিয়ে যেখান আছি। সে বলে উঠলো, “কিছু বললেন?”

“নিম্নে মনে কথা বলাছিলাম”, মনে মার্পোল জবাব দিলেন, “ভাবিছিলাম আমি নিম্ন হতে পারি কি না।”

“আপনি?”, চোর জবাব দিলো, “কথনও না! আপনি করুণাময়ী।”

“গেলেও”, মনে মার্পোল বললেন, “কারণ থাকলে আমি নিম্ন হতে পারি।”

“কি রকম কারণ?”

“নামের প্রয়োজন”, মনে মার্পোল জবাব দিলেন।

“স্থলে গাঁটি হস্তক্ষেপের ব্যাপারে আপনি হয়েছেন”, চোর জবাব দিলো, “একে বিড়ালনানাকে খোঁচাতে দেখে আপনি বেঁধে যান আমি কল্পনাই করে পারিনি। ও ধারা ভর পেরেছিলাম। জেলটা চুলে পারেনি ব্যাপারটা।”

“ও আমি কি বিড়ালের আর খোঁচারিনি?”

“মানে, অন্য আপনি কাছে থাকলে নয়। আমার ধরনে অন্য জেলের ভর পেরেছে। আপনাকে মাঝে নিরীখ দেখালেও মাঝে মাঝে কেরকম সিংহরি মৃদুরতি ধরেন, তাতে—।”

“সত্য?” মনে মার্পোল বললেন, “আমার তো মনে হয় না এরকম ব্যবহার করেছি।”

বাগানের মধ্যে হাতার সময় সময়ের দিকে কথাটা আমার ভাবলেন মিঃ মার্পোল। একটা বিরুদ্ধ জগতে মনের মধ্যে তার। হরতো একটা চায় লিখা করাই। জরুর তিনি বারবার বললেন তিনিও পথের ফুলাই পাল্লে করলে। সত্য হদুদে, চেঁচিয়ে বললেন মিঃ মার্পোল।
বাগানের দৌড়ে অপারে পাঁচ থেকে বেল হলো, 'যাক করেন।'

'আমি নিজের মনে কথা বলছিলাম', রোজিঙের বাইরে লক্ষ্য করে বললেন মিস মার্পল।

তাকে তিনি চিনতে পারলেন না অথচ সেট মেরি মাঝের সকলেই তিনি চেনলেন। এই জমায়েলার মেয়ে বললে, তবে বর্তমান অপর নেশ মনজুর উইজের প্রতি পারে মনুষ্য আরো না। সেই আরও আছে হলকা সবচেয়ে পুলিশের তার স্বাক্ষর।

'আমার ডম, এ বরসে এটা হয়', মিস মার্পল আবার বললেন।

'আপনার বাগানটা দেখে', অন্য মহিলাটি বললেন।

'একন আর তোমার নেই', বললে মিলেন মিস মার্পল, 'যখন নিজে কেন্দ্র পাতার—'

'আপনার মনোভাব বুঝা যায় না। অব সকল কিছুতে গোনের বাগান সকলের। সবার হোক কাউকেই রেখেছেন আপনি। এরা কাপে কাপে চাও গিলে কাজ কিছুই করে না। মেজাজ খারাপ হওয়া প্রায় আমি নিজে বাগান ভালবাসী।'

'আপনি এখনই থাকবেন?' আপাতের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন মিস মার্পল।

'না, মিলেন হেসেসন নামে একজনের সঙ্গে তুমি। এরা কাবেই এলে হলে আপনার কথা শুননি। আপনি মিস মার্পল রাই না?'

'ও, হাঁ।'

'আমি এরোগুলো সকল—বাগান পরিচালকারিণী হবে। আমার নাম বাউলেট, মিস বাউলেট। এখনে সেন কিছু করার অর্থ নেই', মিস বাউলেট বললেন। অর্থ আমি কিছু অন্যা কাজও করি, যেমন কোনাকাটিও। আপনার বাগানের কাজে দরকার হলে এক ঘটা কাজে বাগানে পারি। আমি মিলেন হেসেসনের কাজ করি।'

'বেল তো', বললে মিলেন মিস মার্পল।

'তাহলে চল', বললে হেসেসন মিস বাউলেটের চাপ মিস মার্পলের আপাত-মনো একটি অধিক করে নিয়ে। একপাশ বিদ্যমান বললেন তিনি।

মিলেন হেসেসন? মিস মার্পল কোন হেসেসনকে মনে করতে পারলেন না। কোন পরিচিত কেউ না। হঠাৎ ফিরাটের রেডোর না বাজিতেলার বেল। একটি বাজারে মিস মার্পল বাজির বিশেষ করে বললেন। এর মন আবার নিজ...
চাফায়ার মিন রায়কারেল। যে রাজের ভাসবান আহারটি সত্য বড়ো কঠোর ভাষায় ছিলো। কিন্তু মিন রায়কারেল যিনি অমরিক মানুষ ছিলেন। কিন্তু না, মন মার্গে স্বাভাবিক হিসেবে ছিল না।

হলতো আর মিন রায়কারেলের কথা তিনি স্বাভাবিক না। হলতো টাইমসে অন্য একটি পারিচিতিগুলো ছাপা হয়ে। এবং এটি যা হতেও পারে। লোকটি ঠিক মিথ্যা ছিলেন না। শুধু প্রচুর অণুমান। এবং সের খাঁটো ছিল না। তিনি বললেন কোন প্লেনের মালিক না। শুধু সারা জীবন নানা—

হলতো আর মিন রায়কারেলের কথা তিনি স্বাভাবিক না।

চাই। সাঙ্কেতিক অংশ নিষ্ঠার।

মিন রায়কারেলের মুখ্যক প্রায় এক সপ্তাহ পরে মিন মার্গে প্রান্তরের ভে যেকে একটি চিঠি প্লুলে সেটা খোলার আগে অনেকক্ষণ আক্রে ছিলেন। একে আগের দুটো চিঠি ছিলো দুটো বিনল। এটা হলতো অন্য কিছু।

চিঠিটির চিহ্ন তিনি থিক ছিলেন। ভাসবানের সফটি কেনকে যদি করতে নিঃসংস্কৃত। মূল্যশীল কোম্পানী মেসাজ এভাবে ও স্পর্শের কাছ থেকে। এরা আর কিছু বিনের সঙ্গে আগামী সপ্তাহের বে-কেন যদি মিন মার্গকে তারের অন্যকে সাফল্যের অন্যরূপ সামাজিক ছিলো। ব্যাপারটি তারে অন্যক্ষে।

বুধবার সন্ধ্যে সাবধানের চেম্বরে বললেন কিছুও ছিলো। তারা তারে পায়েন। তারা বললেন সামাজিক ছিলো।

মিন মার্গে একটি বাংলা পায়ে হু বুঝতে টাকালেন। যাতে তারের চিঠিটির কথা তারের প্রাক্তে তিনি ছলে চোখে লালালেন। যদি তারে সাফল্য ছিল।
নিজে নামক সাহায্য করলে। সে কাঠামোই কোথাও ছিলেন সাহায্য করার জন্য।

'আমাদের জুটি দানের বাদ হয় তো চেষ্টা', মিন মার্পল বললেন।

'করতেই হবে, মিন মার্পল বললেন এবং ধরে দিয়ে চেষ্টা', আজকাল ঝালোনাটুকু পুরু কর মেলে।'

'প্রশ্নের জন্য ধানাবান', সাহসীনী পা ফেলে বললেন মিন মার্পল।

'কি হয়েছে নাকি?' চেষ্টা আনো চাইলে, 'আমাদের একটু কেমন কেমন করতে হচ্ছে।'

'না, কি আবার হবে', মিন সবধান ছিলেন মিন মার্পল, 'আমি একটা সালিসিটির কোম্পানী থেকে অন্তর্ভুক্ত চিঠি পেরেছি।'

'আমাদের বিরতে কেউ মামলা করতে নাকি?' সালিসিটির চিঠি মানেই একক চিঠি ভেঙে নিয়েছেন চেষ্টা বললেন।

'ওঃ না, তা মনে হয় না', বললেন মিন মার্পল। 'ওঃ ওঃ আমার সাহায্য করতে বলতে ভেঙে দেন কেনে? কেনে না করতে বলতে।'

'মার্পলের চেষ্টা করলে চেষ্টা না দিয়ে গেছেন', চেষ্টা বললেন।

'সেটা হওয়ার অস্ত্র, এমন চিঠিটি বললেন।

সেলাইকের জিনিসপত্র বসে বেঁধে দেলেন ভাবলেন মিন মার্পল মিন রানারেলের পক্ষে 'যার জন্য চাইলেন বিবে বাথায় সম্ভব কিনা। কিন্তু তা অবশ্যই না, মিন রানারেলের সে ধরণের মানুষ ছিলেন না।

কিন্তু এই হাত পক্ষে কমলে যায়ও সম্ভব হবে না। মাহিল সাহায্য এক অনুষ্ঠানে তার যোগদানের কথা ওঁহারে। তিনি পাই পরের সম্প্রতির একটা নিশ্চিত ঝিলেন চিঠি ছিল কেন তাদের জন্য চেষ্টা পরে গেলেন। তিনি পরে বায়ে চাইলেন তরাইব আর সংশ্লিষ্ট কেমন মানুষ। চিঠিটার সহ করেছিলেন সে, আর খররিব। তিনিই সহজেই প্রথম অংশে যেন। এটাও হতে পারে, মিন মার্পল না বলেন, মিন রানারেল হয়তো একে ছোট কিছু, মিন হিসেবে দান করে দেন তার উইলে। হয়তো কিছু, বই বা তার পাঠগারে গায়ে কোন হচ্ছে প্রয়োজন নাও হলো। অথচ তার কেন প্রিয়াটাচার্যের ব্যবস্থা এক যোগসূত্র করা আনখার। কিন্তু নিজে কিছু কিছু, তাদের তিনি। কারণ একক হলে তার ভাবে যাবার মাত্রই টাকা পাঠকে দিতেন, ও সাক্ষাত্রাগুণী হতেন না করেই।

'বেশী থাকে', মিন মার্পল বলে উচ্ছল, 'আলামার সমস্যারই

১১
এনকে পারলো।”

“তল্লাহিলা কেমন হয়েন তারাঁ, মিঃ শরীরব কথাটা মিঃ সংস্কারের নিকে তাঁকে বললেন।

ঝাড় পনেরো মিনিটের মধ্যেই উঠি আসলেন, মিঃ সংস্কার জানার ছিলেন।

টিক সময়ে আসলেন কিনা কে জানে?”

“ঢুঢু আমার মনে হয় আসলেন। তালাকিলা বললো। এককার জেলে রাখলেন চরে অবশায় সৌজন্যের ওর বেশই।”

“মাটি না রোপা কে জানে?” মিঃ সংস্কার বললেন।

মিঃ শরীরব মাথা নাকলেন, ‘ক্যান্স না।’

“মিঃ রাকানেল তোমার কাছে ওর কথা কিছু বললেনন? ’ সংস্কার প্রক করলেন।

“ওর সম্মতে তিনি বরাবরই চাপা ছিলেন।”

“বর্ব ব্যাপারটাই আমার কেমন অস্থি লাগছে। এসবের অংশ কি বাচে জানতে পারেন।”

“এটা হয়তো”, চিন্তার সুরে মিঃ শরীরব বললেন, ‘মাইকেলের কোন ব্যাপার হবে।’

“কিঃ এরা বছর পরে। হতে পারে না। তোমার মাথায় এটা আপলো কেন? উঠি কি কিছু —।”

“না। তিনি কিছু বললেন। শব্দে, বহুল জানিয়েছিলেন।”

“রেখে নিকে বোধহই একটু মাথায় ছিট বেধা ঘিরেছিল ওর, তাই না?”

“কথাগুলো না। মনের বিচ থেকে সমান চেনেন ছিলেন। ওর শারীরিক অশান্তি মানসিকের আক্রান্ত করেন।’ শেষ ঘৃণায় তিনি বাড়ি দে, হাবার পাইতে আর করেন।’

“এর অক্ষুত কথা ছিলো।” মিঃ সংস্কার প্রক সব বললেন।

“বর্তমান আধুনিক মানসিক। দুর্গতির বিষয় একটা বেশি হয় না।”

চৌরঙ্গী বেল বাড়িতেই রিসিভার ফুলে নিলেন মিঃ সংস্কার।”

এক মহিলা ধরে পড়লো খেলো, “মিঃ জেন মায়ের কথা মাত মিঃ শরীরবের সাথে সাক্ষাৎ প্রাপ্তী।’

“ভিতরে পাইলে মিঃ”, মিঃ সংস্কার জানার ছিলেন। ভারপ্রবণ বললেন,

“এইসবই বেশ বাচে।’
মস মার্প্ল পরে পুড়েটেই ধ্যানবর্ক, কুষ্ণ একজন তুষ্ণাক তাকে অজ্ঞাতা আনায় উঠে চোখালেন। নামকে টিনি মিঃ ট্রাভার। তার সমুদ্রে মেঘমূল এক অর্ধে রয়েছে। তুষ্ণাক মাখার সূঁধর্ত কেন তার হচ্ছিল তাকে।

'আমার অপ্রীতি, মিঃ সুনাটার', মিঃ ট্রাভার পরিচালিত বলেন।

'নিচে উঠে আপাত ফাঁক করিহ হয়নি?' মিঃ সুনাটার বলেন। মনে
মনে দেখান 'হাতার দর্শন সতের কম নয়।'

'উপরে উঠে গেলে রামবর্ধ হাঁক থেকে আমার।'

'এ বাড়ীটা কিন্তু পেয়েনো আসলের', মাফ চাইবার ক্ষীরতে বলেন মিঃ
ট্রাভার, 'এতধুলে লিখটে নেই।'

মিঃ সুনাটার একটা চেয়ার এর গায়ে বিশেষ মিঃ মার্প্ল তাতে বসে খ্যাতবাদ
আনালেন। তিনি অন্যায় মত বসেই বইলেন। মিঃ মার্প্ল পরিচালিত হয়েছিলেন
খালক হুইডের পেশাদার, একটি হলা নমুনার মালা আর হ্যাট শব্দের কান-
বিচিত্র তুল। মিঃ ট্রাভার আপন মনে বলে চলেছিলেন 'বেশ ভালো মানস
মনে হচ্ছে। মনটা নরম হবে হরতো, তবে খুব তাকাট নয়। আপ্রাস্ত
হচ্ছে, মিঃ রায়কারের সঙ্গে ও কেবার আলাপ হল। কারা 'পিসাঁ
গোচরের হবে হরতো?'

ব-একটি আবহাওয়া সম্পর্কে কথাবার্তা পরেই মিঃ ট্রাভার আসল কথার
আমার চাইলেন।

'আপনি হরতো একটি অভাব হচ্ছে। বাই হচ্ছে, মিঃ রায়কারের মন্ত্র
সংসার আপনি হরতো শুনে থাকবেন বা কাগজে সংবাদ পেয়েছেন।'

'কাগজে দেখেছি', মিঃ মার্প্ল বলে বলেনন।

'আমার ধারণা তিনি আপনার বর্ণনা ছিলেন।'

প্রায় বছরের অধিক আগে ওর সঙ্গে প্রথম দেখা হল আমার', মিঃ মার্প্ল
বলে বলেন, 'ওয়েস্ট হিতেজ।'

'ও, মনে পড়ছে। উনি সেখানে ম্যায়া উচ্ছেদের জন্য গিয়েছিলেন। এবং
উনি তেজ অসুস্থ ছিলেন, অন্ধকার বড় হয়।'

'হাঁ', মিঃ মার্প্ল বলেন।

'আপনি তুমি জেনে করেই কিছুসমূহ?

'না', মিঃ মার্প্ল উঠে বলেন, 'চেটা বলা ঠিক নয়। একটু হেটেরে
আসার দুঃখেরই আত্মাল ছিলো। যাকে ধাবে আমাদের কথাবার্তা হয়।
ইংলিশে বিশেষ আসার পর আসারের নাকাফত করুচি। আল্লায় গ্রামের দিকে

নাম, কথার আগে উনি আমাদেরদের একটি রাক্ষস বলেছেন।

'হ্যাঁ, প্রথমে, হ্যাঁ প্রথম কী আপনে সবাই যাকাতে একটি চারাতের পেছন' কহিলেন মহানিদ্রা ছায়া।

'সেটা দলরেখা দেই হয়েছিলো', যে মাস্তাল করেন ছিলেন, 'আমি বলেছিলাম, তিনি একটি আলাপের গল্প ছিলেন।'

'আমি বলি না আপনার কোন ধারণা আছে কি? বড় হয়েছিল একটি কৌশলে আপনাকে কখনও কখনও বিমিত হুলিয়ে দিয়েছিল বিদায়,-মানে, আমাদের যে প্রভাব করতে চায়, তার জন্য আমি চেষ্টা করেছি?'

'আমার ধারণা নেই', মিস মার্বেল বললেন, 'মিস ব্রাকোশিরা কি বড় প্রভাব আমার কাছে করতে পারেন। এটা খুব অন্যায়াত্মক হবে হয় না।'

'কিন্তু আপনার সম্পর্কে এই ধারণা হুবই উচিত ছিলো।'

'এটা আমার সমস্ত এবং সেটা অনুমোদিত। আমি একবার সাধারণ মনে ছিলাম।'

'যদিও পালনের শাস্ত্রী করি উনি জ্ঞাত করেন দিশেবেই মারা গেছেন।

রাতের ধরঞ্জয়ের প্রথমে তাইও সব। মায়ার চেয়ে আপনি তিনি সব ধারা পেরিয়ে গেছেন দিঃ এখানে আর অন্যান্য দাতরের মাধ্যমে।'

'এটাই আমার শক্তি করতে হবে আমি, যে টাকাকর ব্যাপারে জানার সাথে থেলা না', মিস মার্বেল যাত্রা ছিলেন।

'আমাদের এই সাধারণের উদ্দেশ্য হলো', মিস প্রথম বললেন, 'আমার

টিউ নিম্নের কথায় আপনাকে যাত্রা দেওয়া দে, আপনার জন্য কিন্তু টাকা

রাখা যায় না এক বার প্রচেষ্টা করেছেন আপনারই হবে। অন্য একটি কোন

এক প্রতিধ্বনি আপনি গ্রহণ করবেন কিনা নেই পরে যাশকে, সেটা আমি

আপনাকে আমার জন্যে দেবেন।'

মিস ভারবিন কর্মের উদ্দেশ্য থেকে একটা পর্ব জানা তুলে নিলেন। শামাটি

পেলে মাস্তাল ছিল। সেটা তিনি মিস মার্বেলের ক্ষেত্রে এমনে গোটা করেন।

'আমার তথ্যের প্রথমে ব্রাকোশিরা এক প্রতিধ্বনি করে যাত্রা বের করে তিনি

পড়ে নিলেন। হাসতে প্রথম সারে কোনও এক পর্ব আমাকে নিয়ে তারাটরে মাত্র লাগেন বিকল্প ও তুলে আনা।'

যা নিশ্চয় মিস মার্বেল।

সর্বদা ধারা ঝুলে-ঝরে-ঝরিয়ে করা রাক্ষস

েবে করে তিনি পড়ে নিলেন। তাহার প্রিয় করে যায় এক বার আরও

চর্চার সময় যে মিস মার্বেলের ক্ষেত্রে আপনাকে হঠাৎ

'ষে এখানে মাস্তাল কি? এ হয় যদি কোন কি ঘটে কোন নেই?'

শামাটি এমন করে। আলাপকে নিয়ে যেতে আমার এসে আলাপযোগ্য...
জুলি নিচে আটনার প্রাপ্ত অংশ আর্কের বেঁধা। সেটা না কর আমার কিছু হাতের পাকা।

মিঃ মার্শল অবাক হয়ে আক্ঁাদিত করেন। বিশাল হর গাঢ়কুলাল হলো না। মিঃ মার্শল কিছু না বলে মুখ দেখে জল করে চালেন। তঁর আক্ঞ হওয়ার বাগানটা বাড়ি। তাই এক কিছু পুনর্ভাবন মিঃ মার্শল আরামে করেন নি। মিঃ মার্শল অবাক হয়ে ভাবেন অনিয়মের কোন কিছুই কি বলবেন।

'এ তা অনেক ঠাকু', একটু অন্ধকারের সময় বলবেন মিঃ মার্শল।

'আমাকের ঘটের মতো নয় অথবা', মিঃ মার্শল বলবেন ( কেটে বলবেন না তা হলো আমাকের বললার পূর্বের ছানার থেকে। )

'স্থিতি করালেই হবে আমি খুবই আমার হয়ে গেছি', মিঃ মার্শল বলবেন। কাপড়টা নিয়ে আরেও একবার পড়বেন তিনি। সারাপো বলবেন:

'আপনি কিছুই দেখার কথাটা জানেন ?'

'হাঁ। মিঃ রায়কারেল নিজে আমাকে বলেছিলেন।'

'কেন ব্যাখ্যা করেন নি ?'

'না, তা করেন নি।'

'আপনি আমা কই সেটেস্ট করার কথা বলেছিলেন', মিঃ মার্শল সাদামা নিক্ষেপ করেন।

মিঃ মার্শল মদ্য হাসলেন, 'ঠিকই বলেছেন। আমি বলেছিলাম আপনার পকে হরতো এটা বলে এটা কাছ হবে তিনি ঠিক ফি বলবে চান।'

'ভাল অস্থায়', মিঃ মার্শল বলে উঠলেন।

'আপনাকে ঠিক এখনই বলুন দিৎ হবে না', মিঃ মার্শল বলে উঠলেন।

'না', মিঃ মার্শল উঠে দিলেন, 'আমাকে এ নিয়ে ভাববে হবে।'

'আপনি আমার কেন বলবেন এ অনেক ঠাকু?'

'আমি বলে, মিঃ মার্শল জানালেন, 'আমার বরস হয়েছে, হয়তো এক বছরের শেষে টাকা নেবার চেয়ে আমি বেঁধে নাও ছাড়তে পারি, 'বলেছ কেন রকম পথিতে সেটা প্রশ্ন করতে হবে?'

'কেন বলবেন ঠাকুর বাধ করে না', মিঃ মার্শল বলবেন।

'কেন কেন বাড়ার প্রস্তাবের হয়ে সহজে লাগতে পারে', মিঃ মার্শল বললেন, 'তাহাড়া আনরাও আমি রাদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছু হল। তাহাড়া অন্ধকারের কাছ না, একটা করে থাকা সবকে ইচ্ছু থাকতে প্রচে রুঞ্জিয়ে ফেলতে পারেন না।' মিঃ রায়কারেল সত্যতা তালো তাকেই
আমাদের হাত এর কিছু করতে পারলে কোন ব্যক্তি করা পক্ষ হয় আমার ব্যাপার হতে পারে।

'সত্যই তাই', মিস মার্শ বললেন, 'আমাদের বিবেশ স্বপ্ন, কি বলেন? আজকাল সমস্ত ব্যবস্থা রয়েছে। 'হায়ত্রা, নাটক, সহানুভূতি—'।

'আমার বাধাই অন্যায়ের চেয়ে কিছুই পরিলক্ষিত হবে', মিস মার্শ বললেন। 'উদিল পাথ্য আজকাল বড় একটা মেলা না আর হামল বেশি—। হয়তো কোন অপরাধের কোন একটা কেবল পারি। কিছু এরকম নাড়ে কথা আনাগত থাকে। ধামায়ানা আমি নিয়ে চলাচল—চিন্তা করতে হবে। বাজারেই, কেন যে মিঃ রাখারেল এ ধরনের প্রভাব করে গেছেন, আর কেনই তা ছাড়িয়ে আমি তাকে সাহায্য করতে পারবো, এ ব্যাপারে আপনি কোন আলোকপাত করতে পারবেন না? তা নিজেই আমা ছিলে। একদিন রে গেছে, আমাই আরও হারাসও হবো, আমার সেই আপনের বাণিজ্যিক হয়তো নেই। উইন বেশ বুঝিনি নিতে চেয়েছিলেন। এ ধরনের আত্মকর্তার জন্য তো আরও যোগা মানুষ ছিলো?

'কোলাহল বলতে গেলে তাই তো মন হয়', মিঃ ব্রাদর বললেন, 'তবে তিনি আপনাকেই মনের করে গেছেন। মাপ করলেন কথাটা একটা বলো কোটুতুল বলে মনে হতে পারে।—মানে, কি বাংলা, আপনি কোন অপরাধের ব্যাপারে যা কোন অপরাধের অস্তিত্ব অবজ্ঞা পড়েছিলেন?

'সাধা কথা বলতে গেলে বলতে হবে হয়, না', মিঃ মার্শ বললেন, 'পথে কোন ব্যাপার নয়। কোন কালী আমি কোন দিকেরকের পেশার বা কোন গোষ্ঠী সংস্থার সঙ্গে লিখে থাকি। আপনাকে আমি ব্যাখ্যা করে বললে, এটা মিঃ রাখারেলেরই করে যাওয়া উচিত ছিলো। আমি শুধু একটিই ভাবে পারি, আমাদের উহাড় ইতিহাসে তাকার সহায় মিঃ রাখারেল আমার আমার বলোন এখনে ঘটে যাওয়া এক অপরাধের সঙ্গে কিছুটা যোগাযোগ ছিলো। এটা ছিলো এক অধীন আমার খুব জটিল বদনা জন্য।'

'আপনি আমি মিঃ রাখারেল সেটার সমাধান করেছিলেন?'

'ঠিক সেকথা বলবো না', মিঃ মার্শ বললেন, 'মিঃ রাখারেল এর বাণিজ্যিক করে আমি আমার নজরে পড়ে করেকটা নাশ্বার সৃষ্টি প্রায় করে প্রায় ঘটে যাওয়া চিত্রক একটা ধুমল ব্যাপার রোধ করে। সেটা আমি একবার পারাত্মা না করার পারিস্থিতিক মিঃ রাখারেল একাড়ী পাররেন না করার তিনি পার, ছিলেন। যাই হোক
আমরা কত্তেই কৈছেই একসঙ্গে কাজটা করেছিলাম।

'আমার পরে একটা থেকে আমাকে কাজ দেও, মিস মার্পল। 'নিজেটি' কথাটা সবচেয়ে আমারকে কিছু মনে হয়।'

'নিজেটি,' আমি বললি মিস মার্পল। অতী কোন প্রশ্ন হয়নি না। ধরে নিলে একটা হাসি হুঁষে উঠলে ওর মুখে। 'হায়,' তিনি বললেন, 'কথাটা সবচেয়ে কিছু মনে পড়ছে। এটা তখন আমার কাছে কিছু অর্থ বহন করেছিলো, মিস রাইকারের কাছেও তা। কথাটা আমিই তাকে বলেছিলাম, আমি নিজেকে ওই নামে অভিহিত করার উদ্দেশ্য মনে উপস্থাপন করেছিলেন।'

মিস রাইকার স্টার তাই ভেবে খাকুন এটা ভাবেন নি। তিনি এমন অবস্থায় হয়ে আমাকে ঠিক বমন করে ক্যামিব্রান সাপারের ধরে তার পরিবর্তে মিস রাইকারেল অনুশীলন করেছিলেন। সুন্দর, ক্ষুদ্রতম এক বৃন্ত। কিছু—

নির্ভীক স্টার তাই অনুভব করছেন, নিশ্চয়ই,' মিস মার্পল বললেন। তারপরই উঠে বাড়ালেন, 'এ সম্পর্কে আর কোন নিজের বা কিছু পেলে আমারের বাণী জানানেন, মিস রাইকার আমার আশা ধারণ করছে এ রকম কিছু নেই দেখে। মিস রাইকারেল আমাকে ঠিক কি করতে বলে গেছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্য।'

'আপনি তাই অনুভব করছেন, নিশ্চয়ই,' মিস মার্পল বললেন। তারপরই উঠে বাড়ালেন, 'এ সম্পর্কে আর কোন নিজের বা কিছু পেলে আমারের বাণী জানানেন, মিস রাইকার। আমার আশা ধারণ করছে এ রকম কিছু নেই দেখে। মিস রাইকারেল আমাকে ঠিক কি করতে বলে গেছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্য।'

'আপনি তাই অনুভব করছেন, নিশ্চয়ই,' মিস মার্পল বললেন। তারপরই উঠে বাড়ালেন, 'এ সম্পর্কে আর কোন নিজের বা কিছু পেলে আমারের বাণী জানানেন, মিস রাইকার। আমার আশা ধারণ করছে এ রকম কিছু নেই দেখে। মিস রাইকারেল আমাকে ঠিক কি করতে বলে গেছেন সে ব্যাপারে আমি সম্পূর্ণ অস্বাস্থ্য।'

'না, আমি আগেই বলেছি। বিদেশে আমরা প্রমাণী হয়ে এক কাটাকাটি হিন্দু আর একবার একটা রহস্যময় ঘটনার জড়িতে পড়ি। এই বল।'

বিধার কাছে এগিয়ে দিয়ে ফিরে থাকা তিনি প্রথম করলেন, 'ওর একজন সেক্ষেত্রে ছিলেন, মিসেস এস্টার ওল্টারস। মিস রাইকারেল তাকে পশ্চাদ হাস্যর্পাত দিয়ে গেছেন কি না জানতে চাইলে কি অস্বীকার হয়?'

'ওর ঘাঁটের ব্যাপারটা কাগজে বেরোছে,' মিস রাইকার জানানেন, 'তাকে আপনার প্রশ্নের জবাবে বলছি 'হায়।' মিসেস ওল্টারসের নাম একজন অস্ত্র

মিসেস আইজারসন। উনি আমার বিরুদ্ধে করেছিলেন।'

'নুনে স্থান হয়নি। উনি একটি সর্পে নিয়ে বিদ্যা ছিলেন। আমার

সঙ্গে জুক্তিরিয়ার। উনি মিস রাইকারেলের সম্ভাবন বুঝতেন। চাকার

সবিতাই। আমি প্রত্যেক সে কিছু প্রাপ্ত ঘটেছে।'

এই বিন সম্ভাবনাতেই মিস মার্পল তার নিজের সেই বিনের চোরাটার বলে

মিল-২
কবিতার সহিত ধামাদান আহার হাতে ভুলে নিলেন। আবারও কেন কেনে কেনে কেনে তাঁ বিজ্ঞ সহিত চিন্তানা পড়তে পারে, কলা না কলা?

'সেন্টে সেরি মিছ রানের মিরান কেন মার্ফতকেন।'

এই কথা আমার মুখ্য পর আমার সাহিত্য, কোন কোনের কাছ থেকে আপনি পান। তাঁর আমার মুখ্য অংশের কাছ ছাড়া অন্য বাক্যের ও আইন সংবাদ কাজ হবে থেকে। তাঁর কিছু আইনের।

সাহিত্যের তাল মনে মনের অনুচ্ছেদিত তারো যে গেছে। কিছু আমি তার অনুচ্ছেদিত শেষটাই নি। কোন কোন ব্যাপারে একটা থাকে অনেক, আমরা আমার আপনার মধ্যে আমার মনের মধ্যে সামাজিক কাজ হবে 'নির্দিষ্ট'। আমার মনে হয় না কি অন্যথা আমার কোনো অংশটা আপনি আমাকে বলেছিলেন সেটা ভুলে গেছেন। বৌদ্ধ কর্মচার বিভিন্নের অনেক কোথায় আমি বাকে লিখে কাজ করাতে চাই তার সমস্তে জেনে নিতে চেয়েছি। তার অভিজ্ঞতা যা আমার হাতে চলে না, বা চাই, তা হবে, সাধারণ। কোন কাজ করায় জন্য অসুখাজ ওগন্ধা।

আপনার, হাঁ। আপনার নামের প্রতি বাধ্যতামূলক সাধারণতা আছে, আমার তাই অপরাধ সত্ত্বেও আপনার স্বভাবজ সাধারনতাতে এনে দিয়েছে। আমি আপনাকে দিয়ে একটা বিশেষ অগ্রবর্ধন করতে চাই। আমি আমারের রেখেছি হে, নিরাপ্ত কিছু টাকা রাখা থাকবে যদি আপনি এই অনুপ্রাণ মনে থাকেন আমার অন্যায়ের কুলে এই বিভূষণ অগ্রবর্ধন সম্ভাবনা হচ্ছে এই টাকা সম্পূর্ণত্বে আপনারই হবে। এই ওয়েলার সফল করার জন্য আমি এক বছর নির্দিষ্ট রেখেছি। আপনি আমার যারা মন ধন ধরে। আমার মনের বিশ্বাস আছে, সাধারণত্বে আমার আপনাকে একজন অজ্ঞ বাচিয়ে রাখবে।

আমার মনে কার্তী আপনার রূপকরিতে হবে না। আপনার স্বভাববিনীত আছে, আমার তত্ত্বের প্রাপ্তি। কাজ করায় যা সংক্ষেপিত অর্থ তত্ত্বের সহায়তা বলে আপনাকে কোনো সময়ে পালিতে দেখা হবে। আপনার চরমতার বাণিজ্যের বিকাশ হিসেবেই এই প্রবন্ধ রাখিছি।

আমি কল্পনা বেছেছি পার্থিব এক আদর্শের সমানে আপনি বলে আমি—কারণ আপনি এ কোনো বাড়ীতে আরং ন্যায়বিধি। আমার তা হল অন্য বোধ নয় নিরাপ্ত আপনি সকল কার্যের সাধ। আমি বিবেকের তাতেই তাঁদের পার্থিব এপার্নাকে, নয়ন আপনার তাকার তুলে দেবেই।

৪৯
আস্নাকে সাধারণ এক্ষেত্র বিকে পোশাক পরে অন্যান্য অবশ্য এক্ষেত্রে পালন করা হলো।

আর রাত্রিকালে বর্ষা আরেক আরেক আরেক আবেগ করে ঘুমছে চায়। বাড়ি আছে বাড়ি দোকান চালিয়ে মেথে চাঁদ সেটা বাটো আপনার হাতে। আর বাড়ি সাজের জন্য কাজ করতে ইঙ্গিত হল তালিক আরেক একজন উৎসাহ পানন।

"নায় ধারা করে ধার বার্তিকায় সম
বহতা নরাধম মতো ধার নীতিবোধ—নয়মোস"
এটা কিনে বেঁচের গড়ে বলেই কি আছে? কিছু এটা বিম্বিত করা না।

'একবার তবু থাকলে', আপনি কেন বেঁচে থাকেন? বলে উঠলেন মিঃ মার্পল, 'তিনি নির্দেশ পালন। মনে, পাপল হয়ে গিয়েছিলেন মন্ত্রণ আছে।'

তবে এটা কিবন্ধ করেন না মিঃ মার্পল।

'নির্দেশ আমি পাবোই', বলে উঠলেন তিনি, 'কিছু কি রকম নির্দেশ আর কেন?'

ঠিক তখনই মিঃ মার্পলের আমাকে মনে হলো এটা না ভেবেই তিনি প্রত্যাখ্যান শাস্ত্র করে ফেলেছেন।

'আমি চিনেন জীবনে বিবাসি', বলে উঠলেন মিঃ মার্পল, 'আপনি এখন কোথায় আপনি না মিঃ রায়কারেল, তবে সেসব নেই কোথায়ও চিন্তা না আছেন—আপনার ইচ্ছে পরে করার ব্যাপারে চেষ্টাই করবো।'

তিনি তিন পরে মিঃ মার্পল মিঃ রায়কারেলকে ছোটে এক চিঠি লিখলেন:

'প্রিয় মিঃ রায়কারেল,

আমি যে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তার অবাকে জানাচ্ছি যে আমাকে বেঁচে মিঃ রায়কারেলের প্রত্যাখ্যান আমি গ্রহণ করছি। তার ইচ্ছা পরে করার ব্যাপারে চেষ্টা আমি করবো, তবে আপনি না সকল হবে কিনা। বাণিজ্যিক সফলতা কিছুতে আমাকে আমনি না। তার প্রত্যাখ্যান পরিকার ভাবে কিছুই তিনি রেখে স্বামী। আপনার কাছে কোন নির্দেশ থাকলে আমাকে পাঠাতে অনুরোধ করি। বাধিয়া আমনি তা নেই।

আমার বড় বিক্ষিপ্ত মুখের সময় মিঃ রায়কারেলের মানসিক অবস্থা ম্যাট্রিকই ছিল? আমার বাবাতে, আমি জানতে চাইতে পারি শেষ দিকে ওঠা আবার বাবাদের বা বাবাদেরভাবে কিছুতে কোন অপ্রাসঙ্গিক ব্যাপারে ওঠা হচ্ছিল কিনা। উনি যে কোন অন্য বিচার বা কিছুতে তার বিচার বা অন্যদের প্রকাশ করেছিলেন? ওর কোন অংশে যে কোন ব্যাপারে বশ্বা বা অন্যদের দুঃখ হু ইচ্ছানিত কামে?

আমি নিশ্চিত এসেছি আমায় চাইবার কারণ উপনিষাদের করেছি আপনি।

আমার বিবাস, মিঃ রায়কারেলও এসেই চাইছেন।'

মিঃ রায়কারেল চিঠির সময় আমাকে বেঁচে দিলেন তিনি।
'তাহলে তুমি এই প্রশ্ন করলেন? শুন মেশারাম ধর্ষ'। সন্তার বলে উঠলেন। তারপর একটি ভেবে বললেন, 'তুমি তাহলে ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছু কিছু জানেন, তাই না?'

'আপনাতে চিনি না', মহ রসবি বললেন।

'আমার তো কোন বার্তাই নেই এ সম্পর্কে', তোমার আছে?' মহ সন্তার বললেন।

'না, তা নেই', মহ রসবি অবাক ছিলেন, 'তুমি তা আঁধু চাইনি।

'হঃ, একথা করে গিয়ে সবটাই জটিল করে পেলেন কোনো কথানাই। আমি তো ভাবতেও পারি না গ্রামের এক বুঝি কথায় এক মূসু বুঝতের মাধ্যমে কি মাত্র ঘরের সেটা আনতে পারবেন। সবটাই বিছানি তামাশা আর কি। তুমি হৃদয়ে ভেবেছিলেন বৃষ্টির গ্রামের সব রহস্য উদে করার অপরাধ, তবে এবার বৃষ্টিকে আছে জন্ম করবে উননি।'

'না', মহ রসবি কেঁদে বললেন, 'রাকারের সর্বনিম্ন মানুষ নন।'

মাথে মাথে প্রতারীর চরম করতেন', মহ সন্তার বলে উঠলেন।

'তা ঠিক—তবে এ-ব্যাপারে তিনি হৃদ গরুড় মিত্র চেরেছেন বলেই তার দাবিগুলো। কিছু একটা তোকে চিহ্ন ফেলেছিলো সমস্তে নেই।'

'অপেক্ষা করিনি তেলোমাটা কেননা?'

'না, তা চেননি।'

তাহলে কিছুতে তিনি আশা করেছিলেন—'সন্তার হলো থেমে গেলেন। তারপর আবার একটি ভেবে বললেন, 'বাইবল, এটা নিষ্ঠুর ঠাটা।'

বিশ হাজার পাউন্ড ঠাটার বিশ্বশ নয়।'

'হাঁ, তবে তুমি খুব ভেবে ধরেন বুঝি পারবেন না?

'না, তুমি আত্মাটা অলেনাতাড়ু নন', মহরসবি অবাক বললেন। 'তুমি অনন্যই ভেবেছিলেন যে ব্যাপারই হোক বুঝি তা জানার সত্ত্বার রয়েছে।'

'কিছু আমারা কি করবো?

'অপেক্ষা করাও', মহরসবি অবাক ছিলেন, 'অপেক্ষা করে বেধবো একটা কি হবে। কিছু একটা হেঁতে হবে না।'

'কোন সঙ্গীত অটা নিদর্শ আছে কোথায়, তাই না?'

'সন্তার', মহরসবি অবাক ছিলেন, 'আমার সত্তা আর আইনক হিসেবে আমার উপর বহেবসে আছে যিনি রাকারের। এই সঙ্গীত অটা নিদর্শ কোন অনুশীল পরিপ্রেক্ষিতেই বেলে হবে, তার কোনোটাই।
এখনও মনে না।
'কোনিছ কীভাবে না', সুখের মধ্যে ছিলেন।
বাদামীর ওখানেই শেষ হলো।

কি বললেন যার স্বাস্তার সুখবিধা ছিলো। তারা তাদের পেশাদারী জীবন
কাটিয়েছেন। কিছু মিঃ মার্পলের ভেমন সুখবিধা ছিলো না। তিনি হলেন
বলতেই চিন্তা করতেন, নয়। কখনও কখনও চেষ্টা সম্পর্কে আলোচনা
করতেন হতিহত হতিহত।

'তাকের আপনাকে বেশি পরিশ্রম করতে ধারণ করেছেন', সে বলতে।

'আমি খুব আঘাতে হাটি', মিঃ মার্পল জানায় বিলেন, 'এর কিছু কাজও
নেই। পুণ্যে তোমাকে অবাক হই কি।'

'কি বিষয়ে?' আগ্রহ করলো চেরির গলায়।

'জানলে খুবি হতাম', মিঃ মার্পল জানায় বললেন।

'ওয়াচ কি চিন্তায় ফেলেছে জানলে ভালো হয়েছে', চেরি ওর ক্ষমায়কে
খাবার পিতো ফিতে বললেন, 'ওর জন্য চিন্তা হচ্ছে। একটা চিঠি আমার পর
থেকেই একমাস বেরির।'

'ওর চূলাটাকে খায়া দরকার', চেরির ক্ষমায় জানায় বিলে।

'কিছুই একটা ভাবছেন উনি', চেরি বললেন, 'কোন কিছুই মুখ্যায়বে
কিভাবে হাবে সেটাই ভাবছেন মনে হয়।'

কথাবার্তা ওখানেই শেষ করে কিছুই নিরে মিঃ মার্পলের কাছে রাখলেন
চেরি।

'এখানে এক নতুন বাড়ীতে মিঃসেস হেন্সিংস নামে একজন ধাকনেন,
ছেনা?' মিঃ মার্পল বলে উঠলেন, 'আর আরো একজন মিঃ বার্লেট
নামে, ওরা বোঝায় একসাই থাকে—চ্যারি।'

'চালের শেষে যে বাড়ীতে নতুন রঙ হলো? খুব বেশিরভাবে ওরা
আলোচন। ওদের নাম জানি না। মনেতে চান কেন?'

'ওরা কি আকাশ্য?' মিঃ মার্পল জানতে চাইলেন।

'না, বলতে অনে হয়।'

'আল্বেন্ট তালেব কেন—', কথাটা শেষ করলেন না মিঃ মার্পল।

'আল্বেন্ট হচ্ছেন কেন?'

'বিল্ড না', মিঃ মার্পল জানায় বিলেন, 'আমার মেয়েটার পরিকার করে

২২
বাও। আর কলাম আর কাম্পণ বিন। একটা চিঠি লিখতে হবে।'

'কাম?' চেয়ে এম ভালালীক অনুসারে প্রথম কমা।

'এক পাঠীর বন্দন কানন প্রসন্নকীকে', কথায় দিলেন মিন মায়ান।

'তাই সেখেতো আপনার অস্ত্র ইচ্ছে নেন হয়, তাই না? আমার নামে তার ছাঁ দেখেছিলেন।'

'হয়।'

'আপনার পরিতে পারাপন নর তা? পাঠীকে চিঠি পেয়েছেন যে?

'আরি চাৎকার আচাঁ', মিন মায়ান বললেন, 'একটা কাজে নামাছি।

মিন প্রসন্ন হয়তো সাহায্য করতে পারেন।'

প্রিয় মিন প্রসন্ন', লিখে চললেন মিন মায়ান, 'আপনা কারি আরায়ে

তুলে ভাবলি। আমার সম্বন্ধে আপনার আর আপনার ভাইরের ওরেফট

ইভিজের সেই সম্ভাবনা দেখা দিতে হয়।

'আপনাকে এই চিঠি লেখার উপরে হলো আপনি বন্দন ওয়ার্ডার—

এখান ওয়ার্ডারের ঘনিস্কার দিতে পারেন কি না। কারিগলেন তাকে

লেখেছিলেন। তিনি মিন রায়ারের সেক্টরের ছিলেন। তিনি কিছু গাছ গাছড়া সম্পর্কে তথ্য দিয়েছিলেন, সেটা তখন দিতে পারিন, তাই।

বখার কথার শুরু তিনি আবার বিনে করেছেন। মনে হয় ওর সম্পর্কে

আপনার হোম আপনাকে সম্পর্কে নিচে না। প্রীতি সহ,

আপনার একান্ত,

জেন মায়ান।'

চিঠ্টী ভাবে পাঠিয়ে কিছুটা তালো বেদ করলেন মিন মায়ান।

'অল্প', আপন হেনই বলে উঠলেন তিনি কিছু শুরু করেছি। বিদিও

তেমন কিছু নয় তবে হয়তো এইটি সাহায্য হবে।'

মিন প্রসন্ন প্রায় ফেরত ভাবেই জ্ঞান হিলেন। চমৎকার সুখপাঠা

চিঠি তিনি ঠিকানাটাই জানালেন।

'এখান ওয়ার্ডারের সক্ষম ঘনিস্কার কিছু শুনলি', তিনি লিখলেন,

'এক বন্দোভাবের কাছে শুনলে একরক কিছু থাকে ছাপা হয়েছিলো। আমার

বিম্বাদ এখন ওর নাম মিশে অ্যাল্টার্স বা অ্যাল্টার্স। ওর ঠিকানা

হলো অ্যাক্টুনের কাছে উন্মুক্ত লজ। আমার ভাইরের শুক্লী লেখেন।

কথার কথা আমরা এক ঘুরে থাকি, আমরা উৎসর ইন্টার্ন্যাল আর আপনি
লজ্জার বিকল্প। আশা করে ভাবিয়ে একবিন বেছা হয়।

আপনার একবার,
জোরান প্রেমকেল।

'উইনের। লজ্জা অ্যাস্টেন।' যেন উঠলেন মিস মার্পল। 'এখান থেকে কেমন দুরে না। থাকা যাওয়া খারাপ, প্রচ একটি বেশই পড়েছে। তবে কিছু আশা তেলে আইনতঃ বরং বেশামুখে যায়। কিছু চিঠি লিখবে, না ভাবে নাকেই ছেড়ে দেবো? রান হয় ভাবের হাতে ছেড়ে বেঁচেই তালো। বেচারি এসহার। 'ও হয়তো আমাকে মনেই রাখবেন।'

চিঠিকে থেকে পালেন মিস মার্পল। এটা খুব সত্য যে ক্যারিবিনারে তার কাজ ভিয়ে থেন হওয়ার হাত থেকে এসবার ওরা঳্টাসেরকে রক্ষা করেছিলো। অনেক মিস মার্পলের এটাই ইতিবর্ণন, তবে খুব সত্য এসবার ওরাল্টাস ২৪ ইথিয়াস করেন। 'বড় তালো মেয়ে,' তালোন মিস মার্পল, প্রচে এলা মেয়েরাই নয় নিয়ে বিদেয়ে বিদেয় বদলে। এমন কি কোন খেলাটিকেও। আমাদের খুন হওয়ার হাত থেকে বাঁচিয়েছে এটা হয়তো সত্য। খবে ও আমার হত মেয়ে নেবে না—হরাতো ও আমাকে অপাচেই করে। আর এই কারণেই ওর কাছ থেকে খবর নেব কই ওঠেন হবে। 'তবু ফেটা করা বেতে পারে। বলে পথে অগ্রেকা করার চেয়ে সেটাই তালো।'

শ্যামার আশর নিলেন এবার মিস মার্পল।

'তালো খুন হয়েছিলো? ' চোর পরিণ সকালে মিস মার্পলের পাশে চারের বে রাখতে মারায়ে প্রথা করেলো।

'একটা অন্যতম ব্যাপার।' মিস মার্পল বললেন।

'ক্যাউম্যান।'

'না, না। আমি মেয়ে কারও সঙ্গে কথা বলছিলাম। তারপর ভাবিয়েই খোঁজ যার সঙ্গে কথা। বলছিলাম বলে ভেবেছি এ সে নয়, অন্য লোক। ভাবি অন্যতম।'

'গর্মহে কিন্তু, চোর বললো।

'হাও, অন্য কথা মনে পড়লো, মানে একজনকে চিনতাম তার কথা', মিস মার্পল বললেন, 'সাধা এগারোটার ইহকে থাকি নিরে আসতে বলে যাও।'

হঠাৎ মিস মার্পলের অভিজ্ঞ ব্যাপার। মিস ইলেকের পর তার মরেই আলিফ হয়। সে মারা গেলে নক্ষত্র লালিকানা সহে প্রাচীনদেরা এখনও ইচ্ছে—

২৪
নাকে ঘয়ে বাহক টার্টাক যেকার হলে।

'লজনে য়াহেন না তো?'

'না। পুরু সকাল হালদেমেরারে লাগ সেয়ে নেয়ো।'

'ব্যাপার কি বললেন তো?' চেরির সম্প্রের দক্ষিণে ওলাঙ্গে।

'একজনের সকল হলাহ বাছুর হয় তাই চেতা করি', মিস মার্পল বললেন, 'কিছু তাবে দেখাচো খেন ম্যাডাভিক ঘটনা। যাচ্ছে পুরু সকাল নয়, তাহলে মনে হয় হয় সামর্পণে পারবে।'

সাদে এগারোটাহ টার্টাক উপস্থিত হতেই মিস মার্পল চেরিকে বললেন, 'এই নম্বরে ফোন করে দেখে মিসেস আয়ান্ডারসন আছেন কি না? তিনি ফোন করলে ঘটিয়। একটি মিনি ব্যারী তার সকল কথা বললে চান। ভুমি হলে মিনি ব্যারীর সেকেকটারি। 'না খালেলে জেনে নিও কথা করলেন।'

'যাচ্ছে তিনি হয়েন।'

'যাচ্ছে তিনি হয়েন।'

'তাহলে জিন্দগী খাবা আগামী সমস্তে তিনি মিনি ব্যারীর সকল কথা লভনে দেখা করতে পারবেন।'

'আপনি যে সব জিন্দগী ভাবেন। এলের মাঝে কি? আমাকেই বা এলে

করতে বললেন কেন?

'আল্পীন এক অমৃত জিন্স', মিস মার্পল বললেন, 'কোন কোন সম্বন্ধ

কাজে করা কাটাবার মনে পড়ে যার গলা বহরাচিন পড়িন নি।

'বেশ, ওই কি-নাম খেন মহিলা আমার গলা নিকটেই শোনেন নি?'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'আর সেখানেই ভুমি ফোন করলে নি।

চেরির কথামতোই বাজ করলে। মিল্স আয়ান্ডারসন বাড়ি ছিলেন না

তবে ম্যাডাভিকে ফিরে আসবেন।

'বাক, ব্যাপারটা সমস্তই হলো', মিস মার্পল বললেন, 'টার্টাক তো এসে

গেছে। স্ত্রীলোক জন্মে টার্টাক চালককে এবার বললেন তিনি, 'চলো বাগরা

বাক এসব।'

এইভাবেই পরে, হল অভিয়ন।
চার। এলখার ওরাটার্স

এলখার আয়াতারসন সম্পার বাছার ছেড় বেরিয়ে বেষ্টিয়ে হ্রা গাড়ি রাখা ছিলো সেখানে চলে গেলো। আজকাল গাড়ি রাখায় শেষ ভাবে করায় করাট গেলো। মাপ চাইবার সময় সেখানে অন্য মায়ালাটি একটা অন্যান্য পাঞ্জ করে উঠেন।

'কি আঘাত—মিনস ওরাটার্স' না? এলখার ওরাটার্স? আমাকে মনে পড়েছে না। আমি জেন মাপল? সেট অনেক বহুকাল আগে এক হোটেলে আমাদের দেখা হয়েছিলো। এটা বছরও হবে।'

'মিন মাপল? হাঁ, তাইতো। আপনার সঙ্গে দেখা হলো, আঘাত।'

'আপনাকে দেখে খুব আনন্দ হলো। কাছেই জন বাজারের সঙ্গে মুখার্জী-ভাজ সূয়ে। বিবেকে বাড়িতে থাকবেন তো? আপনার সঙ্গে কথা বলে আনন্দ করা যেতো।'

'হাঁ, নিজেই। তিনটের পর বখন খরিদ।'

সেই বারবার হয়ে গেলো।

'বাড়ি জেন মাপল', আপন মনে হাসিয়ে। এলখার আয়াতারসন, 'ভেবে-হিলান বাড়ি মারা গেছেন।'

মিন মাপল উদযন্ত। সেই ঠিক সাথে তিনটের বেল বাজাটাই এলখার আয়াতারসন ঢাকা কুলোয়া। তিনটে এলসন মিন মাপল।

একটা চেষ্টায় রাতে পড়েন মিন মাপল। ওর হিসেবে মতাই সব ঘটে চলছে ঠিক ঠিক।

'আপনার সঙ্গে দেখে হওয়ার দারুন আনন্দ পেলাম', মিন মাপল বলেন, 'আমরা প্রায়ই তোর পরিবার বহুদিনের সঙ্গে দেখা হবে। অনেক অনেক বিন পরে সেই আঘাতের গুনাই গুটে যায়।'

'আত্ম সবাই বলে পৃথিবী বড় হোস', এসখার বলে উঠেলো।

'বাল্যবাকলই তাই। মনে হয় পৃথিবীতে শুধু বড় আর করেন ইহুদিয় ইংরেজ থেকে কত হবে। মনে, আপনার সঙ্গে তো লক্ষন বা হারেকেও দেখা হতে পারতো বা কোন বাস বা গলে স্থানেও।'

'সেটা ঠিকই', এলখার মনে হিমা, 'আমি কখনই এখানে আপনাকে

২৬
বেশাবে আপনি করিনি, কারতো আপনার ক্ষুদ্র না। হয় না?

'না। তা না। তবে মেয়ের হাতে তোলা যারেন না, মায় পরিবেশ
মাইল। তবে হাত থেকে পলিন মাইল বেশ দর পলিন এই—আমার ঘাড়ি।
ধারায় ক্ষুদ্র করতে।'

'আপনাকে চামকার লাগছে', এসবার বললো।

'আমি বলতে চাইছিলাম আপনাকে চামকার খেঁকাছো। আমার ধরণাই
ছিলো না আপনি এখানে খাঁকন।'

'বরের পরেই মায় এ অংশ সন্তুষ্টির কিছুর বিদেশি আগে।'

'ওহ। মানতে না। খুব সম্পূর্ণ।'

'চার পঁচিম মাস হর খুরে করেছি', এসবার জবাব দিলো, 'আমার বন্ধন
নাম আয়তারসন।'

'মিসেস আয়তারসন—হাঁ মনে ধাকবে', এখান বিলেন মিস মার্পল, 'আপনার প্রণাম।'

'উনি একজন ইংরেজিয়ার', এসবার বললো, 'আমার চেয়ে একটি বরস কম।'

'তাই হলো', সঙ্গে বললেন মিস মার্পল, 'আরেক পরবর্তীতে আগে
ধারার মের, কথাটা বলে না কেউ অব এই সত্য। বেখরের তারা বড় বেশি
কাজ করে বললো। তাহাড়া বজাপাট, হাটের রোগ, আরও অত উপসর্গ আছে।
আমার মনে হয় আমারা একটি বেশি লক্ষ।'

'হরতো তাই', এসবার বললো।

মিস মার্পলের ঘরে তাকরে হাসলো এসবার। এর আগে আসে বেখে
মিস মার্পলের মনে হয়েছিলো ও তাকে ঘুণেই করে—হরতো এখনও করে।

'আপনাকে চামকার লাগছে, বেশ হাসি খুশি', মিস মার্পল আবার
বললেন।

'আপনিও তাই, মিস মার্পল।'

'হাঁ, আমি ভালোই হাঁ। টেবে আরও বরস বেঁধেছে—উপসর্গও
ঝুঁটেছে নানারকম, বেখন বাতের ব্যথা। আপনার বাড়িটা কিছু চামকার।'

'বেলার এখানে আপনি। চার মাস আগে এস্থান।'

চারিকে দাকলেন মিস মার্পল। আবার পার্শ্বে হামি, দামি পরাই-
গলো। একজন বাড়িতের কাছে বেল উপলন্ধ করলেন তিনি। এদের
কারণ মিস রাইকেলারের কাছ থেকে পাওরা নেই উজ্জ্বলকর সূর্যে পাওরা
অথ। মিস রাইকেলার বে তার মন বললানন সেবে খুশি হলেন মিস মার্পল।

27
‘আমার মনে হয় আপনি মিঃ রায়কাজলের বন্ধুর খবর দেখেছেন’, এলাকায় বললে উল্লেখ যেন মিঃ মাপলের মন্ত্রী জেনে নিয়েছিলেন।

‘হাঁ, হাঁ বেদেছিলাম। একবার আপনি বন্ধু, তাই না? খুব দুঃখিত হয়।’ উইন বললেই তাই বলতেন, তাই না? আমার বারণে খুব নানান মানুষের ছিলেন তিনি।

‘হাঁ, নানান মানুষের ছিলেন, আর তোমাই ব্যাপার।’, এলাকায় বললে। ‘উইন, আমি এ কাছে কাজ করার সময় বলতেন তিনি আমাকে ভালো মানুষ বলেন, তার থেকেই মনে ঠাকু। বাঁচাই। করণ তার বেশি মনে আমি আপনা না করি অবশ্য তা করিনি। তিনি এক কথারই মানুষ ছিলেন, কিন্তু পরে সম্বন্ধ মন বললাম।’

‘হাঁ—আমি ও তাই বেদেছিলাম’, মিঃ মাপলে বললেন। ‘আমি খুবই ধরেছিলাম।’

‘তিনি আমাকে বলেন কিছু অর্থ দিয়ে গেছেন’, এলাকায় বললে, ‘বেশ বড় রকম অর্থ’। প্রথমে বিমানেই করতে পারিনি।’

‘আমার মনে হয় উইন এটা আপনার কাছে অন্ধবীর্ণ কিছুই হেকটা তাই চেয়েছিলেন। আমার মনে হয় এরকম মানুষই ছিলেন তিনি’, মিঃ মাপলে বললেন। ‘উইন কি সেই লোকটাকে—কি মনে নাম মনে পড়চে না? সেই পরিচয়-সহকারী লোকটি? ওকে কিছু দিয়ে গেছেন নাকি?’

‘ওয়াহ, আপনি আজকের কথা বলছেন? না, তিনি আজকের কিছু দিয়ে বারেনি। তবে আমার বিমান গত বছর তাকে চমৎকার কিছু উপহার দিয়ে গেছেন।’

‘আজকের সঙ্গে আপনার আর দেখা হয়েছে রায়কাজলের?’

‘না, না। ধীর থেকে আসার পর একবারও তার সঙ্গে দেখা হয়নি আমার। ইংল্যান্ডে ফিরে আসার পর সে মিঃ রায়কাজলের কাছে ছিলেন বলে মনেও হয় না। আমার মনে হয় ও আমি ব্যর্থ বা পরের বিশ্বাসের কোন এক খবরের কাছেই কিছু দেখেছি না।’

‘আমার ইচ্ছে ছিলো মিঃ রায়কাজলেরের আর একবার দেখুন’, মিঃ মাপলে বললেন। ‘প্রথমে অন্ধকারে পড়ার পর কমন মনে কিছুতে লাগে—তিনি, আপনি, আমি আর আরও অনেকেই। তারপর বাড়ি ছিড়ে আসার প্রার্থনা করের কথা খেলে আত্মন হতাশ মনে হলো। কিছুটা প্রার্থনের সময় আমারা ধনিভাবে কাজ করেছি আর তখন মিঃ রায়কাজলের সম্বন্ধে কি করেই

২৬
আমি মানি। তখন কেহ গল্প গান করুন প্রথম আমাদের কথা শুনলে। আমি কেবল শুনি না যান তারকাজান। কবরে আমাদের নাম একের ভাইগুলো, ভাইগুলি বা দীনপ্রস্তর কর্ণ বা কর্ণ পরিবর্তন করে আছে কেনা জানতে যেতে ছিলো।

একটি হাসিয়া একাধারে আমাদের। সে মিস মার্পলের দিকে জানালেই সে দৃষ্টি কেন করতে চাইছিল। 'হঠাৎ, আমি নিষ্ঠে, ওই নকলকে মিস আমার করে সত্যি দেখাই তার বিবেক জানতে চান। কিন্তু এক বলদে এবং বলদে, 'নিয়ম একটি কথার গোষ্ঠ সব করে জানতো।'

তিনি অত্যন্ত অর্থশালী, সঙ্গে সঙ্গে বললেন মিস মার্পল। 'একবার আমাল বলতে চান, তাই না? কেবল বলুন অত্যন্ত অর্থবান বলে আমায় বলার তখন তার সমক্ষে' আর কোন প্রশ্ন করে না। দৃষ্টি বললে, 'হঠাৎ শুনু না?' আর সঙ্গে সঙ্গে ক-একবার একটি নেমে আসে কারণ সেটাই হবে হাসি ফেলতে চায়।'

অন্য হাসিয়া একাধারে আমার আমার নিয়ম হুলে ছিল না, তাই না।' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন। 'তিনি কখনও তারি প্রসঙ্গ তোলেনি।'

তিনি যাকে হারিয়েছিলেন বড় বড় বর্তমানে। সেইভাবে বিস্তরের বিচলিত পরিমাণ। আমার বিবাহ ও স্যাকে ওর চেয়ে অনেক হোকে ছিলেন-বোধ হয় ক্যানসারে মারাত্মক ছিলো। প্রতি বছরের কথা।'

ওর হেলের মেঝে ছিলো।

'ও হাঁ, দুইটি মেঝে আর এক ছোকল। একটি মেঝে বিবাহিত। আমেরিকার আছে।' অন্যটি সম্বন্ধে অন্য বললেন মারা ছিলো। আমেরিকার মেঝেটির সঙ্গে একাধারে আমার রেখা হয়। সে আমল এর ব্যাপার মত হয়নি। দুইটি শান্তি বিরস গোষ্ঠের অসম্পূর্ণ,' একাধারে বললে, 'মিস র্যাফারেল কখনও ছোলের প্রসঙ্গ তোলেলি। আমার মনে হয় ওখানে কোন গোলমাল ছিলো।' কোন কল্পকে ওই জাতীয় হিবিং- আমার বিবাহ সে কথাগ্রে আমার গেছে। বই হোক—ওর বাবা কখনও ওর কথা তোলেনি।

'ওয়ায়। প্রথম প্রথমের কথা।'

'আমার মনে হয় এটা বহুদিন আগে ঘটে। যতোধ্যান মনে হয় সে বিবেশ কোথাও চলে গেছিলো। আর ফেরেনি—সেখানেই সে মারা যায়।' গিন্ত র্যাফারেল এ নিয়ে প্রথম চিন্তিত ছিলেন?

'বলা কমেন। একাধারে আবার শুনলে, 'তিনি নিজের কার্ত্তি চেপে রাখার 

২৯
ছাতির বাড়ি ছিলো। তাঁর হেলেক বার্ষ অন্য বেশি বলে তিনি তাকে ধানের তাহলে তাকে কেঁদে কালোর দিয়ে। হরতো প্ররোচন হলে আবার মিঠেন কিছু তার সম্পর্কে চিন্তা হরতো করতে চাইতেন না।

‘আপনার হায়রাই কথা’, মিস মার্পল জানালেন, “তিনি তার সম্পর্কে কিছুই বলেননি বা তার নাম করেননি।”

‘আপনার হরতো মনে আছে তিনি ব্যক্তিগত কিছু কথাও বলতেন না।’

‘না না, তা করতেন না। কিন্তু আমার মনে ছিলো—আপনি তো ব্যক্তিগত কথা কথেন, হরতো ও কোন অস্ত্রসাহায্য কথা আপনাকে—’

নিজের অস্ত্রসাহায্য অপরের কাজে বলার মন্ত্র তিনি আখ্যায় ছিলেন না, এসবার জন্য ছিলো। ‘তার একবার কিছু ধাকাই আশ্চর্য।’ তিনি ভাল—
হাসতে মূর্ধ ব্যবহারেই। আমার নদীর ওই ব্যবহার ছিলো তার সত্য। এটাই তিনি উপস্থাপন করতেন, ব্যবহারে ঠাকুর আর।

‘চোর মানসিকই মাত্রায় আর সত্যি বলতে নেই—’ মিস মার্পল আলোচনা ভাবেই যখন প্রভাগের মত কথাটা উক্তির করতে চাইলেন। ‘তাহলে মাত্রায় আর তাকে ভাবের বুঝলো এমন কিছু নেই?’

‘না। একবার ভাবছেন কেন? ’ একটি অপর মনে হে এসবারকে।

‘না, ঠিক একবার ভাবছি’, মিস মার্পল জানালেন, ‘আমি ধারার ধাবিয়ে এমন বস্তু জিনিস আছে যা মানসিকের ভাবের তোলে—বিশেষ করে অস্ত্রসাহায্য অস্পর্ধাতে। ঠিক অক্ষরস চিঠ্ঠি অংকিতে হরতে চার।’

‘হয়, বললে কি বলতে চাইছেন’, এসবার জন্য বাংলা। ‘তবে আমার অনেক হয় না মিস রায়াকেল একবার ছিলেন। বেশ কিছুদিন আছে তখন এটা ও সেকেটারী ছিলাম না। এসবারের সত্যে একবার হওয়ার ঘড়িতে মাস পর থেকে।’

‘সূত্র হয়। আপনার স্থায়।’ মিস রায়াকেল আপনাকে হাঁটিয়ে ঘরে অস্ত্রসাহায্য পড়েন নিকটে নি।

‘তুমি হয় না’, হালকা মূল্য বললে এসবার, ‘একবার কিছু তিনি ছিলেন না। সত্য সত্যই তার একবার সেকেটারী রাখেন তিনি। পরে না ছিলে হরতো তাকেও বলেন কিনেন। ও বিষয়ে তিনি অত্যন্ত বিষয়ক ছিলেন।’

‘হলে হয়। তবে খাস খাসই তার বেসামর হয়ে বেঁচে।’
জেনার হারাতে তিনি আলবাসদেন', এলাকার বললে, 'একটি তার জানতে মাহিবের মতো আন হতো।'

'না', চিত্তরত্নে বললেন মিশ মার্পন। 'আপনার কি মন হয়— অনেকখানি আমার মন হয়েছে, মিঃ রাকাজেনে কি অপরাধের জন্য কেন আগ্রহ ছিলো? সামনে অপরাধি দিকা কি?'

'আপনি কায়িরবানে না টেলিরিয়া লোকের বলছেন?' এলাকার কথ- কথা আলোক কিন্তু হয়ে উঠলে।

মিশ মার্পনের কথে জানলা আরও চালিয়ে বাওদা উচিত কিনা। জেনার তাকে আরও সবাদ সংগ্রহ করতে হবেই।

'না মানে, তিন তা নয়', মিশ মার্পন বললেন। 'হয়তো পরে তিনি এসে বায়োজনের কানগ্রাহক কিছু নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন। বা তিনি এসে কিছু নিয়ে ভাবতে চাইলেন বেখালে নারী ব্যাপারে তিন মতো।'

'তিনি এসে নিয়ে মাথা ধাবাবন কেন? সেটা অনেকের নেই ভার্যাক জন্মনা নিয়ে বলা করে আলোচনা করবেন না।'

'ও না, আপনি ঠিকই বললেন। আমি গাড়ীই দুর্বল। আমি শুধু মিঃ রাকাজেনের বলা একটা কথা নিয়ে ভাবিলাম। অন্তত একটা কথার টাকা—অবাক লাগছে, ওর কি অপরাধ সম্পর্কে কোন ভাবণ কি।'

'তার আগ্রহ অন্তর্বর্তী বিষয়েই ছিলো', এলাকার জবাব বললো। 'অপরাধের মতো কোন আলিপাওয়াই হয়েছে। একমাত্র তার আগ্রহ আগাতে পারতো, অন্য কিছুই নয়।' ও তখন ঠাংদা রুপোন্তী মিশ মার্পনের দিকে তাকিয়ে ছিলো।

'ব্যক্তিটি', কমা প্রাথনার ভিক্তে বললেন মিশ মার্পন। 'অন্তর্তের দৃষ্টিকোণমূলক দুর্বল নিয়ে কিছু; বলা উচিত নয় সাবাই। যাক, আমার কেন ধরতে হবে, যেন সবগুলো হাতে নেই। ব্যাপার কোনও আমার—ও হয় না?

মিশ মার্পন তার হাতব্যাল, হাতা আর ছুটাপুটোক কিছু নিয়ে উঠে বিকর্তী সেলামন। এলাকায় তাকে এক কাপ চা পান করে বাওদার মত অন্তরোধ আমাতে লাগলো।

'না, কাবাব। সময় খন্ড আর। আপনার সময় আমার বেখা হওয়ার সাদাই আমি দায়স্ন খুলি। আমার চাহিদার কথা ভাবতেন না তো?' মিশ মার্পন বললেন।

২১
ফেকে কেউ করে। তবে আমি তারঁই না। তিন রাত্রিকাল আমারকে
শা জিজ্ঞাসা করাও তা আমি উপস্থাপন করে চাই। কিন্তু গান গোপনকে,
লোকের ছই বললাম, এইজন্য অপরাধনার কিছুর গলাহার বললে উঠিয়ে একটু
খুলল। তারপর আমার বললো, 'আমি ওকে পায়ের করতাম। হার, কোথায় পায়ের করতাম।
মনে হয় তিনি একটাটা চালানে হয়ে উঠিয়েছিলেন বললে।
ওর সম্মত যাত্রীর চালা কোন ছিলো, তাই সেকে চালান করে আমার পেতাম।'
বিবাহ নিয়ে রাখার বেলেই এলেন মিন মার্পার্ল। একটু পিছন ফিরে
চাপারে হাদ নাড়লেন—এলাকার অয়প্রসন তখনও হাড়ড়িয়ে ছিলো। সেও
ঝিসি হয়ে হাদ নাড়লে।

'আমার আম হচ্ছে এ বাপারটার অকে নিরেই কিছু বা হয়ে হয়ে ও আমার',
আপন অনেই বললেন মিন মার্পারল। 'আমার দর্শন আমি ছুল করাই।
না, আমার বিবাহে হয় না এসে এরের এতে করপীর কিছু ছিলো। ওঃ আমার
আম হচ্ছে মিন রাত্রিকাল আমাকে আরও বেশি চালাক বলে হয়ে নিরেক্ষিত ছিলো।
তিনি বিবর্ণদের পপর সাজাম বলেছিলেন—কিছু কোন বিষয়? এবার
কি করা তারঁই।' মাখা কালালেন মিন মার্পারল।

সব বাপারটার নিয়ে গভীরভাবেই চিহ্ন করতে হয়। এই বাপারটার
ক্ষেপেই ছেড়ে পেয়েছে হচ্ছে। ছেড়ে পেয়েছে হচ্ছে গাঢ় বা ক্ষেপ
পড়ার বে কোনটি করার জনাই। আপন এটা নিরে ভাবতে। অথবা কিছু
না ভেলে পেলেন ভেনুতে—হয়ে হয়ে ভিস্বাধেই আমার কোন সাহচর্য।
মাখে সেটা চাপ হচ্ছে তিনি মিন রাত্রিকালের মুখ মুখ করতে চাইলেন।
মিন রাত্রিকাল বলে আছেন ওরেস্ট ইন্ডিয়ার হোটেলের বাগানে—সেখে
শ্রীমুকাল সেটা প্রতিভাত হচ্ছে তার সেই কোন বিরুদ্ধন সম্ভাবনা, মাখে
সেটা প্রকাশ করতে হচ্ছে চুলক তামাশা। মিন মার্পারল বা জানতে চাইছেন এই
পরিকল্পনা হচ্ছে ফেলার লম তার মনের অবচ্ছেদ কোন ছিলো। ভিতর
উপলব্ধ খাব সেন মিন মার্পারলে এতে অজয়ে ফেলার।
এক হতে পারে
কোন গাঢ় করা, এই অনুরোধ করা। আর তৃণার হতে পারে কোনো
বিষয়ে একটা বোঝা গেলে
গাঢ় জিন্দা।
কিছু করতে কোন কোন করলে কেন?
গাঢ় ওর কখনো মনে যেনে গাঢ় জিন্দা একটা কেন?

আমার তিনি মিন রাত্রিকাল অরেস্ট অনন্ত এড়াৰেডে এদুটু বাঙ্কা অনা
কদমে ভাবতে চাইলেন। আজি সবারে কি আমার সেই কথায় ইন্দ্র}

32

মিন মার্পােল অন্যান্যকর করতে পারলেন না বে মিন রায়কারেল কোন বিশেষ তামাশা করে বেতে পারেন।

'আমার অবশায়', মিন মার্পােল হত আশ্চর্য কতঃস্বরূপ বললেন, 'কিছু বিশেষ গুণে আছে। বিশেষত মিন রায়কারেল যেহেতু মধে নেই তখন তামাশা একে বলা যায় না। কিছু সত্যতাই সেই গুণ কি হতে পারে ?

নিজের সম্পর্কে নানাভাবেই চিত্ত করতে লাগলেন মিন মার্পােল। তিনি চিত্তের দৌহুলী, তিনি প্রয় করেন। ওব বরস অ বনার এটা মানন্দীকৃত কোন গোপন্তের কেউ পাঠিয়ে প্রহার করাতে পারে, বা কোন মনসমীকরণ—কিছু একজন বন্ধনী বহিলে, যার নাম গলায় ব্যবহার হয়েছে, পাঠানোই অনেক বিশেষ ভাবাচিত্র হনে হতে পারে।

'বুঝা ভালা মানব', নিজের বনেই বললেন মিন মার্পােল। 'হাঁ, বুঝা ভালা মানব হিসেবে আমকে চাঁদার মনার। একজন অনেকই তার দেখতেও একই রকম। তার আছে নিজেকে খুবই সাধারণ। সাধারণ এক চিঠিপত্র বুঝে। তার এটাই হয়ে চাঁদার হলেন। কে জানে চিঠিক চিত্র তাঁচিতা কিনা। পিতা যাকে নাই কেবল নিতে পারি কোন মানব্যে কি রকম। কারণ তারের সমুদ্রের আমি অন্যদের কুচনা করতে পারি। আমি তাই আমার রোগ, দৃষ্টি আমার গুণের কথাও অনুভব করতে পারি।

মিন মার্পােল আমার সেই অনেকের কথার সঙ্গে গোল্পের পাদ হোকন্তের কথা ভাবতে চাইলেন। কোন বোধকাত খাকার নাবনা বাচাই করার জন্যই তিনি মার্পােলের উদাহরণের সঙ্গে ধেরে করলেন। কিছু ভাবে কী-প্রণীত কিছু হয়ন। কাজে আমার যোগ করার সময়ে কিছু তিনু অথবা পানীণ—

বাঙালি। কি হতে পারে কোন পাণ্ডুলিপি একনিঃ তার হরতে।

'হাঁ', মিন মার্পােল এবার বলে উঠলেন, 'আমার কি বিরাটকর মানব, ধরে হে।
বিরাকারেন।’ তাঁর কথায় স্বভাব এবং অবস্থার ফুটে উঠলো।

পরে কাঁথা পান হলো ঘোড়ার সহ আরামের সুখ আরামের সুখ উপেক্ষা নিয়ে বিন্স মার্শাল আজের হবে যা বলেলে তাকে কিছু ক্ষমার্পণ না আশ্রয় এবং যে তাকে।

’বড়োদের সন্ধর্য আমি করেছি’, তিনি বলে উঠলেন।

কথা তিনি একথানা তা বলেন এবং চাইলেন যে বলে উপচারক কাজের প্রশ্ন করে বললেন। এটা সাতে তিনি হতঃ যে কোন আরামদাতের ব্যক্তি পাওয়া হয়, কিছু তা তাকে কোন ক্ষেত্রে চেকপোলিশ বা শেকসবের ব্যক্তি ব্যাপক। আর তাই বাড়ি হয় মিন মার্শাল নিশ্চিত ভাবেই এবং কথাটা বললেন।

’বা করিয়ে তা আমি করেছি। আমার ক্ষমার বেদনা যা আছে তাই করেছি, ধারি বা করণীয়, তাই আপনারই বিল রায়কারেন।’

এবং বলে আলো নিষ্ঠের নিদান কোন আপনি নিজেন বিল মার্শাল।

পৌঁচ। পুপাঁর থেকে নির্দেশ

তিনি কি চাইলেন পরে বিদেশী ভাবে বোঝাপড়ে এলে। মিন মার্শাল
চিত্র খুলে সাধারণতা বা করে খাঁকে তাই করলেন। তাক চিটকে আর
হাতের লেখার চেষ্টা হুলিয়ে নির্দেশ হবে খুলে সেলেন। চাইপ
করা অর্থুর ওভেল লেখা বিলো।

প্রের মিন মার্শাল,

শনিং এ চিটে পড়তে খুব অবশ্যে আমি এ পরিবর্তন ত্যাগ করে যাবো
আর সমাধিক্ষ হবে। অবশ্য অনুক্ষুব্ধ নয়, তত্ত্ব আবার হচ্ছে। আমার
বাস্তু বাস্তু হবে এবং অনেক যে কোন প্রাচীন কোন পারে রাখা তার
হাতের অভাব থেকে উঠে এলে সে যে অতিক্রম করে সক্ষম হবে। অন্য দিকে
কোন মাহান্দীর থেকে উঠে এলে তার বেশেখানা কুবি সে করে।’

ইতিমধ্যেই আমার গল্প সমাপ্তিতে আপনার সহ বোঝাপড়ে হলে আমার
আপনার কাছে বিশেষ কোন প্রভাব রেখে থাকবেন। আমার আশা
আপনি যেটা প্রদান করেছেন। বাঁধ দিন না করে থাকতে যাবার কামান অনুভূতি প্রদান না। এটা আপনার পাশ হবে।

এটা আপনার কাছে পেরিয়েছি, বাধ্য আমার সংস্থারের যা থাকা থাকে পেরিয়ে তারপর পালন করে, আর ভালোভাবে তাদের কাছ সম্পর্ক করবে। এছাড়া তারপর, অামি আপনি আমার শাস্তি দেববে যে প্রতিবেদ আপনার পাঠাতে না। তোমাদের মাঝে বলি বলি প্রতিবেদন নেই। এ ব্যাপারে আমি আস্বাদনের আপনি সমস্ত হবে। নিজের সমস্ত সত্য ধারণ করে। আমি আমি আপনি সুলভ। পাঠানের কাজ করবে, অামি আপনি মুক্তি দেব।

সব শুধু হেক যে আপনার শুধু শুভ্রন্তেরা পাঠে থেকে আপনাকে রক্ষা করবে। এ আপনার প্রস্তাবনা হতে পারে।

আপনার প্রিয় বন্ধু,

কেঁ. বি. রায়কান্দ।

'বাঁধন।' মিস মার্ল স্বগতাতিল করে উঠেছেন।

সন্তর কাটানো কিন্তু হয়ে উঠলো তার কাছে। ভাবের তাদের কাজ মতোই করলো আর করলো গ্রেট বুটেনের 'কেমাস হাউসেস অ্যান্ড গার্ডেনস।'

'প্রিয় মিস জেন মার্ল,'

মৃত্যু মিস রায়কান্দের কৃতি ব্যবস্থা অনুযায়ী আমরা আমাদের গ্রেট বুটেনের কেমাস হাউসেস অ্যান্ড গার্ডেনজস-এর ৩৫ নং প্রান্তচের বিবরণ আপনাকে পাঠাইলাম। এই প্রথম আগামী রূপকপ্রতিবার, ১৫ই তারিখে ল্যান্ড হতে শুরু হবে।

আপনার পকে বাং সত্য হয় আমাদের লক্ষণ আর্কন আর্কন পারিলে এই প্রথমের সমস্যাগী মিসেস স্যাম্বেলন' সকল বিবরণ ও প্রক্রিয়া অবশ্য ব্যবহার হবে।

আমাদের সং প্রথম বাং বি ভিন ভিন্ন হাঁকাল হাঁকাই হয়। এই বিষয়ে প্রথম, মিস রায়কান্দের মতে আপনার নিকট থেকে তথ্য হতে পারে, কারণ এই প্রথমে ইংল্যান্ডের বে এলাকা ধোকালো হতে সহজে তাহা আপনার অবহেলা। এক্ষেত্রে উপকার বৃদ্ধি ও বাসান বেছেন সম্বোধ পার্থক্য। তিনি আমাদের পকে সত্য সর্বপ্রাপ্ত আবাসন ও বিলাসের বলে ধ্বংসের কারণ প্রায় তোলেন।

৩৫
সস্ত্রা আঁপিন করে আমারের বাবলে পাঁচিটির অভিজ আকিন্তে লক্ষ জানাইবেন।'

চিটি তাঁক করে বাবদে বেঁধে দিতে চৌকিকোন নক্ষত্রা বেঁধে মিঃ মার্পল। জেলায় তারা ঠাকুর বাবদিকে কোন করলেন, তারা কেবল হাঁটেন এক্যান্ড পাড়েনির সচেত হয়ে গেলুন। তারা খুব প্রশংসা করলেন। একজন জানান সব বাবদাই তালো অন্ট কিছুটা মার্কশেল--
আমাদেরকে অন্যবিখ্যাত হয় না। মিঃ মার্পল এখান হাঁটেল পাঁচিটি কোন করে আকিন্তে মিলেন পরের মঙ্গলবার তিনি দেখা করলেন।

প্রথম এ বিষয়ে তিনি চৌরির সচেত কথা বললেন।

"আমি হয়তো বাইরে মার্কিন চৌরি", তিনি কলেন, 'বেঁধা দে।'

'বেঁধা দে?' চৌরি বললে, "বাইরে বিষয়ে কোথাও?"

'না বিষয়ে নয়। এ বেদান্ত। ঐতিহাসিক প্রাচীন আমাব বাণী বিষয়ে।'

'এ বন্ধ সেটা পাল্লেন? বুধ পঞ্চম হয় এতে । বাড়ো মাইল হাঁটতেও হতে পারে।'

'আমার বাবদরা তালোই', মিঃ মার্পল বললেন, 'তাহাড়া হয়নি বলেক মানবের ওয়া। সাধারণ দের।'

'তারা হেওক, সবাই হবেন', চৌরি বললে, 'আমরা চাই না। আঁপিন হাঁটের রোগে পড়ে বাব বড়াই আমানকে মানুষের মনে হয় না। আঁপিন বন্ধ বসিয়ে পেলেন, কথার রাগ করলেন না বেলে। আমি কিছু সেটা মনে করি না।'

'নিজের বাবদা আমি করতে পারবে', একটি আপনামান বাবার বাচ্চাদের বেলে মিললেন মিঃ মার্পল।

'নেবি, অব সবাই হবেন', চৌরি বললেন।

সুন্দর দুরগ্রাস নিয়ে লক্ষেন মিললেন মিঃ মার্পল। জেলায় সাধারণ এক হোটেলে হর মিললেন - ( 'আল বাবদি হোটেল' হর নন ভালোলেন তিনি,
'কি হচ্ছেন হোটেলেই ছিলো। না, এসে তুলে মাগরা বম্বার। সেই মষ্ট শোঁজার মালার।') পরে নিয়েও তাঁকে তিনি বাবদে পটিটি। চৌরি সেখানে প্রার পরচাঁশ বছর বরদী এক সেখানে নির্মিত জানালে ভাই ভাই মিলেন মানুষের বাবদাই নার বিষয়ে পাল্লেন ভাই বাবদী অন্যবিখ্যাত অন্যবিখ্যাত হয়ে না।

'ভাইলে তু হতে বেলে', মিঃ মার্পল বললেন, 'যে আমার বাবদের
এ প্রশ্ন— তাঁরা আশার অনেক দৃষ্টি থাকেন, আসনের বসন্ত ছয় মাস পর্যন্ত প্রদত্ত করে দেবেন, আমি তাঁকে তাঁর প্রয়োজনের প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে দেবেন।

আপনারা জানেন যে তিনি তাঁরা করেছেন? মিঃ মার্পজ বললেন।

ও হাঁ, কিন্তু এ ব্যবস্থা তাঁর প্রয়োজন আপনের। তিনি বলেছিলেন তাঁর
প্রকৃতি সাহায্য আর তাঁর খুব পরুনে বদলে জন্য একটি প্রয়োজনের ব্যবস্থা করে
থেকে চাই, তিনি তাঁর কিন্তু প্রমাণের সূচনা পাননি।

মার্পজ পরে, মিঃ মার্পজ তাঁর ছোট মাতার ব্যাপার হতে নিয়ে আর তখন
স্টুডেন্টস মাইলের হতে সংগে ঘিরে খুব আরামপ্রাপ্ত আর বিলাসবহুল এক
পাগড়ি উড়লেন—গাঢ় চুলছিলো। লম্বনের বাঁইয়ে উত্তল-প্রতিচ্ছ বিকেলের পথ
করে। তিনি চাঁদি-ত্যালিকা আর প্রমাণের দৈনিক্ষে প্রতিনিদিত্তি, বিশিষ্ট হোটেল
আর খাবার, বিশ্লেষিত প্রায় উঠিয়ে তালিকার একটি চোখ বুলিয়ে নিতে চাই
ছিলেন। তখন লেখা ছিলো কোথায় কি ভাবে এ প্রমাণ চলতে যাবে—
বিশেষ বলেন যে এর আগে অর্জন করতে হবে অনেক পথ যাত্রার জন্য।
বে সব চলতে চালু পথ বাঁটে করতে পান তাঁর যাত্রা বেশি হাঁটতে বা
পাগড়ি পথে আনাগোনান। না করাতে হয় তাঁর দিকে বিশেষ অনুপহর
হবেছে। সুপ্রবর্তক চলস্থল।

মিঃ মার্পজ বাতাস-ত্যালিকার চোখ বুলিয়ে তাঁর সহায়তার একটি জন্য
কর নিতে চাইলেন। বাসারী বসন্ত ছিলো না, কারণ তার প্রার্থী একই
কাজ করে চলেছিলো। তারা তাকেও বলে নিলো, তবে তাঁর মনে হলো
বিশেষ ভাবে তাঁর বিদেশেই কেউ লক্ষ্য রাখেন।

মিঃ রাইজেল-পোর্টার
মিঃ টাউনল্যাঙ্ক কলার্ড
কলেজ ও মিঃ অর্থোকার
মিঃ ও মিঃ এড়াল বাঁটাল
মিঃ এলিজাবেথ টেমপল
প্রাইমারি অ্যান্টাইড
মিঃ রিচার্ড জেনসন
মিঃ ল্যুফিন

৩০৩
মিঃ হেমন্ত
মিঃ কাশপার
মিঃ কুক
মিঃ ব্যারো
মিঃ এমিলিন প্রাইল
মিঃ জেন মার্পল

একের মধ্যে চারজন বন্ধু ছিল। মিঃ মার্পল স্বপ্রথম তাদেরই কথা বললেন, বিশেষ করে তাদের মন থেকে সহজে মিশতে। তাদের বললেন একসঙ্গে প্রথম করিলেন। বরস হরতো সম্পুর্ণ হওয়া সত্ত্ব। তারা অনেকটা উপরে সমায়ী বলে ধরে নিতে পারা যায়। একের একজন অনুষ্ঠান জাদুঘরের গোছে—বারা কোন সাধনা বা হরতো একবারে শেষেই আসন দানী করে থাকেন। হরতো বোঝের দিকে বা হরতো নিকটে থাকতে চরে থাকেন। হরতো বা বেশি বা কম হাওয়াও চাইতে পাওয়া। হরতো সঙ্গে ছিলো প্রমুখীর্থী কাজ, সমকালের আর নানা গাইড বই। ওরা কিছু অপর আর মাকে মাঝে বার্তা করিলে ওরাই অবশেষিত। তাদের আর উপরে আনন্দ প্রাপ্ত বারা নমন—হরতো অন্তিম থাকতে থাকতে হংসনা থেকে নিতে চাইতেন। বন্ধুরা মাহলো—একে আরম্ভে থাকে। বদলের নয় তারা। মিঃ মার্পল তাদের শীতল পিয়ে রাখলেন।

তাকে আর মিঃ সাঞ্জীবোপাধ্যায় বাদ দিলে পানোজন হার। আর কেছু তাড়াই এই কোনের ব্যাপ্তি করা হয়, এই পনেরোজন সাধীদের কোন ব্যাপারে অনিয়ত পড়ে যাচ্ছে। এটা হয়তো কোন কথার দোষে বা কোন আইন নিয়ম কিছু হতে পারে বা একবার কেন করেছ। সত্য। কোন তৎকালীন যে হরতো ইতিহাসেই হত্যা করে থাকতে পারে বা হরতো খননের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে থাকতে পারে। মিঃ মার্পল জামাল মিঃ র্যাকারেলের কেদার সন সত্য। বাই হোক এই লোকগুলি সম্পর্কে তিনি নির্ভর করবে রাখবেন।

তাদের নিয়ে তাদের ডান পাশে তিনি সিকে রাখবেন মিঃ র্যাকারেলের হাত হাতি কাশপারী কার তার নজির রাখা বলবার আর না পাশে সিকে রাখবেন তাদেরই নাম। বারা তার মতে কোন কাজ করার করব সবরাহ করতে সম্ভব। একবার যে তারা নিজেদেরই ডানে না তাদের কাছে থাকতে পারে যা অন্য ভাবে বললে, একবার যে তাদের পক্ষে জানা না তা সেটা। মিঃ র্যাকারেল
না অর্থ কাজে পরুষপূর্ণ না নারী অথবা আইনের কারণে বল্লভন। তার ছেটালে নেট হইয়া তিনি আজ মধ্যাহ্নে দু-একটি কথা চিহ্নিত রাখতে পারিবেন-কেনার নেট ছেটালে নিজ না অথবা কোনও সেখা কোন চারাহের সঙ্গে একে কর্তৃ নিজ আছে না। যে কোন নিজ কাজে আসতে পারে। আসে এ রকম বাঘায়।

অন্য ধুমদুম বর্ণক্ষণ বিলুপ্ত আপাতে এক্স ক্রমে হয়েছে। মৃদুলের বিশ প্রায় বাট। একজন সন্ত্রাসে চেঁদ হেন হতে পারে নিজের সামাজিক সত্য সম্পর্কে তিনি ধরেই মনোগাটী। কপিল সন্ত্রাসে আর কর্তৃ বাঞ্ছ। মন হর তার সঙ্গে এটা রয়েছে কোন হাইকি, আঠাও উদ্দিত পদ্ধতের একটি নেটে। সে মহীনালিকে জোরালাইন পিসি বলেই সমাপ্ত করতে চাইলেন। হাইকি, মিস মার্গল লক্ষ করলেন, জোরালাইন পিসির গাজন সম্পর্কে বেশ ওয়াইকবাহ। যেটি সুবর্ণনা আর বেশ কর্ডাম।

মিস মার্গলের সামনে হাইকি বন্ধ হিয়ে যায়মধ্যে আর মেহ বাছুল এক পদচালন আকারের মত। মৈথিলিভূমি ভেড়ে যাতে একটু একপাশাটী গড়ে হোলা কোন মনোগাটী। ভাষালোকের মুখ দেখে শাহর হয় প্রকৃত মৃদুলার গোলাকৃতি করে গড়ে চাইলেও নিজের গোলাকৃতি করতে চেয়েছে। তার মায়ের বাড়ি আর মন লোট হোলা হোলা ওষুধ-যান।

ফলসেই মন হয় তার বস্তু স্বর্ণধন বর্য চলেছে। ওর মনভাবাগলো পানের মন হয় কোন বাড়াল কোন পার্শ্বদের কুচের গর্ভে দেন হয় বেলা কোন পার্শ্বদের অভিস্বারচিত কায় করে জোরালো জোরালো চুললে তাকে বর্শাকৃতি করতে চেয়েছে।

যার মায়ের বাড়ি আর মন লোট হোলা হোলা ওষুধ-যান।

মিস মার্গলের অবক্ষণ হয়ে ভালোলেন এতে আগ্রহ নিয়ে ওর কিছু সানের বাদাঙ্গাতে বাঙ্গলা, তিনি অনেক মিঃ কার্তিকারের হত জনি আর ধরন দেখে অবক্ষণ হয়ে বাঙ্গলা।

এবার সমস্তের আগাণে ঔষধিগত বাট বন্ধ রক্ষা অন্য মহিলারা
ধাঁচাকার। সত্ত্বেও স্বর্ণবাহরের বোঝাই। তব সে কোন আকাশেই নিয়ে এদের মেয়ে দেওয়া সত্য। তাহলে যদি একের খালি বা যারা—
বাতাস উংঙে করে বদ্ধ চুপানাল ছুলের গোঁড়া। কষ্ঠাল বিন্য, পশ্চাত যথাক্রমে। লক্ষ্যের বাকির, এবং মাপার্ল আবারন। যাই, সত্যই।
'তবে অন্ত নিই এনিবি ওনলাইনের কথা মের পড়ে'; যেন হলো মিস মার্পেলের। এনিবি ওনলাইনের কথাকে অথচা আর খুঁজনার নিজেই ছিলেন—যার মিস মার্পেল তাকে নিজের ভাই-পার সেবে একবার দেখার পর তাকে রোগ পাচ্যা।

মিস মার্পেল আবার তার উদ্দেশ্য শুরু করলেন। দুজন কপিটা উপাদান—একজন আমেরিকান, মথ বরফ, বার্বার মদ্য, একটি বাগাল প্রায় আর
লক্ষ্যের ভাবে নিজের অনেকে নজর। দুজনই নিয়মবদ্ধ হর্ষ-বিলাসী।
এ ছাড়া ছিলো এক হস্তান্তর মথ বরফ কপিটা। মিস মার্পেল সহজেই অনুমান করে নিতেন তারা অস্বস্তি একজন সেনাবাহিনীর মানুষ আর তার তাই। তিনি তার নোট বইতে পুলিশ আর মিসেস ওকার বলে
থাক ছিলেন।

ঝঞ্চ আসলের প্রথম ছিলো দীর্ঘ, কুল আকারের এককন্ধ—মানবিহিনির কথা অতিরিক্ত ব্যবহারী। রেখায় হমার নিয়মনে হে একজন কপিটা ছিলো।
কোনো পারের দেখ প্রাক্তন আসল প্রাণ করেছিলেন দুজন মথ বরফ বহিলা—
তারা একমিতি প্রশ্ন করিলেন। তারা আসলেই নিয়ে আলোচনা
করিলেন—কি কি খর্বনার ছান খান ত্যান ইত্যাদি।
একজন একটি পারের দেখ প্রাক্তন আসল অন্যজন ফর্স আর বেশ আয়াতাটাকে চেরার—
এই শেখার ভালীতে মিস মার্পেলের কাছে একটি বেশ চেরা চেরা মন হতে
চাইলো। তাই অপূর্ব হয়ে ভাবতে চাইলেন কোনো বেশ মন হতে চাইলো। তবে খুব মন পড়ে না।
হয়তো সেন করেগো অনুশাসন বা সেন দেখে ভাবতে
পােন। যেন বারায় বিশেষ করে কিছু নেই।

বার আর একজন বাটল বাঁক ছিলো। আর সে এক জুড়ে—সত্যত
উন্মিষ্ট বা কুঁড়ি বাঁচায় তার বনস হবে। এ বোঝেও তরোনামালি সেলারকী তার নেহ—আঁচ কালো চেঁদে সবে, পোলেল বাজারের হাজার গোলাপি
লোনেটার আর স্বীয় তারেলের হবে গুঁড়া নর চুল। একটি বারাহ জিনেই
বাঢ়নাট্য বহিলাটি ভাইকে শান্ত করে চাইলো—ভাইকেরও
এই। একবার আর নিয়ে ভাঙ্কাইলো বলেই এদের মিস মার্পেলের হবে চুল।

২৩
কালকে ঢালিতের সাথে আবার তার বাই হোক, দুটি অক্সিজেনের অস্ত আছে।

সকলে নর্ম কার্যের এক চামার হোটেল মধ্যে চোলের চন্দ্রইনীর জন্য হোটেল, বিশেষ প্রশ্ন রাখা হলো চন্দ্রইনীর জন্য। মিস মার্পাল এছাড়া দুইবার চন্দ্রইনী যেখানে তার পা দুটির এ বার ঘরের জিতের দর্শনীর বস্তু বেঁধার জন্য তেজে হেঁটে ছিলেন।

হোটেলে পৌঁছানোর পূর্বে, এইরূপে সকলের রাতের সাথে বাজার, বাড়ীতে আসে আসে পর্যাপ্তের কাজে পরিচিত হয়ে উঠিয়েছিলেন। বক্তি করেন সামগ্রিক প্রথমের কাজে যাত্রা শুরু করা না হয় চামার তার তার কাজ সম্পন্ন করে চলেছিলেন। মাঝে মাঝেই চোট চোট বল তৈরি করে বে কোন একজনকে বলে উঠিয়েছিলেন, 'আপনি অবশ্যই কর্মের ওয়ার্কের বাগানটি সম্পর্কে বলার সম্ভাব্য বেশ। এখন চামার অভিজ্ঞতা আর উদ্দেশ্য এর উপর চোট চোট কথার উন্নতি সকলকে কাজারী এনে ফেলেছিলেন।

ইতিমধ্যে মিস মার্পাল বানানের নাম ডেন নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। লোকশ দ্বারা মাধীক বেশ বলা প্রক্ষেপ ওরানেঁতেক বে রকম উনি তেরেছিলেন, আর বিষয়টি প্রকাশপাল। কর্ত্তু পারাশায় মাইলেটি হলেন মিসস রাইজ-পোটার অব বাইস্কট কোর্পোরেশন। তা হলো এমন প্রাইস-গ্রাউন্ডে আর সে আর জোয়ানা ক্যাফেরে মন হিচে উনির বিষয়ে হিচ, যিনি মেশন, অর্নিক্সি, নিকল, পূষ্প অপছন্দ, রাজনীতি এইসব বিষয়ে তারা একাকী একমতাতে হর উঠেছে।

চাঁদ বস্থা ভালভাবাভাবেই মিস মার্পালকে তাদের চেয়ে কিছুটা অপ করস্ক বনে ভেলা তার বিকে সুমথ নাজার করে দিয়েছিলেন। তারা যেখান যোগেশ্বরের বাবা, গেট বাবা, বাবা, নন্দন বাবার, অর্থ আর প্রচলিত চিত্রকর্ম ছিলেন আলোচনায় শুরু করে দিয়েছিলেন। তারা রুঠের কথায় রুখ করেছিলেন তাই আলোচনা করতে লাগেন- সেখানকার হোটেল, প্রথম সংখ্যা আর বিশেষ করে সামরিক কাউন্টি, বেঁধার মিস লর্নেল আর মিস সেথার দৃষ্টি করেন, সেখানে বা৯লা বাগান পরিচ্ছন্নকারী অভাবের ক্ষেত্রেও বলতে চাইপেন।

এই দুকন মধ্যবর্তকা মাহলা একসময় প্রস্তুত হয়েছিলেন, বালা লেগে তার মিস কুক আর মিস ব্যারো। মিস মার্পালের তামে আর হতে চাইছিলো এই মিস কুক তার একটি পরিচিত-কিছু তিনি কিছুতেই মন করতে পারেন নেন।
না তিনি কোথায় তাকে সনেহপান না তিনি সনেহপান না তবে মিলন ব্যাপে তার মিল কুকুর তাকে এদিগে করে চাইলেন। তিনি এরফে পতালে তারা কিন্তু হয়ে সেদে বেঙে চাইলেন।
বর্ষা এটাই বলে সম্পুর্ণ মশা না তাকে বলা হয় না।

পনেরো আল মানুষে, এরফে একজন অধিকারী কোন ব্যাপারে জড়িত। কখন প্রথমে মিল মাত্রেলে গেলেন মিল বাংলার নাম উজ্জ্বল করলেন যাতে বার্থ করলেই কোন প্রাক্তন হয়ে। কিছু করলে মধ্যে সেটা ছাড়লে না।

সুমুখী মা হিবারের পরিচায় জানা গেলো মিল এলাকারেখে টেমপল বল, যিনি এক বিখ্যাত মেহরের বিখ্যাত এরফে প্রাপ্ত প্রাপ্ত শিক্ষক। একজন মিল কাষ্যার ছাড়া তার কাউকেই খুশি বলে মিল মার্পেলের মনে হুত চাইলে না—আর সেটাও সবগুলো সেই বিদেশী হঠাৎ ননেই হয়েছে।

আলো দেখার জন্য সবতুল হননি চিতাতে তেননন, একজন সুমাতর।

'হয়তো আগামী কাল ভালো হিজে কথতে পারবে', নিজের মনেই
বলেইলে মিল মার্পেল।

বেশ কান্ন হয়েই শ্রবণ আসার নিজেন মিলে মির্ন মার্পেল। ঘুরে বেড়ানো আসামের হলেও কাল্পিক—তার তাছুড়া পনেরোজন মানুষেকে যাচাই করে মেরে কেউ হত্যাকারী কিনা পর্যালোচনা করালেও আরও মৃদু কার্যকারিত।

ব্যাপারটিকে এমন এক অভ্যস্ত জড়িত, মিল মার্পেলের মনে হবে, বে'কেভ এ ব্যাপারটিকে পুরষ করেনে নিতে চাইবে না। বার্থের সবাইকেই চটুকার মানুষ বলে প্রাণীরতাম হল্লাহ, একজন মানুষেরই বল বেঙে বলে হে হে বহু বার অহরহ।

বাই হে'ক্রিম মিল মার্পেল আওগ একজন
বার্থের জীতুকে চেষ্টা বুলিয়ে নিয়ে নোট বলিতে দু'-একটা নতুন কথা লিখে ছিলেন।

মিনেলে রাজলে-পোটর? খুলের সদে অভিপ্রেত অভিপ্রেত। অনিষ্টের
কারণে আর অনিষ্টের।

আইয়ো, আজানান। কেবার? একই রকম কি? তবে অভিযুগ চুকছে।

মিনেলে রাজলে-পোটরের অবশ্য এমন কোন বর্ণ যানো বাক্য পারে
বাণ অথবা মিল মার্পেল বোগ সুর তুলে পেটে পারেন। উন্মুক্তকর সদে
যাতে বক্তব্য পড়ে ফুটে হয়।

মিল এলাকারেখে চিতাতে তারহু বাজাল। আগামী আগামী। অক্ষতকৃত
বিক্ষিত বিন মার্গলের কাজ কোন ধারা খুলীর কথা জ্ঞান করিবে কেননা ৮ 
'আমাদের' স্ববর্গীয় কল্পনা বিন মার্গল, 'ওঃ মদ্য থেকে সাধারণ জ্ঞান পাবেন।' 
সরলত: কোন খন করে থাকলে সে খন মদ্য ইন্দুর খন হবে। 
সরলত: কোন খন ও দুর্বলী তা হবে, তখন তিনি মদ্য থেকে থাকবেন।' 
কিছু এটাও খন প্রহরেরা হলো না। মিস টেম্পল, তিনি ভর্তৃ bangla, যে সরলত: জানাননি কি করেন। তাই মদ্য সম্বন্ধে তার কোন চিন্তাই থাকবে না, 
বখন চারপাশে খন পানের কথা। 'তাহলেও', মিস মার্গল বলে উঠলেন, 
'জলমগ্ন বাক্যের অসাধারণ। তার এটাও হতে পারে যদি রাখে হতে চেয়েছিলেন এক্ষণে কারা। তবে আমার সাক্ষাৎকার থাকে কেন 
কারণেই ঠাকু।' লোফটবায়ের জানাকিতে কথাগুলো লিখে রাখলেন তিনি। 

এবং মন্ত্রণ পাল্টালেন তিনি। তিনি কোন হত্যাকারীর কথা কথাই বলতে চেয়েছিলেন-কিছু সম্মান নিহত বাদাম ব্যাপার কি হতে পারে? কার 
পক্ষ সত্য শিকার হওয়া সত্য? কাঁটাকে সেবক সত্য হানি হয় না। 
হতে। মিসেস রাইজলে-পোটার হতে পারেন- অব্র অব্রত্য-কিছুটা অপরি। 
চেহারা ভাইকটি হতে নাপুজার উত্তরাধিকার পেতে পারে। সে তার এই 
বিপর্য এমনি প্রাস ব্যবহার করে পুলিশ বিরোধিতার কারণ হয়ে উঠতে 
পারে। তবে খন প্রহরেরা ধারণ এটা নয়, এল সত্য খনের কোন 
খবর পাওয়াও মাঝে না। 

প্রফেসর ওয়ানস্টেড? আপনি আমানা। মনোর ঢংরি, ভর্তৃ bangla, মিস 
মার্গল। একটু দেরী। তোমি কিও ধমানাই না ভাবার? ঢং পড়ে 
পার্শ্ব এখনও মিস মার্গল। এবে ধমানাই হওয়ার সত্য থাকার বিষ্ণু। 
বিস্ম কঠিনে গর নিজের কোন ধারণা না থাকলেও এটা তার মনে হলো। 

মিস ও মিসেস বাটলার? নাম দুটি নেই মিলেন তিনি। দুই ছাড়ের 
চাকুর আমেরিকান মানুষ। ওয়েলট ভিউজিয়ের বেত বা অন্য কারণে সে 
মেহ কোন বেগদত্ত নেই। না, বাটলার দশমাহে বাধা নেওয়ার নিজেই। 

বিচার জেনেন? যে ওই খুব সুগত। মিস মার্গল বঞ্জতে পাল্টালে 
না হাসপাতিবাড়ির এই মধ্যে বিচারে আসতে পারে। ভর্তৃ bangla, কোন 
গোপন গত করে। যে সব গো তারা পরিবর্তন করতে বাছন তার কোন | এক্ষণে 
সম্বন্ধে তার মধ্যে কোন করা দরকার নয়। এবং মিস মার্গল সুগত 
ওঁরার ভর্তৃ bangla কোথায় হতে। তবে তিনি মিস মার্গলকে জো প্রহর।
প্রেরণা মাসিক ক্রিকেট – সেখানেই হুমকু পাওনা যাবে কেন দেহ। ‘আ, সম্ভবত মিত্র অন্ধকার চিহ্ন কর্তি’ অপসারিত কর উদিতেন মিত্র মার্কের।

মিত্র কুর্প আর মিত্র ব্যাপাৰী? খুব সাবান যুদ্ধ দান তাহ। আর বিভ্রম তাদের একজনকে তিনি ঠিক দেখেছেন। অভিজ্ঞ মিত্র কুর্পকে তো বলেন। বাক, ঠিক সময়ে মন পড়তে নি।

কর্মের আর মিত্রের কাজার্য? চোখের মানে ওর। অবসরগ্রাম্য নানারক মানদান। বেশির ভাগই বিদেশে কাটিয়েছেন। কথা বলতে ভালো লাগে–এখানে কিছু নেই বলেই তার মন হলো।

মিত্র বেছামান আর মিত্র লন্তোলি? ওই রুত্তি দুর্ঘণ? অপরাধী হিসেবে তারা ধার না, তবে বর্ষাকাল হওয়ার পরে প্রায় হলংহল টুটনির কথা আর ওবে পারে, তা খুব আকার বহুক। অথবা ধূম যা ঝেঁটে বায় সমস্ত কিছু দরকারী কথা বলে ফেললেও কোন সূত্র পাওয়া বেঁধে পারে।

মিত্র ক্যাপার? সন্তত এক মানব চিঠ্য। অত্যন্ত উদ্ভিজ্জান্তব। অর্কপত্ত তাকে তালিকাকু করে রাখলেন তিনি।

এমনি প্রাইস? সন্তত একজন চিঠ্য। হায়া বলে হিতে হতে পারতো। মিত্র বাক্যের কি যাতে কন ছায়ের সমানে পাঠাতেন? বাক, এটা নিয়ম করতে হয়। কিন্তু তাকে পারে কিন্তু করতে চলেছে। হুমকু কোন সমপিপতন্ত্র নির্দেশনহার।

‘ওইয়া’, মিত্র মার্কের সহায় পরিপ্রেক্ষা যোগ করতে লাগলেন, ‘আমার প্রাপ্তি যেতে হবে।’

পা আর পিছে ব্যাপা অনুবর্ণ করতে লাগলেন তিনি—নানারক চিঠ্যেরা ও কেনে সুবাদ নেই। সাম সময়ই দুয়ের কোলে হলে পড়লেন মিত্র মার্কের। অক্ষর দ্বারা লালেন মিত্র লমাতেন তিনি।

একটি প্রেরণে প্রোফেসর আড্টেটিউড জুম্বুক হু জোঁড়া বলে পড়ি তোলা কাঠা মেড়া হু জোঁড়া তার আসল হু ছিলো না, নকল। হুম ভেবে হেঁরই মিত্র মার্কেরের প্রস্তা ধারণা হলো, স্বাম নেতার পরে সাহায্যেত্ত বা হতে বকে, বে এটাই সমস্ত রহস্য সমাধান করে বিচিত্রে। ‘অপরাধী’ বাক্যের মিত্র ধারণ, ‘এটাই কিছু’ তো কেন বার না বাবপারে এতে সহজ হতে হতে। এই লোকটি অপরাধী।

খুব ব্যথার নেই অভিজ্ঞ তিনি উদিতেন কলেন কোন কিছুতেই সহায় হলো। প্রফেসর আড্টেটিউডের হুঙ্গুটা ধুলে গিয়ে কোনাই রাখে হলো।
বিষয়বস্তুর বিবর আস ঘুর পাচ্ছে না ভাল। আম এক ধরে করে পবিত্র উচ্চ বাণিজ্য তিনি।

একটি বন্ধন্যাস ফেলে দ্বীপ-পাখা পেরে বিহান। তার করে পিচ লোকারা রাখা একটা চেয়ারে এদে সকলেন তিনি। তারপর তুষেকশ থেকে একটি বাড়া মাপের নোট বই বের করে কাজ শুরু করলেন।

'বেকারের তার আমি ধরেন করা হয়,' নিচে লেগেনা মিঃ মার্পল, 'তা নিষেধ তবেই কোথা অপরাধের সঙ্গে অভিহিত।' মিঃ র্যাকারেল তার চিত্তেও পরিন্ধারভাবে সেটা জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন আমার নামের প্রাণ এক ব্যাপারীবিবিধ চর্চার চেয়ে আসে আর তাই স্বভাবতই অপরাধের সম্ভাব্য প্রবোচা। অতএব এবং অপরাধ অভিহিত, আর তবে নেওয়া যেতে পারে তা সলভ্য সন্দেহ বৃদ্ধি, জানিয়েছিলেন ব্যাপারের চক্ষের আমার একজনের চক্ষু ছিলো না আর এসব ব্যাপারে আমার কোন বোঝাপড়া নেই বা আনেও নেই। আমার সম্ভাব্য তিনি র্যাকারেল
বা জানতেন যা হলো, নেট অবরোধের দ্বারা সময়ের উপরে তিনি বা জেনেছিলেন—বে সমর আমার দুর্ঘটনাসংক্রান্ত শেখানো হয়লাম। আমরা সেখানে এক চমকে যে খুনের বর্ধন প্রাপ্তিত হয় সেখানে কখনও আমার অপরাধ জাগাতে পারেন। আমি কখনই অপরাধগুলো সম্ভাব্য কোন বই পড়েন বা এ ব্যাপারে কখনও আগ্রহ হবে।

না, যদি বা বেলে তা হলো, আচরণকরা আমি প্রায় খুনের চৌহাটির মধ্যে গিয়ে পড়েছি, ব্যাপারীভাবে যে হোক উচিত তা চরে চরে বেশি বাইরে। আমার দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে বন্ধ বা পরিষ্কার মানুষ খুন হল। এখানের শিলাবিজ্ঞানী কাককার্য যাত্রাপথে মানুষের জীবন গুটিতে খেলা যায়। আমার এক পিপিচিস্ম, আমর যে সেপ্টার মানার জাহাজ দুর্ঘটনার পড়েছিলেন আমার আমার এক বার্বার বলা হতো গুরুর হতাহত মহিল। আমি আমি তার বিশ্বে বন্ধ তার সঙ্গে এক ঘটনাতে ধর্ষ করতে চাইতে না। এ চারটি ঘটনাতে আমার তিনটি পাড়ি আমা গুটো রেল দুর্ঘটনার পড়েছিলো।

এখানের ব্যাপারে অনেকের জীবনেই কোন বিশেষ কারণ ছাড়াই ঘটে বেশী যায়। এ সব কথা আমি লিখিতে চাই না তবে মনে হয় খুন ব্যাপারটা একটি ঘটা চলে, কিন্তু হায়বাস আমার জীবনের সব তবে আমার আশে পারে নি।

মিঃ মার্পল নিচে পিচ একটি কুশান চেয়ারে আমার লিখে লেগেন।

'বে কাজ হতে নিরুদ্ধ তার একটি মহিলামত নিশ্চিত আমাকে করতেই ।'
বলে। আমাকে একটা পরিকার প্রা করতে হবে। এর কারণটা তি? উল্লেখ—আরে, আমি না। তার অমুদ। মো রাকারের মতো সামনের পাকে এ মাত্রই বিচার। তিনি চেরেছেন আমি বাতে কিরীত্রী অনুষ্ঠান করে আমার সর্বাধিক প্রবৃত্তি কাজে লাগাই—আর আমাকে বে অনুরোধ আমার। হয়েছে সেই মতা মেথে ব্যবস্থা করতে পারি।

‘অতএব এক নম্বার ধারা হবে—আমার কাজে নির্দেশ আসবে। কোন স্বত্ত্ব দানের নির্দেশ। যদি নম্বার ধারা—আমার এ সময়ের অভিজ্ঞ আছে নারী বিচার। হয়, কোন অন্যকে নারীর পথে চালিত করা বা কোন পথের পাঠ বিচার করে নারীর ব্যবস্থা করা। এটা সেই সাবংকাতে কথা বিনিয়োজন সময় তাত্ত্বিকশাসনের। যা আমার মঝু রাকারের বলেছিলেন।

‘মোটামুটিই উদেশ্যটি আমাদের পরিগত আলো বাজে নির্দেশ প্রয়োজন। মঝু রাকারে ব্যবস্থা করে বায় বিখ্যাত হাউজের অর্জ গার্ডেনের ফলন গ্রামে আমি অন্ত নব। কেন? এই প্রতিটি নিঝেরকে করতে হবে। এটা কি সাবংকাতের কামনায়? কোন সূত্র? কোন বিশেষ বিখ্যাত পুষ্ট? বা কোন বিশেষ প্রাকৃতিক দৃশ্যা বা বাগানের সঙ্গে এটা সংশ্লিপ যুক্ত? এটা খুবই অবাধ। বে ব্যাখ্যা। হতে পারে তা আছে এই কোনের বালীদের মধ্যে বা একজন ধারার মধ্যে। এর কেউই বাণিজ্যের তারা আমার পরিচিত নয়, তবে একজন অন্যে বে ধারার সমাধান আমাকে করতে হবে তার সঙ্গে জড়িত। এই বলের নিউ কোন খনিতে সঙ্গে নিচু অভিজ্ঞ। কারণ কোন সূত্র বা কখন আছে বা কেউ বা পরিবহন বা প্রাণকে তেমন হাকে, একজন হতাকারী। এমন হতাকারী দাবে এখনও খেলে করেনি।’

আচার্য এখানে বলেছে পশ্চিমে মিন মার্পেল। এতেক্ষনের ব্যাখ্যা তার কাছে বিখ্যাতের মানে হলো। এতের লোকের কথা মনে হলো তার।

তার অনেক তিনি নোট বইতে লিখে রাখলেন। ‘এখানেই প্রথম মিন

রেখে হলো।’
মতোলাটি

প্রাচীন সকালে সকলে দেখতে প্রেলেন রাতে আগের এক রাহিবার ভবন।
বেড়ে তোলন সমর্থ লাগল। না। বাড়িটি চমৎকার আর এর এক সংখ্যা
ইতিহাস আর অন্যের বাণিজ্য বাণান্দো বাণান্দো আছে।

পূর্পতি রিচার্ড জেমসন বাড়িটির প্রচেষ্টার নিবেদন দেখে উৎসুক হয়ে
ঠাঁটে প্রাপ্তির লোকের নামা বর্ণনা দিলে চলেন—কোথায় কোথায় আছে, এর
এটিপ্রার্থিক মূল্য কতটা হীন। এই সর। তাঁদের অনেক প্রথম আঁচ নিয়ে
শুনলেও একটি অধিবাস হয়ে উঠলো একমাত্র বড়া শব্দ। অনেকে সেলামের
পিছিয়ে পড়ে দাঁড়ালো। বাসরী রক্ষাটিও তার কাজে অন। এখান বাসরী
মাথা গলানাড়ে অসহুতি হয়ে উঠলো। সে বাণান্দো নিজের হাতে নিচে
গিয়ে দৃশ্য হলো, কারণ নির্ণয় জেমসন মুখানন। রক্ষাটি একবার কে
চেঁচা করলো।

'এই স্থান, ভল্লুক ও ভল্লুকহোবারগুল, এর নাম স্থতোক', এখানে
এক স্থানে পাওয়া যায়। এক স্থানে কাপড়ের উপর ছাও বিষ অস্ত্রপাত
পাওয়া গিয়েছিলো। ভুত সব সত্যবোত্নর সালের কোন বছর। কালব
আছে এই সময়ে লেখা মোকারের এক প্রেক্ষিক ছিলো। সে ছোট পাশের এক
ফরত্ন বিয়ে প্রবেশ করতো সে থাকা এক নিখুঁজি বেঁচে উঠার পায়ের ফোকাস
বিয়ে উঠতো। স্যার রিচার্ড মোকারে তর যখানি, শোনায় যায় সেলামের
কোথায় ছিলো। তবে তিনি কিয়ে এলেন অভাবিত তাই আর দুজনকে
হাতে হতে দুজনে ফেললেন।'

রকী আকাশের তাফালো। সে যখনকে সে দেখে বেল বিস্তীর
হলো।

'বাণান্দো বিলক্ষণ রোমান্টিক, যেখেনা হেনরি?' বললে বাটিদান
তার অভাবিক লুকাত অন্যা সাতিক মাঝে বলে উঠলেন, 'ঘটনে, বলে
একটা আবাসার দৃষ্টায় রয়েছে। আর্থি সেটা অন্তর্হিত করছে।
সম্পাদক তাই।'

'স্যার আবাসার সম্প্রদায়ের ধারণ, অন্তর্হিত ডাক্ষার সবারকে
বেল পত্রের সময় বললেন তর যখানি। 'সেই সবে একসার যখন আবাস
স্যার স্যার এক বাণান্দো'...'
মাঝার অন্তঃচর্বি কাহিনি এতঃস্মৃতি মিস মাঝার আর অন্যান্ত মিস—এক অতিযুক্তির মিস দ্বিতীয় বাৎসরিক তালিকায় নেমে আসেন।

‘আমার এক বাতিয়টি’, বিস মাঝার তার কাহিনি থাকা মিস কুক আর হিসের বারোমিসা হালনাগুলো ‘ক’রিচ আর হালনাগুলো এক অভ্যর্থী ছিলিয়া।

একবারের যেখানে যাই, যেখানে যে কিছুই যে বিভিন্নতার অভ্যর্থিত হয়েছিলেন।

‘পরিচালন’ কেটব মিস ব্যান্ড প্রথম করলে, পিরুকান সম্মান কিছু?

যে না নির্দেশ হয়। সাধ্য সেলাকে এক অপরিচিত যেখানে। অন্যকে বে এত হল্লুন রঙ কায়।

যেমনটা আসলে পিতাকে বদল। আর একটু যেখানে চোর পড়ে। মিস কুকের তালিকার সস্তান সেতু ব্যান্ড অন্য ছুলে ছুলের ওপর।

আমার হিসের ছায়া পড়ে বেলুলো। তিনি জানতে পারলেন কেন মিস কুকের মধ্য এতো অপরিচিত বলে মনে হচ্ছিয়া। আর তার মনে পড়ে। একটু বাদটাকের ছিলো চোরের রঙ ছিলো প্রায় কালো।

মিসের রাইকলে সৈটার স্থান তার মুখে ছুবে পান দিয়ে বেলুত। মুষ্টিচে বলতে চাইলেন, এই সৈটার বেগে চানি আর ওয়ালাসা করতে চালো না। আর বড় বড়ো খাকাও কাজকর। আমার হিসের মেয়ে মনে একাকার বাগানের ওয়ালা নামি। সকল নয় না করে সেখানেই বাগানে হেক।

মনে হচ্ছে, মেয়ে অতীত চলেছে। সকলে বেগে হওয়ার আগেই বাঁচিয়ে আগল হয়।

মিসের রাইকলে সৈটার স্থান হিসের মেয়ে বলতে মেয়ে রাখলেন তাতে কল হলো।

কাহিনি যারা ছিলো। তারা সকলেই ভালুক কামরা পার হলে বাগানে রাঙিয়া হলো।

মিসের রাইকলে সৈটার বললেন বাগানে সেই কথাটুকু। তিনি বেলুতে ছেড়ে দিয়ে কথা করে এগুলো চাইলেন। একটু একের সঙ্গে অজ্ঞান এলে কল হলো, অন্যরা অষ্ট বিশেষ চলালো।

মিস মাঝার নিকটে বাগানে কোন আরাহার আসলে বিশেষ হলো।

কামবেশ করে তিনি হলো। যেখানে ছিলো তাতে অনেক বাঁচিয়ে বাসা মিস এলাকায় চোরে কল হলো।

বামে বামে বামে চোরে বাণ্ডো ছবি করতে। বিস টুল্পল বলে উঠলেন।

‘পূর্বন্তর সবের কারণ কাম’ বিলেব করে প্রতিটি এটাই যাঁর বিশাল বছরে হয়ে মাঝার ছুবে হয়।’

৩৪
‘অবশ্য যা বলা হলো তা বেশ আরো আগার,’ মিন মার্পৎ অত্য বিলম্ব করিলেন।
‘ভাই তারকেন দুই’ মিন টেম্পল বললেন। তিনি মিন মার্পলের চেয়ে চাঁদ রাখতে কেন রাতের বিছানায় মেধা কিছু আধার-প্রধান হলে?
‘আপনি তারকেন দুই’ মিন মার্পল বললেন।
‘না।’
ধাঁচের মধ্যে এবার কেন কিছু বোকাপোকা হয়ে গেলো। বহুলেই নির্ভীক বললে রঙে কিলেন। ছাড়া মিন এলিজাবেথ টেম্পল বাগান, বিশেষ করে এই বাগান সুপকে যব বলতে শুরু করলেন। ‘চাঁদর পরিপ্রকাশ করেছিলেন হোলমান।’ বদল হয় ১৮০০ বা ১৭২৮ সালে। অল্প বলিহার তিনি ভাবো যান।
খুব প্রতিভা ছিল তার।

বেলে অল্প বললে মারা গেলে খুব দুঃখ হয়’, মিন মার্পল জবাব দিলেন।
‘আমি আশ্বাস হইল’, মিন এলিজাবেথ টেম্পল বললেন।
প্রথম তিনি অনুভূত চিন্তা মুগ্ধ করিয়ে বললেন।
‘ওরা জীবনের অনেক কিছুই হারায়’, মিন মার্পল বললেন এবার।
‘যা অনেক কিছু এফজিরো যায়’, মিন টেম্পল বললেন।
‘আমার যা বলন হয়েছে’, মিন মার্পল বললেন, ‘তাতে এটা না ভেবে পারি
না যে, অল্প বললে পুষ্টা মানে অনেক কিছুই হারানো।’
‘আর আরঃ’, এলিজাবেথ টেম্পল জবাব দিলেন, ‘জীবনের অধিকাংশই
গাঢ়ের মধ্যে কারিয়ে জীবনের তাৎক্ষণিক ভাবেই পরিপ্রকাশ বলে মনে
করেছি। চি, এস, ইলনিট বললেনে?’ গোলাপের সমর আর ইউ গাছের
জীবনের স্তরিত একই সম্প্রসারণ।

মিন মার্পল বললেন, ‘কি বলতে চান বলেছিল...জীবন বড়োছুটি সময়
নেই খাওয়া না কেন সেটাই হয়ে ওলে পূর্ণ অভিজ্ঞতা। কিন্তু আপনি কি—’
এতদুর পরিপ্রকাশ তিনি, ‘সেন করেন না যে কেন জীবনই অসমাপ্ত
হতে পারে তাকে বাংলা মাঝখে হেঁটে দেওয়া হয়?’
‘হাঁ। সেটা ঠিক।’
এলিজাবেথ টেম্পল মুখ মোরালেন।
‘আপনি কি মনে এসেছেন বাড়ি পেললে না বাগান?’
‘নাই কলমে বাড়ি পেলেই এসেছি’, মিন মার্পল জবাব দিলেন।
‘বাগানের পেলে তালো মার্পলও বাড়িমে আমার আরাধনা। এদের ইতিমধ্যে
স্বপ্ন আসলাপে দুঃখ চিন। এক বর্ষ্য কন্যা এই ব্যবস্থা করে নিলেন।

মিন—৪
আমি দাঙ্গায় করি। আমি নেত্র বিখ্যাত দাঙ্গায় দেখা হয় প্রকৃতি।

'সমাজের জ্ঞানার্থে', মম টেলিন্স বললেন।

'আপনি প্রায়ই ক্রমে বের হ'ন?' মম মার্গে প্রকৃতি করলেন।

'না। তাজাকে এটা দুঃখ; যত্ন বেঁধতে আসা নর।'

মম মার্গে নেব আগারহের সঙ্গে আকালেন। কিছু প্রকৃতি করতে কিছু করলেন না তিনি। মম টেলিন্স দেখে একটু হাসলেন।

'আপনি অবাক হননি কি জন্য, কি উপনিবেশ নিয়ে এখানে এলেনই।
কেন তো, একটু অনুমান করার চেষ্টা করুন না।'

'আর করতে চাই না', মম মার্গে অবাক হিলেন।

'হাঁ, বলে সেপুন', এলিজাবেথ টেলিন্স বললেন, 'আসার পথে আগারহ আসেন।
হাঁ, বলে আগারহ হয়ে। একটু অনুমান করুন।'

মম মার্গে বিলম্বী হয়ে করে চিনেলেন। তার চোখে মম এলিজাবেথকে টেলিন্সকে অভিনিব বলে চলেন—তিনি গলে অনে তাকে অর্পণ করতে চাইছিলেন।

খাদ্য পর্বে মম মার্গে বলে উঠলেন, 'এটা আপনার সম্ভাবনা যা আপনি বা বা শুনুনি—তাই থেকে করতে চাইছি না।'

আমি আপনি আপনি একজন বিখ্যাত মানুষে আর আপনার মূলেও ধরে নাই।

না, আগারহ আপনাকে জেনে অনুমান করি।

আমি বললে চাই আপনি তীর্থযাত্রা করেছেন।

আপনাকে দেখে তীর্থযাত্রা করেছে না হয়।'

একটু উদ্ভিতে নেমে আসার পর এলিজাবেথ টেলিন্স অবাক হিলেন।

'হাঁ চতুর্দশ দাঙ্গাসই বলা হলেন। হাঁ, আমি তীর্থযাত্রাতেই বেরীমো হুমাকারছি।'

'হ-এক দুর্বল' পরে মম মার্গে বললেন, 'বে বক্তা আসার এই ক্রমে পার্থক্যহীন। নব চিত্র বহন করলেন, তিনি না দেখেন।
তার নাম হয় রায়কারেন, কুতু অর্থাদি মানুষ।
তার নাম যেতেন?

'আপনি রায়কারেন? হাঁ, তার নাম আমার পরিচিত।
বৈঠকভাবে আসে তিনি না বা বোঝতেন।
তবে আপি এক বিনিময় পরিব্যক্তির মূলেও বলে তিনি প্রর্থ অর্থ নাম করেছিলেন।
আমি অবশ্য করেছি। যা বলতেন, তিনি অজ্ঞ অর্থবিশ্বাস হিলেন।
হাঁ, স্বরায় আসে কারণে তার মুখ্যাত্মক পর্যালোচনা হয় বলেন। বললেন তিনি আদর্শনে-পরাশরে সন্ন্যাস হিলেন?'

নর-এলিজাবেথ টেলিন্স, উৎ-এলিজাবেথ বাধ্য করায় বললেন নায়।
হয়। ওরেনেই প্রশ্ন। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানান না। কেন তার জীবন, যা তার পরিচার বা বাসিন্দার সম্পর্কে নয়। তিনি নিরাট অর্থ-ঘন্তি থাকলেন কিছু ভুলে গেলে তিনি বাহিত ব্যাপার পর্যন্ত থেকে চাপা ফেলেন বলে হয়। আপনি তার পরিচারের কাছে চিনতেন... ', একটি আমলেন নিম্ন রাগল। 'আমার মাকে মায়ে মাত্র একাকী অনেকে চাওয়া হয়েছে। তাই আমার না।'

এলিজাবেথ বিচুক চুপ করে থেকে বললেন, 'আমি একটি মেয়েকে জিনিস করাতে নির্দেশ করেন যে তার মাকে একই সময় সাহায্য করাতে হয় সে মেয়েকে নির্দেশ করাতে হয়। তার সঙ্গে যাতে রয়কারিদের কোন সমস্যা বিদ্রোহ হয় না, তবে আমি তাদের যাতে রয়কারীদের ছেলের বাগদাদা হয় না।'

'কিছু না তোকে বিয়ে করেনি?' নিম্ন রাগল দাড়ালেন।

'না।'

'কিছু কেন?'

নিম্ন টেপিনগ্রাম বললেন, 'কেউ হাত দিয়ে বলতে পারে যা বলার হয়ে হয় পারে কোন তার অধিকারেই ব্যাপক বিশেষায়তা ছিল। হেলেটি একটি কিছু বলতে যেখানে তার বলতে হয় তাতে অগ্রহায় হবে। সে নির্দেশ অধি সমস্যার আমি মিনিট ধরে দেখলাম। 'আমি আমি না তোকে বিয়ে করলা না তোকে। কেন ফেলতে আমাকে বললেন', একটি দীর্ঘ মাসে থেকে তিনি বাবার বললেন, 'বাই হেক নিম্নের মারা যাবার দ্বার চাও।'

'মারা ফেলতে কেন? ' নিম্ন রাগল দাড়ালেন।

এলিজাবেথ মেনে নিয়ে অন্যদিকে ভাবের বললেন। তারপর রাখা বলবার হলো তখন যে একটি কোথা উদাহরণ করলেন। যাহাতে গাঠন এক মধ্য-ঘন্তির কাছে মেয়ে প্রতিবর্তন করতেন—তত্ত্বর সম্ভব এক চর।

'আমন্ত্রণ। ' বলে আমলেন নিম্ন এলিজাবেথ টেপিনগ্রাম।

নিম্ন রাগল কোন হেলে প্রতিবর্তন করলেন, 'ফালেশনা?'

'নথিকাতে মতামতের যে অবস্থায় যে লিখিত আছে ', এলিজাবেথ টেপিনগ্রাম বললেন।

আমল এর ছেলের মধ্যে অনেক মেয়ের হয়ে আমলেন।

'ফালেশনা... '
লাভ। একটি নিবন্ধন

হিস মার্পল বিকেলে মোড়ার ব্যাপারে সরাসরি বাক্সের চাকরিতে বলেই ভাবলেন। একটি রূপে আঘাতের হিরো স্বতন্ত্র ক্রান্তীয় সেলার মধ্যে নিহত করলেন। একটি দিকে নির্দেশ নিয়ে প্রথাগত স্বাতন্ত্ব চার-বার তিনি হারিয়ে যেতে ভাবলেন না।

চার-বারের সামনের এক বেঁধে আর প্রথম আমাদের বলে জীবনের কর্মসহা নিয়ে ভাবতে চাইলেন হিস মার্পল। বলে যেতে তিনি ভেবেছেন সেটা করা সহজ হবে কিনা এটাই।

অন্যদিকে চার-বার বোঝা মনে ভাবলে তার বেঁধে সহজেই হিস কুক আর হিস ব্যাপারের সঙ্গে চার-বারের এক দ্বারে বসা করিন্দৃত হলো না। চতুর্থ চেনার অধিকার করিন্দৃত হিস ক্যাম্পার—তার ইঁদুরী পানি কথাবার্তার তেমন উপস্থাপি হিলো না।

লেখতে তুলে একটি দ্বারে সুরের রোল তুলে নিয়ে হিস মার্পল হিস কুককে বলে হিলেন, ‘আমাদের আমার মনে হচ্ছে আমাদের আপে সাক্ষাৎ হচ্ছে। আমি এ ব্যাপারটা নিয়ে খালি ভরেছি—সখ চেনার ব্যাপায়, একন্ত আমার আমার তেমন কম্যা নেই, তবে আমার বিখ্যাত আপনাকে আপে কোথাও ভেবেছি।’

হিস কুক একটি চিন্তাপর্যালো বলে আমাদের। ওর দুঃখ কর্মজীবন ওর মানুষে হিস ব্যাপারের উপর। হিস মার্পলেরও তাই। হিস ব্যাপারে রহস্য সমাধানের হোক উৎসাহেই বলেলেন না।

‘আমি জানি না আমার কাছাকাছি কোথাও কোন সময় আমার ছিলে কিনা’, হিস মার্পল বলে হিলেন, ‘আমি সেটে বেরী মিত্র ভাবি খুব। খুবই ছোট গ্রাম। অবশ সেরের ছোট নয়, কারণ বড় বড় বাড়ি চুলে লেখকেন্দ্র। বাদ বেসন্তের থেকে বেশ যুগ্র নয়, সরাসরি তাকে থেলেন আর বাদে মাইন।’

‘হা’, হিস কুক বলে হিলেন, ‘বিদ্বান বদ্ধকৃষি, আমি সরাসরি তালিকে ত্যন্ত, আজ সত্যিই।’

আবার হিস মার্পল একটি পর্য্যন্ত হওয়ার কথা লেখ করে হিলেন।

‘আরে, তাই তো। আমি সেটে বেরী মিত্র হাতে আমার ব্যাপারে একুশন
চাইমূল ফলাফল আসানের মতো কুটিয়ালা নিয়ে তাঙ্গুড়ি লেজে টাঁটিতে বসায়া দেয়া হয়েছিল। আগাছা বালিয়ালি আপনি এখানেই থাকুন। আমার বন পড়েছে, কোন বাস্তবের সঙ্গে কি হয়নি।

'ফক', মিস কুক বললেন, 'কে খেয়ে যাচ্ছি। আমার আগাছায় আমার বুক পড়েছে। আমার মাছ পাওয়া কর কঠিন তাই নিয়ে আলোচনা করছি। মানে গর্জন শুনা করে মানে করতে যাচ্ছি।'

'হাঁ। আপনি ওঠানো বাস করতেন না, তাই না। কোন বাস্তবের সঙ্গে কাটাচ্ছিলেন।'

'হাঁ, আমি একজন বাস্তবের সঙ্গে...', একটি ইতিহাস কলেন মিস কুক বলেন নামটা মনে করতে পারছেন না।

'কোন মিসেস সাহায্যের সঙ্গে কি?' সাহাবা করার চেষ্টা করলেন মিস মার্পল।

'কি, না, না—মিসেস...মিসেস।'

'হেষ্টসন', মিস ব্যারো এক টুকরো চোকালেট কেক তুলে বললেন।

'ও হাঁ। নতুন বাড়িতে হাটানো একটায়', মিস মার্পল জবাব দিলেন।

'হেষ্টসন', মিস ক্যাস্পার অবাধিতভাবে উল্লাস হয়ে বলে উঠলেন, 'আমি হেষ্টসন গিয়েছি।' হেষ্টসন ও গিয়েছি। খুব সন্মান—সম্প্রদায় ধরে। '

'একমাত্র সমাপত্তি', মিস মার্পল বললেন 'এটা তারাতারি বেশি হওয়া—

পণ্যবাহী খুবই ছোট, তাই না?'

'ও, হাঁ, আমার সকলের বাগান এতটা ভালবাসি', কিছু না তেবেই বেন বললেন মিস কুক।

'পুল বাড়া সম্প্রদায়', মিস ক্যাস্পার বলে উঠলেন, 'আমি দাঁড়ি ভালবাসি—', আমার উপলক্ষ হয়ে উঠলেন তিনি।

মিস মার্পল এবার জিগলে উঁচু হয়ে কিছু প্রমাণভুক্ত নিয়ে বাগান সম্প্রদায়ের খুব শুষ্ক করতে চাইলেন—মিস কুকও সাড়া দিলেন। মিস ব্যারো মাকে মাকে যে-একটা ব্যাখ্যা ছাড়ি বিতে লাগলেন।

মিস ক্যাস্পার এবার হাসিয়ে নরমভাবে দেরি মনে করলেন।

পরে মিস মার্পল বন্ধ রাতের পাওয়া দেবে নিষ্ক্রিয় হয়ে বিপ্লব নিজেদের ভক্তি না তিনি সংগ্রহ করেছিলেন তার পর্যালোচনা করতে করলেন। মিস কুক

খুব বাচার করেছেন তিনি যেতে দেরী মিতে ছিলেন। এস নীঘাট করেছেন।
তিনি তার বাড়িতে পাশে হঠাৎ বাঁচিয়েছিল। তিনি অবিভাব্য করেছেন কার
সমাধিক্ষণ। সমাপতি? চিত্রা করানি মিস বার্গার। সমাপতি কি? লা
কি আর ওখানে আসার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিলো? তাকে কি পাঠানো হয়েছিলা?
কিছু পাঠানো হলো—কি উদ্দেশ্য? এরকম চিত্রা আর কি হাস্যকর?

'কোন সমাপতি', অগ্নিভোক্ত করলেন মিস মার্প্লস, 'সব সময়েই একটা কথা করাটো বলে। পরে অথবা তা বুঝিন করা যায় না সুলায়মান বলে আবি হয়।'

মিস মুক্ত আর মিস ব্যারোকে আপাততঃকিংকে ম্যান্ডাপিক বক্সন মানুষেরে বলা মনে হয়—ধূম ধূম ধূম ধূম ধূম হবে বেড়াতে বেরিয়েছেন, তাদের সতে দোস্ত ছাড়া প্রতিনিধির করে পাচ্ছেন। পত্র বহর তারা হল্যান্ডে বেড়াতে পাথিয়েছিলেন, তার আপনের বহরে আরাম লাভ করে। বেশো মনে হয় হাসি-জ্যান্ড ম্যান্ডাপিক ধূম ধূম ধূম। তবে মিস মুক্তের কথায় মনে হচ্ছিলো তিনি প্রথমে সেই সেই নিয়মে বাকার কথা অম্পুক্ত করতেই চাইছিলেন। তিনি তার বাবার মিস ব্যারোর নিকটে কর্যে তাড়িয়েছিলেন—কেন এ ব্যাপারে তার নিপুণ চাইছিলেন।

মিস ব্যারোকে হ্যাঁত্বাবতই বয়ন্ত্রের দুইটি ব্যাবস্থা চেলে।

'কে আমে, আমি হয়তো সব ব্যাপারটাই করিন করাছি', তাদেরনি মিস মার্প্লস। 'এর কোন উদ্দেশ্য নাও বাবতে পারে।'

আত্মকথার ওর মনে বিপরোপ কথা লেখে নেতৃ চাইছিলো। মিস রাজারেল
তাঁর প্রথম চিঠিতে এটা ব্যবহার করেছিলেন—আর একটু উদ্দেশ্য ছিলো তিনি হয়তো তার বেশের সৃষ্টির সাহায্য সেদে চাইতে পারেন। নেতৃ ছিলো দ্বিতীয় চিঠিতে। তিনি এই ব্যাপারে বিপরোল গড়তে চেলেছেন কিন্তু কে? কার
কাছ থেকে?

নিকটেই মিস মুক্ত বা মিস ব্যারোর কাছ থেকে নয়। এমন সাধারণ জন
ধূম ধূম ধূম ধূম।

তাহলেও এটাও ঠিক মিস মুক্ত তার হুল নো করেছেন আর চুস্তের বিনামানে
বললে নিরুদ্দেশ। আমালে বড়ো বড়ো বড়ো নিজেই চেলার করেছেন।
ব্যাপারটা বে অন্তত তা বলার অপকার নয় না। মিস বার্গ আবার তার
সাহা ধারণের কথা বেল করতে চাইলেন।

মিস ব্যারোর, তার সম্মান ধূম ধূম ধূম ধূমে দেখা যায় যে তিনি
নিকটস্থ হতে পাচ্ছেন। বে রকম অন্য বিষয়ের তার চেয়ে কি তিনি রোলি


হীরকো বললেন? মিঃ কায়সারের আলাদা অপর হয়ে ভাবাতেন মিঃ মর্পল।

মিঃ মর্পল কিছুদিনে তার স্কট বিশেষ। বাস্তবের সম্পর্কে তিনির স্বপ্নে মুক্তি হয়ে পালিয়ে যায়।

তাহলেও অনা আবশ্যে উচিত না করেন তার নিজেরই বন্ধ বিশেষ করে বলা যায় না।

'বিশেষ বলা যায় না। এমন তারা অবশ্য উচিত না করেন তার নিজেই বন্ধ বিশেষ করাচ্ছেন।

এমন তারা অনা উচিত না করারাত নিজেই বন্ধ বিশেষ করাচ্ছেন।

তাহলেও...? মিঃ কুক, মিঃ ব্যারো, মিঃ কায়সার, এলামেলে চুল ওই যদ্যপি—এলামেলে কি কেন—এক বিশেষী কোন অন্য বিবেচনা কি?

মিঃ ও মিঃের বাটলার—একমাত্র আমেরিকান—তার সমস্ত বিঘ্নটির কারণ পক্ষ বড়ে বেশি সম্ভব ?

'বাবা', মিঃ মর্পল বলেন 'নিজের না একটি ঠিক করতে হবে।'

তিনি এখানে হয়ে তাই তালিকার নজর দিলেন।

আমাদেকরা একটি পরিপ্রেক্ষিত হতে পারে।

সকালেই জুটে বেড়ানো শুরুতে হবে—বিকেলে ধীরে সম্পন্ন হতে পারবো।

কিছু সামঞ্চালিক কোলে খেলা।

বিশ্ব একটি করে বিভাগের জন্য গোলকে বোর হোটেল থেকে বের পার্শেন—এখানে চমৎকার বাগানও আছে।

বের এক বসতীর মাটির লাগবে।

এটাই করেন ভাবলেন মিঃ মর্পল।

বাঁধ তাঁকে তিনি আনতেন না তার পরিকল্পনা আচরণ।

মিঃ মর্পল গোলকে বোরে তার কামরা থেকে হতে হয়ত গ্রামে ভোকের

ক্রমে আসতে খুঁড়ের কোটি পরিবর্তন এক্ষণ মাছিলা একটি কমন আরো তাই এসে কিছু বলতে চাইলেন।

'মাপ করবেন, আপনি কি মিঃ মর্পল—মিঃ জেন মর্পল ?'

'হা, ওয়া আমারই নাম', একটি অবাক হয়েই উঠে বিলেন মিঃ মর্পল।

'আমার নাম মিঃের গ্রাম। লামাতিনিরা গ্রাম। আমি আমার

বোলেন কাফে ব্যাপার আমার শুননি আমার আমন

বোলতে পারবেন।'

'আপনারা শুনেছেন আমি আপনি? আমার অবাক হয়ে বললেন মিঃ

মর্পল।

'হাঁ। আমাদের এক বছর পেলেন কথা আমাদের নিজেই ছিল—একে সে

অনেকদিন হয়েছে, কিন্তু তিনি আমাদের তারিখে তারিখ বললেন।

বিখ্যাত হাউজেস আল্টো গ্রারেনসের প্রশ্ন তারিখ।

তিনি বললেন, তার এক নামি কথা—বা আপনাই বলেন, ঠিক কোন? মনে নেই—এই প্রশ্ন আকর্ষণ।'
মনে মার্গুল উদাহরণ আনাই হয়ে চলোন।

'আম এক মিন্ট রায়কোর্টের কথা বলছি', মিসেস গ্রেইন বললেন।

'ও। মিন্ট রায়কোর্ট', মিন্ট মার্গুল বলে উঠলেন—'আপনি—আপনি এটা জানেন যে—।'

'বে তিনি গারা গেছেন? হ্যাঁ। খেয়ে ঘুমের কথা। আমার কাছে এটা তিনি আমাদের কাছে লেখার কিছু পরেই বড়। কিছু আমার ভেবেছি বিশেষ করে তিনি যা বলে গেছেন তাই করতে। তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, যে আপনি হয়তো আমাদের সঙ্গে এক রাত কাটিয়ে যেতে পছন্দ করবেন। আমাদের এ আলো খুব পরিশ্রমের ব্যাপার। মানে, অল্পবর্ণের পক্ষে ঠিকই, তবে একটি বর্ণমালা পার্থক্য পক্ষে কফিবে। এতে বহু মাইল হাতা আমি খাড়াই পথ আমি জানায় ওঠাও বর্কার হয়ে পড়ে। আমি আর আমার বোনেরা খুবই ইচ্ছুক হবে আপনি যখন এখানে আমাদের বাড়িতে কাটবেন তাই আমি চান। হোটেল থেকে কারগাটা মার দশ মিনিটের পথ, আমি আমার বিখ্যাত আমরা শ্রান্তির ভাবেই আপনাকে অনেক সম্বন্ধ জিনিসও দেখিয়ে দিতে পারেন।

মিন মার্গুল দুই এক মিনিট একটি ইন্টারভিউ করলেন। তার কাছে মিসেস গ্রেইনের আকৃতি বেশ ভালোই লাগলো, বেশ তৃতৈকটি, ভালোমান, ভালোভাবাপর্যন্ত হোব একটি—লাভ। তাছাড়া—এখানে হয়তো আমার নেই মিন্ট রায়কোর্টেরই নিদর্শন রয়েছে—পরের কর্ত্তা সম্পর্ক? হ্যাঁ, তাই হয়ে।

একটি অবক্ষ হে তিনি ভাবলেন সামান্য অস্বাভাবিক তাকে ঘিরে থাকে কেন? খুব সরলতা একপ্রকার বাহীরের সঙ্গে তিনি ঘুরে রয়েছে পরিবেশেই ছিলেন— বাঁধে হতে তিনটে একমাত্র তারা একসময় ছিলেন।

তিনি মিসেস গ্রেইন বেখানে বাড়িতে ছিলেন দেখিয়ে ফিরলেন। মাইলগুলি উঁচুর সবেই তাকে লক্ষ করছিলেন।

'তখনো—আপনার অর্থনীতি যা। আমার পার্লেন সত্ত্বে খ্যাত খুব খুবই কথা।'}
আট। ভিন বোল 

মিস মার্পল আনালা ঘরে বাইরে তাফরে ছিলেন। তার পিছনে বিছানার উপর পড়ে ছিলো তার স্তথক। কিছু না খেয়ে যখন নিশ্চিত তিনি বাগানের দিকে ফেরাতে চাইছিলেন। একবার বের না হলো বেঁচে যে তিনি কোন বাগান ভালোভাবে খেলে না—সে বেশ হয় কখনও প্রশংসার আবার কখনও না বা সমালোচনার। এই বিশেষ ক্ষেত্রে সেটা অবশ্যই সমালোচনার। এ বাগানটা নেহাতই অথবা লাইফ, এ বাগানে সম্ভবত গত করেক বছরে কোন অথ' বায় করা হয়নি, আর কাজও করা হয়নি বলে মন হয়। বাঁকিদিকে অবহেলিত। আরামে বাঁকিটি বেশটই বড়, এ পাশের আসার পর্যন্ত একজন হয়েছে। মন্ত্রণালয় ছিলো—কিছু বহুদিন তাতে পালিশের ছাপ পড়েছিল। এটা ঠিক এমন বাড়ি নয়, মিস মার্পলের মনে ছিল, বেঁচে ফেলায়ে থেকেছে ইখানে। এর পরিচয় বেন এটার নামেই: 'প্রাচীন জমিদারের ভবন'। একজন হয়েছে জীবনের আগে সৌম্য' নিয়েই প্রতিগৃহীত হয়েছিলো এ ভবন—। এ ভবনের সম্পর্ক সম্পর্কে হয়েছে। বিশেষ করে যেন অন্য কোথাও চলে গাওয়ার পরে মিনেস গ্রাইন্স বাস করে চলেছেন এই বাড়িতে। মিনাস গ্রাইন্সের মূল নিয়ন্ত্রক কোন কথা শুননি মিস মার্পলের ধারণা হয়েছে, এ বাড়িতে তিনি তার বোনের সঙ্গে কোন কাজ করাতে উজ্জ্বলীকরণ সুখে লাভ করে তার স্বামী মারা গাওয়ার পর বোনের নিয়ে বাস করতে এসেছিলেন। তারা প্রতোকেই এখানে বসতের ভাবে জড়িতে পড়েছেন, আরও কমে এসেছে—কানের লোক মেলাওয়ার হয়েছে বিশ্ব।

নলা বোনেরা, আপাতটিতে অবিবাহিত রয়ে গেছেন। একজন তার চেয়ে বাস যায় অন্য জন বলে ছোট। নলা, মিস ক্যান্ডের ও মিস ফ্রস্ট। 

এ বাড়ির কোথাও একনা কোন চিক নেই বা পিছনের আত্মী প্রমাণ করে। কোন কেলে হেঁসে এক, পৌরোনো প্রোমেক্সিটর, ছোট কোন চেয়ার বা চোলা। এ বাড়িটা লেঁদে একটা বাড়ি—একটা বাড়ি—একটা বাড়ি—একটা বাড়ি—একটা বাড়ি—একটা বাড়ি।

ফিকরা সুন্দর বলে মনে হচ্ছে, ম্যাপলাটি কলেরেন মিস মার্পলের স্থল কারী তিনি বলেছিলেন। 'ভিন বোল', তাই না? লেখো? না?
নামত্বিকি রাজার্থক, তার জিন মনে পড়ে না। কিছু একে তিন হোন সেই মরুকাল-বিলাসী তিন হোন নিকরাই নর। এই তিন হোন, তার দিনমধি মনে হলো এখানে আকাশে আলাদাত্মী। তাকে অনেক দুই বোনের নেমে পাঁচর করিয়ে দেওয়া হয়েছে—একজন বোয়েরে এসোনিলা রামাজান আর অন্যজন সুমিতর উপর থেকে তাকে অভ্যর্ন্ত আনাতে। তাদের হাস্যরস অত্যন্ত পরিষ্কার। তাদের বেহে মিন মার্পণের মনে হয়েছিলা সেই হেলেন-বেলার, এখন প্রায় অনেক কথা—মুমিহিল। তার হারো মনে পড়লো একার তিনি বলেছিলেন 'কারিয়ত ক্ষমাহিলা' কথাটি। তার বাণ্ডা এসনা বলেছিলেন।

'না, এর জেনে কারিয়ত নর।' হতরায়াপীড়িত মহিলা।'

অল্প মহিলাদের আজকালে আর হতরায়াপীড়িত হতে হয় না। তাদের সাহায্য করেন সরকার বা কোন সামরিক বা কোন অন্য আঞ্চল। বা মি রায়ারুলের মতাই কেন। কারণ নেটাই তার এখানে আসার আগে কারণ, তাই না? মি রায়ারুলের এ সম্পর্কে ব্যক্ত করে গেছেন। মিন মার্পণে একটু বুকচেতন এ জন্য বহেক কিছুই তিনি মিলকার গেছেন। এটা অধ্যাত্ম তিনি মুক্তির পালি কি সমান্ত্র আমাদের অনুমান করতে পেরেছিলেন কখন তার আহ্মদ আসতে পারে—হত্যা সামান্য আগে বা পরেই, কারণ জামারাব সাধারণের ভালো বিকটাই চিন্তা করলে অভ্যস্ত— অর্থাৎ হাসপাতালের শেষকারী কিছু অনার্থক, তারা সবচেয়ে ভেবে নের তার চোখে পড়ে কিন্তু মারা যায়। অর্থাৎ ভাস্করের কথা আলাদা—তিনি হতরা বলে কাটে একোন 'চোখে আঘাত দেবেন ধরে বিচ্ছলেও বাঁচতে পারে।'

মি রায়ারুল। বোনের বিশেষ ভাবাতে পিছে তার কথাই জানিয়েছিল মিন মার্পণে। মি রায়ারুল? তার মনে হলো তার উপর নাম্ন দারিদ্রের বিশ্বাস হারে ধীরে মেরে তিনি বলেন নিজে পারেছেন। মি রায়ারুল পরিকল্পনা তৈরি করার দাবি ছিল। অন্তর্জাতিক বদ্ধন করার অন্য তিনি আগেই তৈরি করতে চাইতেন যে কোন পরিকল্পনা। কিছু সভ্যতার ধাপার হলো? তার কাজের লোক চেরের কোন সমস্যা ঘটেন না তার কাজে প্রস্তাব নিয়ে আসে।

কিছু এই সমস্যাটি একই যে মি রায়ারুল নিজে সমাধান করতে পারেননি—এটা তার কাজে দুইই বিরতির হয়ে উঠেছিল। মিন মার্পণে তাদের। কারণ মি রায়ারুল যে কোন সভ্যতার মোকাবিলা নিজেই করতে চাইতেন। কিছু তিনি স্বাভাবিক হয়ে দুমকর মিন প্রস্তাব ছিল।
তিনি সংহাই তাঁর ঠাকুর কুঁড়ির ব্যাপার বিচের মিঠে পরামর্শ—পাখাসন তাঁর আইনজীবির কর্মচারীদের সঙ্গে রোপণোল করতে বা এমন কোন কার্যের মাধ্যমে আঘাতের সম্ভাবনার আগে কিছু এমন কিছু বা কোন শব্দ তিনি করে বেতে পারেন নি। এমন এক সমস্যা বা তিনি সমাধান করতে পারেন নি—এমন পরিকল্পনা বা তিনি শেষ করতেও চেরোছিলেন। আর বোকা কথাটাই নয়। এ সমস্যা এমনই বা অনেকের বিমেরের সমাধান হয় না, হয় না ব্যবসায়িক চালে বা আইনজীবির সাহায্যে।

‘তাই তিনি আমার কথা ভুলেছিলেন’, বলে উঠলেন মিঃ মার্শল।

এটা তখনও তাকে আশ্চর্য করল ভাবুভাবেই। 'সাতাই খুব বেশি আশ্চর্য।' বাই হেক ও কাছে লেখা সেই চিঠি এখনএক মনোভাবে বেধে পাললে সেটা সাতাই অর্থ প্রাপ্ত ছিলো। এটা মিঃ মার্শল আবার ভাবলেন, অবশ্য কোন অপমানাধিক কিছু বা অপরাধের সঙ্গে রোপণোল কথার কিছু হবেই। মিঃ মার্শল সমন্বয়ে মিঃ রাফারেলের আর সা জানালেন তা হলো তিনি বাগান ভালোবাসেন। তবে এটা বিচুকেই কোন বাগান সম্পর্কিত সমস্যা হবে না যেটার তিনি সমাধান চেরোছেন। তবে তিনি মিঃ মার্শলকে কোন অপরাধের ব্যাপারে ভেবে থাকতে পারেন। ওয়েট ইন্টিজ বা তার এলাকায় সেটা বাগান কোন অপরাধ।

একটা অপরাধ—কোথায়?

মিঃ রাফারেল ব্যাপ্ত করে গেছেন। প্রথমেই তার আইনজীবির সঙ্গে করে বাগান ব্যাপ্ত। তারা তাঁদের কাজ শেষ করেছেন। এক সময়ের অবসরে তারা তাকে চিঠিটি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিটা, মিঃ মার্শল ভাবলেন, অভাব স্বাভাবিক কোন এক চিঠি। এটা হয়তো সহজেই হতো, যদি তিনি লেখার ভাষার চিহ্ন জানিয়ে কথাতে পারতেন তিনি ঠিক কি চাইছিলেন। তিনি আশ্চর্য হলে গিয়েছিলেন মিঃ রাফারেল তাকে ঢেকে পাঠিয়ে দেন না কোন—সতর্কতা কিছুই হিন কোন কারণেই হবে। হয়তো সেটা করতে হবে তাকে মাত্র শব্দের শরণ করে তাকে ঢেকে এক কোন কাজ সমাধা করার জন্য যার যার অন্যুক্ত জানাতে হতো। কিছু না, মিঃ রাফারেলের এটা পড়ে ছিল না, ভাবলেন মিঃ মার্শল। তিনি মনে করে অন্য পর্যায় করে ঢেকে পারতেন আর কিছু না—কিছু এ ব্যাপারে। হলেন পর্যায়ের আলো নার—আর তিনি অন্য তার কাছে আবেদন জানিয়ে বলতে চাননি একটা সাহায্য করতে বা কোন প্রক্রি সত্ত্বে রয়ে গিয়ে। না। এটা কোন-
তাই স্বাক্ষরের সোম্য রাখতে না। তিনি বা স্বাক্ষরিত, সর্বমাত্র দৃশ্য বল যা চেরিহনেন, তার পরিবেশে বল দিতে। তিনি তাকে তাঃ বল দিতে চেরিহনেন আর চেরিহনেন তার আহার আপ্যায় তেলে নিঃসৃষ্ট কোন কাজ করে নেবে। বেঠাকা তিনি দিতে চেরিহনেন তা তাকে বার্তার কেলারে কিস্তি সোম্য বোধ না। এটা তার আবার আপ্যায়ে চাইবে। মন্ত্র মাল্পল এবং কর্ম নির্ভর তানে নি, মন্ত্র রায়কারেল জেরেছিলেন এরকম কিছু। টাকার সোম্য বেঠাকা উনিঃ রাজি হবেন।” মন্ত্র মাল্পল বাণনে টাকাটা বলাকে হলেও তার তেজন প্রেরণ মেটে ছিলো না। তার পিতা ভাইপাই রয়েছে—

টাকার কেন প্রেরণ কেন্দ্র খেলে। যদি তার বাড়ি সারানোর বা ভাড়ানের কাজে মাগাটি প্রেরজন হবে পিতা রেমাউন সংস্থা তার সোম্য বাসবা করে নেবে।

না। বেঠাকা যি রায়কারেল দিতে চাইবেন তা হতে হবে উচ্চজ্ঞাপূর্ণ।

সে ঠাকুর হবে অনেকটা। আইরিল লাটির মাটোন—বেঠাকা। আর সম্ভব একমাত্রে সোহাগের অন্যান্য হতে পারলে।

তবুও যেকোন, মন্ত্র মাল্পল মনে মনে ভাবলেন, তার প্রেরণ হবে কিছু ভাগ আর তার সঙ্গে করিনি প্রমাণ। এবং এর সঙ্গে প্রেরজন হবে কিছু ভাগ আর তার সঙ্গে করিনি প্রমাণ। আর এর সঙ্গে প্রেরজন হবে প্রচুর মিছু আর হতে দিয়ে পিছু পরিমাণে বিপদ। এর সঙ্গে অথবা ধাক্কাসহান। তবে তাকে বেঠাকা হতে হবে এ ব্যাপারটি কি। মন্ত্র রায়কারেল অবশ্য সেটা জানিরে বাবির করায় বাসবা করেননি। হয়তো তাকে সম্প্রতি করে চানানি বলেই তিনি তা করেননি। মন্ত্র রায়কারেল হতে মনে ভেরিয়েছিলেন তার চিন্তাধারা চুল হতে পারে।

তার মতো মানুষের এক হতে পারে বলে মনে হয় না, তবে সম্ভাবনা আছে। হতে তিনি ভেরিয়েছিলেন তার বিচার বাচ্চা আপনের মতো নেই। অতএব তিনি, মন্ত্র মাল্পল, তার প্রতি নিকাহ, তার কম্পিউটার তার নিজের উপস্থাপন তেঁতুল বাসবা নেবেন। বাই হেক বিশেষ উপস্থাপন তেঁতুল করে নেওয়ার সম্ভব এসে গেছে।

তার আর্ধে আবার যেই প্রেরনা প্রের দিয়ে বাংলা—এদের অর্থ কি?

তাকে নিয়ে ডেরার হয়েছে। এটাই আপন তেঁতুল নেওয়া হবে।

তাকে একজন নিয়ে ডেরা গেছে বিন আর মুক্ত। তাকে সেন্ট মুর্তি নির্জন বাইন আনা হয়েছে।

তাকে একজন নির্জন ডেরা গেছে বিন আর মুক্ত।

তাকে সেন্ট মুর্তি নির্জন বাইন আনা হয়েছে।
মিসেস গ্রাইন আর তার পুত্র কোন। তারা নিষ্ঠায় সেই ব্যাপারটিতে জড়িত। তাকে বের করতে হবে সেটা কি। সময় খুবই কম। সমস্যা সেখানেই মিস মার্পেনের সঙ্গে ছিলো না তিনি অনেক কিছুই আমিরের কাছে রাখেন। তিনি একটি বাচাল খোঁজের বর্ণনা মহিলা, মানুষ এটা ভেবে নেয় তিনি নানা প্রশ্ন করতে পারেন। তিনি হার বেলেবেলার কথা বলতে চাইলে বোনের কেউ হত্যা তাদের কথাও বলতে চাইবে। তিনি আবার সম্পর্কে বললেন, তার চাকর বাকর সম্ভবত আনালে বা সম্ভব, আত্মিয়-অভ্যন্তর, প্রশ্ন, বিরে, জন্ম—আর হাঁ—মত্তা সম্পর্কে কথা বললে। তার চোখে সম্পর্কে কোন মত্তা সম্পর্কে খুনোল কোন উদ্ভিদকর প্রশ্ন চলে না। এফারেই না। প্রার সব সঙ্গে তিনি বলতে চাইবেন, 'ও কি বুঝতের কথা।' তাকে বের করতে হবে কোন আত্মীয়তা বা ঘটনা বা জীবনের ঘটনার কথা—বেশে হবে ঘৃতধূমোগা কোন ঘটনা আছে কিনা। হত্যা এই তিনি-জনের সঙ্গে জড়িত নার অপেক্ষা সাংকাল্যিন কোন কিছু ঘটে থাকতে পারে। এমন কিছু বা ওদের জন্য, হত্যা নিষ্ঠায় তাদের কথা বললেন। যাই হোক এখানেই সামান্যতম কোন সত্ত্ব থাকলেও থাকতে পারে। আজ থেকে দুঃখিন পরে আবার প্রশ্নে সেখে বেলেন তিনি—ইতিমধ্যে বাংলা না এমন কিছু আবার তাকে থাকতে বাধ্য করে। তার হলে আবার সেই কোনের মহিলা লে কাছে হত্যা করলে। হত্যা তিনি বা চান তা হত্যা ওই কোনেই আছে।
অন্যান্য বাড়ির পরিবারের লোক। প্রথমে এটা হিসেবে তার ভাস্কর্যর মাধ্যমে কাজ—পরে তার স্বাতন্ত্র্যের জন্য এই দুই বোনের হাতে আসে।

'কাজকার একটির খেলি ছিলো, মিস় ব্যাংকারের স্ত্রী বললেন, তার মুখে সর্ব্বাধিক যায়। করিকন দুই সদস্যের অস্তিত্ব ছিল। আফ্রিকার পরিবারের শেষ বংশধর।'

'বাড়ির সাতক্ষীরা চমৎকার মামলের', মিস মার্শ বললেন, 'আমনার বোন কলেন এটা ১৭৭০ সালে তৈরি। '

'হাঁ। আমারও তাই বিবাহ। একক বড়ো না হলেই বাড়ির আলো হতো। '

'নাগরের ব্যাপার আরকাক খচ্ছ মামলের', মিস মার্শ বললেন।

'হাঁ, তা ঠিক', ক্রোসলেন ভীষণ বললেন, 'আমার অনেকটাই অম্বরা ভেঙে পড়তে গিয়েছি। দুপুরের হলেও তাই বটে। বাইরের আউটহাউস' আর কাজবার। আমারের বিশাল সহায় একটা কাজবার ছিলো।'

'চুেদ চমৎকার সফটের আওয়াজের কেত ছিলো', অ্যানিবারা বলে উঠলো। 'বেরালের পাড়ে চোর লতাতো গাঁজিয়ে উঠতো। তারি যখন লাগে। অন্যরা চুেদের সময় তো মানুষ পাওয়া হয়নি। আমারের এক তাুমল মালী ছিলো, তারে ডাক পড়ে। তাই নজরের অভাবে অতুে বড়া কাচ-বর্টা ভেজে পড়লো।'

'সেই তো তেই বাড়ির কাজের কমারেনেটারও।'

দুই বোনেই হীরকশাল ফেললো। এ বাড়ির মধ্যে তো বিবাহের শেষ আছে মিল মাপলেও হয়ে হলো। এ বেন কোন শোকের সতে একে রাখা---

এ শোকের সহায় দুটি করা অস্তিত্ব, কারণ তা হয় বড়া গভীর প্রক্ষিত।

এখন এখানে আছে, একে খাপ উঠলেন মিস মার্শ।
লিঙ্গ-আচার্য বন্ধুকুরালিকাঃ

আহারের ব্যবস্থা বেশ সাধারণ। একটি ডেকার মাংস, লিচ আলু, চাটনি আর মিঠাী আর চলনসই পরিষ্ঠা। খাবার হরে চারাধিক কিছু পরিবারের চিঠি ঠাণ্ডাৰো বলেই মনে হলো মিস মার্পলের। দিদিরির আমলের কিছু হাঁ আর মেহনাদী কাঠের এক ভারি গা আলমারীও তার নজরে এলো। বিরাট আর এক মেহনাদী চোখের অক্ষত বশঞ্চ বন্ধ পায় বলেই তার মনে হলো।

মিস মার্পল তার এ পর্য্যন্ত প্রণেতার বিবর্ণ বিবর্ণ দিলেন। যাতে তিনি দিন একাধিক হওয়ার বলার দেখন কিছুই ছিলো না।

"মিস রাফায়েল, তাহলে আপনার একজন পুরুষ কখন ছিলেন?" জেয়ো মিস রাফায়েল-এর প্রথ করলেন।

"ঠিক তা না", মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'তাকে প্রথম দেখি বগল প্রথম প্রথম প্রথম ইত্যাদি যাই। আমার দাসী তিনি সেখানে থাকে তোলাতে গিয়েছিলেন।'

'হাঁ, তিনি বেশ কারো বহর ধরে অক্ষত হরেই ছিলেন', আগাম্বিক বলে উঠলো।

'বেলা ভুম্বোরে', মিস মার্পল বললেন। 'সাহায্য অত্যন্ত ব্যথিত কথা। আমি সাহায্য তো সহায্যের প্রশংসা করি। তিনি সাহায্য করে কাজ করেছেন। প্রতিভাত তিনি তার সেদিন একেন্দ্র নিয়ে গেলেন আর অবসর তার পাইয়েছেন। আসলো বায়সের তিনি একেবারেই মনে নিয়ে চলন।'

'ও না, তিনি সরকার কার মানুষ ছিলনা', আগাম্বিক জানালে।

'দেখে থাকে তাকে ভালভাবে দেখি নি' মিসেস গ্রাইন বললেন। 'তিনি হয় বাদ মানুষই ছিলেন। তবে আমাদের সব সময়ই একেবারে উপলক্ষে সরবৃত্ত করতেন।'

'আপনি লড়ন থাকেন মিস মার্পল?''আগাম্বিক প্রশংসা করলে।

'ও না', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'আমি গ্রাফের দিকই থাকি। গ্রাণীঝো আর মার্পলের বিজ্ঞানের মাঝামাঝি এক ছোটো গ্রাফে। লড়ন থেকে প্রার পরিচ্ছে প্রাণ। এটি বেশ পরুনো গ্রাফ ছিলো একগুচ্ছ, তবে সব কর্মার হেলাই লেটে যা বলে সেই উম্মীদ হতে পড়ে করেছে।
রাকারেল বাচা নয়নেই থাকতেন? আমার মনে হচ্ছে আত্মহত্যা করে সেটি অনেকে হোটেলের রেসিপ্টারের বইতে। তার কিছু লেখা লেখিয়েছিলে কয়েদির, নারি বলপ্রেরণ করেছেন?

'আর কেবল এক বাধার বাড়ি ছিলো', রোলিংস্টার জানলেন, 'নবন হয় নেয়ার তিনি উদর ইংরাজী করেন মারে মারে। বিশেষকরী বাদাম কাছে নামাহান্দুর জনে। এক মনে পড়েছে না আমা ফেনে নেয়ার কবনও পিছেছে। তিনি প্রায় সর কেবলই আমাদের কক্ষে অপরাধ'না করেন—যদিও কাল্পনিক আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে।'

'এটা তার সংবাদনা', মিস মাপল বললেন, 'যে আমার এই প্রমাণের ফাঁকে আপনারা অনুগ্রহ করে আমাকে নিষেধ জানানে। খুবই চিন্তা করিয়েছিলেন তিনি। তার মতো একজন ব্যক্তি মানুষ যে এভাবে সবকিছু চিন্তা করে রাখতেন সতীই স্ত্রী প্রশান্ত।'

'এর আগে তার বাধাকরণ বাধাকরণকেই এই রকম প্রমাণের ফাঁকে আমার নিষেধ করে এনেছিলাম। অবশেষে এক অর্থ সুন্দর ভাবে এক প্রশন বাক্স করে থাকা। এবং কক্ষের ছাঁইকে তুলি করা করিনা। তরুণেরা সাধারণী হিসেবে চার, অর্থ প্রমাণ তৈরী করে, পাগড়ি পথে পাগড়ি দিয়ে তারা ইতিমধ্যকে এই রকম কর। আমি একটি বাণী করলি, যারা অনুরুদ্ধ তারা হোটেলেন্ট থেকে যার। এবং এসন্থকার হোটেলে সেক্রের বিলাসবহুল বোটে নয়। আমার মনে হয় আপনি না করে প্রমাণ আমাদের সেটি বোনাকেও প্রমাণ সূত্র করিকে মনে করিয়ে করেন। আমার মনে হয় আমাদের কোন একটি যথার্থ বোনাকে বাওয়ার কথা—নেকোর চেয়। ব্যাপারটা মারে মারে মনে যে কথা বক্তব্য হয়।'

'বাড়ি থেকে বেড়ানো অনেক সময় ক্ষতিগ্রস্ত হত', মিসেস গ্রাইন বললেন।

'হাঁ, তা হলো', মিস মাপল বললেন, 'এতো বেশি হিসেবে হয় আমার বাড়িতেও হয়। পা তার হয়ে ওঠে। এবং আমার এরকম ভাবে ঘরে বেড়ানো হতে উচিত নয়। কিছু এতো চাতকের বাড়ি যেদিকে সবাক থাকে। তাহায় সুন্দর সুন্দর ছবি।'

'আমার বাগানের আনাং বলে উঠলো। 'আপনি বাগান ভালোবাসতেন, আহ না হয়।'

'ও হয়', মিস মাপল বললেন, 'বিশেষ করেই বাগানে। এর আলোক ঘুরে আমি সত্যই বিষুদ্ধ কিছু, কিছু তৌরে তৌরে মনে আর করে।'

ছোট
ধোঁপার গালাল দেখা কন্ন থেকে উঠ্টিয় করে আছে’, হালিমাবাদের ঠাকুরের চারপাশে তাকলেন।

সেই সময়, আরাশের আর প্রাণাধিক আর তা তেলে অবাক হয়ে ভাবলেন মিন মার্পল, কোন ফে পরিবারে লাগছে তার। নেই অনেকটাই, এখানে অন্যা জানি কিছু করা যাবে। কিছু অন্যা জানি করে তিনি নির্ণয় করেন?

তিনি বলেন, ভাবলেন মিন মার্পল, আর তেলে বাক্কাং। কোন তিনির বাগানের পাককে ভাবলে তা পাগলে কিছু হবে করে বলে?

নয় পাগলে নো কোন আবাহাও?

তিনি বলেন, এখানের সেই তিন ডায়িন।

কিছুর কারে পাককে তিনি বলে তিনি ডায়িনের সঙ্গে তুলনা করে তিনি।

যেসব মিন মার্পল প্রায় মেয়ের নাটকের পরিচালকেরা বেঁধে তিনি ডায়িনেকে প্রশ্ন করেছেন তাতে বুঝি হয়েছে।

তিনি নিজে একবার যে অভিনয় দেখেছিলেন তাতে তার অন্যতম লেখা ছিল।

ডায়িনের হসাবে ভাবলে মুক্তিনাথের প্রাণী বলে তার মনে হয়েছিল।

তিনি একবার তার নোপের কোন মন্ত্রণার বলেছিলেন ‘আমি যদি পরিচালক হতাম তাহলে ডায়িনের সাধারণ তিন বলে ডায়িনের দেখায়। ওরা একক নাট্যার করে। না—২০টি বাদ হতে দাঁড়ি যেখানে যেখানে অন্যতম কিছু ভাবের ছোটে আছে।’

মিন মার্পল একটি চারিটি তুলে নিয়ে আবার পালি দিকে তারকালেন। খুবই সাধারণ, একটি এলেম্বেলো, ভাবলে লওঁ আর একটি কোনকে বলে সে।

আবার মধ্যে তার কিছু আছে ভাবলে কেন তিনি?

'বড় খোঁচ অবচার আমি', স্পষ্টতা করলেন মিন মার্পল। 'একক করলে করল না।'

ধারাজু ভাবলের পর তাকে বাগানে নিয়ে যাওয়া হলো। অ্যান্থের উপরেই দাতিন, মিন মার্পলের সঙ্গে যোগাযোগ। কিছুই উক্ত করার মতো এখানে নেই, ভাবলেন মিন মার্পল।

বাগানটি আজ বর্ণনার কিছুই নয়।

সাধারণ ভ্রমার্ব মুলের একে বাগান। কিছু হত, কিছু লতাবাণ্ড—সেলে নে আজ বলে যাওয়া হতো এ বাগানের—রামাষ্ট্রের এ বাগান তিনটি বেলের হিসেবে বেশ প্রকাশ।

একচাঁদকে কোন চাঁদ হয়নি—সেখানে বেলে পাঁচ পাঁচ উঠছে। কিছু বলে না অনেকটা ভাবাই এখন করে নির্ভর ছিলেন—মিন মার্পল এ কথাটি না ছিল পালনে না।

৭৭
হেননার রাজসিদ্ধার দৌড় হল বাজাতে উত্তরিল। সে একটি কবরস্থ দিয়ে একটি কবরে চাকরির কাজে ছিলেন।

'আপনার খুব তালা বাপান আছে কিন্তু? ’ ও প্রশ্ন করলে।

'কুল, খুব ছোট', বিশ্ব মার্প্ল চর্চা দিলেন।

গনের ওপর ঘরে ওরা এভাবে এসে দেওয়ালের পাশে একটি চিঠিক কাজে নিজেদের দিলেন।

'আমাদের কাছে', বিশ্বের সাথে আলামেরা কথা উঠিল।

'ও হাঁ, এখানেই তো আজকের কথা ছিলো আপনাদের।'

'কুলটি আজকের কেজ ', আলামেরার বললে, 'একটা কাজে করেছ', আর হোট সাধা খুব ছিলো আজকের আর সময়ের ফলক।

'আর সময়হংস্কা, এগোলেনি।'

'না, ছেলে পাই', আলামেরা জানালে।

'ও, হাঁ, ছেলে পাই! কি চাঙ্গার সুস্থ। এখানে কি বোমার পদ্ধোলা হবেছিলো? কাচ-বার কি বোলাতে হবে যাক?'

'ওহ না, একক আমরা ঘোষ করি। এ একক বোলা পড়ুন।

ফম হতে হিসেবে ওকে ভেঙে পড়েছিলো মনে হয়। খুব বেশি এখানে আমরা আমি আমি আমার একটা সারাদের বা নতুন করে গেছে নেবার মতো চাকাকড়ি আমাদের নয়। আর আসলে, একক করেও লাভ হত না, কারণ একে বাচার করত। আমাদের নয়। মনে হয় আমরাই ওকে ভেঙে পড়ত বই একা করার কিছুই ছিলো না। আর গেছেন তো সবই হয়ে গেছে।'

'ও, হাঁ এখানে চেয়ে গেছে—ওই মুল মুটে থাকা লতার নাম কি ছেন?'

'সব সাধারণ ভাগাস', আলামেরা উঠে বললে, 'নামচার ধরে পিঁ' বলে।

পুলিশকে তোন মনে পড়েছে না।'

'হাঁ, আমার জন্য আছে নামটা। পুলিশের কল্পনাক্রমনিকাম। খুব গাড়াঘড়ি বাড়ে, তাই না? কেউ কেন তাঙ্গাটারা বাড়ি বা কুশিত কিছু চেয়ে রাখতে চাইলে ধরে উপরের তাতে।'

বিশ্ব মার্শালের সমন্বয়ে ৪টি আলামাটি চিহ্নিত সদস্য আমার সাথা। কুলের এই একটি বেঁকে ওঠা লাগায় ফেলতেছে। এটা বিশ্ব মার্শাল তালামেই জানতেন, কিন্তু বিশ্ব বেঁকে ওঠা গাছের পকে অতিকর। পুলিশের সর্বাধিক চেয়ে দেখে আর নেটো এক্স করে পড়ে হত।

'কাচ-বারটি বেঁক ছিলো', তিনি বলে উঠলেন।


"এ এক পাঁচ পাঁচ সিঞ্চ মিলেছে, আলোহাসিকে বে বিশালভাবা হয়ে হলো।
এখন মেধার লাগছে, মিন মার্পল সহানুভূতির কোটে কলেন, 'তার মেধার সাদা সাদা যুশ, তাই না?'

'বব নিকে এগোলে আমাদের খুব সুর্যের একটা আংশিকঁর পাবা আছে', আলোহাসিকে বলে উঠল, 'আমার বিশ্বাস এখানে খুব সুর্যের কিছু বোঝাও চিন্তা—সুর্যের লতার জৈনীর বেড়া।' কন্দ, নেলুলাও রাখো মার্পল। চিন্তাই চার কাজ। সব চিন্তা তোমরা। সবই বেন নত হয়ে চলেছে—বন।'

 ও তাড়াতাড়ি প্রায় আড়ালাড়ি সমকাশে রাখা বেলোর পাশের রাখা ধরে এগে চলতে চাইলো। ওর গাঢ়কে বেড়ে উঠলো মিন মার্পলের তাল রাখতে পারিয়েছে না। মিন মার্পলের মন হলো তাকে ইচ্ছাকৃত হতেই এই পলিগানামার চিঠি থেকে মরিয়র নিয়ে বেলে চাইছেন 'তার পুনরায়।'

মরিয়রে নিজে চাইছেন কোন পুনরায় বা অংশীদার হবে তুই রয়েছে বেন। তুই কি প্রাচীন এই তথ্যের চিঠি নেই বলে কিছুই নাইতে? পলিগানাম নিচুরাই অভিনন্দন অবহেলাতে বুঝি প্রায় চলেছে। এগোলো একাকী হিসেবে যদিও সাধারণ প্রথায় রাখা কোন চেষ্টা হয়নি। এগোলো বেন বাগানটাকে একাকীর ফুলের উপর প্রার্থনা করে ফুলতে চাইছে।

 ও বেন নিজের কাছ থেকে পালাতে চাইছে বলে মনে হলো, গৃহবাটী সমবে এ কথাটাই ভাবলেন মিন মার্পল তাকে অনুকরণ করার সময়। টাঁত তার বৃত্তে আরুকু হলো একটা ভাবা অর্থরের খারাপরের উপর—সেটার চারপাশে করক্ট পোলাপের চারা গাজরে উঠলো।

'আমার আশুভূতা ঠাকুরের 'শুরুরের রেচ্ছেলেন', আলোহাসিকে আনালো,
'বব একনায় বিনে একর কেউ ভাবতে পারে না, কি বলসনে খুব গোলামের বায়ব। বায়ব কাছে কিছু গোলাম গাছও আছে—এগোলো সম্বন্ধে।'

'আন্ত', মিন মার্পল জনায মিলেন ।

তিন গোলাম সমগ্রকে করক্টা আধুনিক কাজনী পোলামেন। নামগুলো আলোহাসিকের কাছে আনায় বলে মনে হলো ওই:

'আপনি কি প্রাচীন একরা প্রতি বায়বেন?'

আচার্যকে এগোলো প্রাণীত:

'এই 'বায়ব আর বায়ব' প্রতি বলসনে?'

'হাঁ, অনেকই প্রাচীন একরা করেন।'
'না, আমার তেজন হাস্য কন্তুর নেই। খুব ঘরের ব্যাপার তো।
আমার পরদূরকে এক বক্তুল এই মনের ব্যবস্থা করে গিয়েছেন। এমন স্থানের না।'

'ও, আরু তারামুক্ত। আপনি কেন এসেছেন। মানে, খুবই কাঁপিয়া হয় কিনা। একজন বেঁচেননা, তাই না? তা কিছু আপনি ওরেন্ট ইন্দিয়া বা একসম জার্জার হয়—'

'ও, ওরেন্ট ইন্দিয়া বাওয়ার ব্যাপারটা ওআর একজনের দয়া। আমার ভাইপাল। চম্পার হেলে। বাড়ি পিতার জন্য তার অঙ্গ চিহ্ন।'

'ও বেছেছি—বেছেছি।'

'অপরমাণ্ডে ছেলেমেয়েদের ছাড়া লোকে কি করে জানি না,' মিস মার্বল বললেন, 'ওরা খুবই সমাজভর ভরা, তাই না?'

'আ। আমারও এই মনে হয়। ঠিক জানি না। আ। আমার কোন বেশি কাজ করবা কেটে নেই।'

'আপনার কোন মিস গ্রাইনের কোন ছোলা মেরে নেই। তিনি সে কথা অবশ্য তোললেন। প্রাতে করতে চাই না।'

'না। ও আর ওর স্বামীর কোন সুখান হয়নি। সেটা একাপেক্ষা বালেলি।'

'একথা বলার অর্থ কি?' বাড়ি ফেরার মধ্যে অবাক হয়ে কথাটা বালেলেন মিস মার্বল।

ধর। 'স্বর্ণ অপরগুলো বিদ্যুতি...'

পরবর্ণ বেলা সাড়ে আটটার পর্যায় টুকরুক পথ দেখান যেতে মিস মার্বলের মুখ থেকে 'দি-রে এসে' শুনে গর্জন খুলে দিতের দুর্লভ একজন প্রদীপ্ত। হাত চারের পট, একটি কাপ, দুধের জল আর পিঠের বুটটি ও মাঝান।

'সকালের চা, আমাম,' হাসিয়ামের স্বপ্নে বললেন। 'চমকার বিন আজ।
আপনি এর মধ্যেই পরমা চেন বিদেশ বিদেশ পাশি। ডালো হয় হয়েছিলো।'

'খুব ডালো বিদেশে,' ভৌতিকদের বে বইপানা তিনি পড়েছিলেন সেটা।
সংবাদ এমন যাবে যেমন হয়েছে মিস মার্পল।

'আজ সাধারণ সভায় যিনি। বোনাভিযার পাহাড়ে গিয়ে আজ সবাই খুব আনন্দ পালেন। ওয়েষ সঙ্গে না পিয়ে আপনি ডালোই করেন। পারে খুব বাক্য হতে পারে।'

'এখানে এলে আমি খুবই খুশি হয়েছি', মিস মার্পল যাবে হয়েছে।
"মিস ব্ল্যাক্যার-মিস আর মিসেস গ্রাইন সাধারণ আমার নিমিত্ত করে খুব সম্পর্কে বেঁধেছেন।"

'এটা ওয়েরও ডালা লাগছে। এ বাড়িতে কেউ এলে একটি মেলামেশানও হব। এ ডারগাটা বড়ো দুর্দম্য হয়ে উঠেছে আজকাল।'

 ও জানালার পর আরও একটি ডালা করে টেনে দিলে, তারপর চেরার টেনে চাইলারটি বেশিয়ের উপর একটি টেনে জল বাঁইয়ে দিলে।

'উপরের ধারে একটি বাধারে আছে', ও বললে, 'তবে আমার মনে হয় একটি বরস হলে সকলে এর হয়ে গরম জল চাইতে পারেন। আমার সিঁড়ি হালকা রাখে কমফর্টার।'

'খুব ডালা—তুমি এ বাড়ির সব ডালা করে জানেন?'

'এখানে হোট বসতেই সোসাইলামের খনি পরিচারিকা ছিলাম। এবং তিনটি চাকরি ছিলো—একজন রাখুনি, রি আর রামাধরের রি। একসঙ্গেই সকলে ছিলো। এটা ২০ টা রদ্দো করনেজ আমলে। যোগো আর সহিংস ছিলো। আর কিংবদন্তি দিনগলোই ছিলো ১০ম। যে ভাবে সব পৃথিবীত বার তা বড়ো দুর্দম্য। অতি বরসে সংকে হইলে কর্নোল হাইভ। যখন তার ছোলে মারা হায়, আর এক্সার মেয়েও দোরম্যর অনেকের বাস করতে চলে হায়। তিনি আমার একজন নিউজল্যান্ডের মানুষকে বনে করেন।

কর্নেল সাহেরের জনিম খুব দুর্দম্য—একই তিনি এখানে বাস করেতে থাকেন। বাড়িতেও তেবে মেয়ে মেয়ে তিনি। তিনি মারা যাওয়ার সময় এ বাড়ি তার হুই মিস ব্ল্যাক্যার ও তার অন্য দুটি বোনেকে বলে তায়—

তিনি আমি মিস আন্দ্রেয়া এখনে বাস করে চলার পর মিস ল্যাঙ্গিনারের বাবার মারা শেলে তিনিও চাল আসেন', 'বাড়ির বাস কেলো না—বাগানটার নষ্ট হয় হলো। ওয়ারা বাড়িতের বেশি কিছুই করেন নি—কথা ছিলো না—বাগানটার নষ্ট হয় হলো।

'খুবই আপনাদের কথা', মিস মার্পল বললেন।

'তাছাড়াও ওয়ারা এলেন ছাড়ার মহিলা—মিস আন্দ্রেয়া একটি জন কেলে কেলে, তবে মিস ক্রোটল্যাঁড বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন—৫'র বাড়ির খুব।
বলুন ভাবার কথা বলতে পারেন—আর মিশা গাইস, তিনি দেখ
লেখার মনের। তিনি বলুন আপনে তেরেছিলাম সব ভালোই হবে। তবে
সেখে তো, ভবিষ্যতের কথা বলার না। আমার মায়ে মায়ে মনে হয় বাপের কোন ঘোষ আছে না।

মিস মার্স্‌ অনুষ্ঠিত ধৃষ্টতে তাকালেন।

'একটার পর একটা ঘোষা যেটা চলছে। সেই স্পনের ভবিষ্যত চেন
থাকতে—সবাই মায়া গেলা। হব খারাপ ব্যাপার, এই অর্থেনগলো—
আমি কোনো কিছু চোখ ছাড়ছি না। মিস ব্রোন্টির একদিন বঙ্গ মায়া মান—
তারা মায়া ছিলেন—মেয়েটি সৌভাগ্যশূন্য স্কুলে থাকতে যাচ্ছে।
ভাই মিস ব্রোন্টে তাকে এখানে এবং এনে রেখে তার জন। সবই
করে ছিলেন। বাইরে বেড়াতে যদি যান—ইরান তাক মায়া, মেয়ের
মধ্যেই তাকে রেখেছেন। এতে হাসি ধূলি মেরেটা—খুব নিঃশব্দ অভাব।
আপনি ভাবেনই পারেন যা এমন ভাবার ব্যাপারেও ঘটবে।'

'ভাবার ব্যাপার? কি হয়েছিলো? এখানেই ঘটেছিলো না?'

'না, এখানে নয়, ভবিষ্যতের দোহাই। এবং এক হিসেবে বলতে পারেন
এখানেই ঘটেছিলো। এখানেই যদি প্রথম রেখে। সে এখানে কাছাকাছি
ছিলো—আর তিনি বলেন তার ব্যাপার নির্দেশ, তিনি ধারণ পরামর্শালার
লোক ছিলেন। তাই ও এখানে বেড়াতে এসেছিলো—আর তখন থেকেই
খুব হয়—।

'ওয়া প্রেম পড়ে যার?'

'হাঁ, মেয়েটি ওর সঙ্গে প্রেম পড়ে গেলো। হেলেটি খুবই চাত্যার, একবার চেহারার, আর কথা বলে সমস্ত কাটাখাও খুবই পাল্ট ছিলো। আপনি ভাবেন পারেন না—এক মহুরের জনেও ভাবতে পারবেন না—',
লামেটি খেলে গেলো।

'প্রেমের ব্যাপার ছিলো? আর কি? জুল বোঝাও বুঝিল হয়? আর মেয়েটি
আজাদতা করে।'

'আজাদতা?' বুঝে মিস মার্লফেক ফেন আঘাত হয়েই বেশেতে চাইলো।
তারপরেই সে বলে উঠলো, 'কে আপনাকে একদিন কথা বলেছে?' নিজের
খুন, সোজাসুজো খুনের ব্যাপার। প্লাবিক মেয়ে তার মাথাটা একাধারে বেঁধে
কেও ছিল। মিস ব্রোন্টার জিজ্ঞেস সনাতন করে 
হয়—তারপর থেকেই
তিনি আর আপনার মতো হতে পারবেন। তারা ওর বেশ এখান থেকে প্রার

72
ফিল্ড হচ্ছে বলে একটা ডোকে আমার বাস্তবতা না করা নারক কাছে মিছে পারে। অবশেষ মতো ও এই একটা খুনই করেন। আমার মেরেরা নারক ছিল। হানিদ হয়ে মেরেঠাকে পাওয়া যায় না। প্রার্থনা চারিদিক তোলাপাড় করে ফিরছিলো। আর! একটা পাকা পরিচত ছিলো ও—বেদন অন্ধ্রছিলো। সেদিন থেকেই একজন করে চলছিলো ও। আকাশ সবাই বলে যায় একজন করে তাদের নারক মাধ্যম ঠিক নেই—ও কি করে যা আছে না। তাই তাদের দোব দেওয়া যায় না। এর একটা কথাও বিখ্যাত করে না। অনুরাগ থেকে। ওলা তাদের আজকাল ফাঁসিও বের না। আমি আমি অনেক পুরনো পরিবারে এক ধরনের কাপাশ থাকে।—মেজন্টেলকের ভাইয়ের।—প্রায় সৌভাগ্য বংশের পাপলাগাবে যায় যায়।—আর নেই বুঝি পেলেট—রাতে তারা মিলে পাপলাগাবে যায় যায়। নিজেকে মেরি আত্মারাৎি বলে মৃত্যু বেড়াতে বর্তমান উভয়ে পাপলাগাবে গোরা হয়। তবে সাত সাত। তার কীভাঁই হয় নি—স্রষ্টা বোনার্ম। তবে এই ছেলেটা। ও পাকা পরিচত ছিলো একটুও সমঝের নেই।

'ওরা ওপর নিয়ে কি করেছিলো?

'ওরা তাড়িতে ফাঁসি তুলে দিয়েছিলো। আর না হলে ওর বরন রূপই কাঠ হিল। নব কথা আমার তেমন মনে নেই। ওরা ওকে মানুষ বলেই রায় বের। সেটা হয়ে গেলো হোস্টল বা ব্যক্তিত্ব—বি। দিয়ে শুধু, একজন কোন বাড়ির নামে আমরাগীর পাঠার বের।

'ছেলেটকের নাম হিসেবে ছিলো।

'মাইকেল—পদবী মনে পড়ছে না। প্রায় দশ বছর আগেই ঐটা জটী—বাসায় সুচুলে যায়। অনেকটা ইতালীয় পাচরের নাম—নগতাটা। ছবির মতো। একক ছবি আঁকের মতোই—রাফেল? হয় ঠিক, তাই—

'মাইকেল রাউকেলেল?'

'কিছু বলেন? তখন একই দেখতে তো পাচর পাচরের। দেখতে কথা অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা হয়েছে ছেলে থেকে ছাড়িয়ে আসবেন। অনেকটা ব্যাপক ভাবতের পালিয়ে যাবার মতো। ওবে আমার মনে হয় ওগুলো হোস্টল সর্ব্বত্র কাঠ—'

তাহলে এটা অক্ষত্তা নয়। এ ছিলো খুন। 'ভালোবাসাঃ।'

বইবিন্দু একটা ছেলেটকে ছেলেটের মৃত্তির কারণ। বলেছিলেন। একক বিনোদিত হয়ে ছিলো। এক অমৃতের কোন খুনটো প্রসে পড়ছিলো। আর আমি

৩৩
আমার প্রথম তাকে নিষ্ক্রিয় হতুষার বিচে নিয়ে গিয়া হোকে।

মিসারা ময়লার একটি শব্দের তোলা শব্দের পথ বেরে দেখাতে আসা হয় চোখে একটা থেকে মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়। একটি ভারতের সঙ্গে হয় হিসেবে মেররের টান আবিষ্কার, তরেগুলো প্রবলকে সাধারণের জানা।

অতরে দৃষ্টির মাধ্যমে প্রবন্ধাকার হয়। সেই পুরুষের কথা—একটি মুখ্যত কথা। আমার একটি দুর্নিঃসন্দেহ পরিসেবা দ্বারা বিষয়ের কিছু পর্যায় তার মাধ্যমে থেকে যে গল্পের শেষের শব্দে বলা হয়ে যায়—

গল্পের শেষের শব্দে বলা হয়ে যায়—

তারক্ষ দেখে আসা তার মুখ্য হয়। তখন কি তার সমস্ত কথার মাঝে একটি শব্দ শব্দের পথ বেরে দেখাতে আসা হয় চোখে একটা থেকে মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়।

এটি শব্দ শব্দের পথ বেরে দেখাতে আসা হয় চোখে একটা থেকে মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়।

এই মুহুর্তে ধারে ধারে নিয়ে দেখার জন্য তিনি একটির মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়।

পাশের একটা হলে দোগা দিয়ে বাইরে এসে মিসারা ময়লার রাজ্যের একটি কথার মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়।

পাশের একটা হলে দোগা দিয়ে বাইরে এসে মিসারা ময়লার রাজ্যের একটি কথার মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়।

শব্দের মধ্যে একত্র থেকে তিনি কথাটি সম্পূর্ণ করে একটি হলে দোগা দিয়ে বাইরে এসে মিসারা ময়লার রাজ্যের একটি কথার মাঝে মাঝে পা পড়ে হয়ে যায়।
বেলায় যাতে করে বললে একটু পরের, আর একটু বললে সামান্য আঁধারে
করলে। সমাধিকথার নজর পড়ার মতো কিছুই নেই। কঁড়গুলো নামের
পন্যার্থীতি দেওয়া, গ্রামে কেনন হবে ঠাকু। গ্রামে জমিতুল করা করেছেন
ঝিনের নামে আছে—তাদের এখানেই করো দেখো হয়েছিলো। ডাসপার
রুশ, মাইলের রুশ, এলাকা ও ওয়াশ্টার রুশ, মিলেন রুশ—৪ বৎসর।
কেন পরিবারের কাজ। হিব্রাম রািড—এলাকা জেন রািড, এলিজা রািড—
১১ বৎসর।

ফিরে আসার মুখে রাত মনে ঘুম চলে একজন বললে সমাধিকথার মধ্য বিরে একজন
বঁশন মনে হেঁটে চলেছে। চলার ফাঁকে সে পরিকার করে চাইছিলো
জারাগাট। মিস মার্পলের লক্ষ করে সে সেলাম আর নিয়ে বলে উঠেছে
'সুপ্রতিষ্ঠাতঃ।'

'সুপ্রতিষ্ঠাত', মিস মার্পল জানে ছিলেন, 'সুবর্ণ বিন আজ।'

'পরে বুদ্ধি হয়', বুদ্ধি এবার দিলো। গ্রামে বিলহোলার অভাস।

'এখানে দেখলাম অনেক প্রিংস আর বড়কে করব দেওয়া হয়েছে', মিস
মার্পল বললেন।

'ও, হাঁ, এখানে সবকাছেই প্রিংস ছিলেন। এখানকার অনেক অন্য
তাদের ছিলো। হঠতে বহুকাল ছিলেন।'

'একটা বাচারও সমাধি দেখলাম এখানে। কোন বাচার সমাধি দেখে
আলাপ করে।'

'আহ। ওটা খব সত্বর মিলেনো। তাকে আপনা মিল বলেই
জানতাম। পাড়ি চাপা পড়েছিলো সে। রাস্তা পার হবে মিট কিছুতে
গিয়েছিলো ও, তখনই চাপা পড়ে। আজকাল এরকম প্রায়ই নয়, এতো হওয়ে
সবই পাড়ি চালায়।'

'খব ধুমের বিষয়', মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'যে এতো বড়ুষ্ঠ হয়।
সেখানে কেউ সমাধিকথার না এলে বরং এই পারে না। অসুখ, বুদ্ধি বরং,
পাড়ি চাপা পড়ে। ফিন, মনে যাচ্ছে এর চোখেও সাংবাদিক কিছু। ফিনের
ফিনে। অপরাজেয় কাজই বলিয়েছিলাম।'

'ও হাঁ, হ্যাঁ একাকী একাড় লেখা যায়। রকা রকের দল, একাড় আর কিছু
বলি না। তার মুখেরতরা রকেরের উপর নজর রাখায় সময় আজকাল আর
নেই—নতুন এটা বাধায় গেলে—।'

মুখলাভেতুলে নেয়ে দিলেন মিস মার্পল, তবে এ নিয়ে সম্ভব নয় কারণ

৫৫
চাইলেন না।

'আপনি আর দুই পুরোনো আমির বাড়িতে আছেন, তাই না?' বলাটি প্রয়োজন করলো। 'এই কোচ পাছে তোমাকে এগোন থেকে হয় না। তাই সেটি হয়েছে মনে হয়।'

ধাঁধা কাটিয়ে চিন করালাম', ব্যোকার কলেন মিস মার্পল, 'আমার এক সবার বন্ধ', নিউ রাফারেল, এখনে 'আর বন বন্ধের কাজে লিপিয়েছিলেন আর তাই তারা বন্ধের রাতের নিদর্শন জি নিয়েছিলেন।'

রাফারেল নামটা এক মালীর কোন প্রতিজ্ঞা আপনাদিত্বেই আবৃত মৃত্যু কালো না।

'মিস মার্পল আর তার দুই কোচ খুন ভালো বন্ধ করেছেন', মিস মার্পল অবাক থিয়েন এখান, আমার মনে হয় তারা এখানে অনেক বছরই আছেন?'

'না, কোন বোধহয় নয়। হয়তো বিশ বছরই হবে। এটা ছিলো বুড়ো করেন রাফারেলের কন্ধের। মারা যাওয়ার সময় বুড়োর প্রায় বছর সত্ত্বেও হয়েছিল।'

'জুর কোন চেলে-নেরে ছিলো না?'

'এক চেলে, যে আবার বন্ধ মারা গেছেল। আর তাইয়ে বুড়ো কর্ণেল ভাইসিয়ের এ বার্ড দিয়ে গেছেল। আর তো কেট ছিলো না।'

কর্ণেল স্বত্বে আবার নিজের কাজ করতে শুরু করলো লোকটা।

মিস মার্পল গিয়ে যেত প্রবেশ করলেন। গিয়ে কোন কিটের আনলের কারও স্রষ্টা লেগেছিলো--ইলানার কীট, কীট তারী উইল কিটেরা আনলের প্রায় তোষে আছে, স্ত্রীত্ব কিটের সাক্ষাৎ হয় করা চলেছে।

একটা হেড নর্তক আসলে বন্ধ মিস মার্পল অবাক হয়ে বানা কুম। বিলা করে চলেছে।

তিন পথই কি তিনি চলেছেন? কিছু কিছু, যে জোড়া বাকির মধ্যে চলেছে--তবুও সেই জোড়া জাগার মধ্যে ভোকেন থেকেই কয়।

একটি স্বত্ত্বে খুন করা হয়েছে—(আসলে বড় ঢেকেছেই পুলিশ হয়েছে), তবুও মার্ফত বুরুকো। (আংকল 'বর্জনেই' বলা হয়।) পুলিশ সমর্থের বন্ধ হয়েছে তাদের তথায় সাহায্য করার কথা। সমূদ্র কোথায়।

তবে একটু তীব্রতার প্রায় দশ কি রাতের বন্ধ আসলে চলে। অথবা কল্যাণ আর বিশ্বাস দেই—সেকেন। বন্ধু কোন সামর্য সম্বন্ধে কোনও দেই। বিশ্বাস
তার জেনে নিন কি হয় যে তাকে পারেন? কি রায়কা ওই কাজে কি আসা করিয়েছিলেন?

এরিমানী চাঁদকে...তার একজনবেক চাঁদকে আরও কিছু বলার জন্য অন্যান্য অন্তর্বাণ আবদান করেন। এরিমানী একটি মেরের কাছ আশা করেছিলেন যে ওই বাইরের রাজকরণের সঙ্গে বিবাহ যায়নাথ ছিলো। কিন্তু সত্ত্বা কি তাই? কখানা ওই পুরনো জমিও ভেবে কারও জন্য আর বলে যে খুন না।

আমরা আরও সবল কিছু মিস মার্পালের মনে খেলে গেলো—তার নিজের প্রাচ সাধারণের ঘটে চলা সাধারণ কাহিনী। সুস্নায় বেলার অনুরূপ, ‘কোন খেলের সঙ্গে একটি মেরের দেখা হলো।’ তারপর ওঠাপথে খাপে এগিয়ে গেলো।

‘তারপর মেরেটি একদিন আবিষ্কার করলো সে অন্যতমা’, আপনার বলে বলেন মিস মার্পাল। ‘তারপরেই মেরেটি খেলোটিকে বললো সে তাকে বিরে করতে চায়।’ কিছু সে, সবসব তরুণকে বিরে করতে অনিষ্ঠা-ওকে বিরে করার কোন মানসিকতা পর ছিলো না। তবে এ ব্যাপারে ও হয়তো ব্যাপারটি ওর পক্ষে গোলমেলে কর্মে তুলতে পারে। ওর বারা সবসব একজন কোন কিছু বর্ণন করবেন না। মেরেটির আশ্চর্যসজ্জন হায়ী ওইতো মেরেটি থিকই বলেছে। তখন দেখিনি মেরেটিকে নিয়ে রাখার হয়ে পড়েছে— হয়তো অন্য কোন সে এক নিষ্ঠুর ধর্ম পথ নিয়ে করতে চাইলো—মেরেটিকে ব্যবহার করে তাকে সন্ত্যাগকরণ না করতে পারার জন্য তার সম্পাদন গাড়ীতে চাইলো। ওর পূরনো রেকর্ড অনুযায়ী সেটি খাপ খেলে গেলো— নিষ্ঠুর এক অপরাধ—তবে আজ তা লোকে তুলে গেছে— তা চাপা পড়ে গেছে।

বেছে বলে চিনতেন তিনি সেখান থেকে গির্জার চারিদিকে একটি তাকালেন মিস মার্পাল। অন্তর্বাণ কিছু বাহিরেলা বিবাহ করা সাহায্য করে। আশ্চর্য নিয়ে সাক্ষ্যলিখন; তাকে একজনের বলে ছিলো কি রায়কারণ। উভয় ঝিয়ে গির্জার সেই উল্লাসের নিয়ে আবার তাকালেন তিনি। এই সমাধি প্রক্ষালনের সামনে বাছিড়ের তার মধ্যে কোন অপরের প্রভাবীতা দেখে যাবে না— প্রক্ষালনের লেখা বেথালে পরেও না।

কিছু প্রকাশ ওই জমিও ভেবে যা অন্তর্বাণ করেন তিনি তা কি অন্তর্বা
হইলে সেই পাতারভাবে হচ্ছায়া অথবা তার অপরন্তু প্রাণিগুলি আলাদি কলম বা কোরপোরেট দাতাদের সময় তার সেই ফার্নিক ইত্যাদি দাতাদের পতাকা বাজায় নিয়ে কথা করে উপাদান অনুভূতি করে ওই কারণ বুড়ো সিকেও এসে বাজায় রাখে।

ওয়া কি নায় জানি, এই চিঠি বোন, কিগু হো বি জানি?

এলিজাবেথ টেগল। আমার ভাবনা তোমার মাঝে শুনু করে অন্য অন্য বাহ্য করে এলিজাবেথ টেগল কোন মাঝে পাহাড়ি পথ বেরে উঠে সমুদ্রের দিকে দৃষ্টি মেলে ধরেছেন।

কাল মধ্যে আপন সকলের সাথে সিনি কথা বলেন দেওয়া, তখন তাকে আমার সেই বলার অন্য রোষ জানাবেন সিনি।

সিনি মার্পল একার পারে পারে বাড়ির দিকেই চলে। শুল্ক, করলেন—থেকে বেশ ধীরে থাকে। একটা কাজ লাগছে। এটা সিনি ভাবতে পারলেন না বকালটাকে কোনভাবে কাজে এসেছে। প্রাচীন এই মার্পল হাউস তাকে কোন পাতার গায়ণা এনে বিশ্বাসন—থেকে বেঙ্গেশ্বরে অত্যন্ত কোন এক বিশ্বাসনের বিশ্বাসন কার্যের কাজের শেষে অন্যের কোন অসুখ। থেকে আমাকে বেঁচে গিয়ে পরের অনন্যসূচনা ঘটায় মতোই মনে রাখে।

প্রের কার্যে আসতেই তার নামে পত্র বা লিখিনি শ্রীমতী নেত্রা নেই হতে বাড়িয়ে আছে। তাদের একজন তাকে বেঁচে দেওয়া এলো। প্রেরকালকাল মিলে প্রাইস।

'ওয়া, আপনি এখানে', মিলে প্রাইস বলে উঠলেন, 'আজ বাবাহিনী। আমি চিনা করান আপনি হয়েও কোথাও বেঁচে এলেন, বাবাহিনী কিছুই খুব ওঠে হবে পড়বেন না। আমি বাবু তার সুখে আপনি ঘুম বেঁচে বোনের দিকে নিয়ে পাকাতন। অবস বেশজ নেও কিছুই নেই।'

'ওয়া, আমি যাতে একটু খরে বেঁচে আছি বা নিঃস্বার্থে আপনি দুর্দৃষ্টি মাত্রে আমার নিঃস্বার্থে আছি।' যাকে বার্ট সময়ের সমার্থে চোখে পড়ে। এই কথা সে। আমি এলো সেই স্থানে নিউ রাগিস। আমার জন্য হর এই পিছনিটি তিরাপরিরাই তথ্য সরাসরি হোক হিসাবে?
হায়, আমি কলকাতায় কোন ওয়ার না দেখতে পাইলাম। এখানে কোনো দোকান না দেখা যায়। কিন্তু সেখানে কোনো ব্যক্তি দেখা যেয় না।

"আমি তোমার বিশ্রাম আগ্রহজনক কিছু ঠুলে নিয়ে তোমাকে যেদিন?"

"না, তা মনে হয় না। গিনিটি তোমার প্রাচীন অবশ্য নয়।"

"এখানে খুব বেশ সংখ্যার পাত্র না দিতে যেখানে পাইলিন, স্বাক্ষর করলেন মিস মার্পাল।

"আপনি গিনিটির সহায়তায় ব্যাপারে খুব আগ্রহ?"

"না, না, এ বিষয়ে কোন লেখাপড়া বা অনেক কিছু, কর না। তবে অপরা আমার নিজের প্রাম সেটি মেরি মিন্ট গিনিটির চালাপাশেই সব ব্যাপারে মন পায় উঠেছে। খাবারই এই হয়ে চলছে। আমাদের এর বর্ষে তাই হতো। একত্রিত হিসে অর্থ অন্যায়কর। আপনি এখানে মানার হয়েছেন?"

"ও, না, ঠিক তা নয়। খুব খুব দুরে আমরা দীর্ঘ না, বড় হোর দিন মাইলের মতো দূরে। লিটল হাইতন'তে। আমার বাবা ছিলেন অবসান-প্রাপ্ত সরকারী চাকরী। আমার প্রাম হাতে আসাম ও আসাম অফিসের দিকে নিয়ে আসিনি। আমার অন্য দুই সোনা কারার মুহূর্তে পর এখানে চলে আসে। তবে সে সময় আমি ম্যামার সঙ্গে বিদেশে ছিলাম। চার কি পাঁচ বছর আগেই তিনি মারা গেছেন।"

"ও বুঝি।"

"ওরা খুব চিন্তিত হয়ে আমাকে এখানে চলে আসতে বলেছিলাম—এতেই বোধ হয় সবচেয়ে ভালো ছিলাম। আমার করেক বছর ভারতবর্ষে ছিলাম। আমার ম্যামার মৃত্যুর সময়ে সেখানেই নিয়ে ছিলাম। আমার মৃত্যুর সময়ে সেখানেই নিয়ে ছিলাম। কোনো পাঠালো পা রাখতে তোমার বড়ো কঠিন।"

"হায়, তা ঠিক। তোমাকে বলতে পারি। আমি আপনিও মিলিতে আপনি আপনার আলীমেন্টস থাকার, আপনার এখানেই মুল রেখে যাচ্ছেন।"

"হায়। এইসবই সেন হয়। আমি বোনেদের সঙ্গে আমি লেগাচার প্রেরণ করেছি বলব। তবের সঙ্গে দেখাও করেছি। আমি এখানেও লেগেছি কাঠে পাঁচ একটি কোটি করেছি। হয়েছে কোথায়—সেখানে বেশ কিছু সময়ে কাটেই। আমি তাছাড়া যেখানে দেখে চেকে দু-একটি বাড়া প্রাঙ্গণের হয়ে কাজ করে থাকি।"
“ভাবেন তো আপনি কাজেই দরকার কাজান। বুঝিয়ে দিতে হবে করেনকি।”
“আমার মন হয়ে গেছে, আপনি বলে বলেনের কাজেই দরকার কাজানবো।
বলেনের নিজে কর্মের ধাপ একটু চিহ্ন হয়।”
“তাদের গত্যযুক্ত ভাবেন বললেন, ‘আমার কাজে নজর করা সেই স্থলে না বললে আমার কাজ হয় না। আমরা তো তাদের সাথে করা বললেন। অনেকেই তার চার দিক হয়ে গেছে। আমার মনে হয়ে না করে না। একবার প্রথম চাকরি হয় না। আমরা তাদের সাথে করা হয় না।’

“হাঁ, বুঝি ভাবনায় পড়লে মনেরের একবার হয়। আমার মন হয় বলেন।
লাগে মাত্র একবার করে অভিস্ন হয় না।’

“আমার যাত্রী মন হয় না। আমার চারায় চিন্তাভাবনায় কোন করার আছে না।
‘হয় তো উনি আরকম বা টাকা-পরসা নিয়ে চিহ্ন করলেন’, মিস মার্শ বললেন।

‘না, না, নেয়াল বিশ্বাস, নারী-ও বাগান নিয়ে কুদি চিহ্ন করে। বাগান বেকথা ছিলো সে কথাই ও ভাবতে চায়।’ মাত্রা মাত্রা ও কথা পড়লে ভাবে আরও টাকা পড়লে আমার মনই বাগানকে গড়ে তোলা যায় বিনা। ক্রোম্লিডা বাভাবার ওকে বিশ্বাসে আমার বিনে এনে লাগ করা সজ্জে নয়।

তবে ও বাঘার কামার, পৌঁছ এলের কথাই বলল।
আলোর কথাই বলে।’

“আমার বেঁচালের পারে সেই চেরই পাই?” মিস মার্শ বললেন।

“আপাতে কথা মনে রেখতেন সেখানে? হাঁ—বল কথাতে মনে রাখে আপনের। বলো স্থলের নগদ। সেই টেলিগ্রাফ। আমার নামকে সুখের বিনায়ক—
একটা সেই অঙ্গর সেক্ট। ওঠে মাটিতে মিলিত সাধারণ।
নাম, জটিলতা কথা বোঝ না তারাগুলো বাকি হয় তালা।’

“এহাতাঁও সেই মুলের দেওয়া না?” মিস মার্শ বললেন।

“হাঁ। হাঁ, আলোচনা সুঝুর ওই মুলের দেওয়া আবার মাথাতে চায়।
বলে তা আমার সকল নয়। আলোচনা তাহাঁও বাগানে বসে মাথাতেও চায়।
আমার এহাতাঁও কাচারের পামে মুমির পাতেও মাথাতে চায়।” ও বলে তাকে
একা কথা বলে

'আপনাদের পকে ব্যাপারটা খুবই কঠিন।'

'ও, হায়। লোকে তা সহজে বুঝি মানতে চায় না। ক্রোটিডো অবশ্য এসব কাজে সোজা উচ্ছেদ দেয়। ও সকল বলে দেয় এ সত্য নয়। আর কোন কথা এ নিজে ও পরিতে চায় না।'

'আজকাল সবই রাড়া কঠিন হয়ে পড়েছে, তাই না?' মিস মার্পল বললেন।

'হায়। তবে আমার পকে তেমন কঠিন হয় না। আমি দ্বারের বাই সেই কাজেই রহেনো। তবে সৌদের বাইরে থেকে বেঁধাম অ্যানথরো এখানকার এক নামী কোম্পানীকে বাগানটিকে সাজিয়ে তোলার জন্য বারনা করছে। এই কাজেরকে আমার আগের মতো করে তোলার জন্য। ব্যাপারটা সবই অসম্ভব—আর ঠিক করলেও মৃত্যুন্নতি বছরের মধ্যে গাছে আংশ ফেলবে না। ক্রোটিডো এসবের কিছুই অন্তর্ভুক্ত না—এর হিসেব মেন্ট ও ভীষণ রেগে গিয়েছিলো। এটা ওর কথা উচিত হয়নি।'

'আজকাল সবই খুব কঠিন,' মিস মার্পল আবার বললেন। তারপর একটু চূপ করে থেকে বলে উঠলেন, 'কাল খুব সকালেই যেতে হবে আমাকে। আমি গোল্ডেন বেড়ে ফেলিং করাতে লাগলাম ওখানেই মাথারা আসেন ভুটক ছিল। খুব সকালেই ওরা যাবার কারণে। সকালের নাটার যতায়ন জানি।'

'ওহ, তাই নাকি। আশা কির তেমন পরিহার হয় না।'

'ওহ, আমার তা মন হয় না। যতায়ন জানি আমার বে জাগায় বাছু তার নাম ও, হায় মন পড়েছে, স্টারলিঙ সেল্ট মেন্টি, এই রকমই কিছু। খুব বেরেও মন হয় না। পাশে খুব সবার একটা গির্জা আর কেও আচ্ছে মেজার। বিকেলে মেয়াদ যথা চন্দ্রকার একটা বাগান, বিমাট বড়া, প্রাচু ফুলও আছে। আমি নিশ্চয় জানি এখানে হুটো এটা এমন বিপ্লবের পর ভাট হবে না। পাহাড়ে উঠলে অবশ্যই কষ্ট হতো।'

'তা বাই হোক, আমার বিকেলে আপনাকে বিপ্লব নিয়ে হবে, কালকের আর অবশ্য তায় মাইন বলে নি, মিস মার্পল বললে মিস মার্পলকে নিয়ে বাহবুতে দুকলেন। মিস মার্পল নিয়ে বিপ্লবে গিয়েছিলেন,' ক্রোটিডোমার আনালেন মিসস গ্রইন।

'আমার মনে হয় ওখানে বেঁধার কিছু নেই,' ক্রোটিডো জানালেন, 'বিপ্লব রকমের বিপ্লবেরা, কাছে আছে প্রায়।' কালকে একটা বোঝা যায়, প্রায়।
জন্মক খাঁট করে গেছেন তিনি। এই লাল তার নীল কাচ একেবারে অর্জিত-২।

‘গোলাপ ফুল, বিগুলি বলেই আমার মনে হয়,’ লালচাঁদনারা বাইন বলে উঠলেন।

মায়াতোলের পর একটি ছুরানোর চেষ্টা করলেন মিস মার্পল। নৈশ- তোলের আগে গুহকান্দের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলো না। নৈশতোলে কথার একটি সময় কেউ চলেছিল ছুরানোর সময় পর্যন্ত। মিস মার্পল এবং অপরিণাম বরসের অংশীদার করে চলেছিলেন কোথায় প্রমাণ করেছেন, কারণ বেশী হয়নি এই সব কথাই।

একটি রূপক আর হ্যাশা নিয়ে তিনি শব্দার আকর্ষণ নিলেন। আর কিছুই তিনি জানতে পারেন নি, হয়তো নেটো জানার কিছু; নেই বলেই। এ বেন মাছ ধরার মাঝে—অর্থ মাছ উঠলো না—হয়তো মাছ নেই বলেই। না বি- ঠিক মাঝে তিনি চার বারছার করতে পারেন নি বলে?

এখানে। ৩ প্রথম পর্ব

পরিবন্ধ সকাল সড়কে সাতটায় মিস মার্পলের প্রাতঃকালিনে চা আনা হলো । মাত্র তিনি প্রহরে নিতে শেষে সময় হতে পান। তিনি যখন তার ছোট সুমেরুটিটি পৃথিবীর নিয়েছিলেন এখন ব্যবসায় গ্রাহক হয়ে গড়া শুধু দুই শুধু ক্রোটুলনা উপস্থাপন করলেন।

‘এই, মিস মার্পল, নিচে একটি ছোট এসে আপনার সঙ্গে দেখা করে চাইছে। নাম এই এই গ্রাহক। সে আপনাকের সঙ্গে ওই প্রমাণ কোথে ছিলো। তাকে ওরাই পাঠিয়েছে।’

‘হ্যা, মনে পড়ছে। প্রথম বারস কি?’

‘ও হ্যা। প্রথম অবদান, মাঘার একবার চুল—ও, ও অস্ত একবার আপনাকে ইইন—একটা বিষয় করে জানাতে।’ জাতীয় দুর্ধুমে সঙ্গে জানানা, একটা ঘুর্তনা ঘটে গেছে।’

‘ঘুর্তনা?’ মিস মার্পল অবাক হয়ে তাকালেন। ‘আপনি বলছেন— ওই কোথে কিছু হয়েছে? রায়োর কাছ ঘুর্তনা হয়েছে? একটি খুব আত্ল প্রমাণ হয়েছে?’

৪২
'না। না, কোন শিক্ষা হয়নি। কেতে কেন গোলমাল দেই। গতকাল নিবেদনে বেড়ানোর সময় ঘটেছে। গতকাল খুব ভালো ছিলো নিজস্বই আপনার সঙ্গে আছে, যদিও তার জন্য কিছু হয়েছে মনে হয় না। লোকজন একটি ছাড়িয়ে পড়ছিলে। মনে হয়। ওখানে একটা নির্দিষ্ট পথও ছিলো— অথবা চাল বেরেও উঠতে পারেন। দুটো পথই বোনাস্টেরের উপরে 'আমার ছাড়ার' শেষে মেয়ে—সকলে সেখানেই যাচ্ছিলেন। বাদাম। এখানে ওখানে ছাড়িয়ে ছিটিয়ে এলাও ছিলেন, ওহের পথপ্রদর্শন হিসেবে কেউ ছিলেন না, অথবা কথা উচিত ছিলো। বাড়াই পথে সকলে ঠিক মেয়ে পা ফেলতে পারে না। বিছ, পাথর গড়িয়ে পড়ে পাহাড়ের খাড়াই পথটায় কাউকে প্রায় গাড়িতে নিয়ে গেছে।'

'ওঃ। মিন মার্পল বলে উঠলেন, 'খুব ধৈর্য্য হলাম—সত্যই খুব সহজকাল ঘটনা। কে আহত হয়েছেন?'

'কে একজন মিন তৈপল না তৈপলটা। মনে হয়।'

'এলিজাবেথ তৈপল', মিন মার্পল নাম ছিলেন। 'ওঃ আই বারুণ বুঝি। আমি ওর সঙ্গে অনেকক্ষেপ করারই বলেছিলাম। কোথা ওর ঘুচ পাশেই আমি বলেছিলাম। উনি খুব সচেতন একজন অবসরপাত মূল্য প্রাপ্তি, খুব নাম আছে ওর।'

'অবশাই। কোটিলা বললেন, 'আমি ওকে ভালোই চিনো। উনি কালোকালের প্রথম সম্প্রদায় প্রাপ্তি ছিলেন—খুব বিখ্যাত মূল্য। আমার ধারণাই ছিলো না উনি এই অভ্যন্ত সেখানে। উনি কোথা হয় ছাড়ি বছর আগেই অবসর নিয়েছিলেন, তারপর এখন প্রথম সম্প্রদায় হয়ে থিনি এসেছেন তিনি আমার অতি প্রতিপাদিতে শোনা যায়। কিন্তু মিন তৈপলের ভেজন বরস হয়নি, প্রায় বাইরে হয় আমার ধারণা। এখনও বেশ কষ্ট, পাহাড়ে উঠতে আর হয়নি তালাখালি। ব্যাপারটা সত্যই মূল্যবান জনক। আশা কার উনি পাতন্ত্র আহত হয়নি। সব কথা এখনও উদ্দিন।'

'আমি এবার ভুলই, সুত্রপাতের ভালো। আইকে বললেন মিন মার্পল,'

'একই নিয়ে মিন প্রাইসের সম বেছে করবো।'

'কোটিলা সুত্রপাত ছেলে নিলেন।

'আমাকে মিন, আমি নিতে পারবো। সাধারণে সিড়ি বেধ আনতে।'

নিচে নেমে এলেন মিন মার্পল। একজন প্রাইস ওইজন আম্বার।

ঝো
ফিলিস। এক বার্ষিক হল আরও বেশি মালার এলেমেন্ট লাভিলে। সে বেশি চেয়ে চাইন জার্মান আর সত্ত্বা দুটি আর কোন বাজার প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা এমনি প্রেমিক এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা এমনি প্রেমিক এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা।

'এমন বুদ্ধিমান চাইন', বিশ মার্কেটের হাত হয় বললা এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা।

'ওঁ! সালাহ আল্লাহ মুর্শী মুল্লার চোকাম', বিশ মার্কেটের হাত হয় বললা।

'আমার সে হয় খুদি আমার না যাকাতের করাল ওই সে আলম্বন হয় বললা এমনি প্রেমিক এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা।'

'নিসার আমার সে হয় খুদি আমার না যাকাতের করাল ওই সে আলম্বন হয় বললা এমনি প্রেমিক এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা।'

'আমার সে হয় খুদি আমার না যাকাতের করাল ওই সে আলম্বন হয় বললা এমনি প্রেমিক এমনি প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা। প্রেমিক, সেরা মার্কেটের হাত হয় বললা।

'আমার সে হয় খুদি আমার না যাকাতের করাল ওই সে আলম্বন হয় বললা।'}
বিষ মাস্তনের মনে হলো, সাধারণত যেকোন না থাকে সেই রকম কৃজ্জকের কোনো দিকএদের শিকুন্নিতে বিলন শেষে দেখতে বলার কোনো মূল্য নামাস্তুননির থা-। তিনি প্রার মাথা বাঁকতে চাইছিলেন, সামনী যেই মাথা বাঁকতে নজরেই আসে না। তবে তিনি মিসেস বাউলের প্রার্থনা প্রার নাক কাঠেই চাইছিলেন।

"ঃ মাত্রবোধ আমি আমার কর্ত্তাল সকলের সম্মত থাকা হয়, আমার পক্ষে আদেশে--!"

"মাত্র হাঁ। তাই তুললে হবে মনে হবেঃ মিস মার্পাল বললেন। তাহলে পরিকল্পনার ব্যাপার জানতেও পারবে, হয়তো এ ছাড়া কোন মাহাবাদও করতে পারবে, কে জানে। তাই আমার আদেশের স্বাভাব্য জানাই। প্রক্রিয়া পূর্বে একটা দেয়ে পেয়ে আমার কার্য অনুষ্ঠান্তবা হবে না। মিস মার্পাল এমিলিন প্রাইসের দিকে নেবলেন।

সে সব ঠিক আছে। অনেক ধরেই আজ ঝালি হয়েছে। অতিমান হবে না।

"হাঁ। সাম্ভবত শুধু সজ্জা সকলের জন্য হয়েছে আমার রাজতের সহত্য আর কাজ সম্প্রতি জানতে পারবে কি কথার কারণ।"

আমার বিচার সম্ভাবণ ও ধারাবাহিক পাল্লা। এমিলিন প্রাইস মিস মার্পালের জিনিসপত্র হুলে নিয়ে হাত এগিয়ে চললেন।

"বাবার মধ্যেই, প্রথম 'নদী', সে বললেন।

"হাঁ। গতকাল এখান থেকে বাই। বেচারি মিস টেম্পল, মাশার কার তিনি কেমন সাধারণত আত্ম হলেন?"

"আমার যাবার। তাই হয়েছে। এমিলিন প্রাইস বলে বিলন। অবশা ডাকারের আমার হাসপাতালে সকলে কেমন তাতা জানে। ওরা একই কথা বলে "হত রকম থাকা উচিত।" এখানে হাসপাতালের কোন হাসপাতাল না থাকার দেখে ক্যারিস্টাইনে ভেজে হয়---এখান থেকে আগে মাইল হয়ে। বাই হোক, মিসেস স্যান্টবার্গ নিজেই সাক্ষাৎ করে হেটেলে পাঠ্য বেশোর ফাঁকেই এসে পড়তেন।"

ওরা শেষোর পর বাঁধবীর কিছুদিন উপনিঃ প্রেরণ শেখতে পেলেন। সেই সাথে কালকে হয়ে পাশাপাশি চলেছিল। মিস আর মিসেস বাউলার কথা বললেন।

"ও হাস্তের বেলে একে মনে ধরে বাওয়া। মিসেস বাউলার বললেন, 'ধর কেমন পাশাপাশি করে সের, তাই না? বলে দেই বেলা হাস্তের হয়ে একে।"
তাবে সব কিছু উপলব্ধ করে চলাচল। ঘড়োরা মিস রোপল। আমার সব
সাজেই ধরণ। হিসা উটিন বেল পল পেশ মান্য। তুমি আমার বলতে
পারে, তাই না হেনরি।'

'বাহাঙ্গ। ৫৮ে হেনরি। ওরাই হিসান বিষাণী। হাঁ—
আমারের সময় বলতে বক্ষে—আমারের এ প্রক্ষত বলতে যে উচ্চ
করিতে আছিল। এটা আর বোধ হয় না চালানো ডাকে। আমার মনে হয় এর
অস্বাভাবিক হৃদি হয়ে পারে বাতাক্ষ না আমারা ঢুকে মেতো জানতে পারিয়ে কি
ভাবি। মানে ব্যাপার সে রকম পরিস্কার কিনা—হরতো কোন অবস্থা বা
৫ই রকম কিছু একটা—'

'ও হেনরি, এতে অলভ্য কথা বলতে চেয়ে না না।'

'আমি নিচিঠ', মিস কুক বললেন, 'আপনারা খুবই বেশি রকম খারাপ
বিষা ভাবেন, মিস বাটলার। আমার মনে হয় এটা সে রকম পরিস্কার
হয়নি।'

তার সেই বিশেষ গলায় মিস ব্যাপার বললেন, 'হাঁ, ব্যাপারটি
কিছু পরিস্কার। আমি গতকাল পড়েছি। খুবই পরিস্কার। মিসেস না।' আমার
বক্ষে তাকার সেই কথা বলতেন। যোরা ঘরানে ওই ম্যাংকে আপাত
ফেলেন—জুর মার্ফকে। একজন বিশেষ ভাবার তুকে দেখা যায় অস্বাভাবিক।
হাঁ খুবই মার্ফকে ব্যাপার।'

'ও৪', মিস লুর্লিস বললেন, 'আমারের কোন সবে খালে হরতো
বাঁচতে ফেরে মার্বর উপাদে, মিলনেজ। টেনের সময় বেশ পরকার।' ও মিসেস
বাটলারের বিষা তাকালো। 'বদ্ধপঞ্চন তো' আমি আমার বিষাণীদলোলা
পরশুমী কাজে শেখে এসেছি। বমি বের হয় খুবই অস্বাভাবিক হয়ে।'

'ব্যাক, এরা বেশি আমারের ভেরে লাভ নেই', বললে উল্লেখ মিসেস
বাইজলে পোথার তার ভারটি কর্তৃশ সুন্দর গলায়। 'বোরানা এই বান্টা বাজে
প্রলি ফেলে দাও, দেখে না। এটা পাওয়ার অস্বাভাবিক। আমার ও অস্বাভাবিক।
এটাই ফেটে ফেলে রাখতে চাই না।'

বানের ব্যবস্থা করে বোরানা বললেন। 'এখনের আমি আমি কিছুক্ষের
জন্য বাইজলে ফেলে ঠিক হবে। মানে বলছি, শরমের সামানটা দেখো। তাই
এখানে বলে খানার চেয়ে আর এই সব প্রমাণের কথা বলে৷ কিছুই রকম
করতে পরিয়ে না।'

'আমার মনে হয় আপনারা বাইজলে পেলেই ভালো করবেন', মিস কুক

৭৬
'হায়, আপনারা তাই-ই বাণ', মুস বায়ো মিসেস রাইজলে পোষার জন্য দেওয়ার আগেই বলে উঠলেন।

মুস কুক আর মুস বায়ো পরপরের বিদে তাকিয়ে ধীর্ঘ্যাস ফেললেন।

'খাস বড়ো পিছল ছিলো', মুস বায়ো, 'আমি একবার পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলাম।'

'তাহাড়া পাথরগুলোও', মুস কুক বললেন, 'একটা বাঁক বখন পার হজ্জাম অনেকগুলো ছাত নড়ি আলগা হয়ে পড়িছে পড়বেছিলো। একটা তো আমার কাঠে বেশ জেরেই এসে পড়ে।'

চা, কফ, বিক্ত আর একে দেওয়ার পর অনেকেই একটু সুঝুখ মনে হচ্ছিলো। যখন কোন দুর্ঘটনার মতো বায়োর ঘটে যায় তখন মেধাবী অনেকেই বেশি নিতে পারে না এর সমর্থন হতে হবে। প্রতোকের এর মতামত জানিয়েছেন আর তাদের দুঃখ আর বেশি প্রকাশ করেছেন ঈতিমধ্যে। সকলেই এখন সংবাদ শেখার মাঝারি, আর সকলের দেখে একটু বেশি আসার চিন্তাও ব্যর্থের চাইছিলেন। এলা একটার আগে মুখ্যত্বের উপর হবে না তাই সকলের মনে হলো এখানে বসে একই কথার পুনরাবৃত্তি রেখে সমকাল হতে না।

মুস কুক আর মুস বায়ো দেন একজন মানুষের মতো একসং উঠে দাড়ালেন। তারা বললেন যে তাদের কিছু কেনাকাটা করার আছে। দে-একটা কাজের মধ্যে তাদের একটু ডাক্তারের যেতে হবে।

'দে-একটা গোলকার্য' পাঠাতে হবে। চীনে চিঠি পাঠানোর পরে কোন লাগে এটাও জানতে হবে।' বললেন মুস বায়ো।

'আমাকে একটু রুখ মিছিলে পাশ কিনতে হবে। মানে দে কেবারকের আগামের একটা বাণ্ডুক বেশ সংখ্যা দেয়েছে আমার কাছে', বললেন মুস কুক।

'আমার মনে হয় বাইজে গেলে আমাদের সকলেরই ভালো', মুস বায়ো বললেন।

কয়েক আর মিসেস ওয়াকারও উঠলেন। তারা মিস আর মিসেস বাই-কাজের বললেন তোমাদের গেলে কিছু এগিয়ে এগিয়ে বেঁধে নিলে ভালো।
ফেয়েন। বিসেস বাল্লার বিহ; প্রাইন জিনসের মোকানের ক্যাউ বলেন।

সকলেই ঘোষে বেরিয়ে এলেন। এমনমত প্রাইন আইসোলেই নিজের সম্পূর্কে কোন ব্যাখ্যা না দিয়ে মোকানের ঘোষে বেরিয়ে গেছে। বিসেস রাইজেল শোস্টার ভাইকিক ডাকার বিক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া করে তালিমের অভিসং লাইলে বসাই হস্তার তালা হবে। বিসেস মর্গার লাইঙ্গ হলেন—মিং ক্যাসাপার বিদেশী সুলভ অন্যতম স্থলীকে মোকানের মাধ্যমে বলেন। এলেন।

লুং: রেলে গেলেন প্রেফ্রেসের ওয়ান্স্টেড আর বিসেস মার্ড।

'আরার নিজের মনে হয়', প্রেফ্রেসের ওয়ান্স্টেড মিং মার্ডেকে উদ্বেগ করে বললেন, 'হেটসেল রাইলে বসাই আনাক্যারেক। রাণার মুখামুখি এক ছাউট নিষ্পত্তি থাক বাচ্চ। আপনার কি অনুরোধ আনাতে পারে?'

মিং মার্ড দ্যান জানিয়ে উঠে বাঁচলেন। তিনি ইতিপাতক নিয়ে কোন বসাই প্রেফ্রেসের ওয়ান্স্টেডের সঙ্গে বললেন। তিনি মনে কিছু: উচ্চাঙ্গের এই নিজেই দুর্বল ছিলেন আর মাঝে মাঝে তাই থেকে পড়ে চলেছেন। একে ফি কোনের ক্ষেত্রেও তাকে পড়তে ঠিক করতে দেখা গেছে।

'আপনি হয়তো কেনামাটি করতেই চাইছিলেন', বললেন তিনি, 'আরার নিজের সম্বন্ধে কতে পারি শান্তিতে, নিচুবিন্দুতে কোনাও বলে আমি মিং বিসেস সম্ভবের মেয়ারের আস্কার অপেক্ষা করতে চাই। এটা খুব পক্ষানুরূপ, আরার মনে হয় একনাই আমারা এখানে উপস্থিতত.'

'আমি আপনির সঙ্গে একমত', জবাব দিলেন মিং মার্ড। 'সত্যকাল শীতে এমন একটি ঘরে বোধের অস্থির তাই আজ আমার সেরকম কোন ইচ্ছে নেই। আমি বর্তমানের অপেক্ষা করতে চাই আর বাড়ির কোন সহায়ের প্রয়োজন হয় সেটিকেও করতে চাই। তবে সেরকম ব্যক্তি হবে বলে মনে হয় না, তবে কেউই বলতে পারে না।'

মনে হেটসেলের দরজা অতির্কিত করে কোনের দিকে বেখানে পাঠার বসানো চোকে একটা বাগান ছিলা সেন্টিকেই এগেল। বাগানটা হেটসেলের বেজালে দেখে আর সেখানে সেন্টা করেক বেঁধের বাক্সেটের দেখার রাখা ছিলা। সেখানে এর অন্য কোন না হওয়া চাইতেই বলে পড়লেন। মিং মার্ড চিন্তা করতে তার প্রশ্নটির মানুষের দিকে তাকালেন। টাকালেন তার কৃষ্ণ শুধু, যখন তিনি এককাল বৃহস্পতিবৃহৎ সেই কেশরামীর দিকে। আজকাল সাধারণ তুলেই হিটে অবস্থান। সবখানে সাধারণ পাশাপাশি দিক
কায় মতা, মিস মার্পল ভাবলেন। ওর কঠিন দুঃখ আর জেনাসে। কোন পেলার মানুষই হবেন উনি, ভাবলেন আমার মিস মার্পল।

‘আমি ছুল কাছ না নিষ্ঠুরই, তাই না?’ প্রফেসর ওরানস্টিফ বলে উঠলেন, ‘আপনাই মিস কেন মার্পল?’

‘হাঁ, আপনাই কেন মার্পল।’

একটি অন্য হলেন মিস মার্পল, হয়তো কাজে ছিলো না। তারা একে বেশি এসে যে তাঁদের মাঝে পরর্কার পরামর্শিত দেওয়া গেলে পাওয়া যায়। গত দু’রা রাত মাত্রাদের দলের সঙ্গে ছিলেন না। অতএব এটা ম্যাডামিক।

‘আমি তাই তেরোছিলাম’, প্রফেসর ওরানস্টিফ বললেন, ‘আপনার সম্ভাব্য যে বর্ণনা পেরোছিলাম তাই থেকেই।’

‘আমার বর্ণনা পেরোছিলেন?’ মিস মার্পল আবার সাহসনা অবাক হলেন।

‘হাঁ, আপনার বর্ণনা পেরোছিলাম—’ একটি প্রাণের প্রফেসর ওরানস্টিফ। তার কঠিন নিচু না হলেও জোর ছিলো না, বাকি তিনি পরিকার ভাবে বললেন—‘মিস রায়কারেলের কাছ থেকে।’

‘ও’, মিস মার্পল বলে আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন, ‘মিস রায়কারেলের কাছ থেকে।’

‘আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন?’

‘মানে—হাঁ, একটু হরেরছি সুনি।’

‘আমার জানা ছিলো না আপনি তা হচ্ছেন।’

‘আমি ভাবতে পারিনি’, বলতে গিয়েই থেমে গেলেন মিস মার্পল।

প্রফেসর ওরানস্টিফ কিছু বলতে চাইলেন না। শুধু বলে একজন বস্বতে তিনি করেন করতে চাইছিলেন মিস মার্পলকে। এক মিনিটের মধ্যেই, মিস মার্পল মনে ভাবলেন, উনি হয়তো বলবেন, কি কি লক্ষণ?

‘গলতে কোন কথা কতো? ঘৃণা হতে চায় না? হাজার কথা? মিস মার্পল নিজের হলেন ভাবলেও একজন ভালো কথা।’

‘তিনিও বলতে আমার পর্ণা আপনাকে বিবেচনা করলেন না? সেটা হয়তো—’

‘আপনি বলতে চাইছিলেন বেশ কিছু আগে—করেক সত্যিই আগে। তার স্বপ্নের আগে—এটাই ঠিক। তিনি আমাকে বলেছিলেন আপনি এই প্রস্তাব বাক্যেন।’

‘আমার তিনি তুমি জানতেন আপনি এই বলে বাক্যেন—তাই না?’ মিল
বাপ্পল বললেন।

'এতাবে বললে তাহীবাবু', প্রফেসর ওয়ালন্টেড বললেন। 'তিনি বললে -
ছিলেন আপনি প্রথম যাত্রায় ধাক্ষণ, আর তিনিই আগলে আপনার জন্য এর বায়স্থা করে রেখেছিলেন।'

'এটা আমি সাধারণতার লক্ষণ', মিস মার্প্ল বললেন, 'সুস্বাভাবিক সাধারণতা। আমি প্রায় অবস্থায় হচ্ছে যাই যখন আনলাম তিনি আমার জন্য এই বায়স্থায় করে রেখেছিলেন। একথা আরাধনার, খরচাঘাতক ব্যাপার।
বোদে আমি করতে পারতাম না।'

'হাু', প্রফেসর ওয়ালন্টেড বললেন, 'চর্চাকাল বললেন। তিনি
এন ভাবে মাথা দোললেন যেন কোন ছায়ের সুগন্ধ উঠে শুনেছেন।

'এটা খুবই দুঃখের কথা। যে এভাবে সব কিছুদে কথা পড়লো', মিস
মার্প্ল বললেন। 'সুস্বাভাবিক দুঃখের কথা। যে সময় সবাই এমন
উপজোগ করে চলেছিলাম।'

'হাু। খুবই দুখের কথা', প্রফেসর ওয়ালন্টেড বললেন, 'আপনা করাই
বারানস, নাকি এক্ষম কিছু, আপনা করেছিলেন?'

'একম কথা বলার উদ্দেশ্য, প্রফেসর ওয়ালন্টেড বললেন:
প্রফেসরের চেয়ে সামান্য একটি বাংলা হাসি খেলে পেলো তিনি মিস
মার্প্লের তৌষে চোখের রুমিভি অনুসরণ করলে।

'মিস রায়ারাবেল', তিনি বললেন, 'আপনার সম্প্রদায়ের আমার সংস্কৃতি
আনলাম করেছিলেন, মিস মার্প্ল। তিনি বলতে চেরেছিলেন হে এই
প্রমাণ আমিও যেন আপনার সংস্কৃতি থাকিকে আমি এর ফলে যে সময়ের আপনার সংস্কৃতি পরিচিত হয়ে উঠিয়াছে। কেন প্রথমের বাজারের প্রথম প্রথায় এক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও পরিচয়ের ঘটনা ঘটে চলে। হয়তো আলাদান
করে থাকেন। হিন্দি কেন্দ্র ফার—তারপর বাজার হয়তো করেকটা ছোট ছোট দলে
ভাগ হয়ে যায় নিজেদের আগাছ রাজ অন্তৰভাবী। মিস রায়ারাবেল আমাকে
আরে অনুরোধ আনালেন, যাকে বলা উচিত, আপনার উপরে যেন এক-এক
নজর রাখি।'

'আমার উপর নজর রাখবেন?', মিস মার্প্ল বললেন যে সামান্য
অন্তৰ্ভাবের প্রথার নামে তার গলার। 'এর কারণ কি?'

'আমার বাণী আপনাকে রক্ষা করার জন্য। তিনি নিজেই হতে চেরে-
'ছিলেন বাড়ে আপনার কোন কিছু না ঘটে।'

১০
"আমার কিছু করে? কি করতে পারে আমার, আমি জানতে চাই।"

"জনতাতে মিনে এলিজাবেথ টেমলের না ঘটেছে", জনবে বলেন প্রফেসর ওয়ানস্টেড।

বোয়ানা ফাফু হোটেলের প্রেক্ষাপট ঘরে এগিয়ে এলেন। তার হাতে একটি কেনাকাটার কোথা। সে ওদের অভিমুখ করে গেলো সামান্য মাথা নাইয়ে। ওদের দিকে সে মধ্য তুলে একটি গাড়িতে সে দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছিলো সামান্য অন্ধকার। আমি আসে ও বাগান ছেড়ে রাস্তার বেরিরে গেলো।

"চতুর্দিকে মেরে", প্রফেসর ওয়ানস্টেড বলে উঠলেন, 'অন্তত আমার ভাই অনে হয়। আপাততঃ এক হুমকিরায়ানা পিঁচীর ভাববাহী অনুভূতি। তবে আমার সন্তান সেই শিশুগিরিটা মেয়েটা বিদ্রোহ করার কাজে পৌঁছে যাবে।'

'এইমাত্র যা চলেছে তার আসল অর্থ কি?' মিস মার্স বোয়ানার সভায় বিদ্রোহের স্বর্গন্য আশ্রয়ী হতে চাইলেন না।

'এই প্রশ্নের উত্তর হিসেবে যা ঘটেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আলোচনা করতে হবে।'

'আপনি বলতে চান ওই দুঃখটির জন্য?'

'হাঁ। অবশ্য বাধা ওঠা আবে দুঃখটি হয়ে থাকে।'

'আপনার কি মনে হয় এটা দুঃখটির নয়?'

'মনে, আমি ভাববাহী হতেও পারে। এইটিকে।'

'আমি অবশ্য এর ক্ষুদ্রবিস্ময় জানি না', মিস মার্স একটু ইতিমধ্য করে বললেন।

'নাছ। আপনি দৃঢ়টাটি থেকে অনুভূত ছিলেন। আপনি—মনে, যা বলতে চাই তা হলো, সত্যবাক্য ওনা কোথাও করে বাস্ত ছিলেন।'

মিস মার্স হুমক্ত মহুম্ম চুপ করে রইলেন। তিনি হুমক্ত বলে প্রফেসর ওয়ানস্টেডের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি থিক কি বলতে চাইছেন বুঝতে পারি না।'

'আপনি সত্যকি হতে চাইছেন। হাঁ, সত্যকি হওয়ার অধিকার আপনার আছে।'

'এটোকে আমি অন্যায়ের পরিণত করেছি', জনবে বলেন মিস মার্স।

'সত্যকি হওয়া?'

'এটোকে বলা উচিত হবে না, তবে আমি থিক করে নিয়েছি আমাকে কেউ

১১
কেন্দ্র কিছু বললে নেটা সমান তাহেই কিম্বা যা অক্ষকাণ্ড আছি।

হ্যাঁ। আহালের দে অক্ষকাণ্ড সম্পূর্ণ আছে। আপনি আহার করেন কিছুই হারান না। আপনি ধরুন আমার নাম বেতেনা চামুকার এক প্রক্রি বাস্তব মাত্রায় তালিকা থেকে—সে প্রক্রি সম্পূর্ণ কিছুই ছিল। এর গাথার। সকলতাতে বলেন “প্রাইম আপনার নেটা আনন্দ।”

“সত্যতা।”

“এখানে অন্যান্ত মানুষও আছে যারাও বাগানে আছেই।”

“তবে তারা আপনার একে গাথায় বেতে চান।”

“এই প্রক্রিসের ওয়ানসেটকে বলে উঠলেন, ‘আপনি নেটা করেছেন?’ একটি থেকে আমার তীব্র বলে চলেছেন, ’বাই হোক, আমার কাজ হ্যালো। আপনার তিনি করেন তাক রাখা, তাক রাখা আপনি কি করেছে কোন কোন অন্য প্রাক্কালীর বসন্তে। আপনার কায়াকাষ্ঠি থাকা—আমে বাকে বলা যেতে পারে কোন করা যেতাও কাজ চালতে গেলে। তবে অক্ষকাণ্ড কিছু পরিষ্কার হয়ে গেছে। আপনাকে মনোনীত করতে হবে আমি আমার পাঠা না নিয়ে।”

“আপনি হয়তা ঠিকই বলছেন”, মন মার্পল বললেন, ‘আপনি কবর ভালই সব বললেন, কিন্তু নিজের সম্পূর্ণ্য এমন কোন সত্ত বেলোনি আপনার মায়ে বিচার করে নেওয়া সম্পূর্ণ। আর্ম মনে করি, আপনি মুখ সিঙ রাখারেলের একজন বন্ধু ছিলেন।’

“না”, প্রক্রিসের ওয়ানসেটকে অবাক থিয়েলেন। ‘আর্ম মিং রাখারেলের কোন বন্ধু নই। আর্ম মনে করার দু-একজনই সফর হয়েছে। একজন কোন এক হাসপাতালের কামিটিতে আর একজন এক সুবার। আর্ম তার সম্পূর্ণ জানাম। তিনি আই আমার স্পর্শকে জানতেন। আর্ম প্রথম আপনাকে বলি, মন মার্পল, বে আমি আমার কাজের জগতে একজন প্রাক্কালীর সাদৃশ্য হয়েলো ভাবেন আমার আশ্চর্যরতা মাত্রায়।’

‘আর্ম তা ভাবে না’, মন মার্পল অবাক থিয়েলেন। ‘বরং বলা উচিত, আপনি নিজের স্পর্শকে যা বললেন তাই সত্য। আপনি চুরু সত্য একজন ঠিকোনা।’

‘আর্ম। আপনার অদৃশ্যলক্ষ কথা অসাধারণ, মন মার্পল। হ্যাঁ, আপনি ব্যাকু অনুসন্ধান করেছেন। হ্যাঁ, আমার চাকার কিছুই যাতে যাতে। তবে আই দেখুতি বিশেষ বোঝার কথা জানে।’ আর্ম।
আমার অবাক হওয়া দেখা গেল। আমি আমার কথা বলা গেল, আমি আমার কথা বলা গেল। আমার কথা বলা গেল। আমি আমার কথা বলে।

আমার কথা বলা গেল। আমি আমার কথা বলে। আমি আমার কথা বলে।

আমি আমার কথা বলে।
আমার না, হালকাতাতে বিশেষ এক সময়েই "পুনর্ভুক্ত সন্ধানী হবে, নরেন্দ্র ইঙ্গকে। আমার মনে হচ্ছে একটু আঘাত এটা আপনি আনন্দ নি।"

''আমি আরেনি অনন্ত মিঃ যাকারেলের সঙ্গে আপনার সেনার হয়—আর কি করবো—ওখানেই আপনারা একসঙ্গে কাজ করবেন।''

মিঃ রাজার একটু চিন্তিতভাবে তাকালেন। 'ও' তিনি বলে উঠলেন, 'একবার তাঁর বলেছিলেন বললেন?'

'হা।তিনি বলেছিলেন', প্রফেসর ওরানস্টেড বললেন। 'তিনি এক বলেছিলেন অপরাধের জ্বালায় আপনার অক্ষুণ্ন সাবলীলতা আছে।'

মিঃ রাজা তাকো তার হৃদ একটু ভ্রমিত হলো।

আমার মনে হয় এটা আপনার কাজে পূর্ব অনুশীলন বললেই মনে হচ্ছে, তিনি বললেন, 'আপনার আচরণ লাগছে?'

'আমি করতে চিন্তা করি নি; দেখি দেখি একটু হতে নিচি,' বললেন প্রফেসর ওরানস্টেড। 'মিঃ যাকারেলের সঙ্গে মিলন আমের কোনোটি সাপক্ষে ছিলেন, আর মানুষ সম্পর্কে বিচারভিত্তিতে অধিকারী ছিলেন। তিনি জেরোঝেছিলেন তার বাড়িতে চলে যাবেন কেন্দ্রীয় কর্মরত অধিকারী।'

'আমি যেদিকে ম বলে সম্ভবত সুরক্ষিত মনে করতে চাই না,' মিঃ রাজার কথা বললেন। 'আমি দু:ভাঙ্গা কাটে চাই কোন কোন মানুষ অন্য বললে, কোন আমার মনে করি যে, আমি তারা কোন পরামর্শকে কাজ করতে পারে সেটা আপনি অনুমান করে নিতে সক্ষম হবে। আপনি যদি সেদিকে বাড়েন এটাতে আমার বা কিছু করপনির তার সবই ছাড়ি আমি আরনি, তাহলে কুল করবেন।'

'কোন পরিকল্পনা ছাড়াই প্রফেসর ওরানস্টেড বললেন এবার, 'এখানে এই উপরের দু:খান বিশেষে কোন আলোচনা করার উপরেরই একন জমায়েত হয়েছে। আমারা অন্য দু:কারে পারিনি তবে আমাদের বস্ত সহজে চাঁদে প্রেক্ষা করে সেখানে তাঁদের মনে না। আমারা কোন চালু বা ঝুঁকিকে কাছে মোটামুটি এবং আমাদের উপর কোন বাধামূল্য করে মোটামুটি মোটামুটি কথা। অতএব আমরা কথা বললে লোকে পারি।'

'সেটা আমার পছন্দই ব্যাপারই হব' মিঃ রাজার কথা বললেন। 'আমি আমার বিশ্বাস ভাল এই আমি সম্পর্কে রয়েছি আমাকে কি করতে হব বা কি করার সেই সম্ভাবনা। আর্মি আরনি না মিঃ যাকারেলে একক বিচার কোন চেরোঝেছি।'
'আমার হয় কেন আমি অন্যমন করতে পারি', প্রোফেসর ওয়ান্ডেল বললেন। 'তবে তারের বক্তব্য নিষ্পত্তি ধানার মধ্যেই আপনি এলেন যাবেন, তার বিবরে আনে। কে কি বলতে চায় তা নিয়ে আপনার কোন পূর্বের মতামত বাড়তে হবে না।'

'তাহলে আপনিও আমাকে কিছু বলতে পারছেন না?' বিস মার্পলকে একটু বিস্মৃত মনে হলো। 'বাধ্যবিধ। এসবের একটা সাই আছে।'

'হাঁ!' ব্যবস্থা দিলেন প্রোফেসর ওয়ান্ডেল। হঠাৎ হাসি খেলে গেলো। তার মুখে। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। আমাদের অবস্থাই এখন সেই সমার শাখা কিছুটা দুর করতে হবে। আপনি আপনাকে কতগুলো ঘটনার কথা জানাবে তাতে বাপারটা আপনার কাছে মেধত পরিবর্তণ হবে, বাধে। এ পরিবর্তে আপনিও আমাকে কিছু কথা সমর্থবাদ করতে পারবেন।'

'আমার তাতে সম্মেল আছে,' বিস মার্পল বললেন। 'হঠাৎ হারা-একটা অস্থায়ী ইঙ্গিতই মাত্র, কিন্তু ইঙ্গিত তো ঘটনা বা তথ্য নয়।'

'আহার,' প্রোফেসর ওয়ান্ডেল বললে গিয়েই বাসেল।

'শেষের ২০ বছর সময় এবার,' বিস মার্পল বললে উঠলেন।

বারো। পরামর্শ

'খুব দীর্ঘকাল করবো না আমার কথা। আমি সরলভাবেই বলতাম। আমি লেখায় করে এই বাপারে চাকের পড়লাম। আমি আর সুখে মনের হয়ে বন্ধের নির্দেশ আঠাইনের কাজ করে চারিট। আমি এবার কিছু বলি, প্রতিষ্ঠানের স্থির অভিজ্ঞতা। এমন অনেক প্রতিষ্ঠান রয়েছে, অগ্রস্থের অন্তুলনের বার্তা বিশেষ ধরের অগ্রস্থদের ধাকড় থাকার ব্যাপার করে থাকে, বার্তার বিশেষ কোন কাজের জন্য সেবকের কাজ করা হয় থাকে। তারা সেখানে থাকে বলে মহামায়া মহারানীর আতিথেয়, কখনও কখনও বেশ কিছু সবের জন্য আর তাদের বলতের অন্যের অন্যের অন্যের। তারা বাধা বিশেষ কোন কাজের কথা বলতেঃ হয় তাদের প্রতিষ্ঠাতারই প্রশংসা করা হয় থাকে। আপনি এটা বলতে পারছেন অথবাই, হঠাৎ নেই।'
'হ্যা। আপনি কি আমাকে চাইবেন বলতে চেষ্টা করেঃ'

'সাধারণত আমার লোকের পরামর্শ করা হয়, কি বলে—কোন অপরাধ সমর্পিত হবে কারণ পর। এখন ব্যাপারে এরেন নির্তর করার জন্যে বিচার করে বেশা, সমর্পণে সত্যবাদ, নির্দেশে সত্যবাদ বা অসত্যবাদ। বিচার করা, এই ব্যাপার নামারক স্ট্যুটের বেশাই আমার কারণ। এখন ব্যাপারে এরেন কোন কিছু, নর আবার তার মধ্যে যেতে চাই না। তবে প্রায়ই আমার পরামর্শ এই কথা কোন প্রতিষ্ঠানের লোকের বিশেষ কোন কারণে গ্রহণ করে থাকেন। এই ব্যাপারে আবার আদ্ধাল গাই কোন বিশেষ এক পশ্চিম থেকে—অপার কারণ তাতে আলে ব্যাখ্যা প্রকার থেকে। আবার এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে সাফল্যকারীর জন্য। যাই। সেই অধিবাসীদের বন্ধু বা রোগী যাই বলতে না কোন, বোঝা তাদের আলোচনার জন্য যার দেই সেই পরিচালকের সকল বেশা করতে যাই। কারণ তিনি আমার একজন বন্ধু। বহুমূল্যের পরিচিত বন্ধু বিশেষই তিনি। তবে সেকথা মায়াতবাদে বিশেষ হয়ে না। আবার এই প্রতিষ্ঠানের কারণে পরিচালক তার সম্পদ সম্পর্কে আমাকে আর্জিত করলেন। তিনি বিশেষ একজন বাস্তবের কথাই আমাকে জানিয়েছিলেন। তার এই বাস্তবের সম্পর্কে খুব সুস্থ হতে পারেন নি। তার বিশেষ কিছু সম্পর্কে ছিলো। এটা ছিলো। একজন কর্মচারী বলে সম্পর্কে—থাক। তারপর প্রায়ই একজন সম্পর্কে—সে প্রায় বলতে ছিলো বলা যায় ওখানে বলে আসে। এটা আজ থেকে বেশি করে বলে যায়। সম্পর্কে কোন কোন কথাই আসে। তার তথ্য মন্ত্র পরিচালক এখানে আসার পর ( তিনি তত্ত্বতে আসার মতে এখানে ছিলেন না ), তিনি একই চিন্তায় পড়ে দান। তিনি একজন পেশাদার মানুষ হওনার জন্যই নয়, বরং তিনি অপরাধী রোগী বা বন্ধুদের সম্পর্কে অভিজ্ঞ ছিলেন বলে। আরও সরাসরি করে বললে, এই হেলফটি তার প্রথম মৌননিরক্ষণ থেকেই সম্পর্কে অবগতত্ব পরিচালনা বিশেষ। আগামি একো বা স্থানী বেঙ্গে পারেন, ধরে বিশেষগুলো, তাহলে তখন অর্থনীতি একটি হয় জারিতাতে যে রোগীরা আসলেন। মৌননিরক্ষণ তার পরিচালনা বিশেষ, যারা বুঝতে সম্পর্কে ছিলো, যে কিছুমাত্র আলোকিতে বসি দের। আপনি, এন একজন বলে যে জন বিশেষ লক্ষ্যপাত
'কল্যাঙ্কে যেন?'

'নীল, দুবুটি', মন ভাঙ্গা করেনে।

'কিন্তু উদ্দেশ্য ভালো, মন ধার্য্য?'

'আলেহ, আমি না দুবুটি বলে মেরেছি তাহলে আপনি কি রায়কারেরের মজলা করেন?'

'আপার তিনিই বলেনন। আমি কি রায়কারেরের মজলা করেছি। তার সম্পর্কে আপনি কি জেনেছেন?'

'কিছুই না', বললেন মন রাপাল। 'আমি দুবুটি দুবুটি—আর তাঁর সাথে মজলা করা ভালো নয়। সে রায়কারেরের খান, একটি হলনকায় করেন, এক প্রভাত' বা অবসান খেলে আছে। কোন অপরাজী তাঁরকাছে সম্ভাবনা। আমি তাঁর সম্পর্কে অতি সামান্যই জানি জানি। সে কি রায়কারেরের খান সত্যি?'

'হায়, সে কি রায়কারেরের একমাত্র খেলে। তবে কি রায়কারেরের আরও দুটি খেলেন?'

'আমার একজন চোখ বড় বরং মরিয়া বাড়ি—অন্য সুরের বার পর সুরেই আছে, তবে তাঁর কোন সত্যি নেই।'

'হার পকে অতাত দুবুটি কথা।'

'সত্যতা', প্রাচীরের ওরাটেটেড বললেন। 'হায়, কেউ খেলতে পারে না। ওর পাড়ি মলো ব্যার কবর সেই আর আমার বিশ্বাস এটা হুরাও সত্য, দুবুটি তাকে দুবুটি ভালোকাত করে তোলেন, যদি সেটা তিনি বাইরে প্রকাশ করতেন না আপনি। নিজের হেলে আর মেরেছে সম্পর্কে তিনি করেছে ভাবতেন আমি না তবে তাঁরের জন্য প্যাশ করতেন। তিনি তাঁরের কথা তারা বাড়াবাড়ি করেছেন।'

'তিনি বলেন ওই সময়ের ভালো দুইই করেছিলেন, তবে তাঁর অনেকে কি করে তিনি এখন খেলতে পারে না।'

'একটি বিজয় বাহার পকে তিনি হোক তাঁর সত্যি হিসেবে না। আমার মন্ত্র তাঁর মনঃ একমাত্র খাসী হিসেবে আর অস্ত্র মোক্ষিত। এটা আমার কথা, অন্যা কথা বলা অর্থনীতিকে হাতেই তাঁর সন অন্য আর সম্পাদনীত নিহট হিসেবে। তাঁর এই মনের সে দেখে মনে করেন তাঁর।'

'না। একটা কথা উই দুই বাহার নেই আরো জানি সেই দুই রায়কারেরের খেলা নিলা। কথা এসে, কর্ম নির্দেশনা। তিনি আর' হলো প্রশ্নের নিম্নে।

'কেন্দ্র ঠিকে, উনিশ-প্রায় খেলা না সমাপ্তি হয়ে নাটক সমাপ্তি।'

'তিনি—৫
নাটক করতে প্রথম শ্রেণীর শিক্ষক ও নাট্যধর্মী বাহ্যিক বিজ্ঞানের চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি নাটকের বর্ণনা বিজ্ঞান-ভাষায় রচিত করেন, তবে শাস্ত্রীর শ্রেণীকরণ-শাস্ত্রের সময় এটি করতে হলে বাংলা ভাষায় বিখ্যাত করা ভাষার পূর্বাভাস বা অভ্যাস হয়। নাট্যধর্মী শিক্ষার নির্দেশ পাওয়া এক অস্তিত্বের লেখা উত্তর অভ্যাস অর্থনীতি।

নাজমী বিভিন্ন অভ্যাসের সময় বর্ণনা করে একটি নিয়মটি নিয়ন্ত্রণের জন্য মনে করে, যদিও অন্য সময়ের ব্যাপ্তি বিবেচনা করার জন্য দেখাতে ছিলেন। বিষয় পরে, নিচের অংশে নাতাই সংবাদটি এক অন্তর্জাল ব্যাপারের জন্য বিস্তৃত আলা হলো।

'যে একটি শেষের দর্শন করা হয়েছিলো', যদি সাপ্তর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়। 'কাজটা ঠিক ছিলো, একটি আর বলা দরকার ছিলো।'

'যে একটি শেষের দর্শন থেকে কুসল নিয়ে যায়। এটি একটি মেরুটি বহু পর্যায়ে পাইলার শেষ করে জাগে। তাকে পরিভাষা করে হয়েছিলো। যদি একজন তার মধ্যে আর বাধা বেনি তার পাথর বা সাহায্য আদায়ে এখানে কগুচ্ছিণ্ট করে কেলা হয়েছিলো। সমায়ত তার পাথর পোশাক রাখতে চাইলে।'

'দুর জালো কাছ অবশাই নয়', যদি সাপ্তর্ণ তার নেই প্রাচীন সুমত করতে কাছাকাছি হয়েছিল।

নৃত্যকলা আঞ্চলিক হয়-এক ধরনের তার সঙ্গে চিনি তিনি উল্লেখ করেছেন।

'সাপ্তর্ণ একে এতবারে বর্ণনা করতেন?',

'এক আমার কাছে এই রকমই মন হয়', যদি সাপ্তর্ণ বলছেন। 'আমি ও আমার মিলিত কাজেরটি না। কোন একটি পরিস্থিত। আমি ও ভুল করে থাকেন, আমি ও বড় করে থাকেন, গৃহীত, জন্ম ১ দিনের মধ্যে জন্ম করে, বাসায় করে অপারেশন না করেলে গৃহীত করা করা মনে হয়। তাহলে তার। বিশ্বাস করতে চাইলেন।'

'তাহাঁ নারীর বাড়ির কথা', প্রথমে আলোচনার সময় হয়। 'নারীর

কাছে করে যেকোনো কর্মকর্মের আত্ম বিশ্বাস না জানা স্বচ্ছতা পায়ের সময় যায় সেই কথা বলতে হবে। যেন মনে বিশ্বাস নেয়ে সব কর্মকর্মের

কাছে আত্মাত্মার যত প্রচেষ্টামূলক অংশ তার। করে যেভাবে দেখতে মনে হয় যেটা আত্মার প্রকাশ।'
এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো। এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো। এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।  এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।  এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।  

এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।  

এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।  

এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।  

এই বাক্য ব্যাখ্যার প্রত্যেক অংশে ব্যাখ্যা করা হলো।
বললেন। তিনি জন্ম লেন অক্সফোর্ড চাইল্ডারস। তিনি ব্যাঙ্ক চাইল্ডারস, প্রথম শ্রেণী কর্ম করেন, তা তিনি ব্যাঙ্ক চাইল্ডারস, তিনি চাইল্ডারস প্রথম শ্রেণী ভারতীয় মন্ত্রী। একটি উপাসনা বিষয়ে তিনি বললেন। তিনি চাইল্ডারস অফিস নেতৃত্বে কর্ম করে। তার সাথে কথা বলি, তার প্রকাশিত ব্যাপারের কাহিনী করা হয়েছে।

'মুক্ত অস্থিত ৱ্যাপার', সেটি মার্পিয় বললেন। 'হাঁ, সার্জন তার অস্থিত ৱ্যাপার। বাই হোক না কেন, আপনি এই বন্ধ অথবা পরিচালক হননি—একজন অতিশয় মানুষ, তিনি নাম পরিচয় দেন। তিনি একজন মানুষ যার কথা শোনানো হয় আপনার সাথে আপনিও আপার হবে। অত্যন্ত বহু নেওয়া চেলে আবার তার কথা বলেছেন।'

'হাঁ', হোকেস ওয়ানার্সেন আলেক বললেন, 'আমার আলেক বললেন। আমি চাইল্ডারসের কথা সাকার করেছিলাম, আমি বিভিন্ন ভাবে তার কাছে আদর হয়েছিলাম। আমি এক কথা বলেছি, আমার বেশ নাম পরিবর্তন হবে পারে তাও পারে। আলোচনা করি। আমি পক্ষে বললেছিলাম এটা হয়েছে সেখান থেকে একজন আইন এনে একজন সরকার পক্ষে আইন এনে, তার পক্ষে কি বিবর যেতে পারে হওয়াই। আমি তার কাছে একজন বন্ধুই বেশ পিঠেল আমি এক হিসেবে একজন পক্ষ হিসেবে—একান্ত আমি বন্ধু বাবু বাক্যে পরাকার করি, বেসন আবকাল করা হয়। সে সব আমি উপরে করেন তার কথা সবই প্রচুর বিষয় সকারাং।'

'তাছাড়া লেখ পর্যন্ত কি বলে হয় আপনার?'

'আমি বলে করেছিলাম', হোকেস ওয়ানার্সেন বললেন, 'আমার বন্ধু সকলকে কিছু বললেন। আমি ভাবে পাঁরিং মাইকেল স্যাকারেস একজন হলেন।'

'আমি আমি বলে সব কথার সব। বললেন সেদিন কি?'

'বললেন আমি বিভিন্ন পিঠেল সাকার কিংবদন্তি। তবে আত্মীয় বলে আলোচনা কর। কাদো বর্তমান অথবা আগে পোলিনিয়া, প্রথম সম্প্রদায় না বিপর্যয় প্রাপ্ত হয়েছিলাম। আমি একদিন বিচ্ছিন্ন হনই লেখে যাচ্ছি। একদিন আমি বললেন—কখন আমি পড়ি নিজের কথা, অনেকক্ষেপ হচ্ছাই। নে একটি সেসব ফুটল অথবা চুল করেছিলাম। সকলগাও তাকে যে বর্ণে করে, তবে সে বুঝতে পারেননি যেমন করলাম, আমি আমার যেতে—আমি আমি, কান্নার সমীক্ষ। এমন একটি লেখায় কোন হবে নে মানুষে আমার কাজে।'

১৩৫
'হ্যাঁ আপনি কি করেছিলেন?'

'আমি কি হ্যাকারের কথা বলার যোগ্য' আমি তাদের কথা বলে চাইতে চাইতে আমি তার কথা বলে চাইতে আলেখনি করতে। আমি তার কথা বলে নিরুক্তিতাধিকার করি। আমি তাকে জানি যে আমি কি তথ্য-কিছু তাদের প্রতিযোগীর পাঠকদের কি জেনেছি। অতএব আমার এক কথার প্রথম কথা বলতে যাবে, তবে আমার দুটি কথার কথা বলতে যাবে।' আমি রবীন্দ্রনাথ বে আমার কথা বলে নে। আমি আলোকায় কথার বিচারের কথা তুলে তুলবো। বিরোধী কথার বিচারের কথা তুলবো। অন্য কথা বলবো। তবে এখানে একটি কথা বলবো। বেদগুলো স্থায়ী বিচারের কথা তুলে তুলবো। আমি বলেনি যে আমার কথা বলে নে। আমি আলোকায় কথা বলে নে। আমি আলোকায় কথা বলে নে। আমি আলোকায় কথা বলে নে। এর সত্যে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে রবীন্দ্রনাথের কথা বলতে হবে। তিনি একথা বলেছিলেন যে তিনি পরিসংখ্যান কথা বলতে হবে। তিনি একথা বলেছিলেন যে তিনি পরিসংখ্যান কথা বলতে হবে। তাকে কথা বলতে হবে। তবে তাকে বলতে হবে। তাকে বলতে হবে। তাকে বলতে হবে। তবে তাকে বলতে হবে। তবে তাকে বলতে হবে।
হাঁ কিন্তু জানি। আরাম ভিতরে কথাটাই বাক্যের অক্ষরগুলো করা সত্ত্বেও। তিনি নির্দেশ দেওয়ার জন্য প্রচলন করেন, তা একমাত্র নিকট আর নারায়ণের মাঝে। তিনি আসার বলতে প্রেরণ করেন, আমি মায়ের হাতে করা হয়ে গিয়েছিল। আমি 
তাকে বলে দেখা করেন। কখনিও কোন আমি বিচার করি না। কেন তাকে বলতে দিয়ে পারে। সে বিষয়ের পাশে তাঁর করেছে। সে বিষয়। সে অত্যন্ত 
ব্যাপার হিসেবে। তবে সেই গোলকাকাট মোড়ে মোড়িতে না হবে না। এ প্রজতার আসি সম্পদের নিকট ছিল। এক হিসেবে বলতে পারে ও সম্পর্কে আমি আসার হাত দেন নেবেন 
কেন। যাতে আইন বা বাইরের কিছু না হলেও সে টাকা চাইলাই রাখতে পরেছে। 
পেরেছে আইনগত বা অনান্য সাহায্য। যখনই সে বাকে মার প্রেরণ করে। 
আমি সন্ত্রাসী বা করতে পেরেছে তাই করছি। আমার হাতের কথাটাই নামানা 
সাহায্য। যখনই সে বাকের মার প্রেরণ করতে পারে। আমি যদি আসি ও তোমার কথাটাই নামানা 
করা দিতে পরে। তাঁর জন্য এক্ত আমি তো করতে পারি?" আমি তাকে বলি 
যে নিশ্চিত করে তিনি তো করে চান তাঁই চরম। "তাদের কোন অস্বাভাবিক 
কিছু" তিনি বললেন "আমি অধিক, তবে আমি ফি করতে চাই সেটা পরিক্রম। 
আমি চাই তার কামাত্রের বর্ধন। কিন্তু বিচার করতে, সাহায্য সে বাই 
তা করা দেখে। আমি চাই তাকে বলা যায় যুগ দিতে। আমি 
চাই তাকে তার কথাটা ভোগ করতে দিতে-সে সিদ্ধ করেরা 
আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করতে চাঁ। সে বাই আমি আমার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ 
করতে চাঁ। তার তালে সেটা সে করতে পারে। আর তার জন্য সমস্তের মেধাবী যাবো, না 
করা সব তা আমি সবই কর যাবো। আমি চাই দে সে বস্ত্রায় তাকে 
সে কথা ফি করতে দেখান, তার কথন জেলে তাকে দুজন সরিয়ে রাখা হয়, যেগুলো 
একটা প্রাক্তন আর উপাদানের মূল হয়ে পড়ে। অন্য কেইবো বাই সরোবর 
বড় করলে ভুলে, তালে আমি চাই সে কথা প্রকাশ হয়। সবাই আমি কাজ 
করে মেরে মেরে একটা সমস্ত। আমার কথাত একটা বলতে বালে খুব। সেই করে করে 
মাথায় এলে বিচার করে।"
'কেন আলমান', আর্মী করতে নিজেরস্বয়ং—'একটা কান্যা প্রতিফলন করে।' কিছু তিনি আবারে ধারনে মনে হন দেখা গেছে আলমান—'আমার আলমানের নিজে কেন করে হবে না। আমার কাছে লাগাতে পারেন তবে কান্যা আপনি না।
আমি যাচ্ছি করে না আমার পকে এই অর্থ সংগ্রহের মধ্যে করা সম্ভব।' তিনি সত্য আবার করার জন্য মোটা পরিহারকৃত ধোকাদার করে বলেন একজন একে কোন রূপ বাধা হবে না। ‘আমি নিজে তাইইহ হার করতে সক্ষম নই, মুখে বে কোন মন্দতা আসতে পারে। আপনাকে তাই আমি আমার প্রথম সাহায্যকারী বলেই মন করি, আর আপনাকে আমার অনন্তর মরা সাহায্য করার জন্য একজনের অংশ কেন্দ্রে চূড়া করবো।'
‘তাঁন আমাকে একটি নভো নিষেধ করেন। মিন কেন মার্গপত্তি তিনি বলেছিলেন, ‘আমি যাচ্ছি তবে আনন্দ্যকের কেন্দ্র চাই না। আমি তবে আপনার সাধে তার কথা হেঁটে আমার কেন্দ্রের পদে মেঠ। পারিপার্শ্বিক অন্তর্জাতি।’
এরপরেই তিনি এই প্রক্সের কথা আনন্দেন, এই চিন্তার দৃষ্টিকোণ, নিঃসরণ
একজনের পৃথিবী, কেন্দ্র থেকে আমার বাণিজ্যের প্রথম। তিনি বলেছিলেন, তিনি
আমার কথা 'বলেন একটি নিজের আসেই অন্তর্জাতি সংবলন কর রাষ্ট্রেন। ‘মিন
কেন মার্গপত্তি', তিনি বলেছিলেন “আপনার তা প্রচেষ্টা সহজাত হয়ে
যাবেন। আপনি ওইজনেই তার সাহায্য পানেন, আপনি আবার একবার তাই হতে পরিচালন বলেই মনে হবে।’
'আমার নিজের সময় আমর স্থানোপ আমারে নিজেকে বড়ো নিতে হবে
আপনার সময় পরিচালন হওয়ার কথা বাধ্য সেই উপজুড়ে বলে হবে হবে।
আমার ইতিহাসে আমাকে প্রত্যেকে আমি বা আমার সেই প্রক্ষেত্রের
পরিচালনকে মনস্তা কেন্দ্র সম্পর্কে কারণ হিসা কিনা, অন্য কারণে আমার
সম্পর্কে করিয়ে কি না এই সম্ভাবনাতেও বাণিজ্যে। আমার সম্পর্কে পরিচালনের
এ ধরনের সম্পর্কে কথা আমো বলেছেন। আর ইতিহাসেই তিনি ব্যাপারের
এই সমাজের ভার্য্যাল পুলিশ করিয়ে সাহায্যকরী ভাবে আমি গিয়েছি। তার একবার ব্যাপারের
ফলাফল ভালোভাবে ছিলো।'
'কেন কথা 'বিজ্ঞাপন কথায় মন হবেন?: সেইটির কোন কথা কল কথা
কেন বলেষে বলতে কেনেন বলেন যেতে হয় বাস্তবে পাচ্ছি', মিন
মার্গপত্তি আবারে চালান।
'এ আমার কথা সত্য পাচ্ছিলে মন ছিলা না। আমি বি
যাকাতটিকে আপনার সম্পদে আরও কিছু জানাতে অনুরোধ করা হয়। তিনি অভিনয় কিছু বলতে রাজি হননি। কিছু বলার আগামি বদল। তিনি বললেন আপনি এখন একজন বাবুর রিলে সাম্প্রতি আসেন।
তিনি আরও একটি কথা আলোচনা করলেন, হলো ধারন দোকানের ওপরের কথা।

‘নেটি কি?’ বললেন আপনি ধারন। ‘আমার একটি ব্যাংকারীক অন্যান্য দুর্ঘটনা ঘটেছে কিছুই বলতে চাইনি।’
আমি সহজেই ভাবতে পারি না আমার সাথে আমি কোন সুবিধা ধরতে চান।
আমার দুঃখিত সত্ত্বেও এই আগের সময়ে নেই।
আসিও বলতে সত্ত্বেও আমার সবসময় আসিও সবসময়,
আমার চাহিদা নিয়ে আসেন হাতে, আমার সবসময় আসেন সবসময় বা বলা
হতে। তা হলো ‘ব্যাপার যাত্রী’।
আমার সময় হলো রাজার একটি কিছু বলতে চাইতে হয়।

‘না’, ধারন গলায় বললেন ব্যাংকারী। ‘তিনি বললেন
জা হলো তিনি আমার আপনার অন্য কিছু বলতে
আমার কাছে চাকাচাকি ফেলার চাইতে হয়।

‘এটা’ বললেন ধারন ধনে উঠলেন।
তিনি ধরি আলোচনা হয়ে গেলেন।
ব্যাংকারীর বার্তা তাকে দিয়ে তাকে বললেন।

‘আপনি কি বললেন এটা সত্যি? সত্যি বললেন।
আমার সাথে তুমি তো নাহি করতে চাইনি বললেন।
তাহে মনে না করিলেন বললেন।
আমার বাবা নাহি করতে চাইনি বললেন।
তুমি আমার সাথে তুমি তো নাহি করতে চাইনি বললেন।
আমার বাবা নাহি করতে চাইনি বললেন।
তিনি বললেন এটা হলো এটা সত্যি।
কি জন বলে—কেনতু কেন সত্যই ধারণা করেন। সেই একাদশ আবার কাজকরণ করা হয়েছিল। “এক সকালে যে হোকার সহ করা হয়েছিল তাকে কাজে লাগিয়ে না, যদি সে সরাসরি মোকামকে নিয়ে যে বলে যাবে।” সেটা সেরা পর্দা সত্যই জানা যায়।

“প্রত্যেক আবার পার্শ্ব”, হোকারের প্রান্তের বলে উঠলেন, ‘বাক, বাম কক্ষে এটুটি পান তাহলে আমাকে জানাবেন। আন্তঃ পার্শ্বে দ্বিতি করুন। আমি অর্থে জানি অতুলকে আবার কোন করত। আবার যাচু। থাকা স্থান বাকি, তবে—অন্য কোন করতে এখনে দেখে না’, তিনি ক্ষয়ে চোকা যাবলেন।

‘আমি বর্ত আপনাকে অল্প কার এখন অর্থে বিভাগ এ ব্যাপারে বাকির পক্ষে নেই সানাই।’ মন মার্গ বললেন। ‘বি: রায়চারেল মানু গেলেন। তার আইনজীবি আমাকে তাদের সহ দেখা করতে বললেন। সে সময় তারা আমাকে একটা প্রস্তাব দিলেন। আমি বিচ্ছিন্ন রায়চারেলের একটা চিঠি পেলাম, কিন্তু তাতে তিনি কিছুই ব্যাখ্যা করেন নি। এরপর বহুক্ষণ আমি কোন সংখ্যা পেলাম না। তারপর এই ক্ষেপ সংশ্লেষ কাছ থেকে একটা চিঠি পেলা, তাতে লেখা যেন রায়চারেল তার মতভাব জানে। এই রায়চারেল আমার হয়ে একটা আদালত সংক্রান্ত করে গেলেন, যে ক্ষেপ আমার কাছে চর্ব আলোকজনকই হবে। তিনি এটি আমাকে এটি বলে করে দিলেই করেছিলেন উপহার দিয়েন। আমি অত্যন্ত অকস্মা পেলেই এটা আমাকে যে কাজ করতে হবে তার ক্ষেপের হিসেবেই হবে নিন। আমাকে এই ক্ষেপ বলতে হবে আপনি দেওয়া বলতে পারে ক্ষেপের মধ্যেই আপনি কোন চর্ব বা কিছু আমাকে কাটে উত্তরাধিকার হবে। আমার ধারণা তাই হয়েছে। পতিকাল, না, তার আপনি কোন, আমার এখন উপাধিতির বিন তিনি মহিলা আমাকে অভ্যর্তন করতে আসেন। তারা কাছে এক ক্ষেপে অবগত করেন। তারা করে আমাকে অভ্যর্তন করা হয়। তারা বিচ্ছিন্ন রায়চারেলের কাছে সে প্রকাশিত করলেন যে তার এক প্রতিপাদ্য বলে এই ক্ষেপে আমাদের আমার তারা হয়ে বা তিনি কং তাকে আমার বিচ্ছিন্ন কাছে পরামর্শ তাই অন্যতম হয়।

বলতো তার পকে বিচ্ছিন্ন কিছু পান্না পথ যেতে একটা কিছুর যেতে আসা সচিন–পা হয় না। পতিকালের ক্ষেপ সম্প্রতি ছিলো।’

‘আমি আপনী স্থানও আপনার কর্মীর বিচ্ছিন্ন একটা বলে প্রশ্ন
করেন?’

১০৫
আপনাই, মিস মার্পল জবাব দিলেন। 'আর কেন কারণ ধাকড়ে পাড়া না। তিনি এক্ষণ মানব ছিলেন না যে বিনা কারণে ধাকড়া বিদ্যমান করেন— বিশেষতঃ একজন পায়ে চড়ার অত্যন্ত কোন বাক্য বলিলার জন্য। না।
তিনি চেয়েছিলেন আমি ধাক্ষণ হই।'
'আর আপনি এখানে গিয়েছিলেন? তারপর?'
'কিছুই না', মিস মার্পল বললেন। 'যদি তিন বোন।'
'তিনি তুমি করেন বোন?'

তাদের ওই নামই হওয়া উচিত ছিলো', মিস মার্পল জবাব দিলেন, 'তবে আমি করি না, তারা তাহী। সেরকম মনে হয় না তাদের। অবশা এক্ষণ তাঁদের না—হয়তো সেরকম কিছু তারা ছিলো বা হতে চলেছে। তাদের দেখে সারাজমি বলেই মনে হচ্ছে। ওরা আগে ওই বাড়িটার ধাক্ষণ না। বাড়ির মালিক ছিলেন ওদের কাছে তারা ওরা বলে বহুদিন আগে ওই বাড়িতে বসবাস করতে এসেছিলো।

তাদের অবস্থা আবার ভালো নয়, তবে অসংখ্য এমন কি এই মনো-বোগ হাকিম করার মতো অসাধারণ হয়। ওদের পরিপরের মধ্যে তাঁদের মধ্যে মহৎ। খেপেমুনে মনে হয় না ওরা যিনি রায়কারের সঙ্গে যানিযোগ্যতায় পরিচিত ছিলো।

ওদের সঙ্গে যে বখাপাড়া বলেছে তাতে এক কোন কিছুই জানতে পারিন যাতে কাজ হতে পারে।'

'তাহলে ওদের কাছারি সময় কোন কিছুই জানতে পারেন নি?' তোলের উল্লেখ করেন।

'আপনি এইমাত্র যোগ দেন সেই ঘটনার বিষয়ভূষিত মাত্র অমূল্য।

ওদের কাছ থেকে নয়। একজন বড়ক পরিচারিকার কাছ থেকে—সে অন্তরাল ছিলো, সে রয়েছে সেই কাছারি আমলের সময় থেকে।

সে যিনি রায়কারের নামটাই অপর পড়েছেন ছিলো। তবে সে খুনের মূলে উল্লেখ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলো। ব্যাপারটার অপর যে রায়কারের এখানে বেড়াতে আসার সময় থেকে। সে অধিক পারাপ ছেলেই ছিলো। তারপর কেনন করে মেনে তোলাও ওর প্রেমে পড়লে।

তার একটাকে চালাতে চালাতে, তার ব্যাপারটা কি করে বুঝেন আর সাংবাজিত ছিলো, এইসারই ওর বেড়া অনেকটাই চলে চলেছোণা, মিস মার্পল বলে চলেছেন। 'তবে অন্য এক করণ কাহিনী আরও আনিয়েছিলো, পূর্ণন অনেক করে একটাই যার একাধার খুন নয়—'

এই ঘটনা ওই তিন তুমুলে কোনের সঙ্গে অভিজ্ঞন কথা সত্য বলে অনেক
হরম আলামায়।

'না, সত্যই আমি সেইটিই ভাবিয়েছিলাম। এইসবই গল্প—আমি তাকে
একে দর্শনে তালিকাটা। এর বেশি কিছুই না।'

'না হয়তো কিছু যানেতে পারে—অনেক কোনো একজন মানুষের কথা ?'

'হাঁ—আমি এটাই তো আমার চাইছি, তাই না ? অন্য একজন সেই, যে
সেইটিকে হারা করার পর তার মুখে কতকাল করতে ইচ্ছুক করবে না।
একজন মানুষ যে ঈর্ষার উদ্ভাব হয়ে উঠতে পারে। এই কথার মানেও
আছে।'

'পরেনো ওই মানস রাউসে আর কোন আর্ক্রম করব ধাঁধা ঘটাও নাই।'

'ঠিক সেইরকম কিছু নয়। একজন বোন, কনিষ্ঠটি, আমার মনে হয় বায়-
বার বাগান সম্বন্ধে কথা বলতে অভাব। এর কথা সেই মনে হয় যে বাগান
সম্পর্কে খুব অভিজ্ঞ, কিন্তু তা মোটেই নয়, কারণ সে এ ব্যাপারে অর্থের
নামই জানে না। আমি যে-একটা ফাঁদ পেতে পেরেছি বিশেষ বিশেষত্ব চায়ারা সম্পর্কে
উল্লেখ করে। সে জানে কিনা প্রায়ও করেছ। আর তার
বিষয়ে ও বলেছেন 'হাঁ, খুব চমকার চায়া, তাই না ?' কিন্তু আমি বুঝতে
পেরেছি ও 'কিছুই এ সম্পর্কে' জানে না। আমার তাই মনে পড়ছে— ি।'

'কি মনে পড়ছে ?'

'কথাটা হলো, আপনি ভাববেন বাগান আর চারাগাছ সম্বন্ধে আমি
চেনাতেনবারী করতে চাইছি, তবে আমি পার্থ আর বাগান সম্বন্ধে কিছু জান
রাখি।'

'কিন্তু আমার মনে হয় বাগানের বায়পারটাই, আগমকে বিশ্বর করতে
চাইছিলা, পার্শ নয়।'

'হাঁ সেটা ঠিক। আপনি এই কথায় মনে ধরেন যে বাগানাদের বায়লাকে যেখে-
মন ? কিরা বায়সে তার দিল কুক নাই।'

'হাঁ। সে কথা করেছি। মায়েরদের মনে একজনের কথা হতেন।'

'হাঁ ঠিক। তবে এই দিল কুক সম্পর্কে আমি অন্যতম কিছু আমার
বায় ছি। এটাই এর নাম, তাই না ? মনে, প্রাণের তালিকায় এই নামটি
সরেছে।'

'কেন—আর কি অন্য নাম আছে ?'

'আমার তাই মনে হয়। আমার সেই বেশ কথা বলেছি—সে ওই একটি
পথিকৃত। অর্থাৎ বেশ কথা করেছিলেন কিছু বলেন না, সেই মোটি নেই, তালিকা
196
বে গ্রামে ভাবি সেখানে আমার বাবার সামনে ছিল ভদ্রকলিঙ্গ মন্ত্রিত। তিনি আমার গল্পে হেঁস হলে কথা বলাছিলেন। তিনি করেছিলেন তিনি ও গ্রামের বাড়িতে আর কথা বললে কথা করলে তার নিজে নাম এক বাক্যে এনেছেন। আমার খুব হয় হয়, বিশ হার্প করেন, 'হাঁ, আমার অনে হয় দে যায়পাড়াই কিছু। এখানে বাঙালির গল্পে সম্পর্কে কিছুই কানেন না। বেশই তার কথার স্টো স্টো নর।'

'কথা ওঠানে কথা এলেও বলে আমার অনে হয় হয় '?

'তখন আমার কথা খারাপ ছিলো না। তিনি বলেছিলেন তার নাম বালিনশং—আর বাড়ি সম্ম উন্ন ছিলো তার নামের পূজ। 'এইটা' অক্ষর নিয়ে, যেটুকু একটু অথবা অন্যের ছিলো না। তার বল পূজ অন্যতম অঙ্কল ছিলো না, আর অন্য বাবু ছিলো—পুরাকের বলবত অন্য ছিলো। অমনি আমার বক্তব্য ওর দিকে তিনি তিনি তাঁর বিস্মৃতি। পুজু অন্য হয়েছিল এবং এমন কথা অল্প হয়েছিল কেন? তাঁর সেই হয় অনে পড়লো হয়ন। ২৫ ও এই কথা কবুরি জনাই হয় আমি বলার আর সেখানে এদুটো। উনি অক্ষর কলচেন সেখানে বলেছিলেন—ওবে ধাত বলেছেন তিনিও আমার কথার চিনিতে পারেননি। সব বিস্মৃতি।'

'আর শুভে ব্যাপার সম্পর্কে আমার সত্যজাত হব কি? ' গ্রেভের অন্যেকটা ধাঁচে চাঁদনেন।

'সেনা একটা কথা নিম্নলিখন,—বিশ কূক ( বর্তমানে এখানে তার নাম ) নেই মওরি নিয়ে বলেছিলেন আমাকে একবার ববে নিয়ে—একবার আমার বক্তা আমাদের সকাত হয়ে খনা বাতে আমাকে চিনিতে পারেন। '

'আর এই গ্রেভের হচ্ছে কথা কেন? ' 

'আর হচ্ছে না। তবে তুষ্ট সাবধান আছে। তার একটিকে আমার বলে একবার ভালো অনে হয় না ' 

'গ্রেভের ঘটনা না। গ্রেভের আনন্দকে কথা ছিলো, 'তবে আমার ঐ কথার ভালো হয় না ' 

তারা উঠেনেই ওঁ-এক মির্নি নির্দয় ঠেলে হাঁচিয়ে, উনারা কথা ঝরে করে কলচেন গ্রেভের আনন্দকে।

'কিন্তু একজনের মনে এথে তা আমার ভালো করো না। আমরা গ্রেভের সাক্ষাতে তার সেই কথা বলেছেন না।

'হাঁ, বলোই। উনি একটু ভালো হয়ে উঠলে আমার কথা বলবার— লিখন হয়ন। আমাকে আজ্ঞা দেয়ন—আমার মানুষে তিনি তুলনাতে সম্পর্কে কেন মানে।'
কনা। বলতে হবে বাঙালি সম্প্রদায় সমগ্র একটি ব্যবসাজীবন—যে সে উল্লে
ধুয় বিলায়তের দেশে থেকে করতে দেখেছিলা—অর্থ
বিয়ে করান। পালনকে'সে সত্য বট। আমি বলি কেহোনিতে বিষাদে
আর কেন সে বাগা মনোঃ—তাতে তীন মাস বিয়েবাদিন একটি মাস
কবার—'ভালবাসার।' আমি বলি বিয়েবাদিন এর অর্থ বাগাবাসার—কিছু
এটা হত্যা। সৌরাঙ্গে হত্যা মানতবে পারে। আরও একবার তালুক। আর
কেন মনোঃকেই আমাদের ভন্ত পেতে পারে। তিন টেংলা হয়েছে আমাদের
কথায় পারেন সে কে ছিলো।

'আর কেন অন্তত্ত সত্যাগ্নাত?'

'আমার গলা হয়, বহসে আমের চাই সারিরকাবে বিশ; অভ। আমি
বিশ্বাস করে কোন কারণ এমতে নাকোরের মানলেব করায় সম্পন্তে' কোন
অন্তত্ত বিশ; আর—থে পরোনা' মানের জাতিতে বসন্তকারী কারণের
সম্ভবের অন্তত্ত বিশ; ধাবা সত্য। তবে এই তিন বদনের উপর এই মেটিক
রাইকেলার বালা কোন কথা হয়েছে মনে রাখতে পারে। কোন মেটিকা
মেটিকের বিদেশে নির্দেশ দেওয়ান। অতএব তার কপে জানা সত্য
বিদেশ বাণিজ্য কোর্টের বিশে কিছু হয়েছিলো কিছু। এমন বিশ; যা মেটিক
বলে যা করে ধাবতে
সত্য। কোন একজন মানে যার সত্য মেটিকের সকার থেকে ধাবা সত্য।
এমন বিশ; যা এই পরোনা মানের বাণিজ্য সত্য হয় না হতেও পারে। এটা
ধরেই বলে তার কারণ একটি সারির বিশ; ব্রাহ্মণদত্ত মধ্য জিয়ে শুধু; এটা
জানা সত্য। বিন্দুর বনান, অনেক স্থলে বলে বিশে করে
ছিলেন, তিনি বহর্ধন কান্নাচরিতেন ভারতবর্ধ্য আন বাস্কমার।
তিনি আমার
এভের মাধ্যমে কিছু বদনে খাটতে পারেন, বলা মাধ্যমে আমাদের
মাধ্যমে আমাদের মাধ্যমে প্রাচীন এই বাণিজ্য সত্য ঳ন্ড এমন কিছু।
তিনি বিন্দু মেটিকের
অভ্যাস অনেকের, তবে আমার দাবিতার অন্য বারের চেয়ে বড়।
অন তাতে
বনে হয় না তিনি কেন বিশেষ কিছু মেটিক সম্পন্তে খাটতে পারেন না।
বুটিয়ার বনানের একটি পোশাকচৰির চেষ্টা, যেন হন্দীয়ার, বেন হয় মেটিক সম্পন্তে
ভদ্র কিছু হয়েছে বদনে। তার সত্যে, এসে জেনে খাটতে পারে সত্যাব
যেমন—থে হচ্ছে সে সত্যে কোন অপরিচিত
বনের সত্যে দেখে খাটতে পারে। এই বনে সে, হচ্ছে সনে, নির্দেশ নির্দেশ
চাইলেও হচ্ছে।

কিন্তু সর্বশেষ যার কারণে নেতা চাইলে সত্য চাইলে, সত্য অনিবার
ফেরো। কালো আর লাল মরুণ

গলের সম্ভাবনায় মধ্যেই করার ঠিক আসেই মনে মনে মন্ত্রনের স্বভাব। তার জন্ম কালো জলে জলে না। মনে মনে মন্ত্রন, তখনও আজান। তাকে কখনই কেনাকান সাধারণ হবে না।

বর্ষার অনেকের পুকুরই মনে মন্ত্রনের সাদৃশ্য বাস্তব করে কুলান। বর্ষার স্থানে ছিপড়া চুরি তাদের জন্য স্থানে সাধারণের তার উপরে হারান কর আজান। মনে মনে মন্ত্রনের বদলে আজান কর।

প্রেরণার প্রতিকূল হিসি মনের কাছে ভোক্তাকে তোমাদের অনেকে মনে মনে মন্ত্রনের মনে—

'আরম্ভিক হাতে হাতে বিহার করে মিশেক। না হলো মানুষের মনের অবমুক্তি অবমুক্তি হাতে হাতে পার্শ্ব,—?'

'পনের জলাসেই হল,' মনে মনে মনে মনে।
বিষাদপূর্ণ দে পাঠাতি তাকে দেখতে এরেজিলনা হাতে ওইক করে দেন-ছিলেন। প্রফেসর ওয়ালসেড কথা বলাই তাকে দেখানিরল।

প্রফেসর ওয়ালসেডের কথার তিনি বললেন, 'আপনার বড়ো অপূর্বী কথা। একবার ন্যাপার্কা প্রমাণ দেন চাই না, তবে কি বলতে নিই কিছুই বলালেন?'

'প্রথম মিন মার্ধ্বন। মিন টেম্পল আপনার কোন পুরো যথেষ্ট না। একথা কি হল না। মৃত্যুর প্রাঙ্গণ যথাযথকার।'

প্রফেসর ওয়ালসেডের পায়ের বর্ণ কথা বললে মিন মার্ধ্বন তাকে উঠেছিলেন। পাঠাতি অপারাই ভাবা হয়। একজন বয়স্ক মাহলকে আপন-পাশের মধ্যে দেখায় সত্যিই মহাপ্রভু। তাঁর অপু বয়স্ক সার ব্যর্থন কাউকে নিতে পারলেন। মিন মার্ধ্বন থাকার প্রফেসর ওয়ালসেডের দিকে তাকালেন। তিনি বাইরের দিকে তাকিয়েছিলেন।

গ্রাম থেকে বিভিন্ন প্রেণের কোন রাস্তায় পেছনেই প্রফেসর ওয়ালসেড দিকে তাকালেন।

'আমরা কিছু কোন পীরার বাধ্য না', তিনি বললেন।

'না', অবাক বিলেন মিন মার্ধ্বন, 'আমিও তাই তেজেছিলাম দেখানে বাধ্য না।'

'হাঁ, এ বারবা আপনার হতে পারে।'

'বেঁধার বাধ্য হাতে পারি কি?'

'বাবা করিনশিকারের এক হাসপাতালে চলেছি।'

'এ হাঁ, দেখানেই মিন টেম্পলকে নিজে যাওয়া হয়েছিলো?'

এটা প্রথম, এবং কোন উদ্দের প্রভাব ছিলো না।

'হাঁ, প্রফেসর ওয়ালসেড বললেন, 'সীমান স্বাভাবিক' এর সমস্ত দেখা করেছিলেন আপনি হাসপাতাল কর্মপক্ষে কাছ থেকে তিনি একটা চিঠি দেবালেন। আমি এইবার তাদের সঙ্গে টেম্পলকেন কথা দেব করলাম।'

'আমি আপনায় আমার দিকে?'

'না। প্রাণ কোনো বলা যায় না।'

'কৃত্রিম। অন্যতম--', মিন মার্ধ্বন বললেন।

'আমি আমায় আত্মা সম্পত্তিকার, এখন কোথায় কিছুই নেই। আমি আপনার আর না কিছু দেন। অপর দিকে হয়তো করেক মাহলের আলাদা ভাবতে পারে।'
'আমার আধার আমাকে সেখানে নিয়ে নিচেসেন? কেন? আমি তার কেন কথা নয়, তা আমাদের আধার। এই প্রশ্নের সময় প্রথম কথা চেয়েছি।'

'হাঁ, তা আমি। আমি আমাকে সেখানে নিয়ে রাখার কথা তার নির্দেশ নিয়ে বাণর অবস্থার ইতিহাস দেখাতে হবে।'

'কথাটা, হলেন মার্গের বলে। 'আমি একটি হাঁ তিনি কেন আমাকে বললেন-কি করে তিনি বললেন আমি তার কথা লাগবে না কি? কবে পারবো। তিনি একজন বিক্ষিপ্ত মহিলা। একজন বিন্যাস মহিলাই। কালোকালের প্রথার পিঠটিকা হিসেবে তিনি পিঠটিকায় উঠে বাসনাই লাগ করেছিলেন।'

'তোমাদের সমস্তের বিষ্ণুর মুখ, তাই না?'

'হাঁ। তিনি বিষ্ণু মাত্র। নিজেও উচ্চশিক্ষাত। তবে আমার ধারণার একজন বিক্ষিপ্ত। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি আগায় ছিলেন, তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু, এরকম অনেক বিষ্ণু। এটা খুবই বড়বাবুর আর নিখুঁতই হবে তিনি বাধা দিয়ে যান', মিন মার্গের বললেন, 'এটা হালকে একটা জীবনের 

সম্পর্ক বলেই মনে হবে বিষ্ণুও প্রথার শিক্ষিকার পদ থেকে তিনি অবস্থা নিয়েছেন হালকেও তার প্রভু কমা। এই ভবতনা-', মিন মার্গের হাঁপান উঁচু করে বললেন। 'ভবতনা নিয়ে আধারই হতো আলোচনা চাইতেন না?'

'আমার মনে হচ্ছে এটা কলেবেই বাড়ল হয়। বিষ্ণুর এক পাঠতের চাই পাড়া বেরে পাড়া সেখানে বসেছিলেন। একথা আগেও হতে শোনা গেছে তবে অনেক সময়ের অপার। বাই হেক একবন্ধ এসে এ সমক্ষে আরাকে বলেছিলেন', ব্রাহ্মণ ওলান্টেড বললেন।

'কে কে?'

'ভবতন জন্ম ভবতন। 'বোরানা হেফাউন্ড আর এমনি প্রাইস।'

'তাই কি হচ্ছিলো?'

'বোরানা বললো আর ঘায় হচ্ছে পাড়ার পাদে কেউ ছিলো। কেন একটু উপরে। লে আর এমনি নিচের পথ বেরে উঠিয়েছিলো। পথটায় লে বোরানা। আর একটা বাড়ি পাড়াতে বোরানা নিদ্রিত মেলেছিলেন আমাদের পাঠানোতে হারায় মতে কেন প্রহর গা সরিয়েছিলেন। এব বিষ্ণুর একটি পাদের চাই কেন নিতে চেয়ে বলছিলো। চাইতি দুনিয়ার, আমরা আর প্রথম হতে এখন আমরা ভাবলেন। হে বিষ্ণু-নিদ্রা- 

প্রথার পথ বেরে বলছিলেন, আর দিল এ কথা ভেবেছিলাম সব আসেই
পাখীর চাঁদ চরের গিনে রেখা। এটা বাণ ইহুদীর পক্ষে করা হয়ে থাকে তাহলে, এটা তাকে আসাম নাড়ু করতে পারতো—হবে তা এটা করেছিলো।

"এতে খুব পোহে সে স্বীকৃত না পুরুষ?" মি মার্পল প্রতিষ্ঠান।

"মুটিকের বড়ো ঘোড়ারা ব্রকাট বলতে পারেনন। খেই হোক, সে কেন্দু কোথায় পরিতর্জিত আর পরিস্তলি। ভিন্নক এক পলাশের লাল কালো নথা আঁকা প্লাঙ্গাবার। মুটিটি ধরে গিয়ে সেই সবই সে যায়।

তার মধ্যে হবে একজন পুরুষ, তবে ও নিশ্চিত নয়।"

"সে আর আপনি, তুমি নিতে কি ভাবেন এটা মি লেপোলের জীবনের উপর ইচ্ছাকৃত কোন প্রচেষ্টা?"

"কোন ধরণই নেই। উদেরও হই। সে আমাদের সহযোগী হতে পারে, হয়তো ধরতে গিয়েছিলো। হয়তো সে সম্পূর্ণ অজানা বেই হতে পারে—যে আনন্দে কোচের এখানে সামনে আর সুখোয় অন্যকার ওই তৃপ্ত ভাবে ফেনে নিয়ে আর্কাস করা যায়। হতাশা প্রতি কোন অংশ না একজন ধরে হতে পারে।"

"স্থানটি পুনর্বাই অতি নাটকের মনে হবে যাঁদের কোন প্রচেষ্টা কথা বলে। মি স্মার্ল বললে।"

"হুই। তা হবে। একজন অবস্থানকারী আর প্রত্যেকে প্রধানালোচককে হতা কে করতে চাইবে? এই প্রয়েগেই উত্তর চাইবে আরো। হয়তো তুমি জানি আছে মি টেম্পল নিজেই আমাদের বললে। তিনি হয়তো উপরের এই বিষয়কে চিনতে পেরেছিলেন—যে তার সম্প্রতি কোন বিষয়ের কারণে ইত্যাদি পেশাব করতে।"

"চাই অজ্ঞ বলেই মনে হচ্ছে।"

"আমি আপনার সঙ্গে একজনে, গ্রামকের গ্রামের বললে। আরম্ভের উচ্চতা ওভার মতো তিনি আমি নন, তবে চিনা করলে একজন প্রধানালোচক বলতে লোককেই বলেন। তাই হবে কি করবে, বলতে লোককে তার হাত দিয়ে সে গেলেন।"

"তার অর্থ বলতে চান বলতে লোকে তার হাত দিয়ে চলে গেছে।"

"হুই, হুই। লেখাটি বলতে চর্চা। কোন ক্ষেত্রে তার ভাব আনার মত। একজন প্রধানালোচকের অনেক বস্তুর রাখেন। তাহলে, তার মত বর্ণনার কথা যেমন, যা তার বাপ্পার কাছে আলাদা থাকে। এটা হচ্ছে
বথাক‌—আমারই জীবে পাচে। যিনি করে যেন কব না কৃতি করলে। সেক্ষেত্র শোনা যায় আমার পূর্বত্তা পার। এটা পরীক্ষিত হয় থেকে সত্য—যদিও আলগে তার মরুতে পূর্বত্তা পার। তবাহ অনুগামী করেই নিম্নেলবে থেকে যায়—নিম্নেলবে পথেই ওরা শোনাতে আর এক সম্পক্ত হতে। অতী সুন্দরের মুখেই সেই নিম্নেলবে তারাকান্তি থাকে। ওরা বেন প্রাপ্তবয়স্ক হতে চায় না—আমায় তাতদুর্গ নিতেও চায় না। আর তার কোনো সময়েও ওরা ভাবে এবং বড়া হয় শেষে। তাই যা বদল করতে পারে। আর এটাই বিরোপাল যেক নিতে যায় সব—।

'আপনি কোন বিশেষ ঘটনার কথা ভাবছেন?'

'না। তা ঠিক নয়। শত্রুক বিক্ষু সত্যবাদন কথাই ভাবছি। আমার বিশ্বাস কর না মনে এবং অন্য থেকে কোন বাতিলতা পাওয়া ছিলো। এমন পর যে নিম্নে হয় তাকে হতে করতে চেয়েছে। আমার যা যেন হয়—',

মনে মাঝের দিকে তাকানেন। 'আপনি কোন বাণ্ডনা নিতে পারেন?'

'আমার যা যেন হয় আপনি বলতে চান তা আমায় করতে পার। আপনি বলতে চান যে কিছু এর নিরীখে এর কথা উল্লেখ হয়ে পড়ল কারও পকে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'

'হাঁ। ঠিক তাই।

'সে কোনোর, মনে মাঝের বললেন, 'এটা নিম্নেশ করছে কোনের কারণ বিলম্বিত যেই—যে মনে মাঝের নিরীখে কিছুকে করলে ছিলো। অন্যতম তাকে বিগতি করে হয় তাই। এমন মনে মাঝের বললেন তাই নিশ্চিতত পারেন না। এই পুলক্ষারের কথা যা বললেন সেই সাল আর কালো নক্ষা কাটাই।'

'ও হাঁ, সেই পুলক্ষার—' গ্রেফ স্বীকৃত ছেড়ে চোখে তাকানেন। 'এটা আপনার মনে হলো কেন?'

'এটা উক্ত নক্ষায় ছিলো', মনে মাঝের বললেন। 'বলা যেতেই। বার্তা দেই মেরেছি, মনে মাঝের নিদ্রা উক্তে করে নাগাল হয়ে চেষ্টা করে নাগাল হয়ে চেষ্টা করে না।'

'হাঁ। এ সম্পক্ত আপনার বাণ্ডনা কি?'

'কেন প্রস্তাব আমালিত করা' চিহ্নিত স্বরে বললেন মনে মাঝের।

'এমন কিছু যা বেশ যায়, যেন রাখা যায়। লক্ষ করা আর চিনে দেওয়া যায়, বার।'

'হাঁ', গ্রেফ স্বীকৃত ছেড়ে চোখে তাকানেন।

১৬৪
ফ্যাস-হার্ট রক্ষক কাজের আর্থিক উপরে আলাদা তালা প্রেরণ কর্তা। আগামী
শেষে তা হল তার সোনাকুল। তারকে হাসি, চলায় আর হাসি, পা ক্ষুদ্রী
নয়। হরতো লাল রোক, প্রথম কোন চামড়া অক্ষেপে টিকেক লাল-কালো
প্লুনসডার। সহকারেই বা চোখে পড়ে একা ফিদায়। এর উল্লেখ হলো, সেই
দান্ত বখন ওই পোশাক খুলে মাফ মাফই কেন দিকনার পার্শ্বে পার্শ্বে পার্শ্বে
কেন, হরতো কাঁলা মাইল-ই হরতো, বা কোন সোনাকুল পাঠ ফেলে দেয় বা
পার্শ্বে বা যে কোন ভাবেই নয় করে ফেলে তখন আড়ি সাঙ্গিত সোনাকুল
সেই পুল্লর বা পিল্লাক বেই হোক তাকে কেউ আর সস্ত্রী করে না বা
তাকে কেউ অনে রাখে না। আবার হলো সেই লাল-কালো নরকাল জানি।
এটিকে চেনা নামে—কিন্তু ওই বিশেষের ব্যাপ্ত দেখে কখনও দেখা যাবে না।

'হারি, বায়ুন এক শোভন', প্রফেসর ওয়ানস্টেড বললেন 'বা বলিরুদ্ধর,
সাইকেলিস্ট এখান থেকে যেনিশনের নর—বল মাইল। অতএব এ এলাকা
মিস টেইপের জানা। এলাকায় মানুষের তিনি ভালোবাসেই চেনেন
সম্পত্তি।'

'হারি, তাতে সহজব্যবহার বিস্তৃত হচ্ছে', মিস মার্টন বললেন। 'আমি
আপনার সঙ্গে একমাত্র যে আলোচনারভাবে গোয়ালি হয়ে থাকে সেটা। নিষ্ঠুর ভাবেই এসেছিলে।
আর নিষ্ঠুর কাজ পুল্লসেই দোপ প্লুসডারের চেয়ে। অন্যায়কে এই
গোলা বা কাজাকাজি অন্য কেউ ছিলো যে মিস টেইপকে রাস্তার দেখে থেনে
ফেলে—হরতো তার কোন প্রাক্তন ছায়াই। এমন কিশোর কোন লেখিনী পরে
তিনি না বিচিত্র সেই লেখিনী বা সাইকেলিস্ট তাকে চিনতে ফেললেই—কারণ
যাত হয়ের কোন প্রাক্তন প্রশিক্ষিতা মধ্যম বহুর অক্ষেপাহত চেনে তোমরা
আসা হল না। এমন কোন সাইকেল যে জন্ম তোমার ওর সংশ্লে বায়ুনের
কিছু আজেন বা বিন্দুমাপক হতে পারে তার পকে। এই এলাকা সম্পত্তি
আমার বিচিত্র কিছু জানা নেই। আপনার কিছু জানা আছে?'

'না', প্রফেসর ওয়ানস্টেড বললেন, 'এ এলাকা সম্পত্তি আমি এ বায়ু
করণ না। কিন্তু তবে এ অপর বা কিছু সাধারণ তার কিছু আমার জানা
আছে কারণ আজেন বলেছেন। আর এর কথা না বললে অর্থকালেই
হারতো বেজানাম। আজেন এখানে কি করছেন আজেন নিচেই আজেন না।
মিস রায়কারেন ইচ্ছা রয়েছে, বায়ুন করেছিলেন তাতে আজেন এখানে
আসেন আর আমারের লালাক পড়ে। অন্য আর বায়ুন না হলে বায়ুন ছিলো

১১৫
এখানে আগামী কিছু দেখা কাটাচ্ছে। আজকের আগামী মহাকাব্য কথা নাম কেনালে তার কয়েক অন্যায় অর্থীত করাতো না। এই বেকার কারণ ছিলো কি?

'বাতে কেন তখ্যা অক্ষত পারি না আমি না', মিস বার্নল বললেন।

'জেলেন আগে অন্তর্ভুক্ত পরপর হেঁটে ডুব না?' প্রফেসর ওয়ান্স্টেডকে প্রশ্ন হলো। 'এতে অস্যাকার কিছু নেই। ইলেন্ট বার ওয়েল্সে একবার বহিরাগত আছে। একবার ব্যাপার পরপরই ঘটে চলে। প্রথমে কোন কমে অত্যাবহৃত, ডুব হতে দেখা গেলো। তারপর একটি হ্রদই আর একটি হ্রদের। তারপর বিশ মাইল হ্রদে। একই ধৃতর বৃহত্ত।'

একটি গল্পকেন প্রফেসর ওয়ান্স্টেড বললেন।

তারপর আবার বলে চললেন, 'জোসিলন সেন্ট মেরি থেকে ঘটি যেরে অধ্যায়া হয় জানালে হয়। এর একজন হলো প্রথম পরে যার বেছ পাওয়া যায়—বহি মাইল হ্রদে। তাকে সর্বশেষ দেখা যায় মইকল ব্যাকলিন জানে।'

'আর অন্যজন?'

'নেই নয় না যান একটি ঘটে। 'জেলেন না' হাড় শান্ত কোন মেয়ে'র নহ। সকলতম বহি জেলেন এর ছিলো। যেই মেয়ে পাওয়া যায়নি। হয়তো একবার বামে। এমন ঘটনাও আছে যখন বিশ বছর কেন্দ্র যেগে,' ওয়ান্স্টেড বললেন। 'আমারা সীমায় গেছি। এই হলো কারিস্টাইন আর এখানেই নিয়ে আসবাবতাল।'

প্রফেসর ওয়ান্স্টেডের সঙে ভিতরে দুবলেন মিস বার্নল। ব্যাপারই প্রফেসরকে ওরা আশা করিছিলো। তাকে একটা ছোট কামায়া নিয়ে যেতেই এক বাঁধা উঠে ফোকালেন।

'ও, হাই। তিনি বললেন,'প্রফেসর ওয়ান্স্টেড। আর—আর ইসি—।'

'মিস ভেন মার্শাল,' ওয়ান্স্টেড বললেন। 'আমি সিস্টার বাংলার সঙে কোনো কথা বলছি।'

'ও হাই। তিনি আপনার সঙে বলবেন।'

'মিস টেমপল কেমন আছেন কি?'

'আমার মাধ্যমে পান উদাহরণ হয়নি। আমি হয় চলা,' উঠে ফোকালেন সিস্টার বাংলার জন্য, বড়বাবুর সম্পর্কে।

পিস্টার বাঁধার জন্য, বড়বাবুর সম্পর্কে। চালা কৃত্তি আমার মুখে চোখ।

১১৬
তাহা হইলে নিজ চেষ্টা করিয়া তাহারা তাহার অভ্যাস বলিয়া থাকে।

‘আমি আমি না কি ব্যবহার করিয়া রহেন’, প্রক্ষেপের গর্ভনেত্র
চলসে।

প্রথমেই মিস মার্পলকে বলিয়া কি ব্যবহার করিলি। প্রথমেই বলে রাধি, রোধানী মিস টেপল প্রাচ ‘কোরার’ অবস্থায় আছেন, কাছে আমি ক্ষেত্রে।
যাকে যাতে আমি এলে তিনি কোষ্ঠার বঙ্গে পেরে দু-একটা কথা বলছেন।
তবে তাকে উন্মূলিত করা যায় না—ঘরকার পথে দীর্ঘ।
প্রক্ষেপের গর্ভনেত্র বিষয়ে আপনাকে বলেছেন একবার আমি ফিরলে তিনি পরিকার বলেন
“আমি মিস জেন মার্পলের সঙ্গে কথা বলতে চাই। জেন মার্পল।” তারপরেই আমি করান।
ডাকাতের কোন বাড়ীর কথা ভাবেন আমি প্রক্ষেপের গর্ভনেত্র
সব পদে আপনাকে এখনো আমার কথা বন। আমার অনেকের, আপনি মিস টেপলের ঘরে আসিয়া করানে আমি তার জন্ম করতে এলে ফিরে পড়ে কথা কথিয়ে দেবেন।
আমায় ধরণে আরোগোর নতুন খোদির কথা আমি
আপনি কেন নিয়ে আমার না হওয়ার তাঁহাদের বিচার হয়ে যাবে না।
উন্মূলিত করা যায় না ফিরে পেরে মারাঠে যেতে পারেন।
ডাকাতের মতে উনি আমি এলে কি বলেন তা শোনা ঢাকার তবে তিনি বলে কাছে বেশি কাটিয়ে না
দেবেন। মিস মার্পলের একাকী বাস ঢাকায় আসি। হলে একজন নারী
ঢাকায় পারে, তবে একজন আড়ালে, যাতে তাকে দেবে না যায়।
একটা পাঠ আড়ালেই না ঢাকে, একজন পরিণাম অক্ষের ওখানে আছেন তিনি
নেবার জন্য।
ডাকাতের ভাবেন তাকেও বেন মিস টেপল না দেবেন।
তাকেই মনে হয় তিনি আপনাকে কে বলতে চান বলবেন।
আমি কর এতে অন্তঃবিশ্ব হবে না?

“আমি না”, মিস মার্পল বলেন।

“আমি একটা বলিয়া তাঁহার আঁছ।
আমার একটা ছোট নোট খাটাও আছে।
তাছাড়া অনেক কথাই আমি মনে
ঢাকায় পারি—তাই সব বাড়ীকে নেওয়া প্রয়োজন হবে না।
আমার ব্যবসায়ি
শিক্ষা করতে পারেন, আমি কালো নই।
উনি তাই ফিরিয়ে করে
বলারও শুনতে পারে।”

স্টার্ল বাক্স অতিসামান্য মাথাটি নোবুলেন সুস্থতির জন্যই।

‘আপনার অভাব বরা’, তিনি বলেন, ‘আপনি কেন সহাব্য করে
পারলে আমি। আপনার উপর নির্ভর করতে পারবেন।
প্রক্ষেপের গর্ভনেত্র বাঁচ সিড় ও প্রেমিত অক্ষের অনেক করেন জোরে প্রয়োজন তাকে ঢেকে
মিশ মার্ভল নিউয়র্ক মার্কারের সম্ভ একটা গল্প পাপ হয়ে ছুটে এক কাব্যরায় এসে পেঁচিলেন। রব্হ স্লেপ অল্পকাল, মানালাই পর্যন্ত ঠেনা—কান স্নায়ুর মুঁরের গোপাল হিন্দুর মিরা মিশ টেম্পল, অর্থাৎ তিনি হিন্দুরে আঁছেন হেন হয়না। নিউর্ক মার্কার গোলামকে পরাইকা করে মিশ মার্ভলকে পালে চেরারে বসতে হিসেব করলেন। ধরের পরাপ পিছ থেকে এক ভুলে এখিনে এলেন নেটা বাড়া হয়ে।

'ভারতের আবেগ, মিশে রেক্টিক', নিউর্ক মার্কার বললেন।

এখরেন নাস ও এগিয়ে এলো।

'হতরাল হলে আমাকে ছেড়ে, নাতে এলমলুম', নিউর্ক মার্কার বললেন।

'মিশ মার্ভলের কিছু প্রবর্তন হলেও লক্ষ্য রেখো।'

মিশ মার্ভল তার কাটে আলগা করে নিলেন। খয়ের পরম তিনি চেরারের বসে রইলেন। তিনি মিশ টেম্পলের বিরক তাফরে বেড়াবে প্রয়ের সময় জেন্নেলীলেন সেই ভাবেই চিহ্ন করতে লাগলেন—কি চেরার আকারের মাথা। মাথার চুল দেড় বেদে রাখার কিছুটা টুপীর মতোই লাগছে। নতুনটা সুরক্ষার মাহল। বুনিয়া ও কে হারালে নতুনটা অতি দুঃখেরই করা হবে।

মিশ মার্ভল চেরারের কুশন ঠেলে বসে রইলেন। সময় কেটে চলছে।

এম মিনিত, কুঠো মিনিত, আর মেটা, পারিশ্রমিক মিনিত। তার পরেই আমাকে একটা কোঠার ভেসে এল। খুব নিশ্চ, তবে কোনো আমাকরে সেই বাজানা পথে, নেই। 'মিশ মার্ভল।'

'একজনের ভেসে টেম্পলের চোখমুক্তি এখন ব্যানা। সেবার মিশ মার্ভলের বিরক তাফরে। সম্পূর্ণ সুরক্ষা সবে দুঃখ। তিনি তার পালে উপরিন্তু। মানুষটির মুখ থেকে নিয়ে পাললেন। একটা বেড়াই করে নেওয়া দুঃখ। আমার শোনা গেল সেই কর্ম।

'মিশ মার্ভল। আপনি শেন মার্ভল?'

'হাঁ তাই। আমার শেন মার্ভল', মিশ মার্ভল হাসে ফেলেন।

'হেনোর প্রার্থনা আপনাকে কথা বলতে। আপনার সম্পূর্ণ কথা।'

কর্ম থামলে।

মিশ মার্ভল সামান্য অনুভূতিগুলো নিয়ে বললেন, 'হেনীর?'

'হেনীর স্বাক্ষরের আমার প্রেমো বন্ধ—খেব প্রেমো বন্ধ।'

১১৮
'আবারও পরেলা বলু হেনরি ক্লিয়ারিং', মিদ মার্পল বললেন।

তার কন চলে গেলো পরেলা বিনত্বীত। সাব হেনরি ক্লিয়ারিং তাকে বা বলেছিলেন, যে সম সাহায্য প্রশ্নের ভাবা করেছিলেন সব মনে পড়লো। যুবক পরেলা বললে।

'আয় আপনার নাম মনে রেখেছি কিছু তারিখে যেখে। ভেবেছিলাম আপনি নেন। আপনি সাহায্য করতে পারবেন। হেনরি এখানে থাকলেও একি কথা বলতো—আপনি সাহায্য করতে পারেন খুব বেশ্বে খেটেন। এটা হায়তান অরেক। অরেক অরেক—বাধিও তা অনেক—অনেক বিন—আপনে।'

এটা কঠিন একটি কেপে গেলো চোখে অরে উঠেছে। নাস্তাও উঠে এনে একটা প্লাস করলো এলিভেশন টেংলের মূখের কাছে। এক ঘুড়ে থেকে চোখের ইনিতে সারিয়ে নিতে বললেন তিনি। নাস্তা' চলে গেলো।

'বাধে সাহায্য করতে পারি, করবোই', মিদ মার্পল বললেন।

মিস টেংলি বললেন, 'ভালো।' তারপর ব্য-এক মিনিট পরে আবার বললেন, 'ভালো।'

'ব্য এক মিনিট চোখ বুঝেছ রহিলেন তিনি। তারপর আবার কঠিন দৃষ্টী গোনা গেলো।

'কে?' তিনি বললেন, 'ভুঁজনের মধ্যে কে? এটাই ঘটতে হবে। কি বলাছ বুঝতে পারছেন?'

'তাই মনে হচ্ছে। একটি কেলে, যে মারা যায়—না রাখ কেন?

একটা বুঝে কেলে এলিভেশন টেংলের, 'না, না, না। অন্য যেকোনো, ভেরোটি হাঁট।'

একটা নির্দেশ তারপর আবার, 'জেন মার্পল। আপনি বুঝি—তিনি বক্সে আপনার সমভেদ বলেছিলেন তার চেয়েও বুঝি। আপনার বক্স হচ্ছে করেও আপনি এখনও কিছু খুবে বের করতে পারেন, তাই না?'

জেন কঠিন হচ্ছে, একটা উঠে উঠে চাইলো।

'আপনি পারেন, তাই না? বলুন পারবেন। আমার বেশি সময় নেই, জানি। বলুন ভালো করেই জানি। ওদের মধ্যে একজন, কিছু কে? খুবে বের করেন। হেনরি নিচকে বলতো আপনি পারেন। আপনার পকে বিপজ্জনক হচ্ছে পারে এটা—কিছু তবে খুবে বের করেন আপনি—করেন না?'

'ভেবেছেন সহায্যকারে, আরি করবোই', মিদ মার্পল বললেন। এটা
চোদ্দ। মি: দাহাল অর্থাবলী হলেন

আজ সকালে টাইমস দেখেছো? মি: দাহাল তার অনেকবার মি: সৃষ্টিকরক বলেন। মি: সৃষ্টিকরক আরামেন তার টাইমস রাতের অস্তত নেই। তিনি টিমসকর রাখেন।
"ঈশ্বর আহার, ইতেম হয়নি আছে। মিত্র সরবরাহ। হয়নি তিনি গুণ, মিত্র এই লেখার ছোপে নেয় টেস্টিং, তিনি প্রশ্ন করলে।

"ফ্যালোফিলের প্রখ্যান-পিকার। ফ্যালোফিলের সম্মান হয়তো দুর্লভ থাকবে?"

"নিশ্চয়ই", স্ত্রীর সামান্য, 'মহলের স্কুল'। পরবর্তী বছরের হবে। প্রথম প্রশ্ন। অগ্রায় উচ্চ সাপ্তাহিক। আমি তত্ত্বাবধায়ক তিনি হয়নি আগে অবসর নিয়েছেন। কাগজে যেন পড়বে সমাধায়। নতুন পীতল সম্বন্ধে একটি গল্প পড়তে হলো। তিনি বিশ্বাসী, অবশেষ, পরামর্শ বা চিন্তা। আধুনিক ধারণা—মহলের নাগি প্রসাধনের সম্প্রতি শিক্ষাদান করতেন আর হয়তো সত্ত্ব পরবর্তীতে।

"হ্যাঁ", বললেন মিত্র কেরবিন, তার বয়সের উপযোগী সমালোচনার বিষয় পড়তেন। অনেক হয় না এই লেখার ছোপের মতো নাম দ্বিতীয়। তার সত্যই খাড়ি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। বহুবিদ্যা থাকায় ছিলেন না।

"জ্যারেলসের স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিলো না। মিত্র কেরবিন বহুল কালে স্কুলে থেকে রোহিতে পেরেছেন। মিত্র কেরবিনের দুই ছেলে চাকুরি রন্ধন আর মিত্র স্ত্রীর দুই ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাতে অবস্থায় কাউন্সিলিং মাধ্যমে সুপ্ত করে চলেছিলো।

"মিত্র টেস্টের কথা কেন?"

"তিনি এক কোচ প্রমাণ ছিলেন”, মিত্র কেরবিন বললেন।

"এই হয়নি ছোপেলো”, মিত্র স্ত্রীর বললেন। "আমার কেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত হয়তে যেতে দেয় না। গত সপ্তাহের একটি সাইন্ডারমাথে দুর্নীতিটিকে পড়তেছে। আর বস্তু মাস আরেক এক কোচ দুর্নীতিটিকে কুড়িয়ে মারা গেছে। আমার এগুলো চলার কথা ছানা।"

"এগুলো সেই গোলার বাড়ি আর বাগান থেকেনা। প্রশ্ন সংস্থান।"

"ও হ্যাঁ। এর একটি তো সেই কিং যেন নাম বিস—ছিলেন। মিত্র কেরবিন যার জন্য আসন রেখেছিলেন।"

"মিত্র জেন মার্গ ছিলেন।"

"তিনিও মারা পড়েন নি তো?” মিত্র স্ত্রীর প্রশ্ন করলে।

"নানা দুই। একটি অব্যাহ হয়েছিলাম, এঁ মা।”, মিত্র কেরবিন বললেন।

"পথ দেখতেন?"
না। এটা হয় এক বড়োকে। একটা পাদচিঠি পথে করা হয়েছিল।
একটু খাটাই। উপরে অনেক পাদের চাঁপ ছিলো, তাই একটু গাঢ়ের এলে মিন্ট চেষ্টা করলে আবার কার পর তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাত্রা হয়।
দেখানোই বড়োকের রক্ষণাবেক্ষণে তিনি মারা যান—’’
'(যুগান্তে কথা’’)
'(আরি একটু অঘাত হচ্ছে’, মিং ফারিভ বললেন—‘মায়া ফাপলোকের এই স্বদেশী মেরেটি ছিলা’’)
'(কেন মেরেটি? বি কলহেন কিছুই বক্তব্য পারাই না, কারিব’
বে মেরেটিকে মাইকেল রায়কারেল মেরেছিলো। আরি চিকি করতে
গিয়েই পেলােড়া এই অফির জেন মাণ্ডলের ব্যাপারের সঙ্গে এ ব্যাপারের কেন
এক অধিক বোঝাও রয়েছে। রায়কারেল এই জন্যই এতো উৎসাহী হয়েছিল।
আমাকে আরও একটু বলতে পারতেন তিনি।’
'(বি বোগারোয়ি? মিং সুন্দর জানতে চাইলেন। তাকে বেশ আগ্রহী
মন হয় ওরাও।'
'(সেই মেরেটি। পরবর্তী মন করতে পারাই না। প্রথম নাম হোল বা
কেষ, বা ওছরকম কিছু। ভেরিটি—'হার এটাই গৃহ নাম। ভেরিটি হাতিদুর।
সে এই পর্যায় পূর্ণ হওয়া। মেরেটিটি এতো স্পষ্ট।
এ বে দেখ পাওয়া বার পিছ
মাইল বহু এক খানায়। প্রার ছিরাস আগে সে মায়া পোস্তাল।
ভাবান্ত খুব দরে হয়—তার মুখ আর মাথা চোখ্বিচুর, সন্ত্রপণ দেখার
কার্যায় জন্য। এব তাকে চিবই সনাত করা হয়।
এ পোষাক, হাতের প্রোট, পানি,
একটা ওয়িলিয়ে ইত্যাদি দেখে।
থাক সচ্ছেই তা হয়—’
'(ভাদলে মামলাটি তাকে নিচয় কি?')
'(হার। সময়ে, এর আগেও গত বছরে নিটির আরও মেরে মারা হয়—
সবই মাইকেলের কাজ। তবে অন্য ব্যাপারগুলোর সাক্ষাৎ জেরালা ছিলো না—তাই পুষ্টি এটা নিচয়ই নোলপাড় বদলে করে—প্রথু সাক্ষাৎ পাওয়া
পেলো, ধর্ষণ ইত্যাদিতি। খুব ধরাপ হালিকা। তবে আমাদের সভার আরি
আলকাল ধরণ কাকে বলে। মা মেরেকে বলেন হেলেটির বিশ্লেষণ নয়র বিশিষ্টস্থাপন আনন্দে, থাকা হেলেটির কোন সুবোধ থাকে না কাজে।
মেরিটি বাবা। আর মা বাড়ি না ধাকার সার তার পিছনে হেঁটে থেকে থেকে
পর্যন্ত ওর সঙ্গত তাকে শুতে বাধা করলে—তারপর মায়ের চাপে আঙুলো
ধরাের অচ্ছয়ে জানন। এব সেটা কোন কথা না', মিং ফারিভ বললেন। ‘আর ি
জাবান্দাম সুটকে এক সুরে ধাঁধা ঘর কিনি। 'আমি চিন্তা করেছি এই জেলার জন্যের সুরে রাখার জন্য বাইরের জ্ঞান কি না।'

'কতো দেবী সাধারণ হর, তাই না? বাবাজীকে কারাগার হর?'

'টিক মনে নেই—এতে ঘরের ঘরনা।'

'আর কোনটি হাটার না হাট এই মস্তকের মনে পড়তো। বন্ধ সে বাজা বাজো ওখন নিচ্ছ হাত ছিলো না।'

'ও না। ও বন্ধ আঠারো কি উনিশই ছিলো। তার বাপ-মারের কোন আশ্রয় বা বন্ধু কাছেই সে ধাঁধা। তালো বাড়ি, লোকদের মোর্চার।

এমন মেয়ের আশ্রয়কে বলে 'সে অভি শাক্ত মেয়ে, একটি সাহা, অভি কাজের সে বাইরে বেঁচে না। হেলে বন্ধ ছিলো না তার।' আঠারো কফাই জানতে পারে না মেয়ের করণ বা কি রকম ছেলে বন্ধ থাকে। মেয়েরা এ বাপারে খুব সত্ত্বা। তাছাড়া তখন চাইলে মেয়ের কাছে হারণে আকর্ষণ ছিলো।'

'ও বে কাজতা করেছিলো কোন সঙ্গে ছিলো না?' মিস সুফিতার প্রশ্ন করলেন।

কামানেও না। সাক্ষর খাশকার অনেক মিদিয়া ও বলেছিলো। ওর ও আইনে ওর কাঠগড় না বাড়তে বিলেই তালো হতো। ওর অনেক বন্ধু অনেক আরও ওর কথা ঘরে ছিলো, কিন্তু তার কথা খেলে চেটেছিলো। বন্ধুরাঁ সকলেই মিয়াদের মুখ ছিলো।'

'এ বাপারে তোমার মন কি বলে ভরিয়ে?'

'ও আমার কোন অনুভূতি নেই। আমি কেবল বাবাজীরাম ওই মহিলার

মুখার্জীকে এর সঙ্গে ডানো বায় কি না।'

'কিভাবে?'

'মানে—ওই পাশের চাইপুলে। সাধারণত একই রকম ভাবে থেকে বায়, সুস্থ করার উপর পড়ে বায় না। এটা প্রকৃত অনুরাগী হর না। আমার

অভিজ্ঞতার পাশের চাই সাধারণত এক ঘাটগাটেই থাকে।'
'জেফার্টি', বলে উল্লেখ মিস মার্প্ল।

এলিজাবেথ ম্যাপ্লেট টেনল গত সম্বার মায়া গেছেন। প্রিয়জন মধ্যে গিয়ে এসেছিলেন সে মতো। মিস মার্প্ল আবার তাকে প্রাচীন মায়ার হাটের রান্ধনা পর্যন্ত টাঙ্গাইল বসবাস করে গেছিলেন। 'তিনি কেন্দ্রে একই কোচ বেনামী বলে একাধারে নিয়ে যাছিলেন একটা স্ফুট'। এই আর্থিক প্রকাশের বলী তার প্রতিকৃতির নীতির সকলই সাবধানগুণে, বিশেষত বিশ্বাসগুলো এক বর্ণনা পাওয়া সম্ভব হয়।

পরের বিন হবে ইন্ডিয়ারেট। পাদ্রীলোকটিও গিয়ে এক স্থানে অবস্থান রাখি হয়েছেন। পূর্বে ও অন্যান্যের সহযোগী তাদের সবাই শেষ। ইন্ডিয়ারেট থেকে হবে পরিচিত বেলা এগোরাটার। কোচের যাত্রায় সকলেই অংশ নিয়ে রাখি হয়েছেন।

মিলেগার্থ গোলমেন বোঝে এসে মিস মার্প্লকে তাঁর বাড়িতে অভিষেক যেখানে ইন্ডিয়ারেট আগে বাড়ির জন্য সংবাদ অনুরোধ জানিওয়াজ ছিলো।

'আপনি কাওজের রিপোর্টিংবারে এডাউন্ডায় পাওয়া যায়।'

মিস মার্প্ল তিন বেনামী উত্তেজিত ধনবাদ জানিয়ে রাখি হয়েছিলেন।

ফোন প্রম আবার শেষ, হবে অগ্নিক্রিয়া অনুষ্ঠানের পর, প্রথমেই সাঁত বেড়েস্তেনে, পরের মাইল ধরে। 'তারপর সখারামি হবে।

মিস মার্প্ল মনে করেছিলেন কেউ কোথায় হয়তো বাড়ি ফিরেই যাবেন। তাদের অধিকৃত দোকা বেছায় ধার না। কেউ কোথায় হয়তো প্রম চালিয়েও যাবেন, যে জন। তারা টাকা দেখেছেন। সবই নিষ্ঠুর কর্নে ইন্ডিয়ারেটের ফাঁসালেন উপর।

মিস মার্প্ল তার গৃহকীর্তিতের বন্ধবোগ্য ধনবাদ দানের পর পরম নিষ্ঠুর বলেছিলেন। তার মনে আপনিও তাঁদের পরবর্তী ধাপ কি হতে পারে। আর বেনামীর অনুরূপ নতুন করার জন্য তিনি বলে উঠেছিলেন কথাটি, 'তেরিজ টি'। এটা সেই জলের বদন নতুন হয়তো তার প্রতিকৃতির লক্ষ। বর্তমান তিনি বেঠে ছেড়েছিলেন তার গৃহকীর্তির কাছে প্রতিকৃতির হর কিনা। হতে পারে সবার না হতেও পারে। না হলে অজ সম্বার কোচের বাড়ির
নেই তিনি কিছু সাদাতোঙে অমাত্য হয়ে তাদের প্রতিক্রিয়াও কবর করেন।
তার হাতে পাল্লা এলাকায় চেপেছে এটাই ছিলো একেবারে মেশ করা।
অতএব নেই, 'ভেরিটি।'

এটা কি কোন জলাশয় নোদির প্রতিক্রিয়া ফুলতে রাজি ছিলে না।
নিশ্চয়ই কোনও কোন প্রতিক্রিয়া হবেই। হাঁ, তার মুখ হরিয়ে।
যদিও তার মুখ কাঁপে কিছুই কোনো নয়। চেনার আড়ালে তার তৃক।
চোখ একজনের চিন-জনকে দেখে নিয়েছিলো।
বহ্রমগণের অভ্যাসেই এটা তিনি চূঁখ নাড়ে করে সত্য—বর্তমান কোন গালগল্প বা ক্ষের সেট মেরে পড়ে নিয়ে আন্য
কোথাও পড়েছেন।

মিসেস গ্রাইন বে হইতে হাত মেজিয়ে নেটা পড়ে গিয়েছিলো—আর
tিন অবাক হইয়েই মিস মার্পেলের দিকে বাঁকিয়ে ছিলো।
আলফর হয়েছিলেন
tিনি অবশ্য কথাটা দুর্বল নয়, দুই মিস মার্পেলের মাথা থেকে এটা আসছিলো
বলেই।

কোটিলভাবে প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম। তার মাথা উঠু হয়ে গিয়েছিলো,
সামনে একটু কুঁচে তিনি মিস মার্পেলের দিকে না তাকিয়ে জানালার দিকে
তাকিয়েছিলো। হাতবদ্ধো ওর মুখে হাসে উঠেছিলো, তিনি দিঘি হয়ে
বল্লেন।
মিস মার্পেল গাঁথার পাঁচ কুঁচে গড়েছিলেন অর সরাসরি তাকানীন,
বদ্ধ আঙ্গুলের তিনি দেখেছিলেন তাঁর চোখ জলে হয়ে উঠেছিলো।
কোটিলভাব বলে থেকেই তার গাল বেরে অন্ধের কোটা পড়ের পড়তে
বিলন। রুমাল বের করার কোন চেষ্টা তিনি করেন নি। মার্পেলের
শাখকের বাহ্য প্রকাশ দেখে অভিভূত হয়েছিলো।

আধুনিকতার প্রতিক্রিয়া হলো অন্যরকম।
সেটা হলো গুহতে, উত্তেজনাপূর্ণ।

প্রায় শুনুন।

'ভেরিটি? ভেরিটি, বলদে আপনি? আপনি তাকে জানতেন? আপনার
ধরণাই ছিলো না। আপনি কি ভেরিটি হাস্যের কথা বলছেন?'

ম্যাটিডিয়া গ্রাইন বলছেন, 'এটা কেন অবিভাজ্য নাম?'

'এ নামের কাহিনি আমি জানতাম না', মিস মার্পেল বলছেন, 'তবে আমি
কোন অবিসম্ভাব্য নাম বলতে চেয়েছি। হাঁ, এটা একটু অথ্যাত্মবিক মান হয়।
ভেরিটি।'

তার হাতের প্রশ্নের পাঁচ মিনিট গাড়িতে পড়ে গেলো। তাতাঁ কুঁচিখে
নিতে নিতে মিস মার্পেল মাপ চাইলেন।
‘আর্ম—মার্শ খুবই গুরুষত ! বলা উচিত নয় একে কিন্তু বলো কি এই কোনমরা…’

‘না, তা অস্বীকার নয়! বলেন প্লাইন বলে উঠলেন, ‘এটা প্লাইন আমারের আলা একটা নাম বলেই, আমাদের সকল যার বোগাওগি ছিলো।’

‘ঠাহ বলে এসে পেলির।’ কথাও ক্যান্ডির মিলে ধরের কথা বলেছিলেন। পুকুর দিকে বাচ্চা আদিয়ের সকল যার নাম প্রেরিত ছিল। প্লাইনের উপরের আমাকে নয় বলে। তিনি কেবল মেলা—আমি—আমি হরতো—িি বলি, তাকে সেরে উলটে সাদরে করতে পারি। তিনি ‘কেমনের অভ্যাস ছিলেন আমি ওরা ভেবেছিলেন বেশো প্রথমে সম্ভাব্য সকল বলেছিলাম তাই হরতো কোন কাবেল লাগ্যের পরেও। তবে তার পাকে—আমি না। আমি দুটি পুলোপ বলে ছিলাম, এরপর তিনি হু-একটা কথা বলেছিলেন—তবে তার কেন অথি হর না। তবে সে ঘটন বলেন আমার চলে আসার সময় হর তখন তিনি কেন মেলা বলান—আমি জানি না। আমাকে অন্য কেউ কিছু মনে করেছিলেন কিনা। তিনি তখনই কথাটা বলে উঠেছিলেন ‘ডেমিরিটি।’ আর তাই সেবে আমার মনে পড়ে যায়—বিশেষত তার পুকুর সম্ভাব্য বিচার নেওয়ার। হরতো কাবেল তিনি কেবল বলেছিলেন। আমার হরতো তিনি বলতে চেয়েছিলেন ‘সতির।’ ডেমিরিটির অথি তাই তাই না?

তিনি ক্লাইনলা থেকে লায়টিনরা থেকে আমিউরার বিচার বলে তাকালেন।

‘এটা আমাদের পরিচিত একজন মেয়ের অভিরাম নাম।’ লায়টিনরা প্লাইন বলেন। ‘তাই এটা চমকে প্রেরিত হয়িলাম।’

‘বিলেন করে বেশো নূতন ভাবে না মারা প্রেরিত ছিলো’, আমিউরার বলেন।

ক্লাইনলা ওর তারি গলায় বলেন, ‘আমিউরার। এরটা বর্ষা বেলার বর্ষার নেই।’

‘কিছু তালেনের প্রতিরক্ষায় তার সম্ভাবনা ভালোই বলেন’, আমিউরার বলে উঠলো। সে মিল মার্শের দিকে তাকালে। ‘আমি ভেবেছিলাম আপনি হরতা ওর সম্ভাবনা বলেন। করেন নি রায়কারকে চিনতেন, তাই না? মানে, আমি কলে চাই, তিনি আপনাকে আমাদের সম্ভাবনা দিয়েছিলেন তো, তাই কিছুই তাকে আপনি চিনতেন। আর আমি আরও ভেবেছিলাম হরতা—মানে, তিনি হরতা সব ব্যাগাই আপনাকে বলেছেন।’

১২৩
"আমি মনেই মৃত্যুর", বিস মার্গল বললেন। “আমার মনে হয় বাবাতেরা বি কবরে চান আমার ঠিক বাবা নেই।”

“তারা ও বেহ একটা নালা থেকে আবিষ্কার করেছিলো”, আবাসিনিরা বললেন।

আবাসিনিরাকে ধামানা বল না সে একবার বাড়ি ছড়া করে, বললেন বিস মার্গল। তবে তার মনে হলো আবাসিনিরাখ। এই বক্ষকানি ক্রোমিতে উপর বাড়িত চাপ সৃষ্টি করে চলেছে। তিনি দৃশ্য চাপ তার রম্য বের করে নিয়েছেন। চাপের মূল শিক্ষা নিয়ে তিনি সোজা বসে রয়েছেন, চাপ দুটি শুধু গভীর আর বিধায় করে।

"ভোরিটি", তিনি বলে উঠলেন, “একটা মেঝে, তাকে আমার থেকে বলাবাসতে ছিলাম। সে এখানে বিচ্ছিন্ন ছিলো। আমি তাকে থেকে বলাবাসতে।”

“আর সেও তোমাকে বলাবাসতে”, লায়নিনিয়া বললেন।

“এর বাবায়া বলা বন্ধ ছিলেন” ক্রোমিতে জানলেন। “তারা এক প্লেন ঠোকাটনায় মরা যান।”

“মেঝেটি তখন ফালোভিলের স্কুলে ছিলো”, বাণিজ্য করলেন লায়নিনিয়া।

“আমার মনে হয় সেই জনেই মিন টেমপল তাকে মনে রেখেছিলেন।”

“ঐ বলুনেটি বিস মার্গল বললেন। “সেখানে বিস টেমপল থাকা-নিষেধিত ছিলেন, তাই না? আমি ক্রোমিতের কথা শুনেছি। এটা অস্তাত্ত্বিক তালা স্কুল।”

“হা”, ক্রোমিতে জব্বল ছিলেন। “ভোরিটি সেখানে ছাড়েলী ছিলো। আর বাবা যা মরা গেলে সে আমারের কাছেই বাবার সাথে যাতে যাতে সে ভবিষ্যতে কি করবে সেটা যুড়তে পারে। আর সব আঁধারো বা উনিশই ছিলো। খুব কষ্ট আমার চমৎকার মেঝে। ও হলো তারের কাছ থেকায় কথা তাব-ছিলো-তবে এর চমৎকার মাথা ছিলো। আর সব তিন টেমপল যারার বলতেন ও মিনিবিবালেরে যাওয়া উচ্চ। তাই ও পড়ে থেলা ছিলো আর কোচিং নিয়েছিলো—তখনই সেই ভাষনক কাবাপাটি চাড়ে গেলো।”

স্মৃতি করিয়ে নিলেন ক্রোমিতে জব্বল।

“আমি—এ বিষয়ে এখনই আমি বাড়ি কিছু না বলি কিছু যেন করবেন?”

“ওঃ—না, না কখনও না”, বিস মার্গল বললেন। “আমি সত্যই ধর্মের দৃঢ়তায় এই বছরে কথা আজিরে শুলেছি বলে। আমি ভাস্মী না—আ—

১২৭
আমার দুর্লভি—বাবাঃ', তিনি বললে শেষ করে চালিয়েন।

কাছে আমার দলকে আমার বাবার বললেন, তিনি বক্তা হেটেলে নগরের সময় যোগানের জন্য পশুক পারিতনের কিছুতে করিয়ে দেন।

'আমি মাদ্রাজ অন্তর্নিহত এসে আসতে একটি বাবা করবেন', বিনেন গ্রাইন বললেন। 'হার এই সিদ্ধান্ত হচ্ছে নয় সম্পর্কে'। অবশ্য আপনার জানা করব সব অত্যন্তের জন্যন্ত্রনা গ্রান্থ ভালোবাসবাদী আমার তার সতর্কতা অনুসং ও নিবাদন অনুষ্ঠান পরিসরে।

আমরা না পারলে তার বক্তা বললে না। আমার সব বক্তা বললে অর্থনীতি হচ্ছে পারিতনে। অনেক ভাষায় অল্প অস্তের কাছে, তার অপরাধী হিসেবে নাম ধরে।

এখান দিয়ে যাওয়া সময় একের একের মাঝে আসে। আবার তার বাবাকে বললেই আঙ্গরাজ না। একটি বালকেন লাভিকনির।

'আপনাকে সব কথাই বলার সে আসলে বিশ্বাস কিছু না।'

'ওহ', বিন বার্তা বললে উঠিয়ে।

'না—না—ওর নাম আমার অনেকেই জব হয় কেন্দ্রে একবার হারিয়েছলাম ওঁর একটি জেলে ছিলো আমার সে তেমন তালো না।'

তার চেয়ে কিছু বোঝি, বিনেন গ্রাইন বললেন। 'ও সব সময়েই কাম্লনা করছে। নামা যা প্রায় তা একবার কোথায়ও গেছে ও। একবার অপসারণের একটা জেলে অন্যতম জন্য—এই ধরেন কিছু। অবশ্য এসব ব্যাপারে অধিকশ্রেষ্ঠ অনেকটা উচিত। তারা করার হারের নতুন করে চান না। তাই তারা একে ফেলে তালো—কি বলে শান্তি হয়।

গুলো জেলে পাঠালেই বাকিরা সবধান হতে পারে আমার বালে। সে একবার চেকও। সে চেক তালো বলেছিলো, চুরি করেছিলো। সম্পূর্ণ বাড়ো ছিলো। ধরে দরে বলে যিনি আমার পাথর। তিনি ভয়ানক, হেলের পরিবার বললে আগে অপসারণে সে নাথা।

মন: রিয়ালেলে বেথেটা সজন করে ছিলেন। তার জন্য কথা জোগাড় করিয়েছিলেন, অধিবাস বিখ্যাতি।

তার কাছে এটা সিদ্ধান্ত আইন হয় একটি তবে তিনি সেটি দূরত্বে দিয়ে চালিয়ে। আমার হয় একবারের অনেকেই বললেন এই ব্যাপার অন্যতম কিছু তামার ঝন্ড্য পড়ে হয়। কখনও কখনও বাইল দুর্ব, আমার কথন প্রকাশ বাইল করতে। কোনটা আমার একবার বাইল দুর্ব। তবে এই
এনকার রাগকাছি না। যাই হোক, বোরাট একাধিক এক কম্‌ন্নুর সত্তে দেখা করতে না—কিন্তু আমি তাদের অনুমান নিরন্তর অনন্তু করলাম। আমারা পূর্বের কাছে যাই এ জন্য, পরিস্থিতি নিয়ে কিছু করলাম। সরার অনন্ত তোলপাড় করলাম—কিন্তু তার হাতে পেলো না। আমারা, ওরা, সবাই কাগজে বিভাগন গিরেছিলাম—আমা বললে। সে সত্তেই কেবল হেলে বন্ধুর সত্তে চলে গেলে। তারপর হেলার মতে আপনি তত্ত্ব বাইরের সত্তে পুরো গিয়েছিলো হাইকেলের উপর—বিশেষ কিছু অন্যের জন্য, অবশ্য তোমার সফল ছিলো না। তোরিটিকে সাড়া তার গোপালকে বাইকেলের হতো একপ্রকার সত্তে তারই প্রতি হতো তেলে গিয়েছিলো। কিন্তু তার বন্ধু সফল বিলেল না, তেলকম্ব না পূরুষ না মনে তার মতে পাইএক সত্তে একটা অভাবের কাঠার কাঠে কোন এক পাপের ভিত্তি হতো এক পাপের। কোটেলটাকেই সন্তান করতে বেলে হলো—সে তোরিটিকে ছিলো। তাকে সন্তানের করতে মাথা পুটিরে শেওয়া শেওয়া। তারেও কিন্তু, বিশেষ দীর্ঘ ছিলো, একটা অংশকেটি। ও কাপড় জলা আর হাতেকক্ষ। তাই স্টেল তোরিটিকে থারতু বেলে করতেন। তিনি তার দুষ্টার অন্যে তার কথাই জেনেছিলেন।

‘আমি ধুর্বিত’, মিন মার্পল বললেন। সারাই আমি ওঠাবিত। বলা করে আপনার বন্ধুকে বলবেন আমি অনন্ত না। আমার ধারণাই ছিলো না।’

বোল। ইনকোরেট

মিন মার্পল ধীর গতির পাড়ার উত্তরে ব্যাপারটি চূড়ান। স্টেল আঁচলে আসা হলো, সারাই পূর্বন্ত অবঘটন আমার ধারিত অবস্থা সত্তের বাইরেই ইনকোরেট বস্বর। তিনি পাঁচ বৎসর তোলালাম। যেমন স্টেল মিন প্রথম বাছিল। তিনি বোকানগুড়া বেলে চললেন। এখান একটা বোকানের সাথে পাথাতে গৃহ্বদে সত্তের পাপের আর বাইকেলের হাতেই বিঘু হয়। কাকাকোর সাথে একজন কর্মকর্মের মহিলকে বোকানের বাইকেলে ছিলো।

মিন মার্পল বোকানে প্রথম বাইকেলের মহিলার সাথে এক দেখা হলকা।
থোলানির পক্ষ নের কালেন । তিনি আমাদের তার পদক্ষেপ একটা অ্যাংকেল যুক্তের পিপিল্লে দেখে দেখে দেখে । পলেমের মধ্যে মেলানো হলে কূলকারী হয়ে হয়ে গেলো । মায়েনামালির নাম ভিন্ন মেলানো মেরাপপি । তিনি এই সময়ের বিষয়ে যথেষ্টই আলোচনালগ্নে তিনি তাই সম্পদায় আর আসার সামান্য সম্পাদন সংস্কারের বিষয়ের সম্পাদন নেয়ালেন ।

'বর্তমান পরেই মাছ হিসেবে গাড়িলালাের চোখটিকে আলাদা হয়ে পড়ে আর গাডিতে অন্তত পায় । আমার মনে আছে একবছরে তিনটা পাপার গাড়ির দূর্বলতা । হঠাৎ হয়ে একটা হোলে মারা যাচু, এক ভূললোকের হাত ভাঙ্কে । আর একজন মিস্টার জোকাস তিনি আলাদা অন্ত আর কালা । তিনি মিস্টার কপিল শেখেন না বা মেলানো নি । একজন সাধারণ হয়ে চেঁচাসেরা হয়েছিলে । কিছু ততক্ষণে তিনি পিপিল্লে ম্যানারসাহেব মারা গেলেন তিনি ।'

'এর অভিযুক্ত কথা', মিস্টার মার্পল বললেন, 'বারুণ বিশ্বাস ব্যাপার ।'

'আমার মনে হয় করেনার এসব ব্যাপারে আজ কিছু বলবেন ।'

'আলাদা করি', মিস্টার মার্পল জেরান বললেন, 'সাংবাদিক হয়েও এ অতি সাংবাদিক এক ঘটনা । একে অনেকে আলাদা পাপার গাড়ির দূর্বলতা যথেষ্ট বেড়েছে । পুলিশ একটু ঠেলে দেওয়া—পাপার তাতেই গাড়িতে দূর্বলতা করে ।'

'ওই, এই, হোলের একক হয়ে যায় । এর আমি কখনও করতে যেখনি নি ।'

মিস্টার মার্পল পুলিশের নির্দেশ কথায় হলতে লাগলেন । আলাদা উপলব্ধ রোগের

'এটা আমায় অন্য নয়', তিনি বললেন, 'এটা আমায় এক নাতির কথা । বুলেনে তো । সে কলাবদ্ধ পলাশকের চার । গাড়ি লাল রঙের পুলিশকরেই হয় পলাশ ।'

'হোল, আমি আলাদা গাড়ি রঙের জিনিসপত্ত পলাশ করে । তাই না ।', মিস্টার মেরাপপি শ্যামাকর বললেন । 'অবসানের কথা নয় । আর কালো জনি পলাশ করে । কালো বা গাড়ি নিল । অথ উপরে বিকে উল্লাস রঙের কথা চার ।'

মিস্টার মার্পল নবনী কাটা উপলব্ধ রঙের এক পুলিশকের কথা করবার কালেন । এখানে যে কালো রঙে পুলিশকের আর আলাদা শেখান আছে, তবে কালো আর লাল কোনো পুলিশকের শেখানা হয়নি—আর কেবল ।

১৩০
দেরক্ষাই রাখা হয়নি। আরও করেক্ষা তিনি দেখে দিঃ দিঃ দাঁড়ানো
বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন—ক্রম ক্রম অবশেষ আলোকচার করেক্ষা করেন
ক্ষত্র তিনি বলে ফেললেন—সব এই আলোকেই।

‘তারা লোকটিকে শেষ পর্যন্ত ধরে ফেলে’, মিসেস মেরীপিন বললেন।
চম্পকের স্বর্ণন একটা ছড়া—এ রকম করেছে তাকে বাহির হয় না। তালো-
ভাসাই সে মানস হয়। কিছুবিধ দিয়েও চুকেছিলো। ওর মুখেও মন দেখো।
ওরা তাকে কৃত্রিমে বা একটা কোনো পাঠানো। আমার ধারণা ও মানসিক
রোগী—পাঁচ কি ছটি মেরেই ছিলো ওরা বলেছে। পুলিশ বংশ অস্পর্ধাহয়ের
ছেলেকেরই করেছিলো। ওরা তেরেবছিলো একজন জিউটো গ্রান্টে।
নে বড়বাড়ি একটি কেমন কমেন। স্কুলের মেয়েদের সঙ্গে থেকে ফিরে, করতো নে।
তবে না না। এর পরে এলো বাড়ি টিকিযো পাইলাম। তবে সে দুবাই অন্য
আরাম ছিলো, তার অন্তঃহৃদ ভাবা যায়নি। আর শেষ পর্যন্ত ধরা হলো—
কোনো নাম ছেলেটির। তিনি মনে পড়ছে না। লিথুয়া বা মাইয়ে, এই রকম
ফিক্স। চম্পকের বেষ্ঠে—তবে বাড়ি খারাপ রেকর্ড ছিলো। হৃদ, চেক
আর এই সব। তাহারা হুটে, বাপ হওয়ার বাপার বুকে আঘা কর।
বাচন, আমার কোনো সেখানের ব চা হত যায়। এসব বাপারে লোকটাকে ঠাকুর
বিতে ওরা বাধা করে। হেলেটটি এর আগে দুটি মেয়েকে এ রকম করেছিলো।
পারিবারিক পাখাই।

‘এ সেটিকে কি ঠাই’?

‘ও হাঁ, সেও ঠাই। আমার প্রথমে ভোরছিলাম বখন এখানে পাট্টা
ছেলে একে পাট্টা পড়া দেখে দেখতে সে সব।’ এবং মিসেস মেরীপিন বলতে
ছেলেদের পিছে নেওয়ার পর বুড়ো ছিলো না। সে বাড়ি থেকে একই রকম
বন্ধ অধিষ্ঠা হারে যায়। কুই আন্তনো না সে, সে কোনো ঠাই। ঠাই সেখান
খারাপ পরে এই দেহে পাট্টা বায়ো হয় ওরা ভোরেছিলো। প্রথমে ঠাই ঠাই মেয়ে?'

‘কেন তা তার’?

‘না–সম্পর্ক অন্য একজন ’

‘এর ছেন আর পাট্টা বায়ো বায়ো’?

‘না। অনে হয় কোনো হতো বায়ো, অনে ওদের ধারণা নেটা নেটি
ফেলে ফেলেছে নাই। এক বায়ো পাটো’? আরাম করতে পারেন না কোনো সেটা
বা এই রকম কিছু, পুলিশ কি পাটো বায়ো। একবার আরাম ভোরেছিলাম,
পুলিশ বায়ো, সেনার পাঁজরি, কিছু কিছু সেটা না কোথায় ফেলে পাটো

১৩১
নিয়েছিলাম। সৈ কোন কিন মাটি বড়ুমেই হরতো পাকে কোন মূর্তচে বা সেভার পরিচ, কে আমি। এ জবিন সাতাই বড়া খরতো কেন। সাতাই বর্তমান। কি আসছে আপানি বলতে পারবে না।"

'এখানে আমার একটি মেয়ে ছিলো, সে এখানেই খাবে, তাই না?' মিস মার্পিল বললেন, 'বে খুন হয়েছিলো।'

'সারা মানে বলতে চাইছে যার বহে প্রথমে সেয়ার বড়তে জেবেছিল। ওয়া? হার। আমি ওর নাম এখন কুলে গেছ। হোপ মনে হয়। হোপ না খ্যাতিত। এই ধরােরই কোন নাম। তিড়িলের বসে খুব বত্তায় হতে অজানাত ধর হয় না। ও মায়ার হুটের খাবে। ও বাপ না মায়ার বাড়ির পসো ও ওখানে বাস।'

'আ বাবা না এক বেগমেতর ধরা ধর, তাই না?'

'চিন। র্পোন বা ইতালিতে উড়ে চলে কোন কেন কোন।'

'আপানি বলছেন সে এখানে বাস করতে এসেছিলো? ওরা কি তার কোন অভিজাত?'

'তা আমার জানা নেই', তবে ছিলেন প্রাইন সত্যেও ওর মারের দুহ বল্লেন। ছিলেন। ছিলেন প্রাইন অভিজ্ঞ বিবাহিতা, তার বাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তবে ছিল কোটিনয়া—তিনি সরাসরি বড়া, যাদ যাদ—তিনি মেরুটেক খুবই বাজায় বাসতেন। তিনি তাকে বাইরে নিয়ে যান, ইতালি আর কালে সে অন্য সব নাস্তাগার। তাহরা তাকে তিনি টাইপ করত আর সময়ায় পিত্রিয়েরই ছিলেন তার হাত আবার। ছিল কোটিনয়া খুব ধিকী হেন। ও মেরুটিকে বাঙা বাজায় তাদানতেন তিনি। সে অঙ্গের কাঙে তিনি খুবই ভেজে পড়েন। ছিল আমাদিতর চেয়ে মিন একবারে আলাদা—'।

'মিন আমদিতরই সকলের হোট, তাই না?'

'হার। একটি কেস কেন, লাখে বাল। সারে তাকে তাকে বেছেতে পালেন একা একা নিজের মনে কথা বলতে বলতে চলেছেন আর মাথাটি একবারে কেয়রে চাইছেন। বাকারায় সারে তাকে তাকে বেছে বেছে করো পার। তারা বাল সে কেন একটি কেস অস্ফুর হয়েছে। আমি অভিজ্ঞ আমি না। প্রাইন অভিজ্ঞ বা ধরে বারায়। ওখানে বা খুজ্জুতো ঠাইবুরা এখানে ছিলেন তিনিও একটি অস্ফুর হয়েছে ছিলেন। একার বারা বাজাবে নামসহর অঙ্গের। তার কোন কাবামই ছিলো না। নিজেকে বাহির করতে চাইছেন।'

'কিন্তু ছিল কোটিনেন্ট অস্ফুর না?'
'কে না তিনি পুরুষ চালাক। প্রকৃতি আমি অভিনন্দন করেই আমার কিছু। ক্ষেত্রেথায়ের রেখে চালান পারস্পরি আমি যে চালান করতে ছিলেন। তবে তাঁদের সেই মিনেও, কি না বলেন, তাঁকে বেদেই তাঁদেরছেন। —বলে সন্নত কেন। নিজের মেয়ের মতোই তাকে তাঁর তালোবসনতেন। তাহলে এলো সেই বাইরে বা কি বেন নামের ছোটদুটো—

'এই কাছে তিনি, তারপর একজন কাজে কোন কথা না বলে কোথায় চলে দেন। তবে আমি না মিস ক্রোটিলড়া আমন্ত্রণ কি না সে পারিবারিক গোষ্ঠে কি না।'

'জুনে আপনি আনন্দেন', মিস মার্পল বললেন।

'এ, হাঁ, আমার দেয় অভিনন্দন আছে। আমি বুঝি কোন মেয়ের একজন। এতে চোখের সাথে পারিবারী। এটা কে আমি নয়, ওষুধের চোখের চাহিদা দেখেই বোঝা যায়, তাহারা কিছুতেও ওরা হাতে চলে, কথা বা পান্নলির ওরে এই সব দেখে। ও হাঁ। তখনই বকুলিলাম, এ হলো এই জোকে আমা একজন। মিস ক্রোটিলড়া তাঁদের মেয়ের সারাদুটো করত হয়। এতন্তে তিনি প্রাণ তেজে পড়লেন। এরপর করে সন্ধান তিনি অনুষ্ঠান হতে যেন। ধবে ভালোবসনতেন মেয়েদেকে তিনি।'

'আমি এই অনাজন—মিস খানীভাবা?' মিস মার্পল প্রশ্ন করলেন?

'চরার খেয়াল, আমন্ত্রণ, একে দেখে মনে হচ্ছিলো বেশ খুশির ভাব ওর মধ্যে তালো।—সে বাকে বেলে বেশ খুশি মনে হচ্ছিলো। ধবে ভালোবসন হয়। আই? চার্মি মুহুরের মেয়েদেকেও তিনি এনে বেঁধেছে। সব সময়ে ও অনেকের মনে যেখানে চাহিদা। অক্ষুন্ন কাজে।'

মিস মার্পল বিষয়ে জানিয়ে বেঁধেন কখনও হাতে না মিটাতে আছে তাই মনের চেয়ে চললেন তাঁদের। জোসলিন সেট মেয়ের ভাবনার আর সাধারণ বেঁধেছিলেন মেয়েদেরের করে।

মিস মার্পল ভাবে দুই কিছু ভাবে কিনিলেন তারপর একটি পোস্টকার্ডের তাঁকে দেখে মানে পেপারব্যাক বহিরের দিকে নামে ছিলেন। একজন মহারাজর্ক সহিল। একবার কিছুটা বার আমন্ত্রণ, কাউন্সিলার কিন্তু ছিলেন। তিনি মিস মার্পলকে একথা বলে তুলে নিতে সাহায্য করলেন, যেটা একটি স্টেপ হয়েছিল।

'মানে মধ্যে আঁকে যায়। সবলে তাঁকে তাঁর মতো না, তাই।'

মেয়েদের ফিক এই মুহুর্ত কেটে ছিলো না। মিস মার্পল অন্যথা বিশ্বাস
বত্তায় বাপ্পটি মাটির এক নং মেঝের রস হাত্না ধৃত বায়া পাল্লে থাকে পল্ল এক লংফর্ন হরিন্দর হাতে বাড়ে নিয়মিতযান।

‘বাপ্পটি’, তিনি বললে উল্লেখন, ‘আজকালকার এই সব ভরা জিনিস আমার তালো লাগে না।’

‘পাল্লা বর্মুলার আজকাল বড়া। বাজারলী থাকে’, মিলেন ভিনিগার বললে উল্লেখন। ‘সবকল এসব তালোবাসে না। তবে অনেকে এইসব মারাখানা পড়েন করে। এটা আমাকে বলতেই হবে।’

মিল বিনামাল্লা আর একটা বাঁ ছুললেন। ‘বেলা জানের খুব কটিয়েছিলা।’

তিনি নামাটা পড়লেন। ‘এস নাই এ পূর্ববীতে বাস করা খুব খুবভাঙ্গ।’

‘এস হবে।’ গলাখালের কাগজেই দেখোন ফেলেন, কে একজন ম্যামি এক স্পৃহ বাজারের সামনে তার বাজারকে বাজে মেলে অর একজন তাকে ছুলে দিয়ে করে।

এক কারণ এসবের নেই।’

পুলিশ অবস্থা তাকে অর প্রয়োজন পেয়েছে।

তবে ওরা একই কথা বলল তার সে সম্পূর্ণ বাজার থেকে হাঁস করাই হোক বা বাজার ছুলে মেজান্না হোক।

মিল সাপর্ল চারিদিকে একু টাকালেন—বাবর তখনও খালি। তিনি জানলার বিশেষ সমীক্ষণ মানিয়ে।

‘আপনার যাত্রা বাস্তব না থাকে, তাহলে আমার একটা প্রিয়ের জবাব দেবেন’, মিল সাপর্ল বললেন, ‘আমি কবরে বোকার মতো কাজ করে ফেলেছি।

ফ্লাম হতে গরুরায় সব ছুল করছি।’ এটা হলো একটা মানের জন্য পাঠানো একটা পাশার।

আমি ওবর কাগজ পাত্তাই পুলিশ গলাখালের পশমি জামা এইস্ব, আর ঠিকানা লিখে পাঠাকের দিয়েছিলাম—আমার জন্য সুকালের হত্যার কল্পনা ছুলে উপরে ছুলেছি।

আমার মন হার না আপনার পাঠানো পাঠানো কোন তালিকা রাখতে—নব ভাবনাম করও হয়ে তাতে দৃঢ়তা মনে পারে।

আমি যে ঠিকানা লিখে দেব চেয়েছিলাম তাতে হলো যে ইভিয়ার্স আমি এমসেসাইড ওয়েল কৃষি ক্যাম্পাস আনোম্যান।

মিলেন ভিনিগার একবার বলেন ‘দূর্বলতা টাকালেন, মিল সাপর্লের

অবস্থা আমি পার্থিব অবস্থা। বলে তার মন পড়তে চাইলো।

‘আমার নিয়ে এসেছিলেন?’

‘না—তার নয়—আমি পরেনো এই অমিঠার বাজিতে অহিষ্ট—দেখে একজন মিলেন প্রাইসই বলেছিলেন তিনি বা তার এক মোন পাঠানো দেববেন।’

‘বিজ্ঞান। দাবীতে চিন। শবলবার্ল হবে, তাই না? না, মিলেন প্রাইসইর’
হাঁ, হাঁ, আমি হব—

আমার পৌরুষ মনে পড়ছে। একটা তালো আঁকার বাক্স—বেশ তারিখ হব। তবু এই উন্নয়ন আসসিরেনের নর বেষম বললেন—একবার কিছু, আমার মনে পড়ছে না। এই ছিলো রেডারেড মান্দুক—কিছু অফার্ম উইলেন অ্যান্ড চেকারস উইলেন ক্রোমিং আপলো।

ও হাঁ, মিস মার্পাল দুর্দান্ত হজু হবে হাসি ছাড়া অন্য করলেন।

ঠিক মনে রয়েছে নেরোহাঁ। আমি ওরে আলামের উপরে কিছু জায়া
কাপড় ইলেক্ট্রার নামে বড়বাট সময় যার ছিলাম, তাই নিবৃহশ ধুল
তিলানা নিয়ে ফেলেছিলাম। আর একবার ওটা বলবেন? তিনি নেটেবাইরে
বল করে লিখে দিলেন।

আমার ভার হচ্ছে পাশেলাটা বোঝ হয় পাতানো হয়ে গেছে—

ও হাঁ, তবে আমি হুলের কথা জানিয়ে লিখে পাশেলাটা বকয়েড‘
আসসিরেনের ঠিকানার পাঠাতে বলতে পারি। আপনাকে আজকে
ফলাফল।

মিস মার্পাল পারে পারে বেরিরে এলেন।

মিসেস তিনিগার তার পরবর্তী কেন্দ্রের জন্য টিকিট এগরে দিতে দিতে
বলে উলালেল, এবার হাঁড়ি। মনে রে সবসময়ের জন্য জুল করাই এর
অজন।

মিস মার্পাল ডাক্তার হচ্ছে বেরোতেই তার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে এমিলিন
আর ওয়ার্লান লুকাফের।

বোরানাকে ফাকাশে আর চিকিত্তল লাগানো।

‘আমাকে সাক্ষাৎ দিতে হবে’, তিনি বললেন, আমি জানি না—ওরা কি
জিজ্ঞাসা করবে? আমার একবার হয় লাগছে—আমার তালো লাগছে না।
আমি পুরস্ফের সাঙ্গেতেক বলতে আমাদের মনে হয়েছিলো আমরা
ফলাফল।

‘চিকি করো না, বোরানা’, এমিলিন প্রাইস বললেল, ‘এটা পাঠং করোনারের
তদন্ত।’ চল্লেক চক্ষার মানুষের একজন ডাক্তার মনে হয়। তিনি করেবাটা
প্রস্ত করেননি আর তুমি বা দেখেছো তাই বলবে।

’চুপিচুপি বেরোছেন’, বোরানা বললে।

’হাঁ, আরও বেরোছি’, এমিলিন বললে, ’অতঃ আমি বেরোছি ওদের।’

১০৫
পুনর্ব্যাখ্যা দিলা। এই পাঠের চিহ্নের কাঠামোই। একাধিক স্থলে, বোঝানা না।

"আমার এক্ষেত্রে হেরেলের দর অনুপস্থিত করে যেতে হবে এখন বললে। এখন আমার তো নির্দেশিত কিছু সেদী এক্ষেত্রে বললে। আমি আমার দর দায়ে সব জিনিসপত্র দেখে দেখে না।"

"আমার মন হয় ওয়া না। সেই বোঝার বর্ণনা মতো কমলা কাঁটা পুলুন-চারের রঙ দিয়েছিলো। এই দৃষ্টি এরনে হয়ে আমার মাহাবধার করণ হয়ে পড়েছে। বোঝার যাব হাল-কালো নকশার মাঝে তাকায়া ফ্লাক্সে সে কথা বলতে না, তাই না? এটা কাজে আর গড় লাগাই ছিলো, তাই না?"

"আমি জানি না।"

"আমির আমি না একলিন প্রাইস বললে। "আমি রঙ সম্পর্কেতে জেনে কিছুই জানি না। মনে হয় ওটা পার কোন রঙের ছিলো। এটুকুই যায়।"

"ওরা একত্র কিছু পার্শ্বি, বোঝানা বললে। \[আসলে আমার করে আমার বোঝায় বাল্লাদে বেঁধা মাঝে নেই। যেথাও প্রত্যেক ফ্লাক্সের নেই। করাতে যাত্রায় তেলে যেটা না। কাজটি আমারের পরে এরকম কিছু পাড়ের কোনো বোঝানা। তুমি বেঁধেছে।"

"না, তা বোঝান, তবে আমার দায়িত্বে ভেঙে যায় মনে বাধ্যতাম কিছু। একলিন প্রাইস বললে। "নাল বা সবচেয়ের তুলনায় আমি বাধ্য না।"

"না, তুমি একটি রঙ কানা তাই তো? আমি সীমানে এটা লক্ষ করে-বিদেয়ে না। বোঝানা বললে।

"ফুলি লক্ষ করেহে একবার হাঁচে।"

"আমার হাল মুক্ত। আমি আমার চেয়েছিলাম ফুলি বেঁধেছে দিল। ফুলি কলার একটি সবচেয়ে রঙের দেখেছে, অথবা তারার ফুলি এক বললে। আমি ওটা থাকার দিনে এমন হয়েছিলা। কিছু ফুলি আমাতে না তুমি রঙ

"বাকা, আমি রঙ কানা এটা বলে বেঁধিও না। আমার পাঠের বাকার

"ফুলি কলার দিনে এমন হয়েছে দেখে দেখ।"

"ফুলি কলার দিনের দিনে বেঁধিও এটা বলে কোন রঙ কানা, বোঝানা বললে। এটা সীমানে বোঝানের বাকার। বোঝানা সত্যিত্বের আমিটে বললে। এটা হেরেলের মথ বিশেষে গুরুত্বের ভিতরে থেকে বেরিয়ে আসে।"
ফুল একবার বলো এ মেন হাম', একলিম প্রাইস বলে উঠেলা, 'বাক, আমা এনে যেলি ।'

'কিন্তু মনে করলে না তো?' গিজিতে উঠার মধ্যে বোরায়া বলেলে।

'আমাই না। আমি কোনোকিং ইসকোরেন্টে অলিংসি। প্রথম দাঁর এলে বেশ আলোয়াই যাখে কিন্তু।

ফুল সেকারা একদম মহযুবের মাঝে। বাদামি রোপালি হল আর চেয়ে চললা। প্রথমেই পুলিশের সাক্ষাৎ, ভারপর ভাসার সাক্ষাৎ করলা হলো মিত্রকের ভাসাতের মনেই মুখো অঙ্গের। বিল্লি স্যাপ্লেন তোর নামের সব বাস্তব কথা, ওহিলি বিকেবে বিভাগ ঘটনা ঘটলে সেলেই জানলেন। তিনি জলুলেন মিন টেম্পল, ভালোই হচ্ছে পারেন। বলের সকলে এক পরিচিত পথ ধরেই এগিয়ে চলেছিলেন প্যাকাডের বাকে, বেটা এরে- বোকে মূলো। সিরিয়াল গিয়ে অবর্ধ উঠে গেছে। এটা এলিজাবেথের বামের।

এর একটি পাহাড়ি বাঁকই আছে বোরায়ার অতীতাত্মক। এ বাকাটা একটু সৌন্দর্য পাড়াই। অল্প বর্ষের ফেলেনের হোটারটি করতে কাজে গুঁট এ বাকার। ধরোমরের স্বভাবতই সব বেলি লাগে। মিন টেম্পল একটু বিচিত্রে সকলের শেষের দিকেই ছিলেন। তিনি এক মিন ও মিনেন বাজারের নাম করে বললেন। তাকে, বাঁক সকলের বেশ হওয়ার অন্য অন্যায় হতে দেখা লাগে ছিল। শেষ পর্যন্ত তিনি সকলকে কাজের সুঃ স্বত্ত্ব এলিয়ে পাহাড়ি পথে উঠে যান। একটা বাঁক হ্রদে তিনি এগিয়ে যান। ঠিক অনেকই বাঁক সকলে একটা অতিনাম ডুবে হুত হুত যান আর মিন টেম্পলকে বাইতে পড়ে দাঁতে যেপেন। বিশাল এক বড় পাথরের চাই পাহাড়ি বাঁক থেকে আলো হয়ে গিয়ে নেমে মিন টেম্পলকে আবার করে ছিলো।

'আপনার কোন ধারণা ছিলো না ওটা ঘটনা দা অনা কিন্তু?'

'না। এটা ঘটনা ছাড়া আর কি হত পারে আমি বসরৎ পারাই না।'

'আপনি পাহাড়ের তাঁকে কাটা কিছু পানানি?'

'না। যাঁরও দেখে দৃষ্টে না খাসে ঘরায়ের করে। কিন্তু ওরিয়ার বিকেবে কাটা বোরায়া নি।'

এল বোরায়া রকেটকে আহ্মন করা হল। নাম আর বাড়ন বাজারের পর তাকে প্রতি মুক্ত করলে ফল সেকারা।

'আপনি বললা সবসময় সব হটাইয়েলা না?'

১৫১
"না, আমি রাজ্য ছেড়ে চলেছিলাম। আমি অন্যায়কে দেখে একটি আলোকে চলেছিলাম।"

"আপনার একজন সহিত ছিলা?"

"হাঁ, ভয়ে আমি প্রাইস।"

"আর কে আপনাদের সঙ্গে হটিয়েছেন না?"

"না। আমি হটিয়ে একটা মুল বেঁধেছিলাম। ওপরে একটি অসাধারণ ছিল। একটি বোটানিতে আগ্রহ আছে।"

"আপনারা কি বলেন অন্যান্যদের চোখের অস্ত্রাল ছিলেন?

"না সব সম্ভব। ওরা প্রথম পথ দেখেই চটিয়েছি। আমাদের একটি নিচে।"

"আপনারা মিস ফ্রেঁগলে বেঁধেছিলেন?"

"চাইতে মনে হয়। তিনি সকলের আগে চলেছিলেন, আমি মনে হয় তাকে বাঁধতে বাছার সময় একটি বেঁধেছিলাম। এরপর পাহাড়ের অভ্যেস চলে মাত্রা আর লক্ষ করে পারি।"

"কাউকে আপনাদের সামনে পাহাড়ের বিশেষ উচ্চতা বেঁধেছিলেন?"

"হাঁ। অনেক চাইয়ের কাছে। পাহাড়ের চাইয়ের বড়ু পাথরের চাইছি।"

"হাঁ, জ্যাঘাটক বললেন, আপনি যে জায়গায় বলছেন সেখানে ওজন আছে।"

"আমাদের মনে হয় মানুষকে অতি উচ্চতা ছোট তেলের মতো লাগ।"

"আপনি ওখানে কাউকে বেঁধেছিলেন?

"হাঁ। কেউ পাথরের চাইগুলোর উপর যুক্ত ছিলো।"

"তোলেছিলেন বলতে চাইছেন?

"হাঁ। আমি আশায় মর তাই বেঁধেছিলাম। সে ধরের বির থেকেই চাইছি। ওপরে এতে বড়ো আর ভাবি তাই ভাবছিলাম কেউ চাইতে পারবে কিনা, সেটা অস্পষ্ট ছিলো। তবে পরের বা প্রাইসকে বেই চাইলে যাকুত পাথরটা একটি আলগা অবস্থায় হিসলো।"

"আপনি প্রথমে পরের বলছেন, পরে পরের বা প্রাইসকে বলছেন, মিস ফ্রেঁগলে। আসলে কে ছিলো বলে তাবেন?

"সাধারণত, আমি বেঁধেছিলাম—আমি বেঁধেছিলাম লক্ষিত প্রতিক। বা প্রাইসকে বেই বাঁধ তার দেখে টাউনার আর প্লাস্টার ছিলো—আমকোট।"
পড়ুল্লাদের রঙ কি রকম ছিলো?

'কিছুটা গাছ নাল আর কালো নকশা। লম্বা কিছু দাগও ছিলো—
সেটা পুরুষেরই হওয়া সত্ত্ব।'

'বন্ধুই হতে পারে।' পুনরায় বললেন ভঁটা স্টেফল। 'একবার কি
ছিলো?'

'একবার এই পাখনাটা পড়াতে পরে, করলো বড় স্বত্ব।' আবার
এলিনকে বলেছিলেন যে, 'এটা পাখাটা গড়ে নিচে পড়বে।' তারপরেই তার
পড়ার গ্রাহক আওয়াজ শুনতে পেলাম। মনে হলো নিচে থেকে একটা
অন্যদের শুনলাম, সেটা কমনাও হতে পারে।'

'কিছুথাকে বিষ হলো?

'ও, তারপর আমার বাইটা একটু বড়লে ছাটটে বেড়ে গেলাম। পাখনাটাকে
কি ছিলো?'

'বিষ ছিলো নি?'

'আমার দেখা নিশ্চয়ই ভাই। বাই বড়লে আসিলেন তাদেরও কেউ
হতে পারেন। ওয়ালি কি সাংবাদিক।'

'হঁটা তারপর আমার বাইটা একটু বড় ছাটটে বেড়ে গেলাম। পাখনাটাকে
কি ছিলো?

'তারপর আমার বাইটা একটু বড় ছাটটে বেড়ে গেলাম। পাখনাটাকে
কি ছিলো।'

'আমার দেখা নিশ্চয়ই ভাই। বাই বড়লে আসিলেন তাদেরও কেউ
হতে পারেন। ওয়ালি কি সাংবাদিক।'

'হঁটা, তারপর আমার বাইটা একটু বড় ছাটটে বেড়ে গেলাম। পাখনাটাকে
কি ছিলো?' 

'তারপর আমার বাইটা একটু বড় ছাটটে বেড়ে গেলাম। পাখনাটাকে
কি ছিলো।'

'অপনাদের যাদুচীনের কেউ হতে পারে?'

'ও না। আমি নিজে তাদের পেশ করে চিনতে পারতাম।
আমি নিজেই কেউই লাল-কালো পুললেটার পরেন।'

'স্টেফল, মিস রুফোর্ড।'

একবার এলিনকে বাইটা হলো। তার কাছেই বোয়ানার যেমনই
একবার রকম।'

ফাতেমা একবার রাতে হলো যে এলিনের খেলার কিছু পরিসীমায়।

১০১
করেছিল তার গোটা নাকা প্রকাণ দেই, তিনি তাই ইন্ডিয়ান মূলতানি রাখলেন।

নতুনতারূপ। দিল মার্পয়ির একটি সাফাসাফায়

ইন্ডিয়ান থেকে গোল্ডেন বেল হোটেলে কোন অধিক কথা ছিলো না। গ্রেসেন ওয়ার্নেন্ট মিস মার্পলের পাশেই বসেছিলেন। বেহুলো মিস মার্পলের দেওয়া বসেতে পারেন না, প্রতাপবেঝা তারা একটি বল থেকে পিছিয়ে পড়েছিলেন।

‘এলেনকি নির্দেশ ফি’ শেষ পর্যন্ত মিস মার্পল একে প্রশ্ন করলেন।

‘আইনের কিছু বিষয়ে না আমাদের?’

‘আমার অনেক হয় দ্বীপটি’, মিস মার্পল বললেন। ‘কারণ একটি অন্যান্যকে কুইটের মধুরে থাকে।’

‘কথায় এটার এখন পুলিশের আরও তত্ত্বাবধায় ব্যাপার, ওই মার্পলের সাফাসাফায় উল্লেখ নিজের করে।’

‘হ্যা তাই।’

‘আরও অনেক প্রশ্ন করলেন। ইন্ডিয়ান মূলতানি হতোই। কর্মোল্লাশ প্রশ্নের মূল্য হচ্ছে একা রাস বেহুলো কেউ কেহ তাকে আশা করিনি।’

‘না, সেটা বলেছে। তাই সাফাসাফায় আপনার কি বলন হলো?’

গ্রেসেন ওয়ার্নেন্ট তার তার সাফাসাফায় বসিয়ে মিস মার্পলের বিকে ভাবলেন।

‘আপনার এ ব্যাপারে একদিন ধরলা যাচ্ছে, মিস মার্পল? কিন্তু আমার আপনাই জানতাম ওই কি বলবে না।’

‘হ্যাঁ তাই।’

‘আপনার যা বলতে ছিল তা হলো তোদের সম্পর্কে’ আমি কি ভাবছি? বিশেষত এ ব্যাপারে অন্যদিকে আবার আমার মস্তকটি।’

এই মার্পল-মূলতানির ব্যাপারটাই হয়ে আছে। একটি

প্রতিভাহী তাই না? কোন মনোবাহিনী আকর্ষণ করে?’ মিস মার্পল

সাফাসাফায়।

140
হাঁ, দিন তাই।
প্রকোষ্ঠ ও আসনেটেড আরায় হ্রদ নাই দিয়ে তাকালেন। 'আপনার কাছ কি আছে হয়?'

'আবার হয় হয়', জিন্তাপর্ন বললেন, 'এর বড়না আমাদের ছবি মালা-বান এক সুখ নিয়ে পালে।'

আমা দোকানে এসে পৌছালেন এবার। সব সাজে বায়োটা বেলেছিলে তাই জিন্তাপর্ন সাঙ্কেতিক হলো। বায়ারের ব্যস্তা করেছিলেন মালাবান তার আদেশ। তবু, দোকানের রান্নার অন্যান্য সুরা পানের ওপর জিন্তাপর্ন সাঙ্কেতিক কিছু নেবো করার অন্যা প্রস্তুত হলেন।

'আমি করনায় এবং ইয়েপেট্টের ডগলারের পরামর্শ নিয়েছ,' জিন্তাপর্ন সাঙ্কেতিক বলতে দুর্গ করলেন। 'দেধরু, মকড়কাল সাক্ষা পড়েছেই প্রথম কথা হয়েছে, সেই কারণে আমাদীকাল এলে একটারা নিজের জ্ঞানের জ্ঞানের আন্তরিক হবে। আমি হানির ভাইকার মিঃ কোটিনির সেই ব্যবস্তা করতে বাছি। এর প্রধানেই আমাদের প্রাণ পুঁত করা আলো হবে। এতে একটু সরল পথই নেওয়া হবে। যু-একজন সম্ভনি করতে ইচ্ছে আনিএলেন। আমি এ নেপালের সাথন করি। এই হিসেবে অত্যন্ত দুঃখেরক ঘটনা। যদিও আমি নিজের কাছ মিঃ টেলেলের সুত্তা দুর্বলতায় করলেই যাচাই হবে। এ ব্যাপারে অনাবশ্যক হয়েছে। পাপপটা সরল প্রকল্পে কলেন—তার সেক্ষণ একটু এসে বলা উচিত। এটা আপত্তি অন্তঃনে মিঃ টেলেলের কোন খান্ন ছিলো। আমার প্রস্তাব এই দুর্বলতা নিয়ে আমার কোন আলোচনা আর করবে না। এতে আমাদের সন তালো ধরতে পারবে।'

একটু পরেই মধ্যাহ্নের সাথ হয়ে আর কেউ একবার নিজে আলোচনা করলো না।

'আপনি প্রশ্ন শেষ করবেন?' প্রকোষ্ঠ ও আসনেটেড জিন্তাপর্ন বললেন।

'না', জিন্তাপর্ন জবাব দিলেন। 'না, আমি তালাবি, যা চেষ্টা করছি তাতে আমার খাদন আরও করেন ধাক্কা মরবার।'

'দোকানে যাবে না খাদন হচ্ছে?'

'দোকানে নিত্য করে মানব হাতেন বায়ার জন্য আমি আর কোন আলোচনা পাই নি। আমি নিজে সেক্ষণ বলতে চাই না—আজে আলোচনা করবেন।

১৯৯৯
আমার বলে যে সেখানে গেলে কোথায় যেতে হবে আমাকে যাতে আমার আছে 

'আপনি নেটিয়েছেন মহীর মুখে ফিরতে চাইছেন না?'

'এখনই না,' মিঃ মাপল বললেন। 'এখনে একটা কাজ করতে পারবে। এর একটা আমি করতে দেখেছি,' তিনি প্রোফেসরের সঙ্গে সম্পর্কে মুখোমুখি হলেন। 'আপনি যাই যেকোন সময় যান ভাইলে আপনাকে আমার আমি কি করেছি আপনি আপনাকে একটা আমিকে করতে 

বললে বা খেয়েই সাহায্য করবে। আমা তো করে এখনে থাকতে চাই তা পরে বললে। বিখ্যাত করার আছে—গান্নক ভাবেই—তা আমি করতে চাই। সেটা কোথাও হাতের নাম করতে পারে তাই এখন উল্লেখ করতে চাই না। আর আপনি?'

'আমি লম্বনে ফিরতে চাই। সেখানে কাজ রয়েছে। যাও না এখানে আপনার সাহায্য লাগলে পারি।'

'না,' মিঃ মাপল বললেন, 'এখনই তা ভাবছি না। আমার বলতে হবে আপনারও কিছু করার কাজ হবে এখানে।'

'এই সময়ে এমন আমার সঙ্গে দেখা করতেই আমি সেখানে ছিলাম, মিঃ মাপল।'

'আমা এখন আমার সঙ্গে আপনার সঙ্গে হয়েছে, আমি আমি বা আমি ভাব আপনি জেনেছেন। আমার আমার নিজের যে কথা করার রয়েছে আমি তা আমি ও কথা। তবে এখনে থেকে আপনি নামার আলোচনা একটা বিষয় আছে যাতে সাহায্য হতে পারে।'

'বলো তো আপনি কিছু ধারণা রয়েছে।'

'আপনি যা বললেন সেটা মনে রাখা ছিল।'

'আপনি খুব সহজ নয় অনন্তে কিছু পরের সেটা রয়েছে?

'বলে যেন', মিঃ মাপল বললেন, আবহাওয়ার মধ্যে সাহায্য কি প্রায় তাহলে মনে মনে বলা কিন্তু।'

'কিছু আবহাওয়ার বে কিছু একটা গোলাম আছে সেটা কোথায় পেয়েছেন?'

'ও হাঁ, বে পরিকার ভাবেই।'

'আমার বিশেষ করে মিঃ টেন্ডলের মতো, যা আমার কোন ভেতরে ব্যক্তি নয়, যেমন সামাজিক বাই তহবে নিন।'

'না,' মিঃ মাপল বললেন, 'এটা ব্যক্তি নয়। আমি বা আপনাকে
বৈচিত্র জানলে সিন টেন্ডল আর করে বলেছিলেন তিনি তাই বিচারের বেড়া ছিলেন।

'চুরই আলাদা ব্যাপার', প্রফেসর বললেন। 'হাঁ আলাদা হই। তিনি বেশ হয আপনাকে জানি না। তাই বাংলা বকোর তা তুমি কাছে?'

'না', সিন মাপল জবাব দিলেন, তিনি বাহ আর একটি কীবত হাড়েন। হযরতো তাহলে আমাকে বলতেন। কিছু দুর্ভিক্ষে মদ্ধু তা তাকে আরেক ছিলেন নিলো।

'তাহলে এ ব্যাপারে আপনি তেলম অসার হয পারেন নি?'

'না। এটা নিষ্ক্রিয় যে তার তাই বিচারের কোন বয় উপলব্ধো হয়নি তারপরই আমি বেগুরা হয়েছি। একজন তাকে, তিনি সেখানে চলেছিলেন সেখানে বেগুরা বিচারে বার সঙ্গে ফেলে করতে চেরি হাও তার সঙ্গে তা করতে বেরুনি। পুলিশ আশা করতে পারে। ভাঙাই একজন এর উপর আলোক-পাত করতে সক্ষম।'

'এই আর এখানে থেকে বাস্ত বাছেন?'

'লোক তাই না', সিন মাপল বললেন, 'আমি নেরা ইন্দ্র নামে একটি খোস্তের সঙ্গে' আরও কিছু জানতে চাই।'

'নেরা ইন্দ্র', প্রফেসর ওরানিটেড একটি দৃঢ় পদক্ষেপ হয়েছে।

'ভৌতিক হাতের সঙ্গে একই সময়ে আমার মনে যে মনের অদৃশ্য হয। আপনার নিকটেই মন আছে কথাটা আপনি আমাকে বলেছিলেন। যে মনের বহু চলে বলত ছিলো আর আরও চেলেবদ্ধ নিতেও বার আপতি ছিলো না। তুমি গতের একটি যেলে অপার পদক্ষেপের কাছে যে আংশিকরীন্ত ছিলো, ঘনে হয়' সিন মাপল বললেন, 'এর সম্প্রস্ত আরও কিছু আলে আমার জন্যের ব্যাপারে একটি দৃষ্য হয পারে।'

'তাহলে নিজের পথেই চলুন, ভেটেকটিভ ইন্ডিপেন্ডেন্ট মাপল', প্রফেসর ওরানিটেড বললেন।

ফ্র্যাকসনের পাদের দিন অনুভূত ছিলো। প্রফেসরের সবাই উপহার ছিলো। সিন মাপল চারিদিকে তাকান। মানীর অনেকেই ছিলো। সিন প্রফেসর আর তার বেলার সিন ক্লোটিলডষ্ট। কানিশ্চি সিন আলাদিয়া হাজির হয়নি। প্রফেসর দুইবার সুখপত্ত ছিলো। তারা কিছুই সিন, টেন্ডলকে না কিনতে প্যারে-'অপরাধ-অনন্ত' কিছু আর পুলিশ-হাজির
হাতিবিহিত লোকটি। একজন উদরাকান্ত হিসেবে একজন বৃহস্পতি ব্যাপক ব্যাপক পাতার নিয়মগত উপরের উপরে যাদের বলা হয় মিল মার্গল ভাবালনে—পাঠী ভাবালনের সাথে পাঠীতাত্ত্বিক সেই স্থানে চিন্তা হয়। তিনি সবাইকে আচ্ছাদন করতে বা ব্যাপক গোষ্ঠী গোষ্ঠী করেছিলেন। একটি চিত্তের মিল ব্যাপারের মিল—

একদিন একজন কলেজের কাছ থেকে যাবার পথে হাঁটু। ঠাঁক পথ গ্রহণ হয় একবারের বেশ নিয়ে কোন গোষ্ঠী করেছিলেন। পিঁশা হয়ে একবারের বাসার সুখে মিল মার্গল ভাবালনে সম্ভাবনার সময় হঠাৎ একটি কথা বলেন। ফলে কি করার চারি তিনি এবার আরো পরিণত করেন।

বাসার কারণ এবার সময়ের কিন্তু বাড়ান।

আমি হলেকে বলবো, এতবার আমি কেন পারবে না', মিল বলবার হয়ে উঠেনন। ‘বাড়ান—আমার মনে হচ্ছে কোন বাক সময়ে পেলাই কতে পাচার বা গুড়ি হচ্ছেন। একন বেশ এই নেপালের কেমন স্কাইজেন্স অ্যাকাডেমির উপর রাগ আছে।'

‘আরে পোনা, মায়ি', মিল বলবার হয়ে উঠেনন, ‘একটা কল্পনা করে কেন না।'

‘কিন্তু আমাদের বলা যায় না। আমদের কীভাবে নিজের রাজন ভাবার পারি না।'

মৃদু মিল আর মিল বেছেন। আর মিল প্রশ্ন চিঠির বাকসে থাক। করেছিলেন।

‘এই প্রশ্নের অন্য অনেক ঠাকু বলেছি, আর এই ফলাফলের জন্য কেটে নিয়ে করা যায় না।' এ ব্যাপারটা দুর্লভ কাছে ঘরভর্তাই হয়ে রয়েছে।

মিল বাইজেল গোটাকেও প্রশ্ন’ নিয়ে করান। কথাটা আর মিল আবারও ভাই। প্রশ্নের স্বপনও বিশ্বাস করে। ভাঁড় বাছার জন্য প্রকৃত।

মিল কারাগার অন্যা রেলে করে বাছাম আসানে। মিল কুক বা মিল গ্যালার একবার কিছুই করতে পারেন নি।

‘এখানে বেশ হাঁটা চলে', মিল কুক বলেন, ‘বেড়ানোর পরে ইতিমধ্য আর নেই। অনে হয় একটা মিল বিশ্বাস নিলেই সব ধরে হয়ে যাবে বা লেট যেতে।'

জিঙ্ক কেটে বলেন মিল মার্গল নিজের চেয়ে একটা সব পথে হয় এইসবে

রেলেন। হকেলগার তথে একটি ব্যাপার বেয়ে করলেন তিনি মাফ করে।

বিক্ষাল নিশ্চিত করেছিলেন। প্রথমালটি এক মিলের বাইজেলের, সাতের চেয়ে

বাসান সহ একটি মোটামুটিতে তিনি থাকেন। একবার পরিবর্তণ
গতিকথা দেখে সুখী হলেন।

'নিজের প্রয়োজন?'

'হাঁ, হাঁ, মাঝামাঝি আমার এই নামই বটে।'

'ভাবছি ভিতরে ঢুকে আপনার সঙ্গে দু'-এক মিনিট কথা বলা যাবে কিনা।

এইলালে এই সম্প্রদায়ের হিলাম পারিতা একটি খারাপ লাগছে। দু'-এক 'অক্ষত' বলতে পারি?'

'আই, দুঃখিত হলাম। নিশ্চয়ই, ভিতরে আসন্ন, মাঝামাঝি। এখানেই কিছুক। এক গ্লাস জল আনাই। না গরম চা পান করবেন?'

'না, ফুসফুস', মিস মার্পল অন্তর্ভুক্ত হলেন। 'এক গ্লাস জল' হলেই কিছু কেন আছে তাবে।'

মিসেস প্রয়োজন অভিযান এক গ্লাস জল আর নানা রোগ ও অন্যান্য দোষের অর্থ বলের সুযোগ নিয়ে হাঁসিয়ে হলেন।

'আমার একজন ভাইপো আছে। বরস তার পাগলের দেহে বেশি নয়।

রাজান্ত করে গায়েই একা হয়। সে বসে না বসবে একাকের। অজানা হয়ে যায়।

জুড়ে কাঁপে। ডানারাও কিছু করতে পারেননি। এই হল এই।'

'আই, মিস মার্পল বললেন, 'একা তালো বোধ করছ।'

'এই অপরিহার্য ঘটেছিলেন, তাই না? বলুন নিষ্কাশন কি পৃথ্বীজাত নাজ গোলান তখন? আমি তা তাই ভাবি। কিন্তু যত করনার, যার

না সম্মানে অপরাধের গথ পায়।'

'এ, হাঁ, মিস মার্পল বললেন, 'এই একবার বেরোছি। আমি একটাই

কেরো সমবেত শুধুকাঠামো নাম নেরা। নেরা বল।'

'আই, নেরা, হাঁ। হাঁ, সে আমার পিল্লবুত কোনো কথা। হাঁ, বড়কাল আরেকটা কথা। কোথায় চলে গেলো আর কেরোনী।

এই মেজলো। ওদের বেঁধে রাখা বাছা না। আমি বাবাবাং একবার বলেছি আমার ব্লুন বল্লাস হয়—'তুমি সারাধিক কাজে চলে যাও, আমি নেনর।'

কি কর চলেছে? সে হেলের পিছনে মেরে জানাতে লিখেছি। যাহো

গত্যাগ্র হয়ে যেতে। দেখে নিন।' আর হলেও তাই, টিকই বলেছিলাম।'

'আমার মতো চায়—?'

'আই, সেই একই গোলান। হাঁ, সেই পারিপারিক ব্যাপার। অথবা

জন রামন ব্যাপারে একটা কেতাক্তো তা নয়।

তবে আমার পরিশ্রম-ব্যয়

করা হলা, কেন্দ্রা কি আমি জন। কেন মেরে কি তবে তাকরা ধর্ম।

৫৪৯
বধি—আর সে কে একবার ভাবে যানি, তবে নিচিত নয়। আমার হয়তো তুলে দেওয়া পাঠায় করণ ছোটটি এখানেই বস করে চলেছিলেন আর নেরা বলে শেষ দে সা তাই ভেবে পড়েছিলো।

"নেরা চলে গিয়েছিলা?"

"মানে, সে কোন অনেকে লোকের পাণ্ডিতে মঞ্চে ছিলো। সেই দেশাবাস
 তাকে দেখা যায়। গাছিটার মেঝের নাম চুলে গিয়েছি। অন্যের হাসপাত
 নায়। কোন অজিস যা এই রকম কিছু। তাই হোক ও ঐ একজন তাঁর
 গাছিটা ছিটে। আর ছোটে বলে ওই একই গাছিটা চড়ার পরেই সেই বৈচিত্র
 মেঝেটি খুলন হয়। তবে আমার মন হয় না নেরার একজন অন্তর। যদি
 নেরাকে মাত্র হয়ে তাকে হাঁটতে তাকে বেছে এতেকিন পাওয়া যেতো।
 আই না?

"আই মনে হয়", মিস মানল বলব বিলেন। "সেক মুখো ভালো মেয়ে
 ছিলো, মানে লেখাপড়া বা ঐই রকম ব্যাপারে?"

"আই, না। সেরকম নয়। ও বেশ অস্ত আর যেই পড়ার ব্যাপারে
 সেপ্পন মাথায় ওর ছিলো না। গোটা বছর বর্ষ থেকেই ও ছেলেদের পেছনে
 ঝরে দাঁড়ী। আমার ধরণে কোন একজনের সঙ্গে ও চলে গেছে। তবে
 কাজকে তাতে দেখিনি। কেউ কি; উপহার দিয়ে চেরিয়েছিলো তাই তার
 সঙ্গে চলে গেছে হয়তো। একটা চিঠিও সে লেখেনি। আমি একটা মেয়ের
 কথা জানি সে এক অতিক্রান্তের সঙ্গে চলে যায়। সেই ছোটটি বলেছিলো
 তার বাবা নাকি শেক না কি ফেন। অন্যতঃ নাম—শেক। যা হোক যেটা
 আত্মায় না আলোচনায় কোথায় ভেন। হাঁ, আলোচনায়। ছোটটির
 বাবার নাকি চাহিয়ে একজন বাবু ছিলো—মেয়েটা পাকতে পারে
 নিরাট কাপাসের মোড়া প্রাপ্ত হয়। এই সব। মেয়েটা তিন বছর পরে ফিরে
 এলো। হাঁ, সাবান কখন ভুলে যেটা পৈঠার ছিলো ওরা—বাবুর
 জাগতে কা—কসমস; না কি ফেন। কুচক তুলেছে। ছোটটা বলেছিলো
 সে শুধু বললে ততমার তলাক ঘিরাতে তিনবার। বাবাস এই বলেই
 সে চলে খাওয়ার পর কাও সহজে ও ইস্লামাবে ফেরে। এটা সিদ্ধ করন
 বছর আগের কথা। আর ওই নেরার ব্যাপার মাত্র সাধন কি আই বহুর।
 আমার ধরণা ও ফিরে আসে।"

"আই কি, আপনার বেন হাড়া—মানে আর কারো কাছে বাধ্যর আররা
 ছিলো?"
হাঁ—মানে বার্ষিক সঙ্গে তালো বাবহার করতে চাইতে। কেন ওই পত্রের মাল্য বাধির ওয়া। মিসেস গ্রাইন তখন ছিলেন না, তবে মিস ক্রোকম্যান সকলেরই ভুলনের সঙ্গে তালো বাবহার করতেন। হাঁ, উন নোরাকে বলে তালো কিছু উপহারেও বিরেছিলেন। একবার তিনি গেলে সম্ভব একটি ম্যাক' আর স্বাগত পোশাক বিরেছিলেন। নাইস লাট অত্যন্ত ছিল। খুবই সমান্তরাল মহিলা ক্রোকম্যান। নোরা হাতে পুলুলে বাল্মুক দেখায়, তার চেষ্টাতে তিনি করেছিলেন। আর ও যা করেছিলো তার জন্ম সাবধানে করেছিলেন। বে কোন ছেলে ওকে ছিল নিজে পারতে। নাইস বড়ো দুধের কথা। আমার ধরনে শেষ অবধি রান্নারই ধুলে বেঁধে ও। ওর ছাড়া কোন তামকি আছে বলে মনে হয় না। একখান বোলা জমিয়ে ঝাড়, কিছু বাধা হবে। যার একটি অন্য সেই মেজেটি, মানে মানের বাবর্বর সেই মেজেটির মতো খুব হওয়ার চেয়ে এটা বেশ হয় তালো। বিশেষ ব্যাপার। ওর ভেবেছিলো সে কারও সঙ্গে চলে গেছে, পালিয়েও তাঁ। মনে ছোলেকেই ওর ধরলে সেই ছিলকে হাঁটে, বিল টাঙ্গান, লাঙ্গোড়ের হাঁটি। সব বেকার। মেজুনলোঁ ঘিক মাতো চলে এসে ঘটে না—আর চলেরাও বাঁধ বুকুতে ওদের দাদারে করতে হবে।'

মিস মার্পল আর একটি কথা বলার পর যখন খেললো শরীর ঘিক আছে তখনই মিসেস রাকাবকে বন্ধবাদ জানিয়ে বিদায় নিলেন।

তার পরবর্তী সাক্ষাত্কার হলো একটি মেজের সঙ্গে। সে লিখেন চারা নাটিতে বসিয়ে চলেছিলো।

'নোরা বল? 'ও, বহুবিধ সে গ্রামে আরোঁন। কর্ম সঙ্গে ও চলে গেছিলো। ও সম্ভব ছেলেদের সঙ্গে ধরে বেড়াতে। অন্য হয়ে ভাবান কোথায় বিষ্ণু হাঁটবারে ও। ওর সঙ্গে তিনি বিদেশ কোন কারণে দেখা করতে অহিলেন?'

'বিদেশের এক বদ্ধমুন ঘিয়ে চলেছিল।', মিস মার্পল মিথ্যা কথা বললেন, 'ভালোক অতি ভালো। ওরা নোরা বল নামে একটি মেজেরকে কাছে বলাতে গিয়েছ। সে ঝাড় হু কোন ক্যামেলার পাড়েছে। ও কোথায় নিয়ে করিয়েছিলো, দেখা গেছে সে অন্যতম খারাপ মানব। ওর কোলে ওই একজন মেজেরকে নিয়ে লোকটি পাঁচের গেছে। নোরা বল তাঁই ছেলেমের রাগার কাজ করতে দায়। আমার কথায় ওর সম্পর্কে কিছুই জানে না, আমি পুরোনো এই গ্রামেই চলে। তাই ভাবলাম কেউ বাঁধ ওর সর্বশেষে কিছু বলতে পারে।
কুলে সম স্মৃতি পরে ওই না।?

'ও হা। আমার এক কাঠামো ছিলাম। বনে রাখার দামি নেরার ফুলের সমে দোনা পায়ে করান না। ও ফুলে পাগল ছিলো। আমার দিখের একটা সুন্দর ফুলে বসে ছিলো, আমারা তিন তামে চলেছিলাম। তাই একে বলেছিলাম ওর মতে প্রতোক নেী, তিন বা হৃদরে সবে বাঁধার জুড়ে নর যেই একে পার্শ্বে উঠে তাকে। এটাও ও বলবে মিছে করে বলের জন্য বসে পাকাই বেশ শেখালেী।'

'একটু পাট রথ না পরিচার?'

'ওর পাট রথের চুল ছিলো। সস্মৃতি চুল। সস্মৃতি খোলা খাবুলো।'

'নে বনে হাসিয়ে খেলো পুলিশ চিখিয়ে হরালি?'

'হা। নে দো খিছ লিখে যারানি। তাকে একটা পাজি উঠে বেশ বায়। সেই হৃদরে ও আর বেশ যারানি। তিন এই সবে অপেক্ষা খুনও হয়। তিন এখানে নর, ওর সায়া খেলেই। পুলিশ বদে ছেলেকে খেলে। আমার সেদের হাসিলাম সেনাও একটা খেল হয়ে উঠবে। এবে ও হরালি। আমার মনে হয় সে হয়তো লজ্জন বদে তারা কারি করে চলেছে বা কেন শুধুরে দিন-টিজ করে চলেছে। ও ওই রকমই মেলে।'

'আবার মনে হয় না', মিস মার্পল বললেন, 'আমার কথার জন্য একক তের ক্ষেতের হবে।'

'তাকে চালেল অনেক বলেল বেলে হবে', মেরোট বলব দিলো।

আঠারা। আচার্য ক্লাসারজন

এয়ু পরিকল্পন হয় মিস মার্পল বন্ধ গেলেন রাতে ফোটলেন অক্ষর-বাক্যওন। এগো এসে তাকে অভ্যর্থনা করলেন।

'ওয়ু মিস মার্পল, একক আপারার সমে একটু ক্ষু বলতে চায়। নাম আচার্য ক্লাসারজন।'

'আচার্য ক্লাসারজন?', মিস মার্পল একটু হিয়ার পলেলে।

'ওয়ু, তিনি আপারেক করিয়েছিলেন। তিনি পুলিশের আপনি এই অস্ত্র নিয়ে তারাই মার্পল করলে বাগানের চালে তিনি একক করে, ১৪৬
কথাটি চান। আমি তাকে চৌরঙ্গিয়ার নাউজে নাসরিচি। ও জওরপিটা
নিয়ে গিয়ে রেখেছি।

একটা আচ্ছা হলে মিস মার্পল নিয়ে তোমাদের স্বাগত। দেখা গেলো
আমি ছুটে হারায়, তাই তাকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সারা সময় দেখেন।
তিনি কুফদু মিস মার্পলের কাছে এগিয়ে এলেন।

“মিস মার্পল? মিস জেন মার্পল?”

“হা, আমারই নাম। আপনি চাইছিলেন—“

“আমি আচ্ছা হারায়। আমি আজ ২,৫ালে এখানে এসেছিলাম।
মামলের এক পর্যন্ত। বাঞ্ছিতে এলিজাবেথ টেলরের সাথে গল্প করে।”

“ও হা?“ মিস মার্পল বললেন, “সম্ভব।”

“ফ্যাবার, বসরত। আমি যা বলেছিলাম, আমি পাখি নেই আপাতাল“, সাজাতেছে একটা চোখের বসন্ত তিনি। তারপর বললেন, “কিন্তু আপনি—“

মিস মার্পল তার পাশেই বসেছেন।

“এখান বলি কি ভাবে এটা হলো। আমি জানি আপনাকে কাজে আমি
একজন সম্প্রদায়ের মানুষ। আপনি আমি একটা স্কালে এখানে এসেছিলাম।
গিরগম্বীর বাহিরের আগে যে কোনো সময় কথা বলেছি।
িকুঁকু আমাকে বলেন তোমাদের মনে মন্ত্রাটি আগে প্রজ্ঞের একজন সরুতে র
সে দেখা করতে চান, তিনি মিস জেন মার্পল। আর এই জেন মার্পল হার
কাজে বসেছিলেন তিনি এলিজাবেথের মন্ত্রাটি অবাকি আগেই।”

তিনি উঠেছেন মনে হয়ে তাকালেন।

“হা”, অব বিবেক মিস মার্পল, ঠিক কিছুই। আমাকে জেনে পাঠানোর
একটু অবাক হোলালাম।

“না”, মিস মার্পল বললেন, “ক্রমের সময়ই তুমি সেখানে হয়। হাই
আচ্ছাদ্ধ হোলালাম। তার সময় ৫-৬ঘণ্টা কথা বলেছিলাম। তোমি আমার
থেকে পালিয়ে বসেছিলেন কোনো—আর এই ভাবেই আলাপ হয়।
আমি হাই সরুতে অবাক হয়ে যাই অথচ অন্যতম তিনি আমাকে জেনে পাঠানো।”

“হা, হা আমি এটুকু বুঝতে পারছি। এখানে বসেছি তিনি আমার
বহ্নিয়ের বাঞ্চার। আমার নাম আমার কোনো বাঞ্চার। আমার
ফ্যাবারের সাথে কিভাবে আপনাদের সাথে পরামর্শ করে। আমি
তুমি আমার সাথে বেশ করতে আসেছিলেন। তিনি আমার সাথে
ছিলো অথচ বলতে চেয়েছিলেন তোমরা বাফালে, হতে আমি তাকে সাহস করতে

১৪২
'নক্সা জেরেছিলেন বলে।

'শরুকাই', মিস মাপল বললেন। 'আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারিনি?
অভাবে মনে হয় যাকিলে প্রশ্ন নন।'

'আত্যন্ত কাছে আপনি করতে পারেন নি।'

'মাস টেক্সেল আপনাকে বলেছিলেন এই প্রশ্ন তার কাছে ঐ একাধিক প্রশ্নের
কারণে বলার উপলব্ধি নন। তিনি অন্য একটা কথা বাক্যালাপ
করেছিলেন—পুনর্বলন নি।'

'একথা বলেছিলেন তিনি, আচার্ডিকন গ্রাণ্ডান বললেন, 'সত্যই একথা
বলেন? হাঁ, খুবই আপনার গ্যাপার। আর সে লক্ষণভূষণ না।'

'তাই আপনাকে যে প্রশ্ন করছি তা হলো, আপনি 'কি মনে করেন তা কথা'
লক্ষের কথা তিনি বলেছিলেন তা হলো। আপনার সংখ্যাস না।'

'আমার ধারণা তাইই হবে', আচার্ডিকন বললেন, 'হাঁ, আমার সাই মনে
নন।'

'আমরা একটি ছোট মেয়ের সমপথেই কথা পরিলম্ব নন। মিস মাপল
বললেন, 'ভেরিটি নামে একটি মেয়ে নি।'

'আঃ, হাঁ। ভেরিটি হাসে।'

'আমি নেরোটির পদবী জানান না। মিস টেক্সেল শুধু ভেরিটি বলেই
উল্লেখ করেছিলেন।'

'ভেরিটি হাসে মুখটাই', আচার্ডিকন জানলেন, 'কে কয়েক বছর আপেক্ষিক সে
মাত্রা পেছে। আপনি যা জানেন নি।'

'হাঁ, আমি জানান। মিস টেক্সেল আর আমি দুজনের তার কথা
জানলেন করেছিলাম। আমি যা জানান না মিস টেক্সেল সেখানেই জানিয়ে-
ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ও কেন এক মিস রাফারেলের ছেলের সঙ্গে বিয়ের
জনা বাগানে ছিলো। মিস রাফারেলেই আমার এই প্রশ্নের সম্মান ঝরে যায়
মুখেরই দিকে। আমার—আমি ভেরিটি তিনি সবশায়ি চেরেছিলেন যাতে
এর ফলে আমি মিস টেক্সেলের পরিচিত হই। আমার ধারণা তিনি
জেরেছিলেন মিস টেক্সেল আমাকে বিয়ে খেয়ে পালবেন।'

'ভেরিটি সংখ্যাকে কোন খোরা?'

'হাঁ নি।'

'আর এই জন্যই তিনি আমার কাছে আসি ছিলেন। তিনি করেক্ট ব্যাপার
নামে জানতে চাইছিলেন।'

١٥٠


“তিনি জানতে চেরিও নি”, মিস মাপর্ল বললেন, “ভোরেটি কেন যা রায়াকরেলের দেখলে নিয়ে করার বাবারান তেজে কেন?

“ভোরেটি”, অচারিকন রাবান জাবী বললেন, “বাবারান তেজে দেরিন। আমি এ-বাপারে নিশ্চিত। মনুষ যে-রকম ভাবে নিশ্চিত হয়ে পারে।

“মিস টেমল এটা জানতেন?

“না। আমার মনে হয় তুমি একটু এ-বাপারে, অথাত যা দেখেছিলো তাতে অসম্ভব হয়ে উঠিয়েছিল, আর তাই আমার কাছে জানতে আসিলেন নিরীঁচা কেন হলো না।

“আর হলো না কেন?”, মিস মাপর্ল বললেন, “ওরা করে মন করান না। আমি অকারণে আগ্রহী হতে চাইছি। এসব জলস আসা নয়। আমি নিজেও—হাঁ, আমি জীবনানন্দ নিয়েছি—একটা উদ্ভাস সাধনের প্রশ্ন বলো। আমি আমার ভাই মাইকেল রায়াকরেল আর ভোরেটি কেন বিবাহবন্ধনে মাথা হলো না।

অচারিকন হে-এক মিনিট তারকে লক্ষ করে চললেন।

“আপনি কেন ভাবে এর সঙ্গে জড়িত”, তিনি বললেন, “এটাই বেশি।”

“আমি জড়িত”, মিস মাপর্ল বললেন, “মাইকেলের বাবা, যে রায়াকরেলেরই সামাজকালীন ইচ্ছা অনুযায়ী। তিনি তার হলে এটা করার জন্য আমাকে অনুষ্ঠান করছিলেন।

“আমি যা জানি আপনাকে সেটাই না বলার কারণ নেই”, ধীরে ধীরে বললেন অচারিকন। “আপনি কানন চাইছেন এলিজাবেথ টেমল আমায় কাছে বলে কি জানে আসিলেন”, একে কথা আপনি মানতে চাইছেন যা আমি নিজেই জানি না। ওই পাঁচ ঞ্জান-সত্ত্বা পরম্পরকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক হলো, মিস মাপর্ল। তারা বিবাহের ব্যবস্থা করেছিলো। আমিই তাদের বিবি বিজে বলেছিলাম। আমি বুঝেছিলাম এটা ওরা সোনার কাছে চাইছিলো। আমি ওই দু'জন লুঞ্জ-লুঞ্জকেই চিনতাম। ওই চৎকারের সম্বন্ধে তেরিইকে আমি হুঁকাল হেরেই জানতাম। আমি ইম্যাটারের জন্য বলে অনুষ্ঠান পরিচালনা করতাম এলিজাবেথ টেমলের মঞ্চে। চৎকারের সেই স্কুলে। উনিও বড়া চৎকার বহিল ছিলো। অন্তত তালা একজন ‘শাফিকা, প্রতিনির্দেশ করতা সম্পর্কেই’ তিনি হাসিঞ্চল থাকতেন। যে হাতির বা উপরে তিনি তাকে সেটাই নেমেছার চাপ দিয়ে—জোর করে কাজকে চারিপাড়ি দিতেন না কিছু। তিনি সাধারণ উচ্চ ঘরের একজন মহিলা।

১৫৯
আর ভাবো একজন কথা। আর ভাবিতে খুব সুখের ঘোষ কর্ম্মে—
আমি তা বেপেছি। সন্তানের আর আর্জিত দিক থেকে সুখের। আর
সুখের পর্যন্ত পাওয়া আগে সে এক বাপ-মাকে হারিয়েছিলো।
তারা বুঝলেই হিসেবে যেতে পেলে মর্শেনায় না হবে মাছ।
ভোনটি স্প্রেল হাঁটার পর গাস করতে যার মস ক্রিটিভ কারোড়ির একটি নাম একজনের
নাম, তিনি আপনি সত্যিই পালেন, একানেই যান।
তিনি ভোনটি মাঝের বাস্তব ব্যাপার।
ওদের কিন্তু এখান বিশিষ্টক হা আর তিনি
বিদেশে থিয়েন। এই পর্যন্ত এখানে থিয়েন।
বদন, মস ক্রিটিভ ভোনটিকে ঘরের ভালোবাসাতে।
এর জন্য সুখের করে হোলার জন
তিনি আগান চেষ্টা করেছিলেন।
তিনি ওকে বিদেশের নিয়ে গেছেন।
ভোনটিও একে নিজের মাঝে বাড়ানাই ভালোবাসা সর্ব আপোষ তোলাটাই ভালোবাসে।
বিষয়ে বিষয়ে কলামে সে ক্রিটিভ উপর নিদর্শন করতে।
ক্রিটিভের নিজের বিশিষ্টতার মাহল।
তিনি ভোনটির উপর বিশ্বাসবহিতের প্রতি চাপিয়ে দিতে চান।
ভোনটি কিংবা তার চারিদিকে সে চেরিয়েছে।
চারিদিকে শিক্ষা, আর প্রাণ ও
অন্যান্য বিষয়ে।
সে ওই প্রাচীন মায়ের হাতেরই থাকতো—এ সৌভাগ্যের জন্যে
আমি সুখেই ছিলো।
সাধারণভাবেই ভিক্ষাগৈরর ছেলে আসার পর
গুলি আমি করেছি।
আমি তাকে বরণেন আর অন্যান্য উপরে ভিন্ন
লিখতাম।
সেখানে প্রাণের মনে রাখায় বড়দিনে কাফ পাওয়া।
আকাশ একে দেবাহার, হটা একজন সে আমার কাছে এলা,
আকাশের পূর্ব কর্মে এক সন্তানী সহায়তা।
নিজে সুখের এক প্রাত।
একে আমি সাধারণ
কিছু, সে ব্যাকরণের হেলে, ক্রান্তে।
আমার কাছে এরসুক।
কাচ চাও সর্বক্ষেত্রে ভালোবাসা আর বিরহ করে চাউ।
'আমি তাকে বিশেষ হতে রাখি না?'
'হুর।'
'আমি রাখি হই মুখ মাণালি, আপনি হাতে। ভাবতে পাওন
আমর এটা না করাই উচিত ছিলো।
োলা সোনে আমার কাছে এরসুক।
মিত্র মহের
ভালোবাসা—ব্যাকরণের একটি বেলে এখানে রোমানী বাস বলে
হুরের কাজ নিসাথে।
এটা সে আমার মালায়।
বিষয়ক ব্যাকরণে, আমি হোনাম্বিল বলি, তার অপেক্ষা তখন থেকেই নানা কথায়
বাড়ি করেছিলো।
মোট হাসিতেও না হাসিতে হুর, ও কবিত।
নানাকথাতুর থাকাতেও না বাধার পড়েছিলো।
না বাধার থাকায় যেতে পাওয়া যেতে চাও।
কলামের প্রথম ছা

১৫২
নির্দিষ্টভা পড়ে উঠেছিলো। যেমনের পকে ধারাপ হলেও ও সম্প স্থাপন হওয়ার কথা যেমনই গুরি পড়ে বিসদৃশ অভ্যন্ত করতে চাইতে। সে দেখায় অবিলম্বে জেলের যেকোল হয়েছিলো। ওর জপ্রাদায়ী হিসেবে নাম ছিলো।
আর বাবার সদে আমার পরিচয় ছিলো। তিনি ওর জন্য হেঁসেমুখ সম্ভব ছেলেও করেছিলেন। ওর জন্য কাজ করে দেখেছিলেন যাতে সে দাঁড়াতে পারে। ওর কোনো পোশ করেছিলেন। আমি জানি না—।

'আরও বেশ কিছু করতে পারতেন তিনি মন করেন?'

'না', অচ্ছড়কন বললেন। অর্থ একে এক বললে পীরিয়েছি যখন আমার উপলব্ধি পাচে যে আমার চারাপাশের মানব সাহায্যের দামু সাধারণভাবেই সাপথ চর্চিত।
আমার বিশ্বাস হয় না মিনিতের মতে আমারের কোনো কোনো হয়েছিলো। বেশি মারাত্মক কোনো নেই। সাথে মেশায় ছিলো তার কোনো, এটাই ঠিক। বাবার ভালোবাসা পেলে মাইকেলের পকে ভালো হতো। কিন্তু আমি জানি না।
হতো। তাতে ইহর বিশেষ কিছুই হতো না। জোরটি বোকা ছিলো না।
বেশ কিছু, জান বুঝিও ওর ছিলো। 'কিছু ভালো করতে চাইলে ও পারতো: কিছু ও কুষ্ঠে যায়। ও ছিলো পল্লাট। ওর দেখা পায় ও পায় থাকতো। শুধু সেরেদের সঙ্গে ও বাড়িতে খাবার আসাম ছিলো। লোকে যা বলে, ও তাদের যামেলার জেলে অনেক কাউকেই আমার পাকড়া করতো। অনেক আমার সাধারণা ও এই ছিলো। এই ছিলো—এতক্ষণ তাদের কিছু খুলে খিলে রাতে হাঁই। অফার বোরোটি কোলে ঘরের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালা দিয়ে ম্যাকেলের বালালा
আমি কোথায় কোথায় বললালা তাকে বিশ্বা করাতো।
সে অব জানার বলতে যে ও পারাই যামেলার পত্তা, পল্লাট আর আর বাঁধার।
ও বললো। সে একে এক নতুন করেই জানার খুব করবে। আমি সব বলতে যাতে। আমি তাকে সাবধান করে দিয়ে সে একটা হবে না, ও বলতে যাতে।
মানব বলবার না। তেরিটী একে আমার মতোই জানতে।
ও বললো, 'আমি জানি মাইক কি ধরেন। হতো। তাই ও থেকে যাতে।
বলে ওকে আমি যামেলার তাকে সাহায্য করতে পারবো। আমার না করতেও পাতি, হবে মুটি নেবো।’
এই কথাই আমাকে বললো, হয়তো মারার।
বলে যামেলার-যামেলারে আমি বিয়ে দিয়েছি। আমি তাকে আমাকেই বলতে পেরেও দেখেছি—আমার ভালো। হয়তো দেখেছি। আমি জানি মাইকের
কিছু পরপরে যামেলার। একবার আমি মোকাল যামেলার বেয়ারত করতে হাঁই।
এটা খাদ্যের না। একটা খাদ্য। বেশ করা সম্ভব অনেক যামেলায় হতো।

৩৫৩
হয় কোন আকর্ষণ তালিকায় থাক নিতে পারে না। তালিকায় জন্য কিছু এর বেশা মোটে হতে পারিনে এবং নির্দিষ্ট, হালিক বা প্রথম স্থান আর সম্বাদনের মধ্যে একটি জন্য। এই আরেক পর্যায়ে তালিকায় চাইলে। 'আর একজন' রাচিতিক বললেন, 'আমার কাছে রোগ। আমি আর কিছুই বলতে পারলে না কারণ আমি জানি না একপাশ কি ছিলো। আমি লুক জানি আমাকে বলতে অন্যরূপে করা হয় তার বাবা আর করে রাখি—সজ্জন, সারা সবই প্রস্তুত ছিলো। ভালো গোপনীয়তার রাখি হতে আর অপরাধ।'

'ওয়া কে জানুক তা চাইলি, মিস মার্ল বললেন।

'না। রেসিট কাজকে জানানি চাইলি। আর হতে মাইকল চার্ম। এই চর পেরেছিলো বিস্তার করু হতে। রেসিট এর আর একটা ইচ্ছা ছিলো, সে সময় পালানে চাইলো। সেটা ওর জীবনের জন্য। পর দিকে মারা পিত্রোছিলো, এক নতুন জীবনে প্রাণ করিলো। সে সময় ও একে পেরেছিলো একজন রিক্তকালী। কিছু এ অবস্থা বেশিরভাগ থাকে না।

ও একটি চাইলো। পারপুরু রা—পুরুষ ও পুরুষের মাঝার এক সেক্ট। আর একমাত্র মানুষ সহ হঠাৎ চারি। যে কোনো জীবনে এক ঘটন। ক্রোফিল্ড রাজ্যের আট রেসিটের সঙ্গে চলাচল বাবদার করতেন—রেসিটিও তাকে বলে চলতো তাকে বাঁর পুজোর বলা যায়। তিনি এক নেতার মেয়ের মতোই রেসিটিকে বলে চলবেন। একবার রেসিট সচেতন হয় ওলো—না জেনেই সচেতন। ও এক পালানে চাইলো। তালিকায় হাত থেকে পালানো। কিছু ও জানতো না কি বা কোথায়। কিছু সে জানলো মাইসেলকে খেলার পর। ও একোর জানার পালানে চাইলো। যেখানে তাঁ আর পুলিশের এক হয়ে পরেন তাঁর জীবনের হাত পরিকর্ষ্যে যেতে হয়েছে। কিছু একটি জানতো ক্রোফিল্ডকে তার মনোভাবে বোঝানো সম্ভব নয়। তিনি কিছুতেই মাইসেলের রাজ রেসিটিটি এই ভালোবাসা। মেনে নেবোন না। আর ক্রোফিল্ড, আমার ভালোবাসা, ঘটতো ঠিকই মুক্তি পোশাকের পার্শ্ব। মাইসেল রেসিটিটির মায়ার মোলা ছিলো না। যে রাত্রা যে নিজে চাইলো তা হলো দৃষ্টি, বেলায় একটা মুক্তির পথ। যে হুকুমে আমারও ছিলো, মিস মার্ল কাজ রাখতে তাঁর করেন কিছু মাইসেলকে নয়। আর রেসিটিটির গোপনীয়তা রাখার ইচ্ছার কারণ বুঝেছিলাম কারণ রাখার সাহায্য করতেই ছিলো।
নিম্নলিখিত প্রাক্তন। তিনি বলতো তেরিটের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করে সাহেবকে বধ করতে পারতেন।”

“হামলে আপনার হাতে? আপনি জেরেছিলেন ক্লোথলা ওকে মাইকেল সম্পর্কে” এক্ষেত্রে বলেছিলেন যাতে সে-তাকে বিরে করার ইচ্ছা তাদের করে?

“না। আমি এটা বিশ্বাস করি না। তেরিটে হামলে আমাকে জানানো।”

“এই ধন আসলে কি জরুরি ছিলো?”

“সে কথা আপনাকে এখনও বলি।” ধন ঠিক ছিলো। সময়, সঙ্গ আর সন্ধিকা ঠিক, আমি প্রস্তুত। আমি পাতাল আর পাতার জন্য আগ্রহের রসায়ন করেছিলাম। কিছু লেখা না, পাঠালো না কোন রকম একটি সম্পর্ক, কোন কীভাবে নয়। কোন জানতে পারলাম না। এখনও আমার কাছে সেটা অবশ্যই বলেই মনে হয়। অবিশ্বাস, এরা এলো না সে কারণে হোটেল নয়। তার চেয়েও বেশি কোন খবর তারা আবে দিলো না বলে। আমতা দিয়ে লা লাইন এরিও তা আসা উচিত ছিলো। আর তাই আমি একটু অবাক হয়েই ভাবিলাম এলিজাবেথ টেপলের মতো আগে আপনাকে হয়তো কিছু বলে গেছেন। হতে আমার জন্য কিছু সংবাদ।”

“তিনি আপনার কাছে থেকে খবর চাইছিলেন”, মিস মার্গেল বললেন।

“আমি নিশ্চিত, তার আপনার সঙ্গে মেয়াদ করতে আসার এটাই কারণ ছিলো।”

“হাঁ। হাঁ, এটা সত্য। আমার মনে হয়েছিলো, যে তেরিটে মারাত বাধা ঢুকলে পারে যেমন ক্লোথলা আর হানিকরা রাজবোর-কে, তাদের কিছুই বলবে না। কিছু যেমন এবং এলিজাবেথ টেপলের প্রতি খবরকে আনবেই ছিলো—আর এলিজাবেথ টেপলেরও তা প্রতি খবরই প্রতাপ ছিলো, তাতেই মনে হয় সে তুলকে কোন রকম খবর তুলে দিয়ে ধাক্কাতে পারে বা ঢুকেও ধাক্কাতে পারে।”

“আমার ধাক্কা ও তাই করেছিলো”, মিস মার্গেল বললেন।

“কোন খবর মনে করছেন?”

“এলিজাবেথ টেপলকে যে খবর দিয়ে ধাক্কাতে পারে”, মিস মার্গেল বললেন, তা হলো এই। যে ও মাইকেল রায়কারেকে বিশ্বাস করতে চেষ্টা করে। মিস টেপল এটা জানতেন। একথা তিনি আমাকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন: “আমি তেরিটে পাতা একটি সেনাকে জানাতে সে মাইকেল।”

১৫২
রাখিয়েলেক বিয়ে করতে চেলিয়েছিলে।” আর একবার তারকে বলে বাক্তে পারে অর্থ বেরিঙ। তারপর আর্ম বকা বললে “সে কেন বিয়ে করেন?” তিনি জবাব দিয়েছিলেন “সে মায়া গুড়েছিলা।”

‘এরপরেই আমরা কখন দিয়েলেম’, অর্দ্ধিক ব্যাখ্যা বললেন, ‘একটু বিশ্বব্যাখ্যা কেলেন, এলিজাবেথ আর এই ঘৃত হটলে চায় আর কিছু বাছাই না। এলিজাবেথ আমালে বেরিঙটি মাইকেলকে বিয়ে করতে চলেছে আর আমি ছাড়া ওরা বিয়ে করতে চলেছে, নেই ভাবে বান্ধাও করেছে, তারপর আর মায়া সবাই করা হয়েছিল।’ এ তাদের জন্য অপেকার বিবাহ। কিছু রেন বিয়ে হলে না।’ পায় বা পাথুর কেটে এলো না, কেন সবাইও আলেন।’

‘কি হয়েছিলো আপনার কেন ধারণা নেই?’ মিস মাপল বললেন।

‘এক মিনিটের জন্য বিশ্বব্যাখ্যা করিন না আর্ম বেরিঙ বা মাইকেল সাতী আলোচনা হলে বাণী বা বিয়ে করতে হয়েছে করে।’

‘বিষু ওদের দুজনের মধ্যে অবশ্যই কিছু ঘটেছিলো? এমন কিছু যাতে মাইকেলের চারিদিক সন্নিধ্যে বেরিঙটির চোখ পড়লে চায়, বা ও অপেকার বান্ধাই পারিয়ে যায়।’

‘একটা তিন সম্ভাব্য হতো উপর নয়, কারণ এরকম হলেও সে আমাকে আলোচনা জিতে। এলোনে সে আমাকে এই ভাবে অপেকার রাখতে চাইতে। না। তাছাড়া সে ছিলো চাত্যায় মেয়ে, অভাব তালাকাও সে বেঁধে উঠেছিলো। না। আমার ভর হয়, একটা মায়া অপেকারই মতো একটা পারে।’

‘বিষু জান?’ মিস মাপল বললেন। ‘এর মনে পড়িয়েছিলো এলিজাবেথ চেম্পলের বলা সেই একটাই মায়া বা বেঁধে গাঁডায় শব্দের বর্ণিত মরা মনে হয়েছিলো।’

‘হ্যাঁ’, অর্দ্ধিক ব্যাখ্যা নিম্নলিখিত বললেন, ‘হ্যাঁ।’

‘তালাকামা’, চিন্তিত করতে বললেন মিস মাপল।

এর জন্য আপনি বলতে চাইনে—’, একটু ইতিমধ্যে করলেন অর্দ্ভিক।

‘এটা মিস চেম্পল আমাকে বললেছিলো। আমি বলছিলাম “সে কিছু মায়া পেলো?” তাতে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ‘তালাকামা’ আর তালাকামা পুনরাবৃত্ত মনে এক তাইকৃত্য লেখ। সত্যের ভাতিকৃত্য লেখ।’

‘বিষু জান’, অর্দ্ভিক বললেন, ‘বিষু জান—বা মনে হওয়া বেঁধে শব্দের মরা উপর।’

৫৫০
'আপনার সমাধান কি?'

'রয়াল বাজিয়া', আন্তর্জাতিক দীর্ঘমেয়াদ ফেলেলেন। 'একটি বিরুদ্ধ যা সমর্থন লোকের কাছে সহজে বোঝায় না। অনেক অর হাইফ সত্ত্বেও কোনো হয়নি, তাই রাখুন।' তারা স্বীকারনি অপরের নয়। রাঙ্গার অপারেন্স এবং বেশি সে একজন মানসিক বংশানো মানুষ। আপনি তাদের চেষ্টা না। আমি চিকিৎসাসম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা মানসিক জ্ঞান সম্পর্কেও অভিজ্ঞতা নেই। তবে ওর মধ্যে অবশ্যই একটি চিত্রিত সৌন্দর্য ছিলো।

এটি হলো ভালো কন্সৌম নিম্ন কথা, শুধুমাত্র এক বছর—যার প্রথম উত্তরের ছিলো ডুই। এর থেকে আমার একটু নিয়ম ছিলো—"মানসিক কোন বিভক্তি ও চাটাচ্ছে খুব করে—কোন অবজ্ঞায় নয়, বরং বাচকে ও ভালোভাবে, আমি আপনি তাদের কিছু করে ছিলো। হয়তো না কেনই, কেন বা কিছুই বা এর উপরে। আমাদের দুঃখিত এ এক অগ্রজ বলতে—মানসিক জানালাম হানালো অথবা এই রকম মানসিক রোগ বা অন্য অসাধ্যতা। এটি চূড়ান্ত একটি অর্থ আমি জানি—দুবার বরফ পর্যন্ত বলতে নিয়ে একসময় থাকতেন।

তাদের অতএব সত্য বলে মন হতে ছবি। আর এ সত্যে ও তাদের একজন অন্যজনের খুন করলো। সে একজন বাচকের কাছে জানালো। 'আমি বুঝিয়ে দেবে সেই ডুই নিয়ে একসময় থাকতে।

তাদের অন্য সত্য সত্যি বলে মন হতে ছবি। আর এ সত্যে ও তাদের একজন অন্যজনের খুন করলো। সে একজন বাচকের কাছে জানালো। 'আমি বুঝিয়ে দেবে সেই ডুই নিয়ে একসময় থাকতে।

তাদের অন্য সত্য সত্যি বলে মন হতে ছবি। আর এ সত্যে ও তাদের একজন অন্যজনের খুন করলো।

'কিন্তু এটা বলতে পারলাম না জানাই কথা যাবে। হয়তো আপনি বিভক্তি—কোন ক্রেমেকো বা একজন কি—'।

'তাহলে এটাই ছিলো বলে মন করেছেন?' একটি মার্ক বললেন।

'এটাই হয়েছিলো। দীর্ঘ পাথর বার্নি খেয়ে কিছুই বিচরণের সময়। ভূরি দুই, অবশ্য হয়ে যায়। সে বাড়ি ছেড়ে চলে যায়, আর তাকে খেলে দাও—'।

'কিন্তু এটা বলতে পারলাম বেশি—ঠিক নয় কিছুইন।—'।

'কিন্তু বিচরণের সময়—'

'বলতে চান দীর্ঘ পাথর খেয়ে বন্ধ পুলিস শেষ পর্যন্ত মানসিকে গ্রহণ করব'।

'আপনি অনেক সময়ে প্রথমে খেলে এক পুলিশকে নামায় করে বাড়ি হয়। কিন্তু ও সময় গাছিয়ে খেলে দেয়া করেছিলো। পুলিশ সেখানে—

১৯৭২।
শেষেই মন করে চলেছিলো সেই ওই লোক যাকে ওরা খেলছিলো। এই খেলা তাদের এক নক্ষত্র সম্পর্কে ভাবনা—আর বরাব্র তারা ওকেই সম্পর্কে করে এসেছিলো। অন্য কিও যুবক যাদের ডাকিনির সম্পর্কে পরিচয় ছিলো তাদের সকলেই কিছু না কিছু আনন্দ ছিলো বা সাক্ষরের অভাব ছিলো। ওই মাইকেরসকেই সম্পর্কে করে চলেছো আর শেষ অর্থ মেহটোও পাওয়া গেলো। ব্যাসসহ আর মাথা চুপ-চুপ হয়েছে। উপরের মতো আরম্ভ।
আ হাটেরই ফুটি। এ আমার সুস্থ মনোমর্ত্যের নয়।
মিন মার্পাল কৌপি উল্লেখ।
আচার্যকে বলে বললেন, তার কঠিন থাঁচ আর দুখ্যাতি তারাকান্ত।
আর তা সত্য এসে মাথা ভাবি তাকে অনা কোন যুবকই খনি করেছিলো। এমন কেউ যার সাহা নিয়মিত মানসিক ভাবসম্য ছিলো না। এমন কোন অল্পে কেউ—কাজে ডাকিনি কাজাতাকাজি এলাকার হৃদো দেখেছিলো 
ঠাকুরী। এ হয়েছো ওকে গাঁথতে কিছুক্ষণের জনা তুলেছিলো, আর 
বায়োপ।
আমার মনে হচ্ছে, একমাত্র হতেও পারে’, মিন মার্পাল বললেন।
আলাটে মাইক পড়ে খারাপ ধারণায় স্পর্শ করেছিলো’, আচার্যকে 
বললেন, ‘সে বোকার মতো অতি মিথ্যা কথা বলতে চাহ। ওর গাঁথি 
কোথায় ছিলো ও মিথ্যা বলল। কোথায় থেকে সত্য অজ্ঞাতের কথা 
আমাদের বলল। বিশেষের পরিকল্পনার কোন কথাই ও বললী। আমার ধরণে 
ও আইনী ওকে সাধারণ করে যেখা ওর বিপক্ষে বেটে পারে তবেই— 
কেন ডাকিনি ওকে বিয়ে করার জন্য চাপ বিয়ে ছেলেছিলো আর ও তা চাহিয়।
সর কথা আমার মনে নেই। তবে সাক্ষর ওর বিয়েকে মারানো হুরে ওঠে।
ও অপরাধী ছিলো—ওকে অপরাধী মতোই দেখেছিলো।'
অতের দেখলেন, মিন মার্পাল, যে আমি সাহা একজন অতি জুম্বু 
আর অস্থায়ী মনঃ। আমি তুল নিশ্চিত নিয়েছিলাম, আর এক সম্বন্ধ নিশ্চিত গরস্টুর ঘিরে থেকে ঢোলে দিয়েছিলাম। কারণ মানব চরিত্র 
সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা ঠিক ছিলো না। আমি বুঝতে পারি নি কি ভাবনার 
বিপরীতে এসে মাথা গলারিয়েছিলো। আমি জানিতে যে যার মাইকের সম্পর্কে 
জীব হওয়া না ও তার সম্পর্কে কিছু খারাপ তথ্য জানতে পারেও বাহালে 
বাধান তেজে বিয়ে দেখে দেখা সে আমাকে জানতে চাইতো।' কিছু এরকম 
কিছু থেকে না। কেন বে ওকে হত্যা করতো? ও তাকে মারেলো এই

১৫১
কাজ করে যে সবারের জন্য দিতে চালেচেলা? না কি সে ইতালে জন্য কেন মেয়ের বন্ধুত্বা করে বসাচেলা? আর আরে সত্ত্বা ছাড়ত চাইলে? তাই কোথে উক্তত বোঝার দেহ-অর্ধি ও তাকে খুন করে বসেচেলা? কেউ এটা জানে না।'

'অপনি জানেন না?' মিস মার্শল বললেন, 'তবে অপনি জানেন বা একটি বাড়ির বিবাহ করেন এই না?'

'অপনি 'বিশ্বাস' বলতে ঠিক কি বোঝাতে চাইছেন? অপনি কি ধরে পরিষেবকে কিছু বলছেন?'

'ও না', মিস মার্শল বললেন, 'আমি এ বোঝাতে চাইছি, অপনার মধ্যে স্থলে হচ্ছে এক ধরনের বেঁধে রয়েছে যে ওরা বুঝতে চেয়েছিলো আর ওরা পরিষেবকে তালোকাসারে কিছু এখন কিছু ঘটে যার ঘটে সেটা বলে হয়ে যায়। এখন কিছু যার পরিশেষ ওর মুখের মধ্যে বিয়েই আসে, কিছু অপনি কি সাতাই বিশ্বাস করেন যে ওরা ওই বিয়ের জন্য আসেছেলা?'

অপনি চিন্তাই বললেন, মিস মার্শল। হাঁ, আমি বিশ্বাস না করে একবার পারিয়ে যা যে দুই নিবেদিত প্রাণ তালোকাসার পরিষেবকে সম্পর্কে সৃষ্টি, দৃঢ় ব্যাঘ্রা, সম্পন্ন এক প্রাণ থেকে বিয়ে করতে চাইলে।

'ভোটেরি হতে থাকুক মেরেটি ছেলেটিকে ধরাপ লেরে ধরে নিয়েছিলো। আর তাই তাকে এখন দিয়ে মুক্ত'।

'অপনার বিশ্বাস অপনার কাছেই থাকবে', মিস মার্শল বললেন, 'আমার মন হয়, অপনি জানেন আমিও এটা বিশ্বাস করি।'

'কিছু তারপর কি?'

এখনও এ জানি না', মিস মার্শল বললেন হাঁ। 'আমি ঠিক জানি না, এবে আমার ধারণা এলাকায় কেপল জানোনা বা আমাতে হেঁদে করে হিলেন আসলে কি ঘটেছিলো। একটি ভরমাখানা শব্দই তিনি বিবাহ করে হিলেন 'তালোকাসার'। আমি জানি যে কথা ভেবে তিনি একথা বলেছিলেন ওজ্জে তোরন্টো এক তালোকাসারে। যার পরিশেষে সে আকাঞ্জ্যা করে। কারণ সে মাইকেলের স্বর্গে এক কিং থেকে ছিলো, যাতে সে বিয়ে করে বাস। কিছু এটা আকাঞ্জ্যা করেনা হতে পারে না।'

'না', আচার্ডিকন বললেন, 'আ হতে পারে না। অধিকের ব্যাপারটা কিছুই সম্পর্কে ভাবেই বলা হয়েছিলো। নিজের মাথা পেটাতে অপনি আকাঞ্জ্যা করেন না।'

১৩৯
'তামাসা!' মিস মার্পল বলে উঠলেন, 'সত্যিই তামাসা।' আরেকদের ধরে তালা বলাচালে তাকে কফিয়ে 'তালা বলাচাল' জন্য খুন করতে পারতেন না। পারতেন কি? ও বাই তাকে মেরেও ধরে একাছে খুনও তা পারতেন না। অবসরের হয়েছে পারতে—কিন্তু যে মুখেই তালা বলাচালে তাকে অভ্যন্তর পারতেন না।' তিনি আমার তাকেই এখান বলে উঠলেন, 'তালা বলাচাল। তালা বলাচাল—তাকের কথা একটা পথ।'

উলিস II বিভাগ সম্প্রসারণ

পরের দিন সকালে গোলমান বোনের সামনে এসে থেকেছিলেন কোন মিস মার্পল। নিচে নেমে পারিচিত বন্ধুদের বিবাহ সম্প্রসারণ জানাতেছিলেন তিনি মিসেস রাইজেল-পোচাটরকে বিশেষ ধর্মশাস্ত্রের জন্য মেখালা। কোথায় বহুবীজ কলেজ করলেন।

'সত্যিই, আজকালকার মেরেগুলো,' মিসেস রাইজেল-পোচাট বললেন 'কেননা বক্সার আর কে এর লেখাও ওমর নেই।'

মিস মার্পল ল সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও বিকে তাকালেন।

'বোরানার কথা বল্লে। আমার বাইবি।'

'ও, তুই হাসল নে?

'আস, এ বলছে না। ও কাফের' হয়েছে বলে আমারও মনে হয়না। এস বলছে ওর গলায় বাক্স, কর আসছে বলেও ভাবছে। সব বাখুলের কথা, আমার মন।'

'ও আমি দেখলেই হলাম', মিস মার্পল বললেন। 'আমি করট করতে পারবেন? ওকে দেখানাশন করবেন।'

'আমি বলে একই বক্সে বিওয়া,' মিসেস রাইজেল-পোচাটের বললেন,

'বক্স আরতে চান তাহলে বলবেন সবই অজান্ত মান।'

মিস মার্পল আপার ভিজন্স দেখে তাকালেন।

'মেরেগুলো নে কি। সন্ধাকালেই সম্প্রতি পড়তে চায়।'

'এমিলিয়া প্রাইস?' মিস মার্পল বললেন।

'ও, তাহলে আপারও এটা লক্ষ করতেন? হয়তো, ও-এক্ষেত্রে প্রাইসকে পাইয়ে দেওয়ার পরবর্তে পতিকে হালকা। হেলেটার সম্পর্কে আমাদেরকে তালা

১৯৩০
বার্ষিক নেই। এই সম্পাদক ছেলেগুলো...। সব সময়ই গদগদভাব হয়েচর। কেন নে ওরা সব ঠিক আত্মা খালে পারে না কে আপনি? হেমতি করে বলা আমি যথার্থ করি। কিন্তু আমি চেনাতে তাই ভাবছি। আমাকে বেশার বা মালাপত্ত গাছিয়ে দেওয়াঙ্গ বেই নেই। সাঁতা, এই প্রশ্নের জন্য এতে টাকা খরচ করছি।'

"আমার তো ধারণা ছিলো ও আপনার প্রতি ঘুরই মনোযোগী। মিস মার্পল বললেন।

"অন্য কম ঝি তিন হয় তা ছিলো না। মেয়েরা বঁখেইচর চার না মানব মালাপত্ত পেলেইল একটি দেখানোনা চার। গুজিও থাকেন—ও আমার প্রিন্সে ছেকোইর—অন্য সব ধারণা বলেছে—কোন পাহাড়ে গিয়ে কিনে আস। এখানে তো পার সাত আট মাইল পথ যাওয়া আসা।"

"তবে সাতটাই ওরা গলাবাধ আর কর হয়ে ধাকলে...।"

"বেগেইচর পাবনে কোথা ছোড়ে গেলেই গলাবাধ। আর কর বিলের হবে" মিলান রাইজলে-পোটার বললেন। "ও, আমারের একটি কোথা উল্লেখ হবে। বিদায়, মিস মার্পল, আপনার সঙ্গে বেশ হওয়ার খুশি হইছ। আপনি যে আমার সঙ্গে আসছেন না সেজন্য হুগলিত।"

"আমি নিজেও খবর ধর্ষিত", মিজ মার্পল বললেন, "বেহে সাতা কথা বললে, আমি তো নই, আর আপনার মত পাশে নেই—ভাবাড়া এই দৌখের বটনার করেছিনি হরে দরী বা মন ঠিক নেই। সাতটাই আমার পুরো চত্বর বিশ্বাস বর্ধকার।"

"ঠিক আছে, ভাবতে কোনিছিন আপনার সঙ্গে বেশা হওয়ার আশা রইলাম।"

ওরা কর্মরূহ করলেন। মিলান রাইজলে-পোটার গাড়িতে উঠে পড়লেন।

মিস মার্পলের কাছের পিছন থেকে কেউ চল বলে উঠলো।

"প্রথম বাতাস আর প্রথম নিষ্ক্রি।"

মিস মার্পল চুরু এমনিন প্রাইসকে বাধলেন। সে হাসিয়েছিলো।

"এটা কি মিলান রাইজলে-পোটারকে লক্ষ করে?"

"হাঁ। ভাবাড়া কাঁকে।"

"বোরানা একটি অনুজ্ব জেনে ক্ষয়িত হলাম।"

এমনিন প্রাইস মিস মার্পলের কিছু ডাকের আশা হয়সিলো।

১৩১

মিল—১১
সে সূরো হয়ে উঠলো, বলে উঠলো, 'কোন চলে দেখুন না?'

'এই কথা! মিস মাপনল কেন উঠলেন, 'আপনি বলছেন—?'

'হাঁ, আমি তাই বলছি', এমনিলে প্রাইস বললো। 'পিপল কোথায় হয়েছে ওর, সব সবে পাল্লো লুকিয়ে—'

'তাহলে আপনি কোথা যাচ্ছেন না?'

'না। আমি দু-একটা বিন এখানেই থাকছি। তরকারি কার্গায় হয়ে দেখলো, মিস প্রাইস। আপনি হতো ব্যাপারটা সেভাবে গ্রহণ করছেন না অথবা করি?'

'হাঁ', মিস মাপনল জবাব দিলেন, 'আমার যোগ্য এর বলনের কিছু ঘটে দেখালো। অবশ্য বিভিন্ন হতো অজ্ঞাত অন্য হলোই, হতো—নবে আমাদের পক্ষে আপনার মতো এরকম চলে আসার সুযোগ ছিলো না।'

কবরেল নির্মিত ওদোরাক এসে মিস মাপনলের সাথে কর্মর্থ করলেন।

'আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে বের থাকা হয়েছিলাম। বাগানের সময়ে একজন লিখিত বা লেখালেন', কবরেল বললেন। 'আপনি করেন পরিস্থিত চর্চার কিছু দেখতে পান। অবশ্য কিছু না থাকে। এটা হয়তো বৈধকারী হবে। কারণ কারণ এটা নিশ্চিত হবেন না হয়। কবরেল নির্মিত বাড়িটি করছিলো বেলো নতুন করি।'

'এটাও একটি আশ্চর্য কাজে, মিস মাপনল বললেন, 'যে কেউই এলের এসে বললে না যে পাথর ঘুরিযে কিনা।'

'একের যেখন দেখো তেবেই হয়তো আসেন', কবরেল ওদোরাক বললেন, সঙ্গে তেবেই বাইরে দেখে নেয়ন। বাইরে বাইরে। আমি আপনাকে তাই বলেছি' এবং হামিলিয়ার কাটিং পাইজের দেখো। তবে বলেন আপনি থাকেন নেতানে দেখো। হয়ে কিনা আমি না।'

সবাই একে একে কোথা উঠলেন। ফিরে বাড়িলো মিস মাপনল। তিনি প্রোফেসর ওরানএস্টের বিন তালেগেন—তিনি সাধারণ বিন তালেগেন কালাজড়িলেন। মিস স্যাভসন এসে মিস মাপনলের সাথে কর্মর্থ করে কোথা উঠলেন মিস মাপনলের প্রোফেসর ওরানএস্টের হাতে দেয় টানলেন।

'আপনাকে চাই', তিনি বললেন। 'কামাও বিনে কথা বলতে পারি না।

'হাঁ', সেলিন বেলোর বলে বলেলাম নেতানে হয়ে কেবল হয়।'

'এখানেই চর্চা একটা ভারি আছে অনেক হয়।'

কবরেলের বাড়ির বিচে দেখালেন। হয় বাড়ির কোষ বা কাখা

১৫২
অন্য কিছু', মস মার্ল বললেন, 'আমি পরিবার্ষ একটি নই, বাইরে আমার বর্ষের কারণ পক্ষে এ অজ্ঞাত খবর উপযোগী।'

'আমার মন হচ্ছে আমার এখানে থেকে আপনার উপর নজর রাখা উচিত।'

'না', মস মার্ল বললেন, 'এরকম করার প্রয়োজন নেই। আপনার অন্য কাজই করা মতো হচ্ছে।'

'ক কাজ?' তিনি মস মার্লের নিকে ডাকলেন। 'আপনার কোন ধারণা বা নির্ধিষ্টতা রয়েছে?

'আমার মন হচ্ছে বেশি জেনেছি। তবে সেটা ঝই বরে নিতে হবে। এখন এক বারে আপনার আছে বা আমি করতে পারবো না। আমার ধারণা আপনি তা করতে সাহায্য করবেন, কারণ বন্ধু পক্ষের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে।'

'তার অর্থ সকটতা। টা ইরাড, চিক হেসে বলে অব সরকারী গোলাবানার অধিকতা?'

'হাঁ। ওজনের একজন বা সকলেই। এমনকি দৈবাধী সত্তব আপনার হয়ে৷ পরেটে৷

'সাধারণ আপনার ধারণকে বললাই। যাক, আমাকে কি করতে বললেন?

'প্রথমে আপনাকে এই তিনটা বিধায় তাই চাই।'

মস মার্লের একটা নোটবুক বের করে একটা পত্রা হঠতে এগিয়ে ফেললেন।

'কি? ও, হাঁ নামকর। আমি প্রাকৃতিক, তাই না?

'হাঁ, তালো-পোহার একটা, আমার ধারণা। ওরা খুব তালো কাজ

বেলে আমাকে পাওয়া। মস মার্লের বললেন, 'বিদ্যুতের অর

তাই চাই পোহার তালো। তবে পলাশীর ইতিহাস জিনিস তাই?'

'আপনি কি আমাকে বিচিত্র পাওয়া তালো, নয়নে?'

১৬০
'না। এটা সরকার কিছু নয়। এটার সঙ্গে আমার সম্পর্ক আছে—
আমি আর আপনি যা করছি।'

'তবে কে?'

'আমি চাই আপনি এখান থেকে ধারণ করে পাঠানো এক পার্শ্বে
সম্বন্ধে একটি বোঝা খবর নিন। এখানকার ভাষার থেকেই সেটা পাঠানো
হয়।'

'কে পাঠিয়েছিলো সেটা—আপনি?'

'না!', মিস মার্প্ল বললেন। 'না, তবে আমি তার দায়িত্ব গ্রহণ
করেছিলাম।'

'তার দায়েন?'

'এর মানে হলো' মিস মার্প্ল বললেন, একটু হেসে, 'সে আমি ভাবতে
গিয়ে খেল একটি দোকানের মতো বললাম—যদিও আমার এতো বয়স—সে
আমি এখানকার দোকানে একটি পার্শ্বে পাঠিয়েছিলাম আমি হোসেন ও কুল
ঠিকানা বিলেবিলেবি। আমি থ্রুক্তচীড় চিঠিটির পড়ে আছি তাই। পোস্ট মিস্টেস
অথিলাটিক থ্রুক্ত সবাই আমার রাশ পার্শ্বের কথাও মনে ছিলো—আর তাতে
বে ঠিকানা দেওয়া ছিলো তা আমি যা বলছি তা নয়। আমি বললাম আমি
বোঝাটা মতো কুল ঠিকানাই বিলেবিলেবি। —সেটা অন্য একটি ঠিকানার
সঙ্গে গুলিয়ে পেলেছিলাম। তিনি জানালেন এখন আমি করার মতো। কিছু
ছিলো না চেষ্টা হয়ে গেছে, কারণ পার্শ্বের কিছু আছে। আমি বললাম যা
হয়তো হয়ে গেছে আমি পাঠানো ঠিকানার একটি চিঠি লিখে দাঁড়িত
আরাগার পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাবেন।'

'এটা বেশ যেন পাঠ দেওয়া পথই মন হয়।'

'মানে, মিস মার্প্ল বললেন, 'কিছু': একটা তো বলতে হবে। এ কাজ
অনিশ্চিত আমি করতে বাছাই না। আপনি এ ব্যাপারটা হেসে দেখেন। আমাদের
আনুষ্ঠানিক হবে ওই পার্শ্বের কি আছে। আমার সম্বন্ধে নেই এ কথাটা
আপনার রয়েছে।'

'পার্শ্বের মধ্যে এখন কিছু ধারণ করতে জানা যায় কোথায় কোথায়
পাঠিয়েছে?'

আমার তা মনে হয় না। হয়তো এক টাফতা কাগজে খেলা থাকতে পারে
'বস্তু' কাজ থেকে না কোন বিধানী নাম ঠিকানা থাকতে পারে। —বেসন
মিনিস পিপল, ১৪ অপ্রেসেবাল প্রোস্ত—আর কেউ খোঁজ করলে ওই নামে যায়।

১৯৪
ঠিকনামার ফাউকেই পাওয়া যাবে না।

"ওহ। আর কোন কিছু হতে পারে?"

'হয়তো—অন্যান্যকি হলেও হতে পারে' মিস আন্তিমার। মার্কের
'কেন' কাছ থেকে—।'

'নেই কি—?'

'সে ভাবেই এটা নিয়ে গিয়েছিলা', মিস মার্কেল বললেন।

'আর আপনি তাকে এটা নিয়ে যেতে অনুরোধ করেছিলেন?'

'ওঃ না', মিস মার্কেল বললেন, 'আমি ফাউকেই কিছু পাঠাতে বললাম।
প্রথম যা দেখেছিলাম তা হলো গোলিয়েন বোরের বাগানের কাছে বসে আমি আর আপনি সেদিন বাহি বলালামও এখান থেকে পাশেরটা নিয়ে যেতে দেখি।'

'কিছু আপনি ভাবেন গিয়ে পাশেরটা আপনার বলেই দাবি করে-
ছিলেন?'

'হে', মিস মার্কেল বললেন, 'সেটা একোবারেই চিন্তা। তবে ভাবো-গোলাম হবে সত্যিই। আর ভাবো আমি জানতে চাইছিলাম এটা কেথায় পাঠানো হয়েছিলো।'

'আপনি খুঁজ করতে চাইছিলেন একবার কোন পাশেরটা পাঠানো হয়ে-
ছিলো কি না আর বাহি পাঠানো হয়ে থাকে সেটা পাঠানো হয় একবার
রাজের-আলোর সাহায্যেই, বিশেষ করে মিস আন্তিমারার ঘাঁটা?' প্রফেসর
গোলাম বললেন।

'আমি আন্তিমার এটা আন্তিমারারই হবে', মিস মার্কেল বললেন, 'কারণ
না তাকেই দেখেছিলাম।'

'ঠিক আছে', প্রফেসর বললেন। 'হে', এটাতে পাচ্ছ
স্থায়ির করতে পারবো। আপনি মাথায় এই পাশেরটা কিছুটা আগে আগাতে
পারে?

'আমাদের দায়া এর ভিতরের বিনসগুলো গর্বজনক হতে পারে।'

'আপনি আপনার হাস্য গোলাম রাখতে ভালোবাসেন, তাই না?'

'প্রফেসর গোলাম বললেন।

'ঠিক হয় না', মিস মার্কেল বললেন, 'এটা গর্বে সত্যিই হতে
পারে সেটা আমি আবিষ্কার করার চেষ্টা করে রেখেছি। কোন নিষ্ঠার
আজিবো সত্যিই না জেনে যেকোন করতে চায় না।'

১৬৫
‘আর কিছু?’

‘আমার হয় হয়—আমি স্বীকার করি আপনার বিনিময় ভাবনায় হয় এক্ষেত্রে একবার আগে দেখি করিতে হইবে একটি বেহ হয়তো থাকতে পারে।’

‘আপনি বলতে চাইছেন এই বিশেষ অপরাধের সংগ্রহ করিতে, যা আমার আলোচনা করছি? যে অপরাধ দশ বছর আগেই অনুরূপ হয় কি? ’

‘হ্যাঁ’, মিস মার্পল ক্ষুব্ধ মিলিয়ে বললেন। ‘বলতে গেলে এ বাণীর আমি নিষ্ক্রিয়।’

‘আরও একটা বেহ। কার দেখি? ’

‘এটা আমার স্বভাব ধারণায় বলতে পারেন না।’

‘বেছি না। আর কোন ধারণা আছে কোন ধারণা যাচ্ছে না।’

‘ওখা। হ্যাঁ’, মিস মার্পল বললেন। ‘আমি ঠিক জানি সেটা কোথায় তবে আপনাকে সেখানে বলার আগে আমাকে নিষ্ক্রিয় হতে হবে।’

‘নির্দিষ্ট ধারণা সেখানে পুনরুদ্ধার করুন? বিপরীত কোন মেরে যে? ’

‘আরও একটি মেরে অবস্থা হয়েছিলো’, মিস মার্পল বললেন, ‘নেরা এই নামক একটি মেরে সে এখান থেকে অবস্থা হয়ে যায় আর তাকে দেখে সাদা নি। আমার স্বাগত তার দেখেও কোন বিশেষ ভাবনার কাজে রাখতে পারে। ’

প্রফেসর ওয়ারস্টেফ মিস মার্পলের নিকট তাকালেন

‘আপনি যতো এখান কথা বলছেন ততোই আপনাকে এখানে ফেলে যেতে মন চাইতে না’, প্রফেসর ওয়ারস্টেফ বলে উঠলেন। ‘এইসব ধারণা রেখো—আর হয়তো মূর্তির মতো কাজ করে ফেলো—তাছাড়া—তিনি বললেন।

‘তা, এটার সবই বাংলে? ’—মিস মার্পল বললেন।

‘না—না। আমি তা বলতে চাইছি না।’ বিশ্ব হয় আপনি অভাব বেশি কেনে ফেলেছেন—বিপরীত হয়ে উঠতে পারে—আমার মন হচ্ছে এখানে থেকে আপনার উপর আমার নজর রাখাই উচিত’, প্রফেসর ওয়ারস্টেফ ক্ষুব্ধ করলেন।

‘না, আপনি তা করছেন না’, মিস মার্পল বললেন, ‘আপনাকে দেখতে হবে, আর কিছু তিনি চালু করতে হবে। ’

‘আপনি এখন তারে বলছেন কেন আপনি অনেক কিছুই বলেন, মিস মার্পল। ’

‘আমার ধারণা এখন আমি অনেকটাই জানি। অব আমাকে নিষ্ক্রিয়

১৬৬
হাঁ। এনে আপনি নিষিদ্ধ হলে এটাই হবে তো। শেষ শেষ সম্পর্কেই নিষিদ্ধ হবে না। আমার লজ্জার একটা বেশ চাই না। আপনার।

'ও আমি এ ঝুঁকির কিছু হানসর্কি করছি না', মিস মাপল বললেন।

'বিপদ ঘটতে পারে, এটা মনে রাখবেন, যদি আপনার হাসির কিছু ভাব দেয় হবে। কোন এক বিশেষ ব্যাপারের উপর আপনার সম্ভব হয় কি?'

'আমার মনে হয় বিশেষ একজন সম্পর্কে আমি কিছু কিছু হানসর্কি। পূর্বে বেশ করতে হবে—তাই আমাকে যেন না ধাকতে হবে। আপনি একবার প্রশ্ন করেছিলেন আমি আসলে মাঝে অপার কিছু অন্তর্ভুক্ত করাই কি না। হাঁ, সেই আসলাতানিও এখানে রয়েছে, যদি বলতে চান, হাঁ। বিপদ—তবে সমস্যার জন্যে আমাকে এ সম্পর্কে কিছু করতেই হবে। সবচেয়ে ভালো বেশানু করতে পারে। তবে আমার মনে অতৃপ্ত রেখে কিছু করার জন্য তো নেই।'

প্রফেসর ওয়ানস্টেড গুহতে দেখে করলেন, 'এক—কুই—টিন—চার—'।

'কি গুহতে চাইছেন?' মিস মাপল প্রশ্ন করলেন।

'বে সব গাড়ী কোথায় উঠিয়েছেন। তবে নিজে তাদের নিয়ে অপনার মাঝার ব্যাপার কারণ নেই, কারণ তাদের যেতে বিচেরে ও আপনি এখানে রয়ে থেকেছেন।'।

'তাদের নিয়ে ভাববে কেন?

'ক্যাউ আপনাই বলেছিলেন মিস রায়্যারেল আপনাকে এই কোন পাঠিয়েছেন তো এক পিশের উপশোনা, তবে কিছু রকম বিশেষ কারণে আর আর পর্যায়েও মায়র হাউসেও বিশেষ উপশোনা পাঠিয়েছেন। যদি ভালো কথা। এলিজমের টেমপলের মতো কোনও করালো সঙ্গে সঙ্গে হতে হয়েছে। আপনার এখানে হাউসের মায়র হাউসের সঙ্গে সন্ধিত।'

'আপনি সম্পর্কে ঠিক নন', মিস মাপল বললেন। 'এই হাউসের মধ্যে বোলস্টার আছে। আমি চাই একজন আমাকে কিছু কথা বলতে।'

'আপনি কি ভাবেন কাউকে কথা বলতে পারবেন?

'আমার মনে হচ্ছে আমি পারবেন। তাহাতাহাত না গেলে আপনি টেল বলতে পারবেন না।'

'নিজের সম্পর্কে সাধারণ হবেন', প্রফেসর ওয়ানস্টেড বললেন।

'আমি নিজের সম্পর্কে সত্য ধাক্তেই মন্তব্য করে রেখেছি।'।

১৬৭
লালের খরচা পুলে বেঁড়েই হুকুন বোঝিয়ে এলেন। মিস কুক ও মিস ব্যানা।

'হালে,' প্রফেসর ওয়ান্টন্ড বললেন, 'আমি জেবেঝিয়াম আবার ফোটে বসলের সঙ্গে চলে গেছেন।'

'আমি, গুঁড়ি চুরুক আমাদের গত বর্ষায়,' মিস কুক হাসিমুখে বললেন।

'হঠাৎ আমাদের পাড়ালাম কাওয়াজিও কিছু বেশার মতো ভালা জারো আছে—
আর সেসব বেঁধার ওরাগু আমাদের।' একটা গিয়ার, সাঙ্গন রুপে খেললেন। খুব
কাজেই, মান চাল কি পাঁচ মাইল। স্থানীয় বান চেঁদেই বাওয়া যায়। বেশেন
নন্দে বাঁচে আর বাগানই নয়। আমি গিয়ার বাপারো ও আগ্রহী।'

'আমি তো,' মিস ব্যানা বললেন। 'এখানও রয়েছে কিছুলে পাক।'
খুব চুতাপ্ত বাগানগুলো আছে সেখানে।
তাই ভাবলাম এখানে শু-একটা মিস
থেকে বাওয়া আনারের হবে।'

'আপনারা এই পোস্টার বেঁধেই হালেন?'

'হাঁ। আমাদের ভালো ভালো বেশ বড়া শু-কামার একটা চমকার
বাড়ি পেয়েছি। পত ব্যাংশের চেয়ে ভালো থাক।'

'আপনারা টেন থামতে পারবেন না,' মিস মার্পাল বললেন।

'আমার ইচ্ছা,' প্রফেসর ওয়ান্টন্ড বললেন, 'বে আপনি—।'

'আমি ঠিকই অকেবা,' তুষ্টতাড়ি এরাথ বিলেন মিস মার্পাল।
এমন করাল; একজন মানুষ, প্রফেসর বাঁচ আদালে চলে বেঁধেই তিনি আবার
বললেন, 'সত্যই আমার জন্য এমন ভাবনা—বেন আমি এই কোন আশ্রাকেই
হবে—।'

'সব ব্যাপারটাই এমন শেকের,' মিস কুক বললেন, 'আমি কাঠ আপনি
আমাদের সঙ্গে প্রায় সেই মটুন গিয়ার বেশার সময়ই হবেন।'

'আপনারা অত্যন্ত সবার,' মিস মার্পাল বললেন, 'তবে আমি আমার
কোনো বেঁধার মতো পাঁচ আছে গলে হচ্ছে না। সত্যই কাল বেঁধে পারি,
নন্দ সেখানে বেশার মতো কিছু থাকে।'

'ভালে এখন বিয়ের নিম্নাং।'

মিস মার্পাল ব্যক্তিগত বিয়ের সাহায্যে হোলেলে চুকে গেছেন।

১৮৮
সুখি। মস মার্পলের বাক্য।

তাহাতে কাম্বার মদ্যাদ্ধার সমাধা করার পর মস মার্পল কাঁঁ পা পান করার জন্য বারাম্বার চলে এলেন। তিনি সেই তার অতীতের কাপে চুমক বিছিয়েছিলেন তখনই বৈঞ্চক এক মুটি ‘সির্দি’ বেরে উঠে তার দিকেই আগম্যর হলো। সে কৃতে হাঁকাতে হাঁকাতে কথা বলতে চাইছিলো। মস মার্পল বেঁধে পেলেন মুটিরটি আঁধিবারা রাজিরঘটের।

‘ওয় মস মার্পল, আমরা সর্বমাত্র বুমলাম আপনি অনুননা সকলের সহে চলে বারানি কোথায়। আমরা কেবল হাঁকাতে আপনি প্রায়ই চলে চাকেন। আমাদের দারা হিলো না আপনি রো গেছেন। কোলা রাগ আর খ্যাতি-নিরাগ, ওরা দণ্ডনেই আপনাকে বলতে পাঠিয়েছে আপনাকে মানব বাঢ়িতেই করে বেঁতে অন্যমূল্য করার জন্য।’ আমাদের মনে হয ওঠানে হরেতো বিন আমাদের সহে বলেলে আপনার সাহা লাগতে পারে। আমাদের ওঠানে সম্পাদনে সব সময়েই কোন না কোন লোকজন আসছে। তাই আমরা খুব দৃঢ় হয়ে—বাই আপনি আমাদের কাছে ফিরে আসেন।’

‘ওরা কোন আগানারের দুই সর্দিচর্লা,’ মস মার্পল বললেন। ‘সত্যই হোক। তবে আমার মনে হয—আমি তাব্যচ আগের বার দুঃখের প্রমাণ ছিলো। প্রথমে বেঁধে বন্ধ বলে জেরেছিলাম। মানে দুঃখের পর। অবশেষে বন্ধ না ওই শোকার্য বন্ধন হইতে—ওই দুঃখের। তারপর মনে হলো আমি সত্যই বেঁতে পারবো না। ভাবলাম আজ্জন্ত এক রাতের মত বিলুপ্ত যেছি আদায়।’

‘তাই আমার মনে হয আমাদের কাছে এলে আপনার ভালোই লাগবে। আমরা আপনাকে আরেম খাঁচাই চেষ্টা করবো।’

‘না—না, দেখনে কোন প্রায় নেই,’ মস মার্পল বললেন। ‘আপনাদের কাছে আমার খুব আমারই ছিলাম। ও হয়, খুবই উপভোগ করেছি। একে চতুর্থার বাঢ়ি। আর আপনাদের নর্মক; এতো সময়ে। আপনাদের ওই চিন্তা-বাঢ়ি নিন্মপত, কাচের সর্দিচ; আর আসনবন্ধ। এরকম কোন বাঢ়িতে হেঁটনের বলে থাকা খুবই আবেঙ্গ।’

‘তাইলে এখনই আমার সহে চলন। হয়, আপনাকে বেঁধেই হবে। আমি দ্বিতে আপনার সহ বিনিল দুঃখেই বিটে পারি।’

১১১
'তা, আমার অনুমান হয়। এটা আমি নিজেই পারবো।
'বাই হেং আমার আদেশ?'
'বেশ, চলোন', মিস মাপল বললেন।

মিস মাপলের কাছাকাছি আসার পর আনাবিষ্ট। প্রায় বিপরীত। আশ্চর্য! মিস মাপলের নিজের পোশাকে পাড়ে দৃষ্টি করলে। নিজের পোশাকে দেখার কারণ। বাঁকায় বলেন তিনি মুখে খুলির ডাঁড়ায় দেখে বেগে টিটি কাঁধানো। বাবাকিক ও কোন কিছুই ঠিক মতো পুঁছিয়ে নিতে জানে না।

আনাবিষ্ট ছেলেদের এক কুলি ধরে আনার পর সেই সব মালপটি নিয়ে বাচ্চা অফিস করে জমিদার ভবনে পেটের দিলা। মিস মাপল তাকে মনেতে বক্তব্য দিয়ে গেল একটা কথায় নামানি তাইনি তিন বোনের সহ তোলা দিলেন।

'তিন বোন?' ভাবলেন তিনি 'আবার তাঁদের কাছেই এলাম।' বসবার পরে উপরের সড়ক পর দুই এক মিনিট চোখ বাঁকে থেকে তিনি একটা ঠিক হাড়লেন। একটু মেনে ফেলেছিলো তাঁর। খুবই অভ্যাসিক, নিজের বসন উপভোগ হলেন তিনি—বিশেষ করে আনাবিষ্ট। তাঁর কুলিটি একটা ছেলেই পান চলানো। কিন্তু আলাদা চোখে তিনি এ বাড়িতে আসার ফিরে আসার অনুমানটিই বসে নিয়ে চাইছিলেন। এখানে ভরে বিছু রেখেছে? না, সেরকম বিছুই না, সুখ অসুখই বিছুই অনুভূত। গভীর বিস্ময় বিছুই। এটা এমনই পার দেখি বিয়ের চেয়ে চার।

তিনি চোখ খুলে দেয় উপরুজ্ব অন্য দুধনের বিলকে দুর্লভ করলেন। মিস মার্টিন বসেচালা রাস ঘরে থেকে চোখের দেখি দেখে হঠাৎ ভেসে পেলেন না।

এবার তিনি মৌষটিকার দিকে তাকালেন। তিনি আলাদা বা ছেলেছিলেন তাই। খামাকে খুন করার মতো তিনি নন—করিনি তাঁর খামাই সেই। বিশ্বাসের তাঁর পক্ষ দে মেয়েকে তিনি একটা ভালোবাসানে আকাও মারা অসম্ভব। তিনি দিছিলেন। ও চোখের জলে তিনি বেঁধেছেন বন্ধনই ভেরিটের নামে উজাড়িয়ে হঠাৎ।

আর আনাবিষ্ট? সেই মানুষকে ভালবাসে নিজে গেয়েছিলেন। আনাবিষ্ট—তিনি তাঁর সহজত্ব সম্মানন। ওর চোখের দৃষ্টি অজ্ঞতা—বারবার তা কহের উপর ঘুরে ছেদেই চার। ও জুটে পেরেছে, তাবলেন মিস মাপল।


১৭০
কি হল বা করে হলে?

এখানকার আবহাওয়া বেন কেন। চা খেতে খেতে তিনি তাবলেন বিশ কুচ আয় মিস ব্যাক কি করছেন। অনুভূত। তাবর সেটে মেরী খিড়ে খিড়ে তাকে দেখে আসায়—অতচ পরে তারা অন্যকার করা।

মিসেস স্লাইন চারের টে নিয়ে উঠে খেতে আয়নিচাইকো বাগানে চলে গেলো। মিস মার্সল ক্লোটিলিয়া সত্যে রয়ে গেলেন।

'আমার মনে হয়', মিস মার্সল বললেন, 'আপনি আচারকর ব্যাখ্যায়। কেন চেনেন?

'ও হাঁ', ক্লোটিলিয়া বললেন, 'তিনি গতকাল গিয়ে যান। আপনি তাকে চেনেন?'

'ও না', মিস মার্সল বললেন, 'তবে তিনি গোড়েন বেয়ে এসে আমায় সত্যে কথা বলেছিলেন। তিনি হাসপাতালে গিয়ে মিস ট্রেলারের খোঁজ করেন। তিনি ভাবছিলেন মিস ট্রেলার তাকে কোন সবমাত্র পাঠিয়েছিলেন বিনা।

তিনি কিছু বলেন নি—কি ঘটেছিলো তার কোন বাক্য।' ক্লোটিলিয়া প্রথম করলেন। প্রথমে তিনি আগাছ ছিলো না। মিস মার্সল বললেন তীন যে আগাছ চেনে রয়েছেন? অবশে তিনি মনে হয় না।

'এটা কি ঘুষনায় মনে রয়েছেন?' মিস মার্সল প্রথম করলেন। 'নাকি মিসেস পোস্টারের ভাষা যে কালো পাশ্চ ঠেকতে দেখেছিলো তাই বিকালের সরু পথ?

'হয়, তারা কিছুই দেখেছে, কিন্তু আপনি শান্ত পড়েছেন মনে হয়?

'রায়, এটা খাঁটি অস্ত্র মনে হয়', মিস মার্সল বললেন, 'বাড়ী না—

'বাড়ী না কি?

'আমার, আমার অবাক হচ্ছিলাম', মিস মার্সল বললেন।

মিসেস স্লাইন ঘরে এলেন। 'দিনে অবাক হচ্ছিলাম?', তিনি প্রথম করলেন।

'আমরা এই ঘুষনায় বা অরুটনায় কথা বলিলাম', ক্লোটিলিয়া বললেন।

'ওয়া অস্ত্র এক কাহিনি হলেছে', মিস মার্সল বললেন।

এই আমলারর কিছু আছে, আচ্ছা বলে অস্ত্রফল, 'আবার হাওয়াসাই দিতে আছে। কখনও তা কাঠে পাঠান। কখনও না—ভোরের বজ্রায় পরে থেকেই। আপনারও কি তাই মনে হচ্ছে না? একটা হারা অনেক থেকে না, মিস মার্সল।

১৭১
'আমি, আপনি নয়ন এরোড়', মিঃ রাপল্লি বললেন। 'এটি আপনাদের পায়ে হাঁটতে পারে—সাপ্লার। প্রেমে আছেন, আরো অন্য কিছু কিছু আপনিও জানেন। আচার্যদের বাস ছিল যে আপনাদের মেয়ের ছিল।'

'সে দাদুরা তালো মেয়ে ছিলো', ক্রেটিলজ বললেন।

'এক বাঁক আরও তালো। ওরে জানতাম', মিঃ মাইন বললেন। 'আমি নয়ন একাক্ষেই বাড়িতে এসেছিলাম। আমি ও আমার ম্যান বিনের ঋষির অধ্যায়।'

চান্দ্রি বাগান থেকে একটি লিলিফুল নিয়ে উঠলো।

'আসো ফুল। আমি এ পাতলো খাঁকা দরকার। তাই না?' বলে উঠলো অত্যুচ্চ এক হিস্টোলারা পত্রের হাসির সুগন্ধ।

'চান্দ্রির, মোর না—না—এটা চিত্র' নয়', ক্রেটিলজ বলে উঠলেন।

'জাই, এগুলো জলে ধরিয়ে যেতে', বলে উঠলো চােন্দ্রিরা চলে যেতে যেতে।

'চান্দ্রির। আমার মধ্যে হচ্চে ও—', বলে উঠলেন লাগুনলারও একে অমূল্য করে বিষয়।

'হাই। মাজে মাজে ও কেমন হয়রে থায়। মাজে মাজে হিস্টোলারের হাবে মাজে মাজে হিস্টোলারের হাবে না—। মাজে মাজে একে কমিং হয় অবস্থা।'

'এবার করলেই কমিং হয় কখনও কখনও', মিঃ মার্পল বললেন।

'লাগুনলারও বিদেশে যেতে চায়। চান্দ্রিরার মতো এক বাড়িতে সে আর চায় না। ও চান্দ্রিরাকে ভর পায়। আমি বললেই ভর করায় ভর নেই। ও স্বয়ং অত্যুচ্চ এক বারণ পাঠার মাজে মাজে। মার্পলক কমিং না ও ও।'

'এ মধ্যে কিন্তু কখনও ভালো বলছে। মিঃ মার্পল প্রতি করলেন।

'ওর না। ও একটি ইতিপ্রায়িন, তাই। আমি এ বাড়ি বিভিন্ন করে একে—বারে চলে যাবে।'

'সাঁতাই আপনাদের পকে হামর', মিঃ মার্পল বললেন, 'এটা বাড়িতে প্রবেশ অবাটের প্রতি নিয়ে যাবে করা।'

'আপনি হামরনা! হাই, আপনাদের মধ্যে তাই মনে হয়। ও আমাদের মধ্যে তাই ছিলো। আমার মধ্যে সম্ভব। ওকে নিয়ে আমার মর্যাদা ছিলো।
আর তারপর নেি ভাসক মানসিক রোগদ্বয় মেলেটি—।

পিছ রাখারেলে হলে, মাইলে রাখারেলে?

‘হা! পূর্বে সে পাীং এখানে না আসতো। ও কাজাখারি এসেছিলো…। আমাদের এখানেও। অন্য ধরাপ তার অগ্রতা…। কিছু ভেতরটি? ভাবতেই পারিনি সে ও প্রেমে পড়িবে…। হয়তো ওই বছর মেয়েদের ভাই হয়। বড়ের মাঝারে কেই একটু বৃদ্ধি দুর্বলে হয়ে গেলে না কি?

‘পনের তেলন বৃদ্ধি সত্যই থাকে না, আমিও মানীকার করি', মিস মাপ্লাল বললেন।

‘এ কিছুই পতিতে চায় নি। আমি—আমি তাকে বাড়তে অস্তে পারে নি। কিছু পরেই বৃদ্ধি সেটি বাইরে তার সন্দে বেখা করে চলেছিলো। এক একদিন ও বাড়ি ফেরিনি। কঠো। যুক্তির অকে… কিছু ভেতরটি বিচ্ছেদেই লেনোনিং…।’

‘এ তাকে বিয়ের কেরতে চেষ্টিয়াছিলা? ’ মিস মাপ্লাল বললেন।

‘এতদিন গড়েছিলা মনে হয় না। ছেলেটা এ চিঠা করে মনে করি না।’

‘আপনার জন্য খুবই দুঃখিত’, মিস মাপ্লাল বললেন। ‘আপনি অবশ্য দরুণ বলতে হয় করতেছেন।’

‘হা। সবচেয়ে ধরাপ ছিলো মৃত্যুর সন্দেহ করতে। তাও বেশ কিছুকাল পরেই হয়। ওরা মাইলেকে সাহায্য করে বলে। তারপর দেহ ঝঞ্ঝ পাওয়া যেলে—এখান থেকে সিক মাইল দুরে। মরে গিয়ে আমাকে সেই দেহ করে নেই…ও কি ভাঙ্কত। আমি—আমি সহা করতে পারতে না।’

ক্লোসিক্যার গাল গোড়ে আঘাতার নেমে এলো।

‘আপনার জন্য আমি দুঃখিত। সত্যই হারান দুঃখিত’, মিস মাপ্লাল বললেন।

‘আমি তা আমি। কিছু তবুও এই চরম মিথকার কথা আপনি কানন না।’

‘কি রকম?’

‘আমি না—আন্যায়িরা সম্পর্কে কিছুই আমি না।’

‘আন্যায়িরা সম্পর্কে আমন না মানে?’

‘এই সময় একবার অভ্যন্ত হয়ে উঠিয়াছিলো। দেন সে বিচারকাত্তার হয়ে উঠেছিলো। ঠাঁচ ও ভেতরটি বিচ্ছেদে চলে যায়। বন তাকে ও দূরে করতেই

১৭৩
খুলে করুন। যেখানে যাও—যাবার ঘনে হয় এসি। না বিচারের বোন মক্কার একথা চূড়ান্ত নয়। এমনকি একবার আমাকে করে। যদি তিনি। একবার চলের ছল ধরুন। আমার একটা বাড়ি বলা চট্টা ছিল—। আর এ ও তার পাশা ছিড়ে যে। তারপর থেকবিনা। না—না। আবার পাকলের অন্য দৃশ্য যতই।

'এ রক্ত আর বলনে না, চূপ করুন', মিস মার্পাল বললেন।

না। খারাপ পাথা—ভেরিটিএরভাবে মারা গেলো ভেবে। যাই হোক অনেক মেয়েরা এক ও হাত থেকে খুঁতে গেছে। খাবারনি করাতাল হয়েছে ওর। ত্রে কেনও সেল। একে মানসিক রোগলো হিলেও যদী বেশা চুড়ান্ত হিল। রোগতেই এক পাঠানা দরকার ছিলো। ও যা করেছে তার জন্য ও যারই নয়।

ক্রোটিলডা যদী থেকে চলে গেলেই প্রবেশ করলেন লায়তিনিরা।

'ক্রোটিলডাকে নিয়ে মাঝে ধামারেননা', লায়তিনিরা বলে উঠলেন। 'নেই ভয়ের ভাঙ্গার পর ও আর প্রকৃতিতে হতে পারেনি। ভেরিটিকে ও খারাপ রাগ কমাও।'

'উনী রক্ত হয় অপারের অন্য বোনের জন্য চিন্তা করে।'

'আপনঘোরা? ও ঠিক আছে। ওইওয়ারো। একটা বেশ কথা, এই যাহ। ওকে নিয়ে ক্রোটিলড্যাচিয়ার চিনার তেমন কিছু নেই। জানলার যাবে আলো দেন লেল।'

অপারের অন্য অফিজে যদী মুভ্যথেকে ঘরে চূপতে খেলা গেলো?

'এ অপারের ঘর করনে', মিস ব্যারের বললেন, 'এমনা। মিস মার্পালকে অগুনি। সে এ বেশ মার্পাল। মানে, অপারে বলতে এলে- হিল্যার অপারের দিয়ে বেঁধে যেওয়ার হোন—ওয়া ভয় আছে। তাই জানলার—। যারা বাড়ায়ে মেয়ে মরে না যেখানে চুপ পড়েছে।'

'যারাটার সব সেলো ঠিক যাবে না', লায়তিনিরা বললেন। 'তবু না। তারা জানলার অপারের কোচে চলে গেলেন।'

'না, মানে, জানলাবে একটু আলে পাশে খেলা ছেড়ে রেখে যাবে—তা। ছাড়া না তেলে গেলো—।

'একটু শেরি আনাহ', বললেই মিসেস রাইন উঠে গেলেন।

একটু পরেই আমারথায় নিয়ে শেরি হাতে নিয়ে এলো তিনি।
অবস্থায় পার্থিব না অর্থাৎ কী হবে, মিজস গ্রাইন বলেন। “মিস টেক্স্টলের কথা বলচে। পুলিশ তা ভাবে বলা যায়।”

“একমাত্র জানা ব্যাপার পার্থিব এনিমেট পড়ে না কেউ ঠেলে ছিল।” মিস হায়ে বলেন।

“ওই, মিস কুক বলে উঠলেন, ‘একবার বলা উচিত নয়—কে পাথর ঠেলতে পারে? তবে গলা—বা কোন বিশেষ হেতু—’”

“তাহলে কোথায় সহায় কেত হলতে চাইছেন?” মিস মার্পল বলেন।

“না—মানে, তা ঠিক বটেন নি, মিস মার্পল? আমার শুনতে আগ্রহ হচ্ছে”, ক্লিটলডা বলে উঠলেন।

“অনেক সময়ের কথাই মনে আসে।”

“আমার মনে হয মিস টেক্স্টল একজন অপরাজী—কেই তাকে অনুসন্ধান করছিলো”, বলে উঠলেন আলিয়া।

“তাকে কত?”, ক্লিটলডা বললেন, “তুমি বিশ্বাস নিশ্চিতই। কে তাকে অনুসন্ধান করবে?”

“আমি নিচুর”, মিজস গ্রাইন বললেন, “মিস মার্পলের কিছু বারণা আছে।”

“মানে, হাঁ, আমার কিছু, ধারণা আছে”, মিস মার্পল বললেন। আমার মনে হয়...হাঁ! মানে সাজাই যারা এতে নজ্র পাকতে পারে...কি বাঁল— ঢিক বোঝাতে পারছি না। মানে, ভাবছি ওরা বাকি দেখেছিলো। বলতে তার সময়স্থ দেখেছিল।”

“মানে, কি বলছেন?” আলিয়া বললেন, “ওরা কাউকে দেখেছিলো।”

“হাঁ—মানে, আমার ভয় অপর বয়সের কেউ বেই একম অস্পুষ্ট কিছু আমে মাছেই বলেন”, মিস মার্পল বললেন। “আর ওরা একমাত্র অপর বয়সের, তাই না?”

“এ বয়স!”, ক্লিটলডা বলে উঠলেন, “একবার আমাকে ভাবিনী। অব হাঁ—একম হওয়া আকৃষ্ট নয়।”

“তাহলে ওরা মজারই এতে একসময় ছিলো”, মিস কুক বলে উঠলেন।

“ও হাঁ”, মিস মার্পল বললেন। “ওরা একসময় ছিলো আর কিছু কাহারী বলছে। তাই ওরা প্রথম সেবে ভাবত। ওরা হয়তো মিস টেক্স্টলকে মারতে চালান—পাথর পড়বে নেতাকাব্য কিছু করে কাউকে

১৪৫
ফেন্স করতে চেয়েছিলেন। এইটেকুই আমি বলতে পারি।’

‘বার্তা আমাদের মনে হচ্ছে’, মিসস গ্রাইন বললেন, ‘তোমার কি মনে হয়, ক্রোটিলো কি?’

প্রথাগত আছে। আমি নিজে এ কথা ভাবতাম না।’

‘বাক’, মিস কুক উঠে বাহাল হলেন। ‘আমাদের পোশাক যেতে কিছু বেকে হবে। আপনারা আমাদের মধ্যে অস্থায়ী, মিস মাপল্লি কি?’

‘আ, না’, মিস মাপল্লি বললেন। ‘আপনারা আবার না—মিস গ্রাইনের মতান্তর করে একটা রাত্রি এখানে আমাদের কাউকে যেতে বললেন।’

‘ত বেশী কিছুই আমার পকে ভালোই হবে।’

‘নেপডোজের পর এখানে এসে একটু কিছু পান করবেন না কি?’ ক্রোটিলো বললেন। ‘নেপডোজের নিম্নলিখিত করতে পারছি না দেখিয়েছি। তবে একটু কিছু পান করলে…’

‘চমকার হবে’, মিস কুক বললেন, ‘নিচকেই আমার আত্মা প্রহর করবে।’

একবার নষ্টিক রাত কিছুটা

মিস কুক আর মিস বায়রা দিন ৪৫ এ হাজির হলেন। এমনকি মনে হচ্ছে তাদের গল্পের পোশাক, অন্যদের জন্য রকম। নেপডোজের চেষ্টা বানানি হোক। নেপডোজের চেষ্টা অর্থনীতি সে দিনের সম্পর্কে মিস মাপল্লি প্রথা করেছিলেন।

‘অন্য থেকে যাওয়া একটি রকম হাস্যকর’, ও বলে উঠলেন।

‘আ মার কিছু তা মনে হয় না’, মিস মাপল্লি বললেন। ‘তা’র বিশেষত পারিক্রমনা আছে।’

‘পারিক্রমনা বলতে কি মনে করেন?’ মিসস গ্রাইন বললেন।

তবে কোন পারিক্রমনা যানি নেওয়া কি? মিস মাপল্লি বললেন।

‘এটাই বলছেন’, অন্যদেরা আশ্চর্যী হয়ে উঠলে, ‘বুধবার মৌকুটিয়ার জন্যও একে পারিক্রমনা ছিলো কি?’

‘বাস্তব কথা’, মিসস গ্রাইন বললেন, ‘বোধ মিস টেম্পরের ব্যবহারে। তাই এমন বলা উচিত নয়।’

১০৯
'আলাই খুন', আলাদা বললে, 'কেউ তাকে খুন করতো—শেষ পর্যন্ত সেই।'

'মুখ্য কি এছাড়াই কেঁদে থাকতে পারে?' মিস মার্পল বললেন।

'হ্যা, নিশ্চয়ই, অনেক বছর ধরেই।'

'না', মিস মার্পল বললেন, 'খুন শিল্পে যায়। এটা ভালোবাসার মতো এতে খোঁজালো নয়।'

'আপনার কি মনে হয় না মিস কুক বা মিস ব্যারো খুন করতে পারেন?'

'সত্যি আলাদা।' আমার তাও শেষের ভালোই মনে হয়েছে', মিসেস গ্রাইন্স বললেন।

'ওধের কোন এক কথা আছে', আলাদা বললে। 'এই না ক্রোটিল্ডা।'

'খুনে লেখা ধিক', ক্রোটিল্ডা জবাব দিলেন, 'ওধের আমার কেন কৃত্তিকা বলে মনে হয়েছে।'

ঠিক ওই মধ্যেই অদ্ভুত উপায় হলো ক্রোটিল্ডা কফর দে নিয়ে এলেন। কাপে ডেলে তিনি তা এগিয়ে ধরলেন। তারপর একটা রাপ মিস মার্পলের আর্ব নিয়ে এলেন। মিস কুক একটু কুঁক পড়লেন।

'ও, মাপ করলেন মিস মার্পল, আমি হলে এ কফ পান করতাম না। নয়ন, এত রাতে, ঠিক মতো খুনে হয় না।'

'ও তাই বলেছে? মিস মার্পল বললেন, 'আমি তাও এ সব কফ পান করি।'

'হ্যা, কিন্তু এ খুব কড়া কফ। আপনাকে না খেয়ে এই উপদেশ দেবো।'

মিস মার্পল মিস কুকের দিকে একান্তে। মিস কুকের মুখ ভাবে আমৃতকাজ ফুটে উঠছে। একটা চাপ চাপ সামনে পিটাপিট করে উঠলো বাঁ।

'আপনি কি বললেন বুঝেছি', মিস মার্পল বললেন, 'আপনারা ধিক সহজতা।' কাপটা সামান্য সরিয়ে দিলেন তিনি। তারপর তিনি বলে উঠলেন, 'মেরোসির কোন হব নেই? আচ্ছাদিতক ওকে খুবই মেহ করবেন।'

'হ্যা, তাই', বললে ক্রোটিল্ডা জবাবের অন্তর্ভুক্ত একটা ডেক খুলে একটা আলোকালা এনে মিস মার্পলের হাতে দিলেন।

'এই কফেরটি', তিনি বললেন।

'অন্যদিকে মুখ', মিস মার্পল বললেন। 'হ্যা। মুখের বেশির ভাগ ছিলেন করে উঠছে। একবার ব্যাপার প্রায়ই খুব ছিলেন', আলাদা বলে উঠলে।

২৭৭

আলা—১২
ওনের নিজেদেরই বেশা উচিত, ক্রোটিলড়া বললেন, ‘ঈষৎ আমার সাহায্য করুন।’

ক্রোটিলড়া হাত বাঁধিয়ে হাবটা মিস মার্পলের কাছ থেকে নিয়ে বেলেই তার হাত দেধে কষ্ট কাপড়া মেখে চিঠ্যে পড়লে।

‘ওই জলবান’ ‘মিস মার্পল বললে উঠলেন। ‘আমার ধাক্কাতে পড়ে গেলে?’

‘না’, ক্রোটিলড়া বললেন, ‘আমারই হাত দেধে। অপনার কাঁক বেধে জন্ম লাগলে হলো এক কাপ ঘুম পান করে। পালেন।’

‘সেটা খুব ভালো হবে’, মিস মার্পল বললেন, ‘ওঠে ভালো থেমে হবে।’

আরও কিছু আজে-বাজে কথা পর মিস কুক আর মিস ব্যারো বিদায় নিলেন। বেশ একটু বাঁধা জড়লাও বিদায়। একটু পরেই কিছু এসে কিছু ফেলে যাওয়া টিনকাপি জনিসও এরা নিয়ে গেলেন।

‘কি বান্ধা!’ ওরা চলে বেরেই বললে আনন্দিতা।

ক্রোটিলড়ার সঙ্গে জিমও একমাত্র, বললেন মিসস গ্রাইন। ‘ওরা যেন আসল নন।

‘হাঁ’, মিস মার্পলও বললেন, ‘ওরা সাঁই যেন আসল নর। ওরা প্রেমে কেন এসেছিলো অবাক হয়েই জেরেছিল্লাম।’

‘এসে প্রেমের জাবাফ পেলে গেলেন’ ক্রোটিলড়া প্রয় করলেন।

‘ওহই মনে হয়’, মিস মার্পল বললেন একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। ‘অনেক কিছুই অজানা পেরেছি মনে হচ্ছে।’

‘এক্ষেত্রে সব উপলভ্য করলেন না হলে?’ ক্রোটিলড়া প্রয় করলেন।

‘মন ছেড়ে এসে খুশি হয়েছি’, মিস মার্পল বললেন।

ক্রোটিলড়া এক গ্রাস পরম নুর নিয়ে এসে মিস মার্পলকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন।

‘আর কিছু যতক্ষণ আলো, মিস মার্পল।’

‘না, ন্যায়বাচক’, মিস মার্পল বললেন, ‘সবই পেরেছি। অপলাশের অসার্থ

বরা থে আমি আর আমাকে আহততা করলেন।’

‘চট্টা আমাদের করতেই হলো, যেহেতু মিস রাকারেরের চিঠি পেলে

ছিলাম।’ তিনি থে চিন্তামীলে মনে ছিলেন।

‘হাঁ’, মিস মার্পল বললেন, ‘তিনি সব কিছু চিনা করে নি মনে

১৭৮
অামার বিবাস তাঁর অত্যন্ত নামি বিনিরোধকারী ছিলেন না।
অথবা আর আছে গোপালের তিনি অনেক চিন্তা করলেন, মিস মার্পল
বললেন। ‘গৌরী-রায়, মিস রাজবেরি-ফট’
সত্যেন কি এখানেই আপনার প্রাতরাশ পাতির দেবো?
না-না, কিছুতেই তা আপনাকে একটি দেবো না। আমি নিজেই নামালো।
এক কাপ চা খুব ভালো হবে। আমি—আমি বাগানে মেরে চাই। একই
নিষিদ্ধ ছদে দাদা খেলতে চাই—একটা চন্দ্রকার, একটা উত্তর—
‘গৌরী-রায়’, ক্রোটিল্ডা বললেন, ‘ভালোভাবে ঘুমোন।’

প্রচার অনুষ্ঠানের ভাগের জাতীয় আমলের খানাতে রাত দুটো বাজলো।
বাজার সব বাড়ি একসঙ্গে বাজে না—কোনটা বা আঘাতে নয়। রাত দুটোর
সময় মোহলার খানাতার মহলে মিষ্টি ঘরনের দিনের দেরে উঠলো।
মিস মার্পল উঠে বসে বিহারার পাশে বৈদ্যুতিক আলোর সূর্তি তীক্ষণলেন।
পরজাতি আর ধরে ছুলে বাঞ্চলো। ওর কানে ভেসে এলো হালকা
গম্ভীর।
‘ও’, তিনি বললেন, ‘মিস রাজবেরি-ফট। বিশেষ কিছু আছে?’
‘আমি শুনি, দেখতে এলেছিলাম আপনার কিছু, চাই কি না’, মিস রাজবেরি-
ফট বললেন।
মিস মার্পল ওর দিকে তাকলেন। ক্রোটিল্ডার বেধে দাঁড় গোলাপি
গোলাপ। সত্যই কি সুখবাটী বাহলা ছিলেন তিনি। বিশেষ প্রতিমাত্র
কেন—কেন কোন ভালোভাবেই কেন। গৌরী নাইক। আমার ক্রোটিল্ডা।
‘সত্যই কিছু, চাই না আপনার?’
‘না, কনাক’, মিস মার্পল বললেন, ‘আমি দুর্গণও করিন।’
‘ও ভালোবাস, কেন?’
‘এটা আমার পক্ষে ভালো হবে বলে মনে করিন’, মিস মার্পল বললেন।
বিহারার পাশে বাড়িতে ক্রোটিল্ডা তাঁর দিকে তাকলে না।
‘ও তো মাযাকর না’, মিস মার্পল বললেন।
‘এ কথার অথ কি?’ ক্রোটিল্ডার কফকফ করল হবে উঠলে এখন।
‘আমার মনে হয় কি ক্ষীণ আপনি জানলেন’, মিস মার্পল বললেন। ‘মনে
হয় না যারা সম্প্রতি আপনি জানলেন। হয়তো তারও আগে থেকে।’

৪৯
"কি প্রয়োজন আমি জানি না।"

"না?" হজ্জাত শাহ্দার একটি মহোজের প্রশ্ন।

"আমার ভাব হচ্ছে হুমকি হ্রাস হয়ে গেছে। আর একটি পরম জ্ঞান নিয়ে আসা।" কোটিভাষা বুধর প্রাস তুলে নিলেন।

"কন্দ করেন না?" মিস বলেন, "আপনি নিয়ে এলে আমার পাল করা উচিত না।"

"আপনার কোন কথাই আমি বুঝতে পারাই না। কি অন্য কথায় আপনি? কি হরনের মহিলার? এভাবে কথা বলেন কেন? কে আপনি?"

মিস মাপল তার মাথায় বসানো এক গুচ্ছ পোলাপি পশ্চা নামিয়ে নিলেন। ঠিক এই রোহ পোলাপি খাবার তিনি ওয়েস্ট ইডিজে পরেছিলেন।

"আমার একটি নাম হলো, তিনি বললেন, 'নিরাজ...'

'নিরাজ?' এর মানে কি?

"আমার মনে হয় সেটা আপনি জানেন" মিস মাপল বললেন, "আপনি আমার পরিবার মহিলার। নিরাজ দোষ করে বটে, এবং শেষকালে সে ঠিকই আসে।"

"আপনি কি সব বলেছেন?"

"একজন সম্বন্ধী মেয়ের বাকে আপনি মেরেছিলেন", মিস মাপল বললেন।

"বাকে মেরেছিলাম। কি বলছেন?"

"আমি ডিউটির কথা বলছি।"

"তাকে আমি মারবে কেন?"

"কারণ আপনি তাকে ভালোবাসতেন", মিস মাপল বললেন, "নিচুই মতে আছে। আমাকে অপমান আনাই বলেছিলেন ভালোবাসা একটা ভাব জানানো প্রয়োজন। ভাইওক আপনি ডিউটিকে ধারণ ভালোবাসতেন। নেই আপনার কাছে সব চিলা। আর এখনই তার জীবনে অন্য কিছু এলো। অন্য এক হরনের ভালোবাসা। এক ওয়েস্টের প্রেমে পড়লো সে। যদিও সে ভালো ছিলো না। তাইলেও তার ভালোবাসায় পরশুর আর ও পালাতে চাইলো। সে পালাতের চাইলো আপনার ভালোবাসার বখ্ত হিজে। সে সাধারণ নারীর জন্যই চাইলো। তার ইচ্ছার পরিপ্রেক্ষে সবে সেগুলো সাধ চাইলো সে। সে বিশেষ করে চাইলো ভালোবাসার ভাবে।"

গ্রোটিভাষা এরপর এসে একটা চেরার বলে মিস মাপলের কিছু একালেল।

১৭০
'অভিজ্ঞ', তিনি বললেন, 'আপনি সবই বুঝতে পেরেছেন মনে হয় না।'

'হাঁ, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'আপনি যা বলছেন সবই সত্য। অন্যকার করলে না। অবশ্য আপনি না করার কিছু যার আসে না।'

'না', মিস মার্পাল বললেন, 'আপনি ঠিকই বলছেন। এতে কিছু যারে আসবে না।'

'আপনি কি জানেন--জানেন, কি কথা আমি ভোগ করেছি?'

'হাঁ, কর্মশ করতে পারি।'

'আপনি জানেন কি সে সবথ্যায় কথা—যাকে ধুলিয়া সবচেয়ে ভালো-বাসন তাকে হারাতে চেষ্টা করছেন। আর হারাৎ নকল ছিল এক নদী চরিত্রের মানুষের কাছে। এই সমবেত মেয়ের আখ্যান সে। এটা আমাকে পাশাপাশি হতা—হাঁ, ধামাযে হতা।'

'হাঁ, মিস মার্পাল বললেন, 'মনে রেখো দেওয়ার আগেই যাকে আপনি খুন করেন। তাকে ভালোবাসতেন গলেই যাকে খুন করলেন।'

'আপনি বিশ্বাস করেন যাকে এখ ভালোবাসেন যাকে একের ভাবে মাধ্যম চর্চা করে খুন করতে পেরেছি? এক শব্দের ছাড়া কেউ এটা পারতে না।'

'না, তা আপনাকে করতে হয়নি।'

'তাহলে বলেছেন আপনি বাজে গলেন।'

'আপনি অথচ তা করেনি। এটা সে মেয়ের হয়েছে সে ভেরিটি নয়।

ভাসমায়ে এখনও এখানেই আছে, তাই না? এই বাগানেই আছে। একে প্রসন্নতার করেনি-সমন্ধত তাকে বিধায়ছিলেন কন্ধ বা পুঁরে সঙ্গে সেখান মায়ের খুল্যত। তারপর সে নারী গেলে তাকে বাগানে কারের তারা ইতু। পাখার মধ্যে যেকে আবার দেখে বিধায়ছিলেন। তারপরেই ওখানে লাগানো হয় পলিগোনামাই। তখন যেসব তাতে কুল ধরেছে বছর বছর। ভাসমায়ে সবাই রাজে গেছে। আপনি তাকে বেতে দেরন।'

'মুখষ হয়েছে আপনি একজন উচ্চ মুখষ। আপনি কি ভেবেছেন একজনী বলার জন্যে কোন বাইরে যেতে পারবেন?'

'হাঁ, তাই ভাবছি', মিস মার্পাল বললেন, 'যদিও সুতো জানি না: আপনি আমার চেয়ে চোখ শান্ত নয়।'

'সেজো জানেন মনে খুঁরাম হলাম।'
'আপনার আপনার কাছে নীচত বোঝাতে নেই', মিস মার্পল বললেন। 'আপনি আপনের একটা বড়ো ধরেই ধরা যায় না। আপনি ঘটি মেরে করেন। তাকে ভালোবাসেন তাকে আপন অন্য একজনকে।'

'আরো অস্ত্রের একটি অর্থনীতি বাজে নেই, নোরা রাখুন মেরেছিলাম নেই। কি করে আমাদের?'

'আমি ভাবিচ্ছিলাম', মিস মার্পল বললেন। 'আপনি ওইভাবে ভেরিটিকে মারে পাওয়া না। আমার তিন ওই সময়েই আরও একটি নেয় হারিয়ে যায়, যাকেও আমি দেখে ধরা নি। কিছু তাকে পাওয়া যায়। শহরের লোকে জানেন যে এমন ভেরিটিকে বলে সনাত্ন করা হলো না, জেনে নোরা ব্যাপারটি। আমার বেশ ছিলো ভেরিটিকের পেরিপেশ। তাকে সনাত্ন করলো কে? হারি, আপনি। আপনি আমাদের সে দেহ ভেরিটিটির।'

'তা করে পেল কেন?'

'কারণ সে হেঁটেটি ভেরিটিটি আপনার কাছ যেকে বর্তমানটি দাঁড়াইলে আপনি তার খুব অপরাধে বিচার হয়ে চাইছিলেন। আপনি নেতার সেই চাইছিলেন। সেই সময় অধিকার হলো জানা সেখে নোরা ভেরিটিটি। আপনি তার মতে বিচার করেছেন আর সেখানে রেখে দেন ভেরিটিটির নাম, হাতের বলা একটা ক্লান বসানো।' বিকলান--

'এক সবচেয়ে আগে আপনি তার খুন করেন, মিস এলিজাবেথ টেম্পলকে খুন। কারণ তিনি এ সবকে আসছিলেন আর আপনি তাঁর পেশো ভেরিটিটি তাকে কিছু অপরাধে গাত্র পাওয়া। আপনি ভাবলেন মিস টেম্পল ইচ্ছুক ছবিস্তারের সঙ্গে খেলাফ সরা দিয়ে তাঁকে হাসি পড়ে পাওয়া। এই ইচ্ছুকতার সঙ্গে একে সাফার ওঠে দেওয়া যাবে না। আপনি রক্ষিত। এই পাঠের ঠেলে বেরিটিটি করে আপনার কাছে করিন নয়।'

'আপনার রক্ষার কারণ বলো শক্তিমান', ক্রোটিল্ডা বললেন।

'আমার মনে হয় না', মিস মার্পল বললেন, 'এটা আপনাকে করতে দেওয়া হবে।'

'কি বলতে চান আপনি, নোরা, কারণ বড়ো কোথাকার?'

'হারি, আমি বড়ো', মিস মার্পল বললেন, 'আমার হাতে পায় জেরে নেই। ধরে আমি আপনার পেশো নয় বিচারের রচনা প্রেরিত দেখত।'

'ক্রোটিল্ডা হেসে উঠলেন, 'আর আমি আপনাকে শেষ করলে কে বাধা দেবে?'
বাংলার ধরারা, আমার প্রকারের বেসব্য ।
রাজকারী বেসব্যের উপর নিষ্ঠার করছেন, আমার হেসে উঠলেন পাটিল্ড। তারপর শব্দের মস্ত এগেলেন।
সন্ধিতা বুদ্ধি রাজকারী বেসব্য । মিস মাপল বললেন। দিন রায়নি রায় সর সমসই আকাশের সঙ্গে কাজ করতেন।

বার্ষিকের নিচে হাত খুবির কিছু, বের করলেন তিনি। একটি ছোট বুদ্ধি। বার্ষিকের তিনি চৌদ্দের মাসানোর রেখে কু বিশেষ। তাঁর বোকাগো এক শব্দ— রাজার ও প্রাণে কোন পুলিসের থাকলে রেশ হয় শুনতে পেতো।
বার্ষিকের জিন্স সঙ্গে সঙ্গে ডানে গলো এবার। ঘরের দরকান্দা খুলে গলো।

ন শেষ বার্ষিকের দিনে মিস ব্যাদ। কালিয়ার ঘরে বদলালেন। পাকাচোট ঘরের বিনাট আলমারির মধ্যে রেখে বেরিয়ে এলেন মিস কুক। ওদের দণ্ডনের হালকাকালীন দিনের এক পেলাকারী নেঁকেই প্রকট হয়ে উঠিয়েছিল। সেটা অথব কলার্ণ ওদের সামাজিক বাণিজ্যের দুঃখের সবাই শেষ সমাপ্ত।

'বুদ্ধি বক্সের', খুবির ভঙ্গিতে দলে উঠলেন মিস মাপল। দিন রায়নি রায় আমারে বলতে গলে অতুল পরিচত করে ফুলেছেন।

বাংলা । মিসের বাহিনী বললেন মিস মাপল

'আপনি কত জন্ম পামেন', প্রফেসর ওনানের হাত করলেন, 'যে এই হুই মিলা আপনাকে রাজকার জন্ম লাগানো বুদ্ধি বসবারিয়ে গেলেন।

তিনি শাভ্রামস, সেখানে আসিন বাহিনী দিকে একটি ছোলি হাকালেন।

তা কখনো এক সরকারী ভক্তর বর্ণে হলেছিল, সঙ্গে অর্ধব্রাহ্মণ। সরকারী মানিক, মানিক ইহুদের সরকারী কমিশনার সারা হোমস লয়ের, সামাজিক বলের অধ্যাক্ষ সারা লাম্বার, মানিকল। চতুর্থবার হায়রাস বাজি।

'গতকাল সম্ভাব্য আছে নয়', মিস মাপল বললেন, 'মিস কুক লেট ঢেরে নিয়ে এলেছিলেন। আর সেটা আমাকে দেখে মনে রাখার উপযোগী কে বলে মোর দেখে ভাবছিলাম কোন পক্ষের লোক এই, আমার অভিভাবক না শাছরে কেকুল। রাখে সম্ভাব্যই নিচিত হলাম। মিস কুক কথা সেলাপ তারে পাটিল্ড রাজ্যবাস আন্ডার করি দেখতে আমাকে দাবু করলেন। খুব ফেলাই নেটা বললেছিলেন। আর বিধায় লেখার সব কর্মমর্য ফুটার ফুটকে

১১৩
আমার হাতে দিয়ে দেন তিনি। পরে যেখানে একটা পরিবারের বাড়ি। 
কিন্তু মিন্ট পরে পাশে বালিশের তলায় রেখে গুল্মগুলির দেওরা ঘুরে পাশ 
প্রশ্ন করি। হাতে ও সেদেহ না হয় সৌজন্যে বাচায় রাখি।

'তুমি পান করেন নি?'

'অবশ্যই না', মিন্ট মাথা বললেন, 'আমাকে কি মনে করেন?'

'মাথা করেন', প্রাক্সন ওয়ানস্টেড বললেন, 'অবাক হইয়া আপনি প্রশ্ন 
করেন নি।'

'সেটা করলে কুল হতে', মিন্ট মাথা বললেন। 'আমি চেরিহলাম 
ক্রোসলাডা ব্যাণ্ডরের-একটি ভিতরে কুল। আমি ওর কথা শনিতে চাইছিলাম।
আমি লিখিত জানতাম তিনি আমরা বেশ একটু পরেই। কারণ তিনি জানতে 
চাইলে হয়ে প্রায় স্বতন্ত্র। আমি অঞ্চলে অন্যান্য আর কোথা 
থেকে আমি আর আশাবদ্ধ না।'

'আপনি কি মিন্ট কুককে আলমারীর মধ্যে লক্ষ্যে থাকেক সাহায্য 
করেন?'

'না। এটা আমার কাছে আশা নাই জন্যে।'

'আপনি জানতেন ওই বুঝি বাজিতে আছেন?'

'আপনি বিরহিলাম কাযারায় ইড়বতে কারণ বার্ষিক অভিযোগ 
নির্দেশ করার এক কোন এবং তারা লজ্জা মথা বাজির 
সমস্ত অবস্থা ছিলেন,' 
মিন্ট মাথা বললেন। 'সমস্ত কোন এক ফাকে তারা লজ্জা মথা 
বাজির সমস্ত অবস্থা ছিলেন।'

'আপনি সুরেশ ঠিক নির্দেশ করলেন, মিন্ট মাথা।'

'আমি সাফল্যে চাইছিলাম। এই একটি ঠিক না নিয়ে এ অবস্থা 
নিয়ে আলান না হল।'

'পার্শার সম্পর্কে আমার কথা ঠিক। এর মধ্যে পার্সেনার উপরে' 
পাল্লার গোলা কাঠে একটা আমারি ছিল। এর কথা ভেবেছিলেন কেন?'

'মানে', মিস্ডার্ন বললেন, 'এটা খবরে নর্দাম পাড়ার সমস্তান ছিলো।
বোরানা আর এমসই বা দেখেছিলো তা তাঁর বেশানের অন্য ছিলো।
আম পরে সেটা কাযারায় কোথাও পাওয়া যেতে না। এটা সবচেয়ে সহজে 
কোথাও পাঠানোর উপর হলো ভাব ধরক কোন বাঁচায় প্রতিষ্ঠানে 
কোথাও পাঠানোর হয়েছে ধূসর নেই ঠিকনা আমার ব্যর্থ ছিলো।'

'ভাবে সেখানটা আঁটা গম্বরের?'

'না, সেখানের নয়। আমি অনিশ্চিততায় ঠিকনায় ছিলো নিয়োজন।
প্যাল্লার গোলার মথা মথা। তিনি আমাকে জানান নেওয়া বললেন অর্থাৎ,'
হরছে...তাই বলে ফেলেছি।

'আঁ।' প্রাঙ্গের ওরাক্ষেত্র বললেন, 'আপান সাতাই পাকা অভিজ্ঞ।
মেয়া বয়ে এক কী ঘটেছিলো কখন আমাদের করেলে?'

'এখানে নিয়ে রায়াকারেলেই আমি জেনি দেখি একমাত্র তথ্য ছাড়া কাজ কিভাবে তিনি বিচার করেছিলেন? কিছু তিনি বিচার, সব কিছুই পরিকল্পনার মাধ্যমে তিনি করেছিলেন—জরি চুরু ছিলেন তিনি। যায় যায় কিছু প্যাকেটের মাধ্যমে তিনি তথ্য সরবরাহ করে পেয়েছেন। পথ সহজ করে দেখি ছিলেন।'

'কেন অনুভূত উপরাশিত টের পাননি?'

'ও, সে কথা মনে রেখেছেন কেন? না, সে কথা কিছু টের পাইনি।
এরপর আমার সঙ্গে পরিচিত হলেন এলিজাবেথ টেলেস। এটা অনেকটা
নাচলাইটের মতো ছিলো। এলিজাবেথ অতীকে ছিলাম তাই আলালের সঙ্গে
থেকে পেলাম সব প্রথম। নিচেই কোথাও একজন মিয়ার শিকার আর
এক হ্যাকারের অভিযান আছে। হাঁ, একজন কুইন—কারণ নিয়ে রায়াকারেল
আর আমার মধ্যে নেটাই যোগসূত্র। পেরেষ্ট ইল্ডেজেও একটা খুন হয়ঃ
সেখানেও আমার একজন জড়িতে পড়ে। নিচেই একজন খুন হয়েছে
আর অন্যের শিকার হয়েছে কোথাও। আর এ এসোন কাজ বলে অপেক্ষা
কিছুর সব্যসাচী বেশ করেছে। মিয়ার টেলেসের সঙ্গে কথা বলেই আলালের বেশা
লক্ষ করলাম। তিনি জানিয়েছেন একটি মেয়েকে তিনি সিডিয়ে বলে নিয়ে
রায়াকারেলের দেখালে একে বিয়ে করাতে বাগবত্তা ছিলো। কিছু মেরেটি তাকে
বিয়ে করেন। আমি কেননা আসার চোখে তিনি বলেছিলেন মেরেটি মারা
যায়। কিছু মেরেটি তাকে বিয়ে করেন। আমি কেননা আসার চোখে তিনি বলেছিলেন—'তালোবাসা'। তিনি কি বলতে চেয়েছেন তত্ত্ব ঠিক বুঝি—
তেলের মেরেটি আক্ষরিত করেছে। তিনি বলেছিলেন তাঁর মায়ার
বেরিয়েছেন। তিনি আসার কোন অর্থ না করার কথায় বাকিনিলে।
পরেই তাঁর নাম পুনর্নি।'

'আলীরা রায়াকজন?'

'হাঁ। তাঁর সঙ্গে আমি জন্মতাম না। সে তৎক্ষণে জেনেছি কোনের
বায়োসের মধ্যে সুবিধাজনক কেউ নেই। একটু সৌন্দর্য আর একজন প্রাইট
যায়। বলের সঙ্গে কোন তারারের জন্য। কিছু সবথেকে অনেক
কথা বলে কথা চাইতে হবে।'

'এক পথের অন্ত এলিজাবেথ টেলেসনের বাত্স'।
'না', মিন মার্জিন বললেন, 'এরপরের অস্থ হলো আমার মানন্ত খাটিয়ে গেল। এটাও সেই মিন রাজারেলের বাড়িতে। আমি কোনো জন্য আমাকে তখনে ফেলে হব, হতে দেখে অন্য কিছু নিয়ে পাও। মাপ করো, খাব রাজারেলি বলাচ্ছি হয়েছে।'

'যা করে না মন', কলেন সায় আন্তো, মায়েন।

'এই বাজিতে অযত্ন এক অনেকটা হলো আমার, বাজিতে, বাগানে সব ভাগার। আর সেই দিন বেল। ভূষণ সিংহারা আর মায়েবের সেই দিন ডাইনের কথাই হলো। ওদের অতিথীরদের অবাধ ছিলো না। এই বাজিতে তিন একত্র ভাগ তিন ওক করে কাঁপাতে চায়। আমার প্রথম নাক পড়লো ক্রোটিল্ডার উপর। তিনি এলিজাবেথ টেম্পলের মধ্যে বায়িমলি টিনটি বেল। এদের মধ্যে কে খুনে? কি হানির খুনে? খুনেই কি দরকার? আমার দৃঢ় বিলো ক্রোটিল্ডার উপরেই। বুখালাম কোন খুন করার মত সহজ আর মনের জোর ওই থাকা সত্য। 'বলে মিনের গাইনের কথাও বিশ্বাস হয়নি', খুন মিনের কির পারেন না। তাদের অভিজ্ঞ খুনই হতে আখ্যা দেওয়া যায়। তাদের আন্ত্যোরা। সে কোন কারণে খুনির অ্যাকশন খুন করায় ভুল করে ভুল করে অ্যাকশন। পরিষদের কারণের ধারাবাহিক ধারায় অন্ত্য এক লতা পরামর্শাদি লক্ষ করান।

আমাদের এক ঘটনাপ্রায় প্রায় অন্য এক লতা পরামর্শাদি লক্ষ করান। এর পরেই ডাইনে এলিজাবেথ টেম্পলের মতু। 'খন থেকেই আলাদা কথা ব্রুস্কাফ করালাম', মিন মার্জিন বললেন। 'বুখালাম তিনটে খুন হয়েছে'; যে রাজারেলের ছেলের কথা শুনলাম। সকলেরই ধারণা ছিলো সেই ব্রিটিশ হাস্তক্ষেত্র খুন হয়েছে। কিন্তু আচার্ডেন্স ব্যাপার সুস্পষ্ট হয়নি। তিনি কোন খুনকেই জানতেন—হারা পরশ্রকে ব্লোকাক্সদা।

এটা কোন বেল অপরাধ থেকে আসতেন—ওদের মধ্যে ছিলো জেরের ফাঁই।

তারপর এলিজাবেথ টেম্পলের সেই ভাবি: আমাদের কথাটি ভালোবাসা।

তিনি বলেছিলেন ভেটিটির মুখূর্ত কারণ—ভালোবাসা।

'তাইই সব পরিপ্রেক্ষা হয় বাধ। বুখালাম, এর মতু কারণ ক্রোটিল্ডার ব্রিটিশ প্রতি অন্য ভালোবাসা। কিন্তু ভেটিটি চাইবেলো অন্য ভালোবাসা—লহরের গ্রেম। অনেক ব্রিটিশ বিশ টেম্পলকে ভালোবাসা দে মহেতে কিছু কিছু ব্লোকাক্সদা বিচারেকে বিজেতে চলেছে। কিন্তু ভেটিটি এরা না। সত্তাত মাইকেল
জানতে পারেন আসল কারণ কি। হরতো ভোঁরার্তা হাতের লেখা জান করে
তাকে কোন চিঠি লেখা হয় সে কা পরিবর্তন করেছে। কোটিলোডা কিছু করে-
ছিলেন ভোঁরার্তা চলে রেখে না কোন তারেই। তাই একে বিষ পান করিয়া
অবস্থান। হরতো হেমলক, কে জানে। তারপর তাকে কাচরের ধ্বংসাবশেষে
ইট-পাথরের নিচে করে দেন।'

'অনে বোনেরা কিছু সম্বন্ধ করিন্নি?

'মিনেস গ্রাইন এক ওখানে ছিলেন না। কিন্তু আগায়া ছিলো। আমার
নে হয় সে কিছু হেঁটে কিছু কিছু আলাদা করেছিলো। কোটিলোডার দৈহ
টিং সংবাদ অস্তুর্ব অগ্রহ আছি তার পলিগোনাম মহা লাগানো—কাচর মৈথুন
করার কথায় অনুপ্রের উইল। এরপর কোটিলোডা নেরো ভল নামের মেরিটিকের
পিনিকির নাম করে পাড়িতে ফেলেন। তারপর প্রায় চলিনো মাইল ঘরে
কোথাও নিয়ে গিয়ে তাকে ব্যস্তকর করে হত্যা করে মৃত্যু ক্রমিক করে
ছেড়া নালায় ফেলে আসেন। তিনি পাকার ছড়ান ভোঁরার্তা শেখবার মাই-
বেলের সঙ্গে দেখা গেছে। বোনেরা—'

'বোনেরা মনে?

'এটা বললাম,কারণ কোটিলোডা দশবছর হয়ে আস্ত মানুষের বন্ধুই ভোঁরা
করেছেন। চিরাগ ছড়া। বছরের পর বছর তা ভোঁরা করে গেছেন।
এলজাবেথ স্টেপল ঠিকই বলেছিলেন 'ভালোবাসা' ভালো একাকী শ্রেষ্ঠ।
আনগোয়ার বাই ভর পেয়েছিলো। ও বংসীর্বিহীনে যে ও যে সব জানে কোটিল-
লোডার জানেন। ও তাই ভর পেয়ে কোটিলোডা কিছু করতে পারে আরে।
আমার কাচর একটি আনগোয়ার মায়া বেঁধে। একে বিষ প্রয়োগ করা
হবে—আর রাসন করা হতো—আর রাসন করা হতো অপরাধী বিশেষ করে
সে আয়তন করেছে।'

'আর তবু, তার জন্য আপনি দুর্লভ কি?' বললেন সার আমার। 'এ
খণ্ডের পাপ কাচরের সেদুর। এ পাপ করালেই আনে।'

'এরপর সে রাতে কি হয় আজেন, মিস মার্পীন?' গ্রোসেনের গোলমালের
বললেন।

'কোটিলোডার কথা বলছেন? তিনি রকম আমার দুঃখের শরীর
ছিলেন। সেটা কি উনিশি পান করেন বার্তি?'

'হা। ফেক তাকে ব্যস্ত করলো পারেন। ফেক ভাবোন দুঃখ কোন গোল-
মাল ছিলো।'
'আলচে তিন সেটা পান করে ফেলেন?'

'আলচে' হাঁচ না। এটাই এর পকে আভ্যন্তর। কিছু কি আলচেই, এটা তাই পালাতে চাইছিলো আমি ক্লিনাক্সও সেই পর্যন্ত পালাতে—আম প্রতিপাদ কি তাবেই না আসে। খুব ঘৃঘৃত হয় মেরেন্ট জানা—ও এই চেয়ে-ছিলো তা ও পেলা না। শাঁঁি বইলা এই কাছারের নিচে ধরেসেন্দুপে...। ক্লিনাক্সও হয়েছে আমি ভেগুরিটি উপাদানটি অন্তত করে চলাছিলো...।'

ভেইল ॥ সমাপ্তি

'বৰ্ষা বাফুলা আমাকে ভর পাহিরে দিয়েছিলেন', কিন্তু মাপলের কাছ বিশার দেওয়ার পর বললেন সার আমন্ত্র, ম্যাকাফেল।

'নতো ঢাক্কা—এবং এই নির্মাণ', বললেন আয়স্টাটিক কমিটির।

কিন্তু মাপলকে বাজিয়ে দিয়ে কিছু এলেন প্রোফেসর ওয়ানাস্টেড?

'তোমার কি ধরণ, এতমাত্ত?'

'নির্মাণ?'

'না, না। আমি বলছি বেশ ভর অধ্যায়ন।'

'নির্দেশ', বললেন প্রোফেসর ওয়ানাস্টেড।

'এই বর্ষণ গ্যালোক', সরফারো উকিল বললেন, 'আসলে ওই গ্যালোক একেল, তারা বললে যে দুই বাহিলাটিকে মাধ্যম গ্যালোগ শাল আইনের অধ্যায়ন ওয়ান বেশ যারা দায়।'

'গ্যালোগ শাল হাঁট হাঁট মনে পড়ছে—।'

'কি?'

'বর্ষণ ম্যাকাফেল বললেন তিনি তো ওই ভরে দেখোছিলেন, জীবনে হাতে তোলেননি। অরেল ইন্সিভ ভাব চাইছে তিনি ওই ভরে চলেছিলেন। তিনি প্রথম বললেন 'তো কি করে চাইছেন' তার জন্যে তিনি বললেন 'নিষ্ঠাই। এ হাত অন্য কিছু তিনিও ভাবতে পারবেনি। আমারও এটা তালা লাগে', প্রোফেসর ওয়ানাস্টেড বললেন।

'গ্যালোক', প্রোফেসর ওয়ানাস্টেড বললেন, 'আমি তোমার সেন্স মিস তেল

১৭৭
মার্পালের পরিচার করিয়ে দিতে চাই। তারা তোমার ব্যাপারে খুব জড়িত ছিলেন।

বাল্ল হজরের মনকাটি পরে কেন, একটি সল্লাহ মাখা দুঃখের বুঝর দিকে তাকালো।

"ও—ইহঁ—" সে বললো, 'হাঁ, মনে হয় পুরনো। অনেক অ্যাবাচ।'

সে আনন্দের দিকে তাকালো।

'হালে এটা সাধ্য, আমাকে ওরা ছেড়ে দেওয়ার মতো কিছু করবে কেমন?'

'হাঁ। তুমি বিচিত্ররই মুখী পাবে—আবার ভারীন হতে পারবে।'

'ওন', মাইকেলকে আবার সম্ভে ঘষত মনে হলো।

'এটা মানিয়ে নিতে সময় লাগবে মনে হয়', মিস মার্পাল লুবার কষ্টে বললেন।

মাইকেল আবার তাকালো। এখনও সে বেশ সুধারণ। তার মধ্যে মিস মার্পাল। আন্দের উক্তিরা হরতো নেই—তবে সেটা আবার ফিরে আসবে......

'ওন' মাইকেল আবার বললো, 'আপনাকে অনেক অ্যাবাচ, এটা খামেলা নিয়েছেন।'

'আমি তাতে আনন্দ পেলেছি', মিস মার্পাল বললেন। "বিধার। আপনাকির আমার ভালো যেন আসছে। নিচুরই একন কোন কাজও পেরে যাবে বাচ্চে পুরনো হবে।'

'কনিশার। আমি সাধ্য কৃষ্ণ।'

'তোমার বাবার প্রতিদু কৃষ্ণ হওয়া উচিত', মিস মার্পাল বললেন।

'বাবা? বাবা আমার সম্পর্কে সেমন ভাবেন নি।'

'তোমার বাবা, বলল তিনি বুঝতে মনে, তিনি চেরেছিলেন যাতে নারী বিচার পাও।

'নারী বিচার', ভাবলো মাইকেল।

'হাঁ। তিনি নিজে অভাস নারী বাণিজ্য ছিলেন। তিনি এই কাজের জন্য সে চিঠি আমাকে দেখাতে বলেছিলেন:

"নারী ধর্ম তো বাক বাবি বিচার; সম বহ্তা নারীর মতো খান নীতিরোধ—আমন্ত্রণ।'

'ওন! সেপ্টিনারার?'
'পা। বাইকেল।' মিন মার্পাল পায়েত কুলে একটা ঘর দেয় করে মাইকেলের হাতে দিলেন। 'এটা ঘরতে পারো। নাকি ঘরতে না?'

এ একটু চাঁদের থেকে ছাবচা আবার ফিরিয়ে দিলে। 'না! সে হাতের গেছে। এখান আমাকে এগিয়ে যেতে হবে-', একটা বাকলো ও।

'বলেছিলেন?'

'হানি, মিন মার্পাল বললেন। 'বড়ো কাননা রইলো।'

মাইকেল বিদায় নিয়ে ওরান্স্টেড বললেন, 'অবধি যেলে। আপনাকে ভালো করে খায়তে দেওয়া উচিত ছিলো।'

'না। এতে ও আরও অন্যায়ি পড়তা। ওর মনে বিস্তার নেই, নেটাই বদলা কথা। ভাবচ একটা ভালো মেয়ের সদে ওর পরিচয় হলে ওর পক্ষে ভালো হবে।'

'আপনার এই চাঁদার বাট্টা মনের জন্য আপনাকে ভালো লাগে', বললেন গোয়েন্দা ওরান্স্টেড:

'উনু এফনই আদৃতবেন', 'না হাতার মিন সুস্ফারকে বললেন।

সবইকে কেন অস্বাভাবিক, এই না?' মিন সুফার বললেন। 'হয়ে নিয়ে যেতে পারা গেছে। উনু যেমন বললেন।'

একটু পরেই থেকে বললেন মিন মার্পাল।

মিন পড়বিব আর সুস্ফার অপ্তর্থ জানলেন।

'মিন কাজ। অভিসন্ধি রইলো।'

'আমি আপনাদের ভাবিরেছি, আমি সত্যি পালন করতে পেরেছি', মিন মার্পাল বললেন।

'হানি, বিপ হাতার পাউত এখান আপনার। আপনার ব্যাখ্যা করা দেবো, না কেন না? করবেন?' মিন পড়বিব বললেন।

'আমার ব্যাখ্যা কারেন্ট অ্যাকাউন্টের কথা দেবো।'

'কিছু এটা তাকা। বাকলা দিনের কথা কিছু ব্যবস্থা—'

'বাকলা হিসের কথা দেরি করে শুনে আমার হাতা। আপনাদের অস্তিত্ব ক্ষুব্ধ। এ টাকাই আমি অন্য উপভোগকে করতে চাই। বিবাহ নিয়ে তাকার কাছে গিয়ে বললেন মিন বাকল। 'না বাকলেলেও হয়তো এই চেয়েছিলেন।'

তাঁর বরিয়ে দেলেন।

১৯৫৫